মাসুদ রানা

ব্ল্যাক ম্যাজিক

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন





সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

ব্ল্যাক ম্যাজিক

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্ল্যানটা রোমহর্ষক। দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে নিচু জাতের অস্তিত্ব। শয়তান উপাসক অস্ত্র ব্যবসায়ী বুন থারমল হেজের নেতৃত্বে একজোট হয়েছে নব্য নাৎসীরা, হিটলারের স্বপ্ন—আর্যদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ওরা। ওদের হাতে বন্দী হলো মাসুদ রানা, ওর চোখের সামনে জবাই করা হলো 'পীস ফর অল'-এর একজন সদস্যকে। রানা বুঝল, এবার ওর পালা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

ব্ল্যাক ম্যাজিক

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

পঁয়তাল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7195-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
তন্ময় আচার্য

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Website. www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana,
BLACK MAGIC
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

ব্ল্যাক ম্যাজিক-১

প্রথম প্রকাশ :১৯৯২

এক

২৩ মে, ১৯৪৫।

সোফার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে, যেন মানুষ নয়, একটা কঙ্কাল। কম্বলে জড়ানো হাড়সর্বস্ব কাঠামোটা থরথর করে কাঁপছে। লোকটার করুণ অবস্থা দেখে সহানুভূতির ক্ষীণ হাসি ফুটতে যাচ্ছিল সার্জেন্ট-মের্জর মারফি গুডউইনের ঠোঁটে। ফুটল না, কারণ তার মনে পড়ে গেল, লোকে বলাবলি করছে সম্ভবত নিরীহদর্শন এই লোকটিই কয়েক মিলিয়ন মানুষকে হাসতে হাসতে খুন করেছে সদ্য সমাপ্ত যুদ্ধের সময়। ইহুদিদের বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষ ও নৃশংসতা দুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। নিজের দেশ শুধু জার্মানীতেই নয়, দখল করা অন্যান্য দেশেও ইহুদিদের যম হয়ে উঠেছিল লোকটা। যুদ্ধ থেমে গেছে, তবে এখনও প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রোমহর্ষক কাহিনী প্রকাশ পাচ্ছে; সে-সব অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে বিস্ময় ও ঘৃণায় অবশ হয়ে যাচ্ছে মানুষ। সত্যিই কি এই লোকটাই সেই পিশাচ? দেখে মনে হয় ভীতুর ডিম, চেহারায় গোবেচারা ভাব, সামরিক কম্বলের নিচে শুধু শার্ট ও প্যান্ট পরে আছে। নাকি নিজের যে পরিচয়টা দিচ্ছে সেটাই সত্যি? সেই পরিচিত গোঁফ জোড়া নেই, চুল-দাড়ি না কাটায় ঢাকা পড়ে আছে দুর্বল চিবুক ও ঘাড়, পরনে নেই সামরিক ইউনিফর্ম, চেহারায় জেদ ও কর্তৃত্বের ভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। গ্রেফতারের সময় জার্মান লোকটার একটা চোখে কালো পট্টি বাঁধা ছিল, ইউনিফর্মে কোনও প্রতীক চিহ্ন বা ব্যাজ ছিল না। নিজেকে সিক্রেট ফিল্ড পুলিসের একজন সদস্য বলে জানায় সে, তবে জেরা করায় বেরিয়ে আসে মিথ্যে কথা বলছে। ইন্টারোগেটরদের সন্দেহ বাড়ে।

চোখ থেকে টেনে খুলে ফেলা হয় কালো পট্টি। পরানো হয় একখানা রিমলেস চমশা। হাবভাব সন্ত্রস্ত হলেও, সেই কুখ্যাত খুনীর সাথে তার চেহারার মিল ফুটে ওঠে পরিষ্কার।

তবে কর্নেল ডানকান, ইন্টেলিজেন্স চীফ, নিজের পরিচয় সম্পর্কে জার্মান লোকটার বক্তব্য মেনে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। কাজেই সে, নগণ্য একজন সার্জেন্ট-মেজর, কেন শুধু শুধু সন্দেহে ভুগবে? তার ওপর নির্দেশ আছে, সারাটা দিন যেন কড়া নজর রাখা হয় বন্দীর ওপর। তারমানে, বন্দীকে খুব গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর আগে বন্দীও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় সার্জেন্ট-মেজর, তাকে ফাঁকি দিয়ে আত্মহত্যা করে এস এস জেনারেল প্রুয়েজমান। মুখের ভেতর সায়ানাইড ক্যাপসুল ছিল, দাঁত দিয়ে ভেঙে ফেলে সেটা। তবে এই লোকটাকে, তার পরিচয় যাই হোক, কোনও সুযোগ দেবে না সে।

দোভাষীর সাহায্যে বন্দীকে জানাল সার্জেন্ট, সোফাটাই তার বিছানা, শোয়ার আগে কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে হবে তাকে। প্রতিবাদ জানাল বন্দী, তবে ইংরেজ সার্জেন্টের চেহারায় কাঠিন্য লক্ষ করে আবার চুপ করে গেল। কাঁধ থেকে কম্বলটা

নামিয়ে কাপড় খুলতে শুরু করল সে।

এই সময় কামরায় ঢুকলেন কর্নেল ডানকান, সাথে একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার। ইন্টেলিজেন্স চীফ অফিসারের পরিচয় দিলেন—ক্যাপ্টেন রবিন, সেনাবাহিনীর ডাক্তার। তারপর তিনি বন্দীকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হবার নির্দেশ দিলেন।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল সার্জেন্ট। দু'দিন আগে বন্দীর জ্যাকেটের সেলাই করা ভাঁজের ভেতর একটা ক্যাপসুল পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, লোকটার কাছে আরও ক্যাপসুল থাকতে পারে। কর্নেল কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন।

বন্দীর দেহ তল্লাশি শুরু হল। প্রথমে আঙুল চালান হল মাথার চুল দাড়িতে। তারপর নাভির নিচে, যেখানে দুই ঊরু এক হয়েছে। বন্দীকে উপুড় করা হল, দু'দিক থেকে টেনে ধরা হল নিতম্ব, চেক করা হল পায়ুপথ। কানের ফুটো, দুই আঙুলের মধ্যবর্তী ফাঁক, বগলের তলা, কিছুই বাদ দেয়া হল না। বাকি থাকল শুধু মুখের ভেতরটা। বন্দীকে হাঁ করার নির্দেশ দিল ডাক্তার।

ছোট্ট ও কালো ক্যাপসুলটা সাথে সাথে দেখতে পেল ক্যাপ্টেন রবিন। ডান দিকে, নিচের সারির দাঁতের ফাঁকে আটকে রয়েছে। চিৎকার করল ডাক্তার, ঝট করে মুখের ভেতর কয়েকটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল। জার্মান বন্দী মাথাটা দ্রুত একপাশে সরিয়ে নিয়ে কামড় বসাল ডাক্তারের আঙুলে। বন্দীকে লক্ষ্য করে একযোগে লাফ দিল কর্নেল ডানকান ও সার্জেন্ট-মেজর হাডসন, অস্থির বন্দীকে পেড়ে ফেলল মেঝেতে। বন্দীর গলাটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরল ডাক্তার, বন্দী যাতে মুখ থেকে ক্যাপসুলটা বের করতে বাধ্য হয়। তবে এরইমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, দাঁতের চাপে আগেই ভেঙে গেছে সেটা, শুরু হয়ে গেছে বিষক্রিয়া। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও ঠেকাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করল ওরা। সার্জেন্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুতো আর সুঁই আনার নির্দেশ দিলেন কর্নেল। তুচ্ছ এই জিনিস দুটোর খোঁজে গোটা ইন্টারোগেশন সেন্টার প্রায় চষে ফেলল সার্জেন্ট। এদিকে বন্দীর গলা এখনও চেপে ধরে আছে ডাক্তার। তবে এরইমধ্যে খিঁচুনি শুরু হয়ে গেছে বন্দীর শরীরে। খানিক পরই ফিরে এল সার্জেন্ট। ইন্টেলিজেন্স চীফের হাত কাঁপছে না, তিনিই সুঁইয়ে সুতো পরালেন। বন্দীর মুখটা হাতের চাপ দিয়ে খুলে রাখল সার্জেন্ট, পিচ্ছিল জিভটা এক হাতে ধরলেন কর্নেল, অপর হাতে জিভের গায়ে ঢুকিয়ে দিলেন সুঁই। সুতোয় টান দিয়ে জিভটাকে বাইরে আনা হল, ওটা যাতে গলায় আটকে না যায়। পনেরো মিনিট ধরে স্টমাক-পাম্প করা হল। প্রচলিত সমস্ত পদ্ধতিতে বন্দীর শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলল। কোনও লাভ হল না। সায়ানাইডের বৈশিষ্ট্যই হল তাৎক্ষণিক মৃত্যু ডেকে আনে, ওদের তিনজনের সম্মিলিত চেষ্টায় মৃত্যু বিলম্বিত হল মাত্র। শেষ একটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল বন্দীর শরীর, অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে থাকল মুখের চেহারা।

দু'দিন পর সার্জেন্ট-মেজর হাডসন সামরিক কম্বল দিয়ে লাশটা মুড়ল, তারপর টেলিফোনের তার দিয়ে বাঁধল ভাল করে। লুনেবুর্গ-এর কাছাকাছি অখ্যাত এক কবরস্থানে মাটি চাপা দেয়া হল লাশটাকে। রাইখসফুয়েরার এসএস হেনেরিক হিমলারের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কোথাও কোনও রেকর্ড রাখা হল না।

দুই

সুটকেসটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ল মাসুদ রানা। প্রায় আঠারো ঘণ্টা একটানা গাড়ি চালিয়ে সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও, আড়ষ্ট পেশীগুলোয় যেন কোনও সাড়া নেই। আসলে আজ, রোববার রাত দশটার মধ্যে লণ্ডনে পৌঁছুতে চেয়েছিল ও, ভাল একটা ঘুম দিয়ে কাল সকালে যাতে রানা এজেন্সির অফিসে যেতে পারে। লিভারপুল থেকে রওনা হয়েছিল ঠিক সময়েই, পৌঁছুতে মাত্র এক ঘণ্টা বেশি সময় লেগেছে, তবে শরীরের বারোটা বেজে গেছে। তবু শান্তি বোধ করছে, খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ শেষ, কাল থেকে রানা এজেন্সির লিভারপুল শাখা পুরোদমে কাজ শুরু করতে পারবে। ওদিকে বার্মিংহাম ও প্লাইমাউথ শাখাও গতকাল থেকে কাজ শুরু করেছে। তিন মাসের কাজ তিন হপ্তার ভেতর শেষ করার মধ্যে একটা গর্ব আছে, ব্রিটিশ সরকারও ওদের দক্ষতার প্রশংসা না করে পারবে না। আর মাত্র দুই কি তিন দিন লণ্ডন শাখায় অফিস করবে রানা, তারপর ফিরে যাবে হেডকোয়ার্টার ঢাকায়।

দশ মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকার পর নরম বিছানায় শোল্ডার ব্লেড দুটো ঘষল রানা, হাত না লাগিয়ে খুলে ফেলল জুতো জোড়া। আবার স্থির হয়ে গেল শরীর। একবার ভাবল, তমাকে ফোন করে জানালে হয় ফিরে এসেছে ও। মাথা তুলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। চিন্তাটা বাতিল করে দিল সাথে সাথে, রাত সোয়া এগারোটায় ওকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। গত হপ্তায় দু'তিন বার তমার সাথে যোগাযোগ হয়েছে ফোনে, লণ্ডন শাখায় সব ঠিকঠাক আছে বলেই জানান হয়েছে ওকে। কাজ-কর্মের খবর কাল সকালে অফিসে গিয়ে জানলেই হবে।

হাত-পা টান টান করে আড়মোড়া ভাঙল রানা, ঘুমে তলিয়ে যাবার ঝোঁকটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, সারা রাত খালি পেটে থাকাটা ঠিক হবে না। টনিক সহযোগে, এক, কি বড় জোর দু'ঢোক ভোদকা এখন জাদুর মত কাজ করবে ওর মেটাবলিজমে।

একটা গড়ান দিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা, ক্লান্ত পায়ে জানালার দিকে এগোল। নিচেটা অন্ধকার, রাস্তার উল্টোদিকের চার্চের উঠনটা পরিষ্কার দেখা গেল না—শার্সির গায়ে ওর নিজের গাঢ় প্রতিবিম্ব নিচের দৃশ্যটাকে ঝাপসা করে রেখেছে।

কিংসব্রিজের কাছাকাছি প্রায় নির্জন এলাকায় ছোট্ট এই বাড়িটা মাস ছয়েক হল ভাড়া করা হয়েছে, লণ্ডনে এলে এখানেই থাকে রানা। সরু, ছোট্ট একটা গলির শেষ মাথায় বাড়িটা, শহুরে কোলাহল থেকে অনেকটা দূরে। রাস্তার ওপারে চার্চটাকে ঘিরে আছে খুদে একটা পার্ক, ছুটির দিন খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসলে সময়টা বড় শান্তির সাথে কাটানো যায়। পার্কের ভেতর পাথর দিয়ে বাঁধানো বেশ কয়েকটা কবর আছে, বহুকালের পুরানো, নিরাপদ পরিবেশটাকে আরও যেন শান্ত ও স্থিতিশীল করে তুলেছে। পার্কের ভেতর ছড়ান-ছিটান বেঞ্চগুলো প্রতিবেশীরা যেন

নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে, এমনকি তাদের কুকুরগুলোও প্রত্যেকে নির্দিষ্ট এক-একটা গাছের গায়ে ঠ্যাং তুলে প্রস্রাব করে।

পর্দা টেনে নিজের গাঢ় প্রতিবিম্ব ঢেকে দিল রানা। মোজা না খুলেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে, কার্পেট থেকে কোনও শব্দ উঠল না। ছোট্ট হলওয়ে পেরিয়ে কিচেনে এসে ঢুকল ও। এক আউন্স ভোদকার সাথে খানিকটা টনিক মিশিয়ে চুমুক দিল গ্লাসে। সিদ্ধান্ত নিল, এত রাতে আর রেস্তোরাঁয় যাবে না। ফ্রিজ খুলে স্যাণ্ডউইচ বের করল। ওর ক্লিনিং লেডি, হপ্তায় দু'বার আসে, রানার অনুপস্থিতিতে নিয়মিত বাসি খাবার ফেলে তাজা খাবার ভরে রেখে যায় ফ্রিজে।

স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাবার সাথে সাথে রাঙার মা'র অভাবটা অনুভব করল রানা।

হলওয়েতে ফিরে এসে সদর দরজার সামনে থেকে চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিল ও। এক হাতে চিঠি, অপর হাতে গ্লাস, লাউঞ্জে ঢুকে একটা আর্মচেয়ারে বসল। গ্লাসে চুমুক দিল, কোল থেকে নিয়ে একটা একটা করে এনভেলাপ খুলল। পুরানো এক বান্ধবী লিখেছে, তার স্বামী জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, বাধা দিলে ডিভোর্স করার হুমকি দেয়, রানা কি এ-ব্যাপারে তাকে কোনও সাহায্য করতে পারবে? লিলিয়ানের স্বামী অরওয়েল কোন্ ক্লাবে জুয়া খেলে জানে রানা, নোট বুকে লিখল–'দু'জন গুণ্ডাকে কিছু পয়সা দিলে অরওয়েলকে তারা ক্লাবে ঢুকতে বাধা দেবে। তারপর অরওয়েলের সাথে একদিন বসব আমি।'

সিকিউরিটি সংক্রান্ত ইকুইপমেন্ট-এর প্রদর্শনী হবে লণ্ডনে, বিশেষজ্ঞরা লেকচারও দেবেন, অংশগ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রানাকে। সিদ্ধান্ত নিল, যাওয়া দরকার। বাকি চিঠিগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়, চোখ বুলিয়েই ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

গ্লাস খালি করার পর বাথরুমে ঢুকল রানা। টনিক মেশানো ভোদকা, তারপর গরম পানিতে গোসল, পেশীগুলোর আড়ষ্ট ভাব দূর হয়ে গেল। আরামদায়ক ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে দিগম্বর সাজল রানা, বিছানায় ওঠার সাথে সাথেই ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

হাতুড়ি পেটানোর শব্দে জেগে উঠল রানা।

চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে, ভাবছে এমন হঠাৎ করে তার ঘুম ভাঙল কেন? তারপর আবার হল শব্দটা। আওয়াজটা নিচতলা থেকে আসছে, সদর দরজা থেকে। টেবিল ক্লকের আলোকিত ডায়ালে চোখ পড়ল ওর, দুটো তেইশ মিনিট। এত রাতে কার আবার দরকার হল ওকে! তাছাড়া, কলিংবেল বাজাচ্ছে না কেন? পরমুহূর্তে নিজের ভুলটা ধরতে পারল রানা–নক করার শব্দ নয়, কেউ হাতুড়ি ঠুকছে। ঝট করে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটা ধরল ও, লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে মুখটা কাঁচের সামনে আনল ও, সরাসরি নিচেটা দেখার জন্যে। প্রায় সাথে সাথে হাতুড়ির শব্দ থেমে গেল।

অন্ধকারে দেখার জন্যে চোখ মিটমিট করল রানা। মনে হল নিচে একটা ছায়া

মত কি যেন দেখতে পেয়েছে, তবে দৃষ্টিভ্রমও হতে পারে। জানালার সামনে থেকে সরে এসে দ্রুত ট্রাউজার পরল রানা, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামতে শুরু করল। নামার সময় ভাবল, কি দেখলাম নিচে, কালো একটা ছায়ামূর্তি রাস্তা পেরিয়ে চার্চের উঠনে গিয়ে ঢুকল? নাকি অন্ধকারে চোখের ভুল?

ওর কোনও ইংরেজ বন্ধু, কৌতুক করার জন্যে গভীর রাতে দরজায় হাতুড়ি পিটছে? তা যদি হয়, ঘুসি মেরে শালার নাক চ্যাপ্টা করে দেবে সে। রেগে গেছে রানা। নিচে নেমে হলওয়েতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেন যেন ইতস্তত একটা ভাব এসে গেছে ওর মধ্যে। দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু খুলতে ইচ্ছে করছে না। পরিবেশটা কেমন যেন থমথম করছে, গা শিরশির করে উঠল। তারপর শব্দটা শুনতে পেল রানা–ভোঁতা, অস্পষ্ট, যেন মুখের ভেতর পানি নিয়ে কুলি করছে কেউ।

হলওয়ে ধরে ধীরে ধীরে এগোল রানা, আটকে রেখেছে নিঃশ্বাস, সতর্ক পদক্ষেপ। দরজার পাশে থামল, মুখটা বাড়িয়ে কবাটে কান চেপে ধরল।

কে যেন দরজার গা আঁচড়াচ্ছে। মনে হল কে যেন ফিসফিস করছে। আওয়াজটা মানুষের বলে মনে হল না, যেন ব্যথায় ফোঁপাচ্ছে কোনও পশু। পিস্তলটা শক্ত করে ধরে দরজার বোল্ট ধরতে যাবে রানা, ঠক করে কি যেন ঠোকার শব্দ হল দরজার গায়ে, চমকে এক পা পিছিয়ে এল রানা।

হঠাৎ লজ্জা পেল ও, তিরস্কার করল নিজেকে। অন্ধকারে ভীতসন্ত্রস্ত বুড়ির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছে! বোল্ট ধরে টান দিল ও, এক ঝটকায় খুলে ফেলল কবাট।

দোরগোড়ায় হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মূর্তি। হাত দুটো দরজার ফ্রেম ধরে আছে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। গাঢ় তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে মূর্তির মুখ থেকে। অদ্ভুতভাবে নেতিয়ে রয়েছে সে, হাঁটু দুটো এমনভাবে ভাঁজ করা যেন শরীরের ভার বইছে না। কাতর, অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ করছে, মাঝে মধ্যে আওয়াজটা বেড়ে যাওয়ায় আহত পশুর ফোঁপানির মত শোনাচ্ছে; মনে হল গলার ভেতর আটকে যাওয়া পানি বা তরল কিছু কুলকুল শব্দ করছে।

নিস্তেজ শরীরটার পিছনে ঘন অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না রানা। হলওয়ের আলো জ্বালার জন্যে সুইচবোর্ডটা হাতড়াল ও। আলোর আকস্মিক বন্যায় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝতে পারল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা কোনও পুরুষের নয়। স্লীপিং গাউন পরে আছে। ঝুলে পড়ায় মাথার শুধু মাঝখানটা দেখতে পেল রানা। আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ওর বুক, চেনা চেনা লাগছে মাথাটা।

'তমা!' অস্ফুট ডুকরে ওঠার মত শব্দ বেরুল রানার গলা থেকে। সামনে এগিয়ে তমার মাথাটা উঁচু করল ও। তমার মুখ থেকে গড়িয়ে নেমে আসা রক্তে ভিজে গেল ওর হাত। তমার চোখ ঘষা কাঁচের মত, কিনারায় লালচে রেখা, তবু রানার মনে হল ওকে যেন চিনতে পেরেছে সে।

'তমা! কি হয়েছে তোমার?' পিস্তলটা কোমরে গুঁজে তমাকে দু'হাত দিয়ে ধরার

জন্যে আরও সামনে এগোল রানা। কি কারণে বোঝা গেল না তমার হাত দুটো আগের মতই দরজার ফ্রেম ধরে থাকল, যেন চৌকাঠ থেকে নামাবার ইচ্ছে নেই। মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ করল একবার, কথা বলার চেষ্টা করল। গলার ভেতর রক্ত থাকায় কোনও শব্দই বেরুল না।

'ওহ্ খোদা! তমা, কে তোমাকে...?' দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তমাকে নিজের বুকের দিকে টানল রানা, কাঁধে তুলে লাউঞ্জের সোফায় নিয়ে যেতে চাইছে।

দুর্বল একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তমার মুখ থেকে। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। এ কি রকম আওয়াজ?

'তমা, চৌকাঠ ছাড়! তোমাকে ভেতরে নিয়ে আসি!' ব্যাকুল গলায় বলল রানা।

আবার কথা বলার চেষ্টা করল তমা, জ্ঞান হারাবার সাথে সাথে সামনের দিকে ঝুলে পড়ল মাথা। এবার আরও একটু জোরে টানল তাকে রানা, কিন্তু এখনও চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে আছে সে। তারপর লক্ষ্য করল রানা, হাত বেয়ে নেমে আসছে রক্তের কয়েকটা ধারা। তমার কাঁধের ওপর দিয়ে মুখটা সামনে বাড়াল ও, সাথে সাথে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। তমার হাতের উল্টোপিঠে পেরেক দেখতে পেল ও।

একহাতে তমার কোমর জড়িয়ে ধরে শরীরটাকে সামান্য উঁচু করল রানা, দেখল তার অপর হাতেও পেরেক গাঁথা রয়েছে। 'তমা! তমা!' বিড়বিড় করছে রানা, নিজের শরীরের সাথে চেপে ধরে আছে মেয়েটাকে, উঁচু করে রেখেছে যাতে চৌকাঠে গাঁথা হাত দুটো ছিঁড়ে না যায়। 'হেলপ। প্লীজ হেলপ!' চিৎকার করল ও, আশা-প্রতিবেশীরা কেউ শুনতে পাবে। আশপাশের কোনও বাড়ির জানালা আলোকিত হল না। গভীর রাত, সবাই ঘুমোচ্ছে, নয়তো ঝামেলা মনে করে সাড়া দিচ্ছে না। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিল রানা, বুঝতে পারছে নষ্ট করার মত সময় নেই। অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করলে এক সময় কেউ না কেউ আসবেই, কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

যতোটা সম্ভব আলতোভাবে তমার শরীরটা ছেড়ে দিল রানা, এক ছুটে কিচেনে এসে ঢুকল। কাবার্ড খুলে টুলবক্স থেকে একটা হাতুড়ি নিয়ে ফিরে এল তখুনি, বুকের ভেতর তড়পাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে শরীর। তমার ছেঁড়া স্লীপিং গাউন রক্তে ভেসে যাচ্ছে, বেশিরভাগ রক্ত মনে হল মুখ থেকেই বেরিয়েছে। তমার বগলের নিচে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা, এক হাতে অজ্ঞান দেহটাকে ধরল, অপর হাতে হাতুড়ির চেরা দিকটা ঢুকিয়ে দিল পেরেকের মাথার নিচে। তমার হাতের উল্টোপিঠে হাতুড়ি না ঠেকিয়ে পেরেকটা উপড়ে আনার চেষ্টা করল ও। অসম্ভব বলে মনে হল, চৌকাঠের ভেতর গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে পেরেকটা। ধারণা করল অন্তত চার ইঞ্চি লম্বা হবে ওটা। অগত্যা বাধ্য হয়ে তমাকে ছেড়ে দিতে হল, হাতুড়িটা দু'হাত দিয়ে ধরে উপড়ে আনার চেষ্টা করল পেরেকটাকে। আবার নেতিয়ে পড়ল তমার শরীর, দু'হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতুড়িটা নিজের দিকে টানল রানা। রক্তাক্ত পেরেক বেরিয়ে আসার সাথে সাথে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে। তমা একপাশে কাত হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল

ও, তা না হলে অপর হাতটা চৌকাঠে গাঁথা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে যেত সে। তমার পেটের নিচে ভাঁজ করা একটা হাঁটু ঠেক দিয়ে রাখল ও, তারপর আবার সমস্ত শক্তি দিয়ে দ্বিতীয় পেরেকটাকে উপড়ে আনার চেষ্টা করল। একদিকে কাত হয়ে আছে পেরেক, হাতুড়ির চেরা অংশটা পেরেকের মাথার নিচে ঢোকাবার সময় তমার হাতের চামড়া ছিঁড়ে গেল। ভয়ানক খারাপ লাগল রানার, কিন্তু জানে এছাড়া কোনও উপায় নেই–যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি মুক্ত করতে হবে ওকে।

চার ইঞ্চি লম্বা পেরেক ঢিল হল, তারপর বেরিয়ে এল, রাস্তার ওপর পড়ে টিং-টিং শব্দ করল দু'বার। হাতুড়ি ফেলে অজ্ঞান দেহটাকে কাঁধে তুলল রানা, লাউঞ্জে ঢুকে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল সোফায়। আলো জ্বালল, হাঁটু গেড়ে বসল তমার পাশে, ভাবছে অ্যাম্বুলেন্স ডাকার আগে ওর কিছু করার আছে কিনা। মাথাটা নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর মত একপাশে কাত হল, খোলা চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তমা। আশঙ্কা ও আবেগে বিড়বিড় করল রানা, যেন তমার নাম ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। ওর পেশাজীবনে তমার মত এত লাজুক ও নিষ্কলুষ মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখেনি ও। লণ্ডনে তমার কোনও অভিভাবক নেই। তার জন্যে সুদর্শন একটি পাত্র বেছে রেখেছে ও। সেই তমার, ওর প্রিয় সহকারিণীর, এই অবস্থা হল কি করে? গলায় কান্না উঠে এল। নিজেকে অনেক কষ্টে দমন করে ব্যস্ত হাতে স্লীপিং গাউন ছিঁড়ে ফেলল রানা, হুক খুলে বুক থেকে ব্রেসিয়ার সরাল, হাত রাখল তমার হৃৎপিণ্ডের ওপর। হাতটা কাঁপছে, কিছুই অনুভব করল না। কাজেই তমার বুকের ওপর একটা কান চেপে ধরল। হার্টবিটের কোনও শব্দ পাওয়া গেল না।

মাথাটা দু'হাতে ধরে 'তমা তমা' করে চিৎকার করল রানা। স্থির মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'বেঁচে থাক্, ভাই। খোদার দোহাই, মরিস না।'

তমার মুখ হাঁ হয়ে আছে। রানা দেখল, ভেতরে ঘন হয়ে রয়েছে রক্ত। সম্ভবত মুখ ও গলায় রক্ত জমে থাকায় শ্বাস ফেলতে পারছে না, এ-কথা ভেবে শরীরটাকে উপুড় করতে গেল রানা। পরমুহূর্তে, মুখের ভেতর ভাল করে তাকাতেই, শক্ত পাথর হয়ে গেল ওর পেশী। মুখের ভেতরটা বিশাল একটা গর্তের মত, সেখানে রক্ত ছাড়া আর কিছুই নেই। রানার পেটের ভেতরটা অকস্মাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে তমার মাথাটা ধীরে ধীরে সোফার ওপর নামিয়ে রাখল ও।

বুঝতে পারল, মারা গেছে তমা। কিন্তু বুঝল না, তার জিভটা কেন ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

তিন

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, লণ্ডন শাখায় গত সোমবার কি ঘটেছিল?

রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি, নতুন শাখা অফিসে আসছে মাসুদ রানা। সকাল দশটা,

অফিস পাড়ার ফুটপাথ ঘেঁষে অসংখ্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বরাদ্দ করা নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেসে গাড়ি নিয়ে পৌঁছুবার আগেই নীল একটা কর্টিনার দু'জন আরোহীর ওপর নজর পড়ল ওর। নজর পড়লেও বিশেষ মনোযোগ দেয়ার কারণ ঘটত না, নিজেদের গাড়ির ভেতর অমন কত লোকই তো বসে থাকে—কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল, ওকে দেখামাত্র সতর্ক হয়ে উঠল আরোহীদ্বয়ের একজনের চোখ। পরমুহূর্তে চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে মুখ ও চোখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে। রাশভারী চেহারা, ভদ্রলোক বলেই মনে হল। রানাকে চিনতে পেরেছে, তবে রানা তাকে চিনতে পারেনি, চিনতে পারেনি তার সঙ্গিনীটিকেও।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ স্পাইদের একজন মাসুদ রানা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র হলে বা কোথাও মানবজাতির জন্যে ক্ষতিকর কোনও অশুভ তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহসের সাথে সেটা ঠেকাবার জন্যে ছুটে যেতে হয় ওকে। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালবাসে রানা। প্রিয় বলেই এই রোমাঞ্চকর জীবন ও পেশা বেছে নিয়েছে ও।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এরই একটা কাভার, চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করান হয়েছে। শুরু থেকেই দক্ষতার সাথে কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা অফিস।

এবার ইংল্যাণ্ডে এসেছে রানা বিশেষ একটা দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনুরোধ ও বিসিআই চীফ, ওর বস্ রাহাত খানের নির্দেশে ইংল্যাণ্ডের বড় বড় কয়েকটা শহরে রানা এজেন্সির নতুন শাখা অফিস খুলতে হবে।

পরপর বড় রকমের দুটো ধাক্কা খেয়ে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রায় অস্তিত্ব হারাতে বসেছিল। দু'বারই বিসিআই যথাসাধ্য সাহায্য করেছে ওদেরকে, তাতে অস্তিত্ব রক্ষা পেলেও পুরোদমে কাজ শুরু করার ক্ষমতা কখনোই ফিরে পায়নি বিএসএস।

প্রথমবার বিএসএস-এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয় বেশ কয়েক বছর আগে, প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কিছু এজেন্ট ভোল পাল্টে ভেতরে ঢুকে পড়ায় এবং পুরানো ও বিশ্বস্ত কিছু এজেন্ট মোটা টাকার বিনিময়ে দু'মুখো সাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায়। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় অবস্থা। বোঝাই যাচ্ছিল না কে দেশপ্রেমিক আর কে বিশ্বাসঘাতক। রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য অবাধে পাচার হয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল শত্রুদেশগুলোয়। এই বিপদে বিসিআই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানার তৎপরতায় একে একে ধরা পড়তে শুরু করে ডাব্‌ল এজেন্টরা। সে-যাত্রা অস্তিত্ব রক্ষা পেলেও, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ বা বিপদসংকুল কোনও অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাবার মত লোক তাদের ছিল না। মাঝে মধ্যেই বিসিআই বা রানা এজেন্সির সাহায্য চাইতে হচ্ছিল। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর হঠাৎ আবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ল বিএসএস। এবার তারা

আক্রমণের শিকার হল দুর্ধর্ষ ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর।

দ্বিতীয়বারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বিসিআই ও রানা এজেন্সি। বিপদ থেকে রক্ষা পেলেও বিএসএস আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। হিসেব করে দেখা গেছে, সব ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আরও অন্তত দুই বছর সময় লাগবে ওদের। অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পর ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অন্তত ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে বিএসএস-এর যে ভূমিকা ছিল তা পালনের জন্যে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিগুলোকে অফিশিয়ালি আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ইংল্যাণ্ডের তিনটে বড় শহরে শাখা অফিস খোলার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে রানা এজেন্সি। লিভারপুল, বার্মিংহাম ও প্লাইমাউথ-এ খোলা হচ্ছে শাখা অফিস। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে রানা, চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

পার্কিং স্পেসে সাদা টয়োটা থামিয়ে নেমে পড়ল রানা। গাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে কর্টিনার দিকে তাকাল আরেকবার। দু'জনেই নিজেদের মধ্যে আলাপে মশগুল, যেন আর কোনও ব্যাপারে সচেতন নয়। ব্যাপারটা তুচ্ছ, অফিস পাড়ায় মক্কেলরা প্রায়ই তাদের আইন-উপদেষ্টা বা আয়কর-উপদেষ্টার জন্যে গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করে। তবু কেন যেন সামান্য অস্বস্তিবোধ করল রানা। সম্ভবত ভদ্রলোকের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা ওর মনটাকে খুঁতখুঁতে করে তুলেছে। আপন মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফুটপাথ পেরলো ও, ঢুকে পড়ল বারতলা অফিস ভবনে।

এলিভেটর থেকে পাঁচতলায় নামল রানা। পাঁচতলার অর্ধেকটাই রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা। সব মিলিয়ে ছ'টা কামরা–সামনেরটা রিসেপশন, ডান পাশে রানার চেম্বার, বাম পাশে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি তমা চৌধুরী বসে। রিসেপশন থেকে আরেক দরজা দিয়ে ঢোকা যায় রেডিও ও কমপিউটর রুমে। এজেন্সির এজেন্টরা বসে পিছনের একটা কামরায়।

সুন্দরী ও শান্ত স্বভাবের তমা চৌধুরী খুব কম কথা বলে। রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার প্রাণ বলা যায় তাকে। রানার অনুপস্থিতিতে সে-ই শাখা প্রধান হিসেবে অফিস পরিচালনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে এমএ পাস করার পর বিসিআই-তে যোগ দেয় সে, দু'বছর ডেস্কে কাজ করার পর এক বছরের ট্রেনিঙে চীনে পাঠানো হয় তাকে। সাফল্যের সাথে ট্রেনিং শেষ করে সে, রানা এজেন্সির বিভিন্ন বিদেশী শাখায় আরও দু'বছর কাজ করে, সবশেষে রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে পাঠানো হয় ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডন শাখায় কাজ করছে দু'বছর ধরে। বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, রানার মতো পারফেকশনিস্ট মানুষও ক্রমে তার ওপর ভরসা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। শুধু একটা ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হয় রানাকে–মাঝে মধ্যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ হালকা ভাবে নেয় সে, নিজে যেটা ভাল মনে করে সেটা করার দিকে ঝোঁক রয়েছে মেয়েটির। অবশ্য যে-কবার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এড়িয়ে নিজের বুদ্ধি মত কাজ করেছে তমা, প্রতিবারই লাভবান হয়েছে রানা এজেন্সি, প্রমাণিত হয়েছে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কাজ করলে ততটা সুবিধে হত না। তবু, নির্দেশ নির্দেশই, সেটাকে হালকাভাবে দেখার কোনও অবকাশ নেই। সেজন্যই একটু সতর্ক থাকতে হয় রানাকে।

পুরানো স্টাফ বলতে লণ্ডন শাখায় একমাত্র তমাই রয়েছে, বাকি সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নতুন শাখা অফিসগুলোয়। ব্রিটিশ পুলিস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার টমাস হুক রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার অপারেটর। আরেকজন নতুন, শিক্ষানবিস অপারেটর রতন, বাংলাদেশী। রিসেপশনিস্ট ও টাইপিস্ট-এর দায়িত্ব পালন করে শারমিন কায়সার, সে-ও বাংলাদেশী। এরা সবাই নতুন যোগ দিয়েছে রানা এজেন্সিতে, কারুরই চাকরির মেয়াদ এক বছর পুরো হয়নি।

রানা ওদের মনিব হলেও, ওর আচরণে মনিব সুলভ কর্তৃত্ব কোনদিনই প্রকাশ পায় না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুকের উৎস হয়ে ওঠে রানা, ফলে সবাই ওকে বন্ধু বলে মনে করে। প্রত্যেকেরই ধারণা, ওদের বস্ তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, কারণ একা শুধু তারই ব্যক্তিগত ভাল-মন্দের খবরাখবর আগ্রহের সাথে জানতে চায় রানা। যেমন তমার কথাই ধরা যাক, তার ধারণা সে-ই বসের সবচেয়ে প্রিয় পাত্রী, কারণ তার বিয়ে দেয়ার জন্যে ভাল একটা পাত্রের সন্ধানে আছে রানা। রানা যে আসলে সবারই ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান কামনা করে, তা তার জানা নেই। তমা অত্যন্ত সুন্দরী অথচ তার বিয়ে হচ্ছে না, কারণ হল অসম্ভব লাজুক সে, পুরুষদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না, এবং কাজ পাগল। তাছাড়া লণ্ডনে তার এমন কোনও অভিভাবকও নেই যে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবে। কাজেই, রানা বুঝেছে, এ-ব্যাপারে তাকেই যা করার করতে হবে। মনে মনে একটা সুপাত্র ঠিকও করে রেখেছে ও, হাতের কাজগুলো শেষ হলে তমার সামনে হাজির করবে তাকে।

করিডর ধরে এগোল রানা, টাইপরাইটার-এর খটখট আওয়াজ ঢুকল কানে। অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছে ও, স্থির হয়ে গেল শারমিনের হাত দুটো, মুক্তার মত সাদা দাঁত ঝিক করে উঠল, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রায় হলুদ মুখ। 'হ্যালো, শারমিন,' বলল রানা, সে-ও মৃদু হাসল।

'গুড মর্নিং, মাসুদ ভাই। গুড ট্রিপ?'

'গুড এনাফ। এক হপ্তার ভেতর পুরোপুরি কাজ শুরু রবে আমাদের বার্মিংহাম শাখা।' এগিয়ে এসে শারমিনের ডেস্কের সামনে দাঁড়াল রানা, লক্ষ্য করল আজ স্কার্ট ও শার্ট পরেছে শারমিন। মনে মনে সন্তুষ্ট হল ও, ব্রিটিশ ক্লায়েন্টরা বিদেশী মেয়েদের স্কার্ট পরতে দেখলে খুশি হয়। 'তমা কোথায়?' জানতে চাইল ও, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। 'আসেনি এখনও?' শারমিনের বাড়িয়ে দেয়া চিঠিগুলো নিল ও।

'এক ক্লায়েন্ট ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছেন তমা আপা। উনি ফ্রি হলেই জানিয়ে দেবো আপনি ফিরে এসেছেন।' বার্মিংহামে চারদিন ছিল রানা।

'ঠিক আছে। এগারোটার দিকে আবার আমি বেরিয়ে যাব, কাজেই ওর সাথে কথা হওয়া দরকার।' নিজের অফিস কামরার দিকে এগোল রানা, রিসেপশন রুমের এক কোণে বসে থাকা রতন ভট্টাচার্যর উদ্দেশ্যে খালি হাতটা নাড়ল। ভুরু কুঁচকে একটা বুকলেট পড়ছে রতন, কাভারে লেখা রয়েছে, 'ল অভ এভিডেন্স অ্যাণ্ড প্রসিডিউর'। 'লেগে থাক, ভট্ট,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'বছর দশেকের মধ্যে পানির

মত সহজ হয়ে যাবে।'

আড়ষ্ট হাসি ফুটল রতনের ঠোঁটে।

নিজের অফিস কামরার দোরগোড়ায় থামল রানা। 'টমাস পৌঁছেছে?' শারমিনকে জিজ্ঞেস করল। 'ভাল কয়েকজন সিকিউরিটি এজেন্ট দরকার হবে আমাদের।' প্রাক্তন পুলিস অফিসার হিসেবে পুলিস বিভাগের সাথে এখনও ভাল যোগাযোগ রয়েছে টমাস হুকের, তার জানা আছে কে কবে অবসর নেবে বা চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছে। এ-সব লোক সিকিউরিটি স্টাফ হিসেবে খুব কাজের হয়।

'ব্যাংক জালিয়াতির কেসটায় ব্যস্ত রয়েছে সে, বলে গেছে অফিসে আসতে দেরি হবে তার আজ,' বলল শারমিন।

'ঠিক আছে, দেখা না হলে লিভারপুল থেকে ওকে আমি ফোন করব।' ঘুরতে যাবে রানা, একটা হাত তুলে বাধা দিল শারমিন। তার হাতে একটা ছোট্ট কাগজ দেখল রানা।

'এই ভদ্রলোক আজ সকালে আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন, মাসুদ ভাই,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল শারমিন।

'উফ্, শারমিন!' সামান্য বিরক্তিই প্রকাশ পেল রানার কথায়। 'তুমি জান আমার সময় নেই। ভদ্রলোককে তমার সাথে দেখা করতে বল।'

'অনেক করে বললাম, কিন্তু ভদ্রলোকের একই জেদ, শুধু আপনার সাথে কথা বলবেন তিনি। পরশু ফোন করেছিলেন, আপনি নেই শুনে ঠিকানা জানতে চাইলেন। ঠিকানা দেয়া সম্ভব নয় বলার পর অনুরোধ করলেন আপনি ফেরামাত্র আমি যেন দেখা করার ব্যবস্থা করি। বললেন, আপনার সাথে তাঁর কথা হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। তমা আপার সাথে এমনকি কথা বলতেও রাজি হলেন না।'

শারমিনের ডেস্কের সামনে ফিরে এল রানা, তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলল। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল ওর। খানিক আগে খুঁতখুঁত করছিল মনটা, অকারণে নয়। 'কালো চুল? নাকের পাশে লাল জরুল? বয়স হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ?' জানতে চাইল ও, হাতে লেখা চিরকুটের ওপর চোখ।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল শারমিন, বসের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছে। 'নাম বললেন কর্নেল ওয়াকি স্পিলম্যান। ভদ্রলোক এলে বলে দিতে পারি দেখা হবে না, আপনি যদি তাই চান।' রানা কিছু বলছে না দেখে আবার মুখ খুলল সে, 'তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কিছুই হবে, তাই আমি ভেবেছিলাম লিভারপুলে যাবার আগে আপনি হয়তো দেখা করতে রাজি হবেন...

'ঠিক আছে, শারমিন। ভদ্রলোককে নিচে দেখে এসেছি, গাড়িতে বসে আছেন। তাঁকে আমি দশ মিনিট সময় দেব।'

নিজের কামরায় ঢুকল রানা, রিসেপশন রুমের এক কোণে বসে থাকা রতনের দিকে তাকাল শারমিন, গভীর মনোযোগের সাথে ওদের কথাবার্তা শুনছিল সে। কাঁধ ঝাঁকাল রতন, আবার মন দিল আইনের জটিল ধাঁধায়।

ডেস্কে বসে মেসেজটা আবার পড়ল রানা। 'রাফি কারামি আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' ব্যস, এইটুকু। কাগজটা গোল পাকিয়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে

দিল ও। হেলান দিল চেয়ারে, জানালা দিয়ে সাদা মেঘ আর নীল আকাশের দিকে তাকাল। চোখের সামনে ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিস মোসাড-এর সাবেক ডেপুটি ডিরেক্টর রাফি কারামির প্রকাণ্ড মুখটা ভেসে উঠল।

কয়েক বছর আগের কথা, এই লণ্ডনেই ওর সাথে দেখা করেছিলেন রাফি কারামি। খবরটা অবশ্য আগেই পেয়েছিল রানা-মোসাড থেকে বহিষ্কৃত ও স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী কিছু সদস্য মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছে। এদের বেশিরভাগই নীতির প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়ায় বহিষ্কৃত হয় বা পদত্যাগ করে, তবে কারও কারও বিরুদ্ধে নাকি দুর্নীতির অভিযোগও ছিল। পরে ওদের এই সংগঠনে মধ্যপ্রাচ্যের বহু মুসলমান ও খ্রিস্টানও যোগ দেয়। মুসলমানদেরও বেশিরভাগ ছিল পিএলও থেকে বিতাড়িত অথবা স্বেচ্ছায় দলত্যাগী। ওদের সংগঠন-পীস ফর অল-মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করার শপথ নেয় তারা, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু শুরুতেই পিএলও এবং মোসাড, দুই তরফের হিংসাত্মক আক্রমণের শিকার হয় পীস ফর অল-এর সদস্যরা। সে-সময় আনুষ্ঠানিকভাবে রানা এজেন্সির সাহায্য কামনা করেছিলেন রাফি কারামি, সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল রানা, তবে শর্ত দিয়েছিল রাজনৈতিক কারণে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।

বেশ কিছুদিন পীস ফর অল আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল রানা। ওর প্রধান কাজ ছিল, মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে পীস ফর অল-এর সদস্য সংখ্যা বাড়ানো ও আন্দোলনটাকে ইউরোপ ও আমেরিকায় জনপ্রিয় করে তোলা। ওদের সাথে কাজ করার সময় নাহিন নামে এক ইহুদি তরুণীর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় রানার। এথেন্স বিমান বন্দরে এক বন্দুক যুদ্ধে গুলি খেয়ে মারা যায় নাহিন। তখন রানা ছিল তার পাশে। রানা জানতে পারে, পীস ফর অল তাদের অহিংস নীতি ত্যাগ করেছে, এথেন্স বিমান বন্দরের বন্দুকযুদ্ধ তারই ফলশ্রুতি। পীস ফর অল-এর নেতারা আগেই খবর পায়, নাহিনকে মারার জন্যে ফিলিস্তিনী গেরিলারা ওখানে অপেক্ষা করবে। রানা বা নাহিনকে কিছুই জানায়নি তারা, গেরিলাদের মোকাবিলা করার জন্যে একদল সশস্ত্র লোককে বিমান বন্দরে পাঠায়। ওদের দু'জনকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, এ-কথা বুঝতে পেরে পীস ফর অল-এর সাথে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে রানা। পিএলও এবং মোসাডের বিরতিহীন বিরোধিতার ফলে পীস ফর অল আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল. পাল্টা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে সংগঠনটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে।

দশ মিনিট পর ইন্টারকমে শারমিনের গলা পেল রানা। 'মি. ওয়াকি স্পিলম্যান, মাসুদ ভাই।'

গম্ভীর সুরে রানা বলল, 'পাঠিয়ে দাও।'

খানিক পর দরজা খুলে গেল, শারমিনের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। নীল কর্টিনায় একেই বসে থাকতে দেখেছিল রানা। ওয়াকি স্পিলম্যান একাই এসেছেন, তাঁর সঙ্গিনী বোধহয় এখনও অপেক্ষা করছে নিচে।

ডেস্কের সামনে এসে রানার দিকে একটা হাত লম্বা করলেন ওয়াকি স্পিলম্যান।

'কর্নেল ওয়াকি স্পিলম্যান, মি. মাসুদ রানা।' দীর্ঘদেহী, শক্ত-সমর্থ চেহারা। কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। 'আপনি সময় দেয়ায় ধন্যবাদ।'

রানার মুখে কি যেন খুঁজলেন তিনি।

রানার চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি।

'আমি আপনাদের কফি দিই,' অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল শারমিন। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, বসের নির্লিপ্ত ভাব লক্ষ্য করে খানিকটা নার্ভাস বোধ করছে। কেন যেন ভদ্রলোকের ওপর রেগে আছেন মাসুদ ভাই।

'মেসেজটা পড়েছেন, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়াকি স্পিলম্যান, রানার ইঙ্গিত পেয়ে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসলেন।

মাথা ঝাঁকাল রানা, হেলান দিল চেয়ারে, এখনও ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। 'মি. কারামি কেমন আছেন?'

'উনি তো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে,' বললেন স্পিলম্যান। 'এখনও তিনি হাল ছাড়েননি। তাঁর ধারণা—আমাদেরও তাই ধারণা—মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি আনতে হলে পীস ফর অল আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। এক সময় আপনিও আমাদের আদর্শ সমর্থন করতেন।'

'যতোক্ষণ গ্রহণযোগ্য একটা আদর্শ আপনাদের ছিল।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। 'আমার সময় খুব কম, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। ভাল কথা, কার সাথে কথা বলছি আমি? আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় আমার জানা দরকার।'

'ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কর্নেল, চাকরি ছেড়েছি গত বছর, পীস ফর অল-এর লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে আমেরিকায় ছিলাম, এখন ইউরোপে দায়িত্ব পালন করছি।' কথা শেষ করে মুচকি হাসলেন ওয়াকি স্পিলম্যান। 'ইচ্ছে করলে দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি জেনে নিতে পারবেন আমি ভুল বা মিথ্যে কোনও তথ্য দিচ্ছি কি না।'

'তা পারব,' বলল রানা। 'কেন এসেছেন?'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন স্পিলম্যান, 'আবার আপনার সাহায্য দরকার আমাদের।'

'ভুলে যান,' তীক্ষ্নস্বরে বলল রানা। 'আপনার আর যদি কিছু বলার না থাকে...'

রানাকে বাধা দিলেন স্পিলম্যান, কর্নেলসুলভ গম্ভীর-সুরে; 'কারণটা জানাবেন কি, মি. রানা? কেন আমরা আপনার সাহায্য পাব না?'

'পাবেন না এই জন্যে যে নীতিহীন অন্যান্য টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর সাথে আপনাদের কোনও পার্থক্য নেই।'

'ভুল!' তীব্র প্রতিবাদ জানালেন কর্নেল স্পিলম্যান। 'মোসাড, পিএলও বা অন্যান্য টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো শুধু নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে। কিন্তু আমরা, পীস ফর অল, সংশ্লিষ্ট সবার স্বার্থে কাজ করছি—মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদি, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সবার অধিকার নিশ্চিত করতে চাই আমরা। এটাকে আপনি একটা পার্থক্য বলে বিবেচনা করবেন না, মি. রানা?'

'করতাম যদি আপনাদের সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিরীহ মানুষগুলো পিঁপড়ের মত

মারা না পড়ত।'

'লড এয়ারপোর্টে নিরীহ মানুষ মারা গেল, সেজন্যে কি আমরা দায়ী ছিলাম? নিরীহ মানুষ মারা পড়ল মিউনিকে, টোকিওতে, ব্রাসেলস-এ, আমাদের দায়ী করতে পারেন?'

'এথেন্স বিমান বন্দরে কি ঘটল? কি ঘটল তিউনিসে? মোসাড ও পিএলও নিরীহ মানুষ মারছে বলে আপনারাও মারবেন, এটা কেমন যুক্তি?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, কোথাও কোথাও ভুল করেছি আমরা। কিন্তু সেগুলো ভুলই ছিল, ঠাণ্ডা মাথায় নিরীহ মানুষ মারার প্ল্যান ছিল না। আমরা কখনও কোনও প্লেন হাইজ্যাক করিনি, লোকভর্তি সিনেমা হলে বোমা ফাটাইনি। একদল হিংস্র পশুর সাথে কিভাবে আপনি আমাদের তুলনা করেন?'

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়, দু'জনেই সামলে নিল নিজেকে। কফির ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল শারমিন। ডেস্কের ওপর ট্রে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

'আমি দুঃখিত, মি. রানা,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন কর্নেল। 'আমি আপনার সাথে তর্ক করতে আসিনি। পীস ফর অল আপনার সাহায্য চায়, আপনাকে রাজি করানোর জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে, অথচ প্রতিশ্রুতি আদায় করার বদলে আমি আপনাকে রাগিয়ে দিয়েছি। প্লীজ, অ্যাকসেপ্ট মাই অ্যাপলজি।'

'দুঃখিত আমিও, মি. স্পিলম্যান। রাফি কারামির বোঝা উচিত ছিল কেন আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হব না। তাঁর খুব ভাল করেই জানা আছে কেন আমি পীস ফর অল-এর সাথে কোনও সম্পর্ক রাখিনি।'

'তিনি জানেন। তিনি আমাকে এ-কথাও বলেছেন যে আপনি সম্ভবত সাহায্য করতে রাজি হবেন না।'

'তাহলে আপনি সময় নষ্ট করছেন কেন?' কথায় ও সুরে রানার বিরক্তি চাপা থাকল না।

'ক্ষীণ একটু আশা আছে, আপনি আমাদের পছন্দ না করলেও হয়ত সাহায্য করতে রাজি হবেন। কেন হবেন বা হতে পারেন, সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে কি ধরনের সাহায্য দরকার আমাদের সে-সম্পর্কে একটু আভাস দিই।' রানা নয়, এবার কর্নেল স্পিলম্যানই হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'প্লীজ, আরও কয়েক মিনিট বেশি সময় দিতে হবে আমাকে।'

কথা না বলে চুপ করে থাকল রানা।

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের করুণ অবস্থা সম্পর্কে জানি আমরা,' বললেন কর্নেল। 'জানি আপনাদের সাহায্য নিয়ে কোনও রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করছে ওরা। এ-ও জানি যে অপরাধপ্রবণতা যাতে মাত্রা না ছাড়ায় সেজন্যে রানা এজেন্সিকে ইংল্যাণ্ডের বড় শহরগুলোয় শাখা খোলার অনুরোধ জানিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। সংক্ষেপে, ইংল্যাণ্ডের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা এখন থেকে রানা এজেন্সিই সামলাবে...।' রানা বাধা দিতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল স্পিলম্যান। 'আমরা যাকে শত্রু বলে মনে করছি সে একজন ব্রিটিশ, কাজেই তার ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তায়। আমাদের বিরুদ্ধে যে-সব টেরোরিস্ট গ্রুপ উঠেপড়ে লেগেছে, এই লোক তাদের

অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে। লোকটার নাম বুন থারমল হেজ। আপনি নিশ্চয়ই তার নাম শুনেছেন?'

'বুন থারমল হেজ?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। 'কাদের অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে?'

'শুধু অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে না, টেরোরিস্টদের ট্রেনিংও দিচ্ছে সে। অদ্ভুত ব্যাপার হল, শুধু ইহুদি ও মুসলিম বিরোধী টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে লোকটা। আয়ারল্যাণ্ডের আইআরএ, স্পেনের বাসকিউ, সাউথ আমেরিকার টুপামারোস, জাপানের রেড আর্মি, পশ্চিম জার্মানীর বাদের-মেইনহফ কেন কে জানে হঠাৎ করে ইহুদি ও মুসলমান বিরোধী হয়ে উঠেছে। প্রতিটি সংগঠন বুন থারমল হেজের কাছ থেকে অস্ত্র পাচ্ছে, সে-সব অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে পীস ফর অল-এর বিরুদ্ধে, পিএলও এবং মোসাডের বিরুদ্ধে। আমাদের জানামতে পিএলও এবং মোসাডও এ-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, তবে ওরা বোধহয় এখনও জানে না টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো কার কাছ থেকে অস্ত্র সাপ্লাই পাচ্ছে। এবার বলুন, মি. রানা, বুন থারমল হেজ সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?'

'ওরা জানে না, আপনারা জানলেন কিভাবে যে সে-ই অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আপনি তো জানেনই, আমরাও পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করেছি,' বললেন কর্নেল। 'কিছু কিছু শত্রু আমাদের হাতেও মারা পড়ছে বৈকি। উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো বেশিরভাগই ব্রিটেনে তৈরি।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না,' বলল রানা। 'টেরোরিস্টরা অন্য কারও কাছ থেকে ওগুলো কিনে থাকতে পারে।'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স সিসটেমকে ছোট করে দেখবেন না, প্লীজ, মি. রানা। রেড আর্মি ও আইআরএ যে সরাসরি একটা ব্রিটিশ কোম্পানীর কাছ থেকে অস্ত্র কিনেছে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আমাদের সোর্স অভ ইনফরমেশন ইন্টারোগেশনের সময় মারা যায়, কাজেই আপনার সামনে তাকে হাজির করা সম্ভব হচ্ছে না।'

'আপনাদের ইনফর্মার কি বুন থারমল হেজের নাম বলেছে?'

'না, তার জানা ছিল না। সে যে মিথ্যে কথা বলেনি আমরা জানি।'

'তাহলে কিভাবে আপনারা জানলেন হেজই দায়ী?'

'শুধু এটুকু বলি, অনেকগুলো ক্লু-ই পেয়েছি আমরা, সবগুলো হেজকে চিহ্নিত করছে। আপনি তার সম্পর্কে কতোটুকু জানেন, মি. রানা?'

'খুব বেশি কিছু না। লোকটা প্রচার পছন্দ করে না, আড়ালে থাকতে ভালবাসে। বিরাট ধনী, লোকে সম্মান করে। অস্ত্র কেনাবেচা ব্যবসা, তবে খুব বড় ব্যবসায়ী নয় বলেই জানি। চলাফেরা করে ওপরমহলে।'

গড়গড় করে বুন থারমল হেজের ইতিহাস মুখস্থ বলে গেলেন কর্নেল স্পিলম্যান। পঞ্চাশের দশকে আমেরিকায় উদয় হয় সে। রেকর্ডে দেখা যায়, কানাডা থেকে আমেরিকায় আসে। ধনী এক আমেরিকান বিধবাকে বিয়ে করে। প্রথম দিকে শুধ অস্ত্র কেনা-বেচা করত, তারপর লাইসেন্স বাগিয়ে বিরাট কারখানা গড়ে

তোলে। সে-সময় নতুন কিছু হালকা অস্ত্র বাজারে ছেড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্ত্রীর টাকা তো ছিলই, ছিল ওপরমহলে ওঠা-বসা; সেই সূত্রে উচ্চপদস্থ সামরিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসে সে, দু'পাঁচজন সিনেটরের সাথে বন্ধুত্ব হয়। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ইউএস ফোর্স-এর নিয়মিত সাপ্লাইয়ার বনে গেছে। তার নিজের কিছু প্রভাবও যে ছিল না তা নয়, কানাডা থেকে একেবারে খালি হাতে আসেনি। স্ত্রী মারা যাবার পর পঁয়ষট্টি সালের দিকে ইংল্যাণ্ডে চলে আসে, এখানে গড়ে তোলে একটা উইপনস ডেভলপমেন্ট প্ল্যান্ট। সফলতা অর্জনের পর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অমান্য করার ঝোঁক বেড়ে যায়। ইণ্ডাস্ট্রিতে তার প্রভাব খাটো করে দেখার উপায় নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অন্যান্য আর্মস ডিলারের মতই পাবলিসিটি পছন্দ করত না সে।

'তার বয়স হবে সত্তরের কাছাকাছি, যদিও দেখে তা বোঝার উপায় নেই–এখনও শক্ত-সমর্থ সে, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। আমাদের এক এজেন্ট বুন থারমলের তৎপরতার ওপর নজর রাখছিল। তিন হপ্তা আগে হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছে সে।' শেষ কথাটা এমন সুরে বলা হল যেন এটাও আর্মস ডিলার বুন থারমলের বায়োগ্রাফীর একটা অংশ।

নির্লিপ্তস্বরে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা চান আপনাদের নিখোঁজ লোকটাই খুঁজে বের করি আমরা?'

মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল স্পিলম্যান।

'তারই সাথে যদি সম্ভব হয় বুনের বিরুদ্ধে কিছু এভিডেন্সও জোগাড় করি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা, ঠাণ্ডা চোখে কর্নেলের দিকে তাকাল। 'গুডবাই, মি. স্পিলম্যান।'

'আপনার কি আমাদের প্রতি কোনও ফিলিংস্ই নেই, মি. রানা?' খানিকটা অভিমানের সাথেই প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

'নেই। থাকার কথাও নয়। একসময় ছিল, কিন্তু নিজেদের আদর্শ থেকে সরে গিয়েছেন আপনারা।'

'মিস নাহিন টেরোরিস্টদের গুলি খেয়ে মারা গেলেন, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন আপনি?'

'ভুলিনি, ভুলিনি বলেই তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনাদের সাথে কোনও সম্পর্ক রাখা চলে না আর। আপনাদের কথায় ও কাজে কোনও মিল নেই।'

'তার ভাইয়ের মৃত্যুও আপনার কাছে কোনও গুরুত্ব বহন করে না?'

সচকিত হল রানা। 'মানে?'

'তার ভাই, অ্যারন সিমকিন–আমাদের নিখোঁজ এজেন্ট।'

অ্যারন সিমকিন, তরুণ ইসরায়েলি পাইলট। সে-ও তাহলে, বোনের মতই, পীস ফর অল আন্দোলনে যোগ দিয়েছে? মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত ছেলেটা, ইহুদি ও মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘোর বিরোধী ছিল, বিশ্বাস করত ইসরায়েল জেরুজালেম দখল করে ভয়ানক অন্যায় করেছে। বিমান

বাহিনীর চাকরি ছেড়ে লণ্ডনের একটা ফ্লাইং ক্লাবে ইনস্ট্রাক্টরের চাকরি নিয়েছিল। রানার সাথে প্রায়ই আলাপ হত তার।

'অ্যারনের ইচ্ছে ছিল, আপনার সাথে যোগাযোগ করবে, আপনার সাহায্য চাইবে। আমরাই তাকে নিষেধ করি। আসলে আমরা আপনাকে জড়াতে চাইনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনার সাহায্য না চেয়ে আমাদের উপায় নেই।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে জানতে চাইল রানা, 'তার কাভার কি ছিল?'

'পীস ফর অল-এর প্রতিনিধি হিসেবে বুনের সাথে যোগাযোগ করে সে। বুনকে জানায়, আমাদের অস্ত্র দরকার।'

'তারপর?'

'বুনের সাথে তার যোগাযোগ হয়। আমাদেরকে রিপোর্ট করে সে, বুন আগ্রহ দেখিয়েছে। তারপর আর কোনও খবর নেই। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি সে তার হোটেল ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু কোনও ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে যায়নি। তার কোনও মেসেজও পাইনি আমরা। আমাদের কোনও সেফ হাউসেও পৌছোয়নি সে। স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'তিন হপ্তা আগে?'

'হ্যাঁ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। 'কিভাবে আমি তার খোঁজ পেতে পারি বলে ধারণা করেন আপনারা?'

'প্যালেস্টাইন গেরিলাদের একটা গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে বুনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনি। কিংবা যদি ভাল মনে করেন, পীস ফর অল-এর প্রতিনিধি হিসেবে।'

ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'অ্যারনকে দিয়ে যে ভুল করিয়েছেন সেই একই ভুল আমাকেও করতে বলছেন? খানিক আগেই না বললেন, শুধু ইহুদি ও মুসলিম বিরোধী টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে বুন।'

'বুন আমাদেরকে বা প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের অস্ত্র দিতে রাজি না হলে আমরা ধরে নেব তার সম্পর্কে তথ্যটা মিথ্যে নয়।'

'বেশ, ধরে নিলেন। কিন্তু সেটা তার কিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ হতে পারছে কি?'

'এটা হবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর শুরু হবে তদন্ত-অনুসন্ধান, ঘুষ, ফাঁদ ইত্যাদির সাহায্যে নিরেট প্রমাণ ঠিকই আমরা সংগ্রহ করব।'

'তারপর? বুনকে খতম করবেন?'

'অবশ্যই।'

'এবং তাকে খতম করার দায়িত্বটাও আপনারা আমার কাঁধে চাপাতে চান?'

'আমি আপনার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছি, মি. রানা।'

'দুঃখিত, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমরা কোনও সাহায্য করতে পারব না।'

'অ্যারনের কথা ভেবেও আপনি সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন না?'

'দুঃখিত।'

রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কর্নেল স্পিলম্যান, যেন ঘৃণা করছে সে। 'কোনভাবেই কি আপনাকে রাজি করানো সম্ভব নয়, মি. রানা?'

'না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আশা করি অ্যারনকে আপনারা ফিরে পাবেন।'

বাধ্য হয়ে চেয়ার ছাড়তে হল কর্নেলকেও। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, দরজার দিকে এগোলেন। দরজার কাছে পৌঁছে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলেন তিনি, মনে হল কিছু বলতে চান। তারপর আপনমনে মাথা নেড়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন, বাইরে থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

ডেস্কের ওপর বার কয়েক আঙুল নাচালো রানা, অন্যমনস্ক। অ্যারনের মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো ও। না, ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি। পীস ফর অল-এর সাথে জড়ানো ঠিক হবে না। ওদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। চিন্তায় বাধা পড়ল, নরম টোকা পড়ল দরজায়।

'কাম ইন।'

দরজা খুলে কামরার ভেতর উঁকি দিল তমা চৌধুরী। 'মাসুদ ভাই, কেমন আছেন?'

কৌতুক করল রানা, 'আবার বুঝি কী-হোলে কান ঠেকিয়ে গোপন পরামর্শ শুনছিলে?'

ভেতরে ঢুকল তমা, এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনের খালি চেয়ারটার হাতলের ওপর বসল। 'ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন-কে?'

'বলতে পার, আ ভয়েস ফ্রম দা পাস্ট,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

'পীস ফর অল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা বুঝি আবার আপনার সাহায্য চায়?'

'এক লোককে খুঁজে বের করতে বলছে।'

'ভদ্রলোক গত হপ্তায় আমার সাথে কথা পর্যন্ত বলতে রাজি হয়নি।'

'বিশেষ করে আমার ওপর খুব আস্থা ওদের।'

'কাজটা আমরা নিয়েছি?'

'না। ওদের আমি বিশ্বাস করি না।'

'কাজটা শুধু যদি একজন লোককে খুঁজে বের করার হয়, মানে যদি তেমন কোনও ঝামেলা না থাকে, নিলেই পারতেন। ইংল্যাণ্ডে এখন আমাদের চারটে শাখা, সে তুলনায় হাতে কাজ নেই বললেই চলে।'

'পীস ফর অল-এর কাজ মানেই ঝামেলা। এ-ধরনের কাজ আমাদের দরকার নেই।'

'তবু...'

একটু তীক্ষ্ণ হল রানার গলা, 'তমা, ব্যাপারটা ভুলে যাও, প্লীজ। আমি ভাল মনে করেছি বলেই ফিরিয়ে দিয়েছি ভদ্রলোককে।'

হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল তমা। 'ঘাট হয়েছে, মাসুদ ভাই, মাফ করে

দিন। আসলে আমার ভেতর একজন ব্যবসায়ী বাস করে। চাই না একটা মক্কেলও ফস্কে যাক।'

মৃদু হাসল রানা। 'এবার কাজের কথা বল। তোমার কেসগুলো কোন্‌টা কি অবস্থায় আছে শোনাও দেখি।'

প্রায় আধ ঘন্টা আলাপ করল ওরা। কয়েকটা কেস সম্পর্কে রানার পরামর্শ চাইল তমা। কিছু নোট নিল। তারপর বিদায় নিয়ে এগোল দরজার দিকে, বলল, 'জরুরী কিছু ঘটলে আপনাকে আমি লিভারপুলে ফোন করব, মাসুদ ভাই।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে তমা, পিছন থেকে রানা বলল, 'তমা, ইহুদি ভদ্রলোকের কথা ভুলে গেছ তো?'

রানার দিকে ফিরে মিষ্টি করে হাসল তমা। 'জ্বী, মাসুদ ভাই, ভুলে গেছি। একদম মনে করতে পারছি না।'

তমাকে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল শারমিন। নিচু গলায়, ফিসফিস করে জানতে চাইল তমা, 'শারমিন, ইহুদি ভদ্রলোকের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে বলতে পার? তিনি কোনও ঠিকানা রেখে গেছেন?'

চার

কার কি করেছে তমা যে তাকে এভাবে খুন হতে হল?

তমার ডেস্কে পাথরের মূর্তির মত বসে রয়েছে রানা। অফিসের লোকজন এখনও কেউ এসে পৌঁছায়নি। ইতিমধ্যে তমার দেরাজ খুলে কেস বুক ও অন্যান্য খাতা পরীক্ষা করেছে রানা, জেনেছে অকস্মাৎ খুন হয়ে যাবার ভয় আছে এমন কোনও কেস নিয়ে রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা সম্প্রতি কোনও কাজ করেনি বা করছে না।

কাল রাতে ওর এক প্রতিবেশী চিৎকারটা ঠিকই শুনতে পেয়েছিল, যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়ে সাড়া না দিলেও টেলিফোন করে পুলিসকে সতর্ক করে দিতে ভোলেনি। পুলিস বাড়িতে ঢুকে দেখে লাশের মাথা কোলের ওপর নিয়ে বসে আছে রানা, ওর নগ্ন বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ, সন্দেহ ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে তারা, ওর বক্তব্য কোনও মন্তব্য ছাড়াই চুপচাপ শোনে।

একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে ক্ষতবিক্ষত লাশটা নিয়ে যায়। এরপর শুরু হয় জেরা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। কার লাশ? তরুণীর সাথে ওর সম্পর্ক কি ছিল? ওরা কি ঝগড়া করেছিল? ব্যবসা কি ভালভাবে চলছিল না? ওরা কি পরস্পরকে ভালবাসত? ঠিক কি ঘটেছিল আবার ব্যাখ্যা করুন। কি নিয়ে ঝগড়া হয় আপনাদের মধ্যে? সর্বশেষ কি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়? যে-সব কেস নিয়ে ডিল করছে রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা সেগুলোর বিবরণ দিন। কাল রাত বাদে শেষবার তমা চৌধুরীর সাথে কখন দেখা হয়? আবার ব্যাখ্যা করুন ঠিক কি ঘটেছিল। ঘুম ভাঙে কখন? পুলিসকে ফোন

করেননি কেন? তমা চৌধুরীকে যখন প্রথম দেখলেন, সে কি তখনও বেঁচে ছিল? আবার প্রথম থেকে শুরু করুন।

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথে রানা এজেন্সির সম্পর্ক ভাল হলেও, সেটা গোপন সম্পর্ক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তা জানার কথা নয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ইংল্যাণ্ডের সব ক'টা ইনভেস্টিগেশন ফার্মকে সন্দেহের চোখে দেখে, এমনকি কোন কোনটাকে প্রতিযোগী বলেও মনে করে, এ-সব ফার্মের বিরুদ্ধে অভিযোগেরও অন্ত নেই তাদের, সে-সব অভিযোগ সবগুলোই যে ভিত্তিহীন নয় তা-ও জানা আছে রানার। সেজন্যেই ওদের জেরার মুখে ধৈর্য হারায়নি ও, বরং সহযোগিতা করারই চেষ্টা করেছে। তাছাড়া, তমার মৃত্যু প্রচণ্ড আঘাত হয়ে দেখা দেয়ায় অন্তত প্রথম কয়েক ঘণ্টা নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত আর অসহায় বলে মনে হয়েছে ওর। গোটা পরিস্থিতিটা এখনও অবাস্তব লাগছে ওর কাছে।

তারা ওকে শাওয়ার সেরে কাপড় পরার অনুমতি দেয়। দু'জন ইন্সপেক্টর ওকে নিয়ে লণ্ডন অফিসে আসে, কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার জন্যে, হত্যার মোটিভ সম্পর্কে সূত্র পাবার আশায়। পুলিস অফিসারদের মনে সবচেয়ে গুরুতর হয়ে দেখা দেয় যে প্রশ্নটি, তা হল, খুনীরা রানার বাড়ির দরজায় কেন তমা চৌধুরীকে ক্রুশে বিদ্ধ করল? রানা এজেন্সি অতীতে কি কোনও আসামীকে জেলে পাঠাতে সাহায্য করেছিল, ছাড়া পেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে সে? অন্যান্য পুলিস অফিসাররা তমার ডেভন স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায়, কিন্তু তারাও কোন সূত্র খুঁজে পায়নি।

অফিসের সময় শুরু হতে যাচ্ছে দেখে রানাকে একা রেখে ফিরে গেছে ইন্সপেক্টররা। যাবার সময় বলে গেছে দিনের কোনও এক সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে একটা লিখিত জবানবন্দী দিয়ে আসতে হবে ওকে। তদন্তের এই পর্যায়ে রিপোর্টারদের বেশি কিছু না জানাবার অনুরোধ করে গেছে তারা। নিষেধ করে গেছে, গন্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে না জানিয়ে রানা যেন লণ্ডন ত্যাগ না করে।

অফিসে এসে রানাকে তমার ডেস্কেই বসে থাকতে দেখল শারমিন।

তমার অফিস কামরার দরজা খোলা দেখে, গায়ের কোট না খুলেই, ছাতা ঝাঁকিয়ে পানি ঝরাতে ঝরাতে সেদিকে এগোল শারমিন। 'তমা আপা...,' দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে দিল সে, রানার টকটকে লাল চোখ ও এলোমেলো চুল দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। 'মাসুদ ভাই, আ-আপনি! আমি ভাবলাম...'

'ভেতরে এস, শারমিন,' শান্ত স্বরে বলল রানা, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

প্রথমে বিস্ময়ে হতচকিত, তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল শারমিন। মাসুদ ভাই তার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? 'মাসুদ ভাই, আপনি কি অসুস্থ?'

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'চেয়ারটায় বস, শারমিন। যা জিজ্ঞেস করব ভেবেচিন্তে উত্তর দেবে।'

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ডেস্কের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল শারমিন, নিঃশব্দে মাথাটা একবার কাত করল। ছাতাটা এখনও তার হাতে।

'গত হপ্তায় এমন কোনও কেস নিয়ে কাজ করছিল তমা, কেস বুকে যা

তোলা হয়নি?'

চট করে রানার সামনে ডেস্কে পড়ে থাকা লাল কেস বইটার দিকে একবার তাকাল শারমিন। উপলব্ধি করল তার মাথা ঠিকমত কাজ করছে না। 'গত হপ্তায় দু'বার কোর্টে গেছেন তমা আপা, মঙ্গল ও বুধবার। মেয়ার'স চেইন স্টোর-এর চুরির কেসটা তদন্ত করেছেন। এ-সবই তো কেস বুকে তোলা হয়েছে।'

'জানি, আমি দেখেছি। এই চুরির কেসে কাউকে সন্দেহ করা হচ্ছে কিনা জান?'

'না। মনে হয় না। সবেমাত্র তদন্ত শুরু করেছেন।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল শারমিন। 'তমা আপা এখুনি চলে আসবেন, উনি বলতে পারবেন...'

'শারমিন,' রানার অস্বাভাবিক শান্ত গলা শুনে থেমে গেল শারমিন। 'তমা আসছে না।'

হতভম্ব হয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শারমিন। তার মন বলছে, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।

গত হপ্তায় তমা কি কি করেছে না জানা পর্যন্ত শারমিনকে অন্ধকারে রাখতে চাইছে রানা। 'ভেবে দেখ, শারমিন। আমার অনুপস্থিতিতে তমা অন্য কোনও কেসে জড়িয়ে পড়েছিল কিনা।' তমার পরিণতি সম্পর্কে জানার পর শারমিন ওর কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে বলে মনে হয় না।

মাথা নাড়তে শুরু করে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল শারমিন। 'হ্যাঁ, মানে...কিন্তু...'

অপেক্ষা করে থাকল রানা, কিন্তু শারমিন ইতস্তত করছে। 'জানলে বল, শারমিন। ব্যাপারটা হয়ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'আপনি ফিরে এলে তমা আপা নিজেই আপনাকে জানাবেন বলেছেন। নিষেধ করেছেন আমি যেন কিছু না জানাই।'

'তবু বল, শারমিন।'

'সেই ভদ্রলোক...গত হপ্তায় যিনি আপনার সাথে দেখা করলেন...মি. স্পিলম্যান...তমা আপা তাঁর একটা কাজ হাতে নিয়েছেন।'

'ইস!' লাফ দিয়ে উঠল শারমিন, ডেস্কের ওপর প্রচণ্ড ঘুসি মেরেছে রানা। 'আমি ওকে বারণ করেছিলাম, ওদের কেস নেয়া যাবে না!'

'উনি...তমা আপা বললেন আমাদের হাতে তেমন কোনও কাজ নেই। শুধু একজন নিখোঁজ লোকের হদিস বের করতে হবে...। উনি এসে সব বলবেন আপনাকে...'

'সে আর আসবে না, শারমিন। তমা বেঁচে নেই।'

দাঁড়াতে গিয়ে আবার বসে পড়ল শারমিন, হাত থেকে খসে পড়ল ছাতাটা; মুহূর্তে সমস্ত রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে।

চেয়ার ছেড়ে তার পাশে চলে এল রানা, শারমিনের কাঁধে হাত রাখল। 'এখন ভেঙে পড়লে চলবে না, শারমিন। তমাকে আমরা হারিয়েছি, ও আর কোনদিন ফিরে আসবে না।'

'কিভাবে, মাসুদ ভাই?' ফিসফিস করে জানতে চাইল শারমিন। 'বৃহস্পতিবার বাইরে থেকে ফিরে এলেন হাসিমুখে, বললেন তিন-চারদিনের মধ্যে নিখোঁজ

লোকটার খোঁজ বের করে ফেলবেন তিনি। এর মধ্যে এমন কি ঘটল...?'

'শেষবার তাকে তুমি তখনই দেখেছ?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার সকালে।' রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছল শারমিন। 'আমাকে বললেন, শুক্রবার সম্ভবত সারাটা দিনই বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। কি ঘটেছে, মাসুদ ভাই? তমা আপা মারা গেলেন কিভাবে?'

'তমা খুন হয়েছে, শারমিন। কাল রাতে। সেজন্যেই তার কাজ সম্পর্কে জানতে চাইছি আমি।'

'খুন হয়েছেন? কিন্তু কে...?'

'এখনও জানি না। পুলিস আজ কোনও এক সময় তোমাকে জেরা করতে পারে।'

মুখের ভেতর ভাঁজ করা হাতের গিঁট ঢুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল শারমিন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রানা। 'তমা কবে স্পিলম্যানের সাথে দেখা করে জান?' শারমিন খানিকটা শান্ত হতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেদিনই, আপনি যেদিন ভদ্রলোকের সাথে কথা বললেন। তাঁর হোটেলে বিকেলে দেখা করার ব্যবস্থা করেন তমা আপা।'

'হোটেলটার নাম জান?'

মাথা ঝাঁকাল শারমিন। 'আমার প্যাডে লেখা আছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'কে, মাসুদ ভাই? আমাদের তমা আপাকে কে খুন করতে পারে?'

'জানি না, শারমিন। তবে জানি, সে যে-ই হোক, তার নিষ্কৃতি নেই।'

হোটেলটা লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিমে, বেলসাইজ পার্কের কাছাকাছি। আধুনিক মোটর মোটেল, শহরে অল্প দু'চারদিন থাকার জন্যে আসা ব্যবসায়ীরা এ-ধরনের মোটেল বিশেষভাবে পছন্দ করে। এখান থেকে খুব সহজেই শহরের মাঝখানে পৌঁছানো যায়, অথচ পরিবেশটা মফস্বল এলাকার মত শান্ত ও নিরিবিলি—এসপিওনাজ এজেন্টদের আস্তানা গাড়ার জন্যে আদর্শ জায়গা।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ফুটপাথে উঠল রানা, সুইং-ডোর ঠেলে হোটেলের রিসেপশনে ঢুকে পড়ল । শারমিনকে টমাসের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে ও। কর্নেল ওয়াকি স্পিলম্যানের ঠিকানা খুঁজছিল শারমিন, এই সময় রতনকে নিয়ে অফিসে পৌঁছায় অপারেটর টমাস হুক। কাল রাতে তমার কপালে কি ঘটেছে সংক্ষেপে ওদেরকে জানায় রানা। ওদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স রতনের, শোনার পর ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেচারীর চেহারা। শারমিনের আকুল কান্না থামাতে বেশ বেগ হতে হয়েছে ওদেরকে। একা শুধু টমাসের আচরণে কোনরকম ভাবাবেগ প্রকাশ পায়নি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছে, এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই, তবে তার অভিজ্ঞতা ও অমঙ্গলকে মেনে নেয়ার ক্ষমতা থাকায় আবেগের রাশ টেনে রাখতে অসুবিধে হয়নি। শারমিন ও রতনকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। পরে, রানা যখন বেরুবে, সে-ও ওর সাথে আসার জন্যে জেদ ধরে। কিন্তু রানা তাকে বুঝিয়েছে, রতন ও শারমিন যতক্ষণ না ধাক্কাটা সামলে ওঠে ততক্ষণ ওদের সাথে একজনের থাকা দরকার। তাছাড়া, অফিসে যে-সব কাজ

রয়েছে সেগুলোও তো সারতে হবে। টমাসকে আরেকটা দায়িত্ব দিয়ে এসেছে রানা, রিপোর্টারদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে। যুক্তিগুলো উপলব্ধি করার পর টমাস আর চাপাচাপি করেনি। অফিস থেকে বেরুবার আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস-এর চীফ মারভিন লংফেলোর একটা ফোন পায় রানা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তমা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে তাঁকে। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভদ্রলোক। জানিয়েছেন, এ-ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে তাঁর একজন এজেন্টকে রানার কাছে পাঠাবেন তিনি।

রানাকে দেখেই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রিসেপশনিস্টের। তার দোষ দেয়া যায় না। রানার স্যুটের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে, এলোমেলো হয়ে আছে চুল। দাড়ি কামানো হয়নি, চেহারায় রাত্রি জাগরণের ছাপ। ওকে দেখে অবাঞ্ছিত ভাবাটাই স্বাভাবিক। তবে কে কি ভাবল না ভাবল সেদিকে খেয়াল নেই রানার। সরাসরি জানতে চাইল ও, কর্কশ স্বরে, 'কর্নেল স্পিলম্যান নামে এক ভদ্রলোক আছেন এখানে। রুম নম্বরটা বলুন।'

রানার কথার মধ্যে কর্তৃত্বের ভাব ও বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ সচকিত করে তুলল রিসেপশনিস্টকে। তাড়াতাড়ি গেস্ট লিস্ট-এর ওপর চোখ বুলাল সে। 'তিনশো বার নম্বর কামরা, স্যার। চারতলা। মি. স্পিলম্যানকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি এসেছেন। কি নাম বলব, স্যার?'

'ডোন্ট বদার।' এলিভেটরের দিকে এগোল রানা।

'এক মিনিট, স্যার,' পিছন থেকে দ্রুত বলল রিসেপশনিস্ট, কিন্তু এরইমধ্যে খুলে গেছে এলিভেটরের দরজা, একদল ব্যবসায়ীর পিছু পিছু ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। ছোঁ দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করার জন্যে হাত তুলল রিসেপশনিস্ট।

চারতলায় উঠে এল এলিভেটর, দরজা খুলে গেল। কার্পেট মোড়া করিডরে বেরিয়ে এসে কামরাগুলোর নম্বর দেখছে রানা। করিডরের আরেক মাথার একটা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন পীস ফর অল-এর এজেন্ট কর্নেল ওয়াকি স্পিলম্যান। অবাক হয়ে রানার উদ্দেশে একটা হাত উঁচু করলেন তিনি।

সেদিকে এগোল রানা, চোখের দৃষ্টি ইহুদি ভদ্রলোকের ওপর স্থির হয়ে আছে। এখনও স্লীপিং গাউন পরে আছেন স্পিলম্যান, বোঝাই যায় এত সকালে কেউ তাঁর সাথে দেখা করতে আসবে বলে আশা করেননি।

'আপনি এসেছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, মি....,' রানার চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে তার কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। এসপিওনাজ জগতের মানুষ, চোখে খুনের নেশা থাকলে চিনতে না পারার কথা নয়।

পেশীবহুল বিশাল শরীর, তবু রানার মার খেয়ে অসহায় বোধ করলেন স্পিলম্যান। রানার চোখের ওই দৃষ্টি হতভম্ব ও আড়ষ্ট করে রাখল তাঁকে। প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে কামরার ভেতর ছিটকে পড়লেন তিনি। একটা গড়ান দিয়ে বসতে চাইছেন, হাঁটু দুটো শরীরের নিচে ভাঁজ করলেন, এবার তার পাঁজরে লাথি মারল রানা। আবার ছিটকে পড়লেন স্পিলম্যান। এগিয়ে এসে ঝুঁকল রানা, বুকের কাছে শার্ট খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করাল তাঁকে।

'মি. রানা, ডোন্ট…!' চিৎকার করলেন ভদ্রলোক, চিৎকারটা চটাস শব্দে চাপা পড়ে গেল, চড় খেয়ে যেন আগুন ধরে গেল স্পিলম্যানের গালে, মাথাটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল। তার ওপর গালে আরেকটা চড় কষল রানা।

'ইউ ইউজড হার, ইউ বাস্টার্ড!' হিসহিস করে বলল রানা। 'প্রথমে আপনারা নাহিনকে ব্যবহার করেছেন! তারপর আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন! এখন খুন করেছেন তমাকে!'

'মি. রানা, কি বলছেন আপনি!'

'তমা!' চিৎকার করে বলল রানা। 'তাকে আপনারা খুন করেছেন!'

আরও একটা ঘুসি খেয়ে আবার মেঝের ওপর ছিটকে পড়লেন স্পিলম্যান, এগিয়ে এসে তাঁর মুখে লাথি মারার জন্যে পা তুলল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, মি. রানা। খবরদার, এক চুল নড়বেন না!' বেডরূমের দোড়গোড়া থেকে ভেসে এল নির্দেশটা।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। দোরগোড়ায় জাপানী পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মেয়ে, হাতে ছোট্ট একটা বেরেটা। ছোট্ট, তবে ব্যারেলটা অস্বাভাবিক লম্বা–তারমানে সাইলেন্সার লাগানো। মেয়েটাকে চিনতে পারল রানা। এক হপ্তা আগে একেই রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার বাইরে কর্নেল স্পিলম্যানের সাথে নীল কর্টিনায় বসে থাকতে দেখেছিল।

'প্লীজ, এমন কিছু করবেন না যাতে গুলি করতে বাধ্য হই আমি,' মেয়েটার গলায় আবেদনের সুর, নার্ভাস ভঙ্গিতে স্পিলম্যানের দিকে তাকাল একবার। যদিও রানার বুকে তাক করা অস্ত্রটা এক চুল নড়ল না।

প্রয়োজনে মেয়েটা গুলি করবে, বুঝতে পারল রানা। মেঝেতে পড়ে থাকা স্পিলম্যানের সামনে থেকে পিছিয়ে এল সে, এই সুযোগে খানিকটা এগোল মেয়েটার দিকে, সামান্য একটু অসতর্ক হতে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ নেবে।

মেয়েটা সুন্দরী, দুই নগ্ন কাঁধে স্তূপ হয়ে আছে ভিজে চুল। সদ্য বাথরূম থেকে বেরিয়েছে, পরনে পুরুষদের বাথরোব, সম্ভবত স্পিলম্যানের। গায়ের চামড়া অত্যন্ত কোমল, রঙটা মাখনের মত হলদেটে। সামান্য একটু খাটো হলেও, দৈহিক গড়ন ভারি আকর্ষণীয়।

'ঠিক আছে, ইমালিন, ঠিক আছে, অস্থির হয়ো না,' তাড়াতাড়ি বললেন স্পিলম্যান, ঠোঁটের কোণ থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্ত মুছলেন। 'গুলি কোরো না–অন্তত এখনই নয়।'

টলতে টলতে সিধে হলেন স্পিলম্যান, দরজার দিকে এগোলেন, কবাট বন্ধ করার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নিলেন বাইরেটা। করিডর ফাঁকা, কাউকে দেখা গেল না। সতর্কতার সাথে রানার পিছনে চলে এলেন তিনি, অভ্যস্ত হাতে সার্চ করে রানার রিভলভারটা শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে পকেটে ভরলেন। মেয়েটার দিকে এগোলেন এবার, চোখ থাকল রানার ওপর। মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে হাত পাতলেন। তাঁর হাতে অস্ত্রটা তুলে দিল ইমালিন। 'এবার ব্যাখ্যা করুন। আপনার এরকম উদ্ভট আচরণের কারণ কি?' হাতের অস্ত্রটা রানার দিকে তাক করে

রেখেছেন।

'কি করেছেন আপনারা জানেন না?' রাগে লালচে হয়ে আছে রানার মুখ।

মাথা নাড়লেন স্পিলম্যান। 'ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ।'

'অ্যারন সিমকিনকে খুঁজে বের করার জন্যে আপনারা আমার অপারেটর তমা চৌধুরীকে ব্যবহার করেননি?'

'তিনি নিজেই আমাদের কাছে আসেন।'

'কিন্তু আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, কেসটা আমরা নেব না।'

'সেটা ছিল আপনার বক্তব্য, মিস তমার নয়। তিনি কেসটা নিতে চাইলেন, আমরা খুশি হলাম। এর মধ্যে অন্যায় কি দেখলেন? তিনি বললেন, পরে এক সময় আপনাকে বুঝিয়ে বললে আপনি আর আপত্তি করবেন না।'

বোকা মেয়ে, কেন তুই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলি...মনে মনে তমাকে তিরস্কার করল রানা।

'কিন্তু আসলে ঘটেছে কি, মি. রানা?' মেয়েটা, ইমালিন, জানতে চাইল।

তার দিকে তাকাল রানা। 'কাল রাতে খুন হয়েছে সে। পেরেক দিয়ে গাঁথা অবস্থায় আমার দরজায় তাকে পেয়েছি। জিভটা টেনে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।' ভাবাবেগ চেপে রাখতে গিয়ে রানার গোটা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

মেয়েটার চোখ দুটো যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এল, সামান্য টলে উঠল শরীরটা, মনে হল পড়ে যাবে। তাকে স্থির করার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন স্পিলম্যান। 'এমন নৃশংস কাজ কেন করা হল?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'আপনিই বলুন,' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল রানা।

'তারা কোনও মেসেজ রেখে যায়নি? আপনার সাথে যোগাযোগ করেনি?'

'তারা? তারা কারা হতে পারে, স্পিলম্যান?'

'এ নিশ্চয়ই বুন থারমল হেজের কাজ, মি. রানা।'

'কেন সে আমার একজন অপারেটরকে এভাবে খুন করবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন স্পিলম্যান। 'সম্ভবত আপনাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে।'

'আমাকে সাবধান করবে? কেন? আমি তার কি করেছি?'

'আপনাকে বলেছি, ইহুদি ও মুসলমানদেরকে পরম শত্রু বলে মনে করে সে, মনে আছে? তার নিশ্চয়ই জানা আছে যে এক সময় পীস ফর অল-এর সাথে জড়িত ছিলেন আপনি। একটা গুজব শুনেছিলাম, সেটাও সত্যি হতে পারে।'

'কি গুজব?'

'ওদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এমন কিছু লোকের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আপনি হয়ত সেই তালিকায় আছেন।'

'ওদের তালিকায় আমি থাকলে তমাকে কেন মারবে? তাছাড়া এভাবেই বা মারবে কেন?'

'এমন হতে পারে...,' স্পিলম্যান চোখ নামাল। '...মিস তমা হয়ত ওদেরকে বলে দেন যে আমরা আপনার সাথে দেখা করেছি।'

হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করল রানা। তথ্য আদায়ের জন্যে নিশ্চয়ই টরচার করা হয় তমাকে। নির্যাতনের মুখে তমা স্বীকার করে কর্নেল স্পিলম্যান রানার সাথে

দেখা করেছে। রানা পীস ফর অল-এর কেস গ্রহণ করেনি, এ-কথাও তাদেরকে জানায় সে, কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস করেনি তারা। সম্ভবত এরপরই শারীরিক নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ক্ষতবিক্ষত তমা মারা যাবে, বুঝতে পারে পাষণ্ডরা। একটা ওয়ার্নিং নোটিস হিসেবে রানার বাড়ির দরজায় তমাকে গেঁথে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে শুরু করল রানা।

'বেচারি, বেচারি!' বিড়বিড় করে উঠল ইমালিন, তার চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'ওহ্ গড, ফরগিভ আস!' একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সে, মুখ ঢাকল দু'হাতে।

হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রের মাজল নিচু করলেন স্পিলম্যান। 'এখন আপনি বুঝতে পারছেন তো, মি. রানা, এরা কি ধরনের পিশাচ? নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পারে না এমন কোনও কাজ নেই। প্রথমে সিমকিন, তারপর মিস তমা। এরপর হয়ত আমার বা আপনার পালা। ওদেরকে যদি বাধা দেয়া না হয়, যদি পাল্টা আঘাত না হানতে পারা যায়...,' আপন মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেলেন তিনি।

কথা না বলে জানালার দিকে এগোল রানা। ব্যস্ত রাস্তার ওপর চোখ রাখল। 'আপনার সাথে তমা যোগাযোগ করল, তারপর কি ঘটল সব আমাকে বলুন।'

ইমালিনের দিকে চট করে একবার তাকালেন স্পিলম্যান, বুঝতে পেরে মুখ থেকে হাত সরিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ইমালিন।

'তিনি এসে বললেন, আমাদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে চান,' বললেন স্পিলম্যান। 'আমরা তাকে সিমকিনের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা বললাম। আপনি যে আমাদের কাজের সাথে জড়িত হতে চান না, সে-কথাও তাঁকে আমরা জানাই। কিন্তু তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, তদন্তের কাজ খানিকটা এগোলে আপনাকে বোঝানো তাঁর জন্যে কঠিন হবে না। তিনি আশা করছিলেন আপনি লণ্ডনে ফিরে আসার আগেই সিমকিনের খোঁজ পেয়ে যাবেন, কাজেই কেসটা সমাধান হয়ে গেছে শুনলে আপনি আর রাগ করতে পারবেন না।'

'বেশ, তারপর কি ঘটল?'

'আমরা তাঁকে জানালাম, বুন থারমল হেজের সাথে সিমকিনের যোগাযোগ ঘটেছিল, এবং তারপরই হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। তিনি আমাদের জানান, হেজের লণ্ডন অফিসে যাবেন তিনি, ওখানে গিয়ে জানতে চাইবেন নিখোঁজ হওয়ার দিন সিমকিন সেখানে গিয়েছিল কিনা। চেহারার বর্ণনা দিলে দারোয়ান, রিসেপশনিস্ট, কেরানি, কেউ-না কেউ স্মরণ করতে পারবে। সিমকিনের একটা ফটো চাইলেন তিনি। তারপর বললেন, সিমকিনের হোটেলেও একবার যাবেন তিনি, বয়-বেয়ারাদের হাতে দু'পাঁচ পাউণ্ড গুঁজে দিয়ে জানতে চাইবেন তাদের চোখে অস্বাভাবিক লেগেছিল এমন কোনও ঘটনা তারা দেখেছে কিনা। সিমকিনের ফটো আমাদের সাথে নেই, আমরা তার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিলাম। তারপর, ইতিমধ্যে চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, ইসরায়েল থেকে পাঠানো সিমকিনের ফটোগ্রাফ এসে পৌঁছুল আমাদের হাতে। সেটা আমরা মিস তমাকে দিই বুধবারে। ওই বুধবারেই তাঁর সাথে আমাদের শেষ দেখা।'

'তাকে ঠিক কতোটা জানিয়েছেন আপনারা?'

'বুন থারমল হেজের সাথে অস্ত্র কেনার চুক্তি করতে চাইছিল সিমকিন, এটা আমরা মিস তমার কাছে গোপন করিনি।'

'এ-কথা বলেননি যে হেজকে আপনারা খতম করতে চান? বলেননি ইহুদি ও মুসলমানদের জন্যে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে হেজ?'

কর্নেল স্পিলম্যান চুপ করে থাকলেন।

ইমালিন বলল, 'মি. রানা, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনার অপারেটর এভাবে খুন হয়ে যেতে পারেন তা আমরা বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস করুন, উপায় থাকলে আমরা রানা এজেন্সির সাহায্য চাইতাম না। ইংল্যাণ্ডে পীস ফর অল কারও কোনও সাহায্য পায় না। সিমকিনকে খুঁজে বের করার জন্যে নিজেদের পক্ষে যতোটুকু করার ছিল সবই আমরা করেছি। বাধ্য হয়ে রানা এজেন্সির সাহায্য চাই, কারণ আমরা জানি নীতিগতভাবে আমাদের আন্দোলন সমর্থন করেন আপনি। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে আপনাদের ইনভেস্টিগেশন ফার্মটাই এখন সবচেয়ে দক্ষ। আমরা ভেবেছিলাম মিস তমা নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন...'

'আমার সম্মতি নেই জেনেও কাজটা তাকে দেয়া আপনাদের অন্যায় হয়েছে। অন্তত আমার সাথে আরেকবার কথা বলা উচিত ছিল আপনাদের। সেক্ষেত্রে হেজের আস্তানায় এভাবে একা যেতে হত না তমাকে। সে নিজেকে রক্ষা করতে জানত বৈকি, তমা ছিল আমাদের সেরা অপারেটরদের একজন, কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতি না নিয়ে বাঘের খাঁচায় ঢুকে কে কবে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে?'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'আজ থেকে রানা এজেন্সির ত্রিসীমানায় আপনাদের কাউকে যেন না দেখি আমি।' স্পিলম্যানের দিকে ফিরল ও। 'ফিরিয়ে দিন ওটা।'

পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বাড়িয়ে ধরলেন স্পিলম্যান। 'কিন্তু মিস তমার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবেন না আপনি, মি. রানা?'

রিভলভারটা নিয়ে শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখল রানা। 'আমরা কি করব না করব সেটা আমাদের ব্যাপার। আপনারা নাক গলাতে আসবেন না।'

'কিন্তু সিমকিনের কি হবে? তার খোঁজ...'

'কোনও কথা দিচ্ছি না, শুধু বলতে পারি, তার কথা মনে থাকবে আমার।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন স্পিলম্যান, তার হাত ধরে বাধা দিল ইমালিন, বলল, 'থাক, ওয়াকি। ওঁকে আর অনুরোধ করার মুখ নেই আমাদের! যদি সাহায্য করেন, সেটা হবে ওঁর দয়া!'

ওদের দিকে একবারও না তাকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

রাত আটটার পর রানার সাথে দেখা করতে এল লোকটা। তার আগে টেলিফোনে নিজের পরিচয় জানিয়েছে। বব পার্লম্যান, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট। সদর দরজা খুলে দিয়ে প্রথমেই তার পরিচয়-পত্র দেখতে চাইল রানা। নামটা আগে শুনলেও, দেখা হয়নি কখনও।

'তোমাকে রানা বলতে পারি তো?' ভেতরে ঢুকে এমন নিঃসংকোচ আচরণ শুরু করল বব পার্লম্যান, রানার যেন কতদিনের পুরানো বন্ধু সে। কিচেনে ঢুকে নিজেই কফি বানাতে শুরু করল। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হবে, মেদহীন একহারা গড়ন, সুদর্শনই বলা যায়, সারাক্ষণ হাসছে।

কিচেনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চৌকাঠে হেলান দিল রানা। 'মি. লংফেলোর সাথে ফোনে বেশি কথা হয়নি আমার। জানতে ইচ্ছে করছে, আমার একজন অপারেটরের মৃত্যুর সাথে ব্রিটিশ সিকিউরিটির কি সম্পর্ক। নাকি স্রেফ সৌজন্য দেখানোর জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছেন তিনি?'

হাসিমুখে রানার দিকে ফিরে বব পার্লম্যান পাল্টা প্রশ্ন করল, 'মিস তমার মৃত্যুর সাথে পীস ফর অল-এর কি সম্পর্ক?'

'সে-কথা তোমরা জানলে কিভাবে?'

'পীস ফর অল-এর সাথে তোমার এজেন্সির যোগাযোগ ঘটেছে, কথাটা পুলিসকে তুমি বলোনি কেন?'

'কিসের যোগাযোগ! ওরা আমাদের সাহায্য চেয়েছিল, আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। আজই আমি প্রথম জানতে পারি তমা ওদের কেসটা নিয়েছিল। সুযোগ মত ঠিকই জানাব পুলিসকে।'

'ওয়াকি স্পিলম্যান নামে এক ভদ্রলোক গত হপ্তায় তোমার সাথে দেখা করেন। আমরা জানি পীস ফর অল-এর প্রতিনিধি তিনি।'

'ওদের একজন এজেন্ট নিখোঁজ হয়েছে। তোমাকে তো বললামই, ওদেরকে সাহায্য করতে রাজি হইনি আমি–ব্যক্তিগত কারণে।'

দু'কাপ কফি নিয়ে সিধে হল বব পার্লম্যান, এগিয়ে এসে রানার হাতে ধরিয়ে দিল একটা কাপ। হলরুমে ফিরে এসে সোফায় বসল দু'জন। 'পুলিসকে তোমার আর কিছু না জানালেও চলবে,' মৃদুকণ্ঠে বলল বব পার্লম্যান।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মি. লংফেলো কেন তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'তোমার সাহায্য দরকার আমাদের,' সরাসরি বলল পার্লম্যান।

'মানে?'

'তুমি মিস তমার খুনীকে ধরতে চাও, ঠিক না?'

'চাই, এবং ধরবোও।'

'আমরাও ওই লোককে ধরতে চাই। এ-ব্যাপারেই আনুষ্ঠানিক-ভাবে তোমার সাহায্য চাওয়ার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন মি. লংফেলো।'

'কে সে?' জানতে চাইল রানা। 'তুমি জান?'

'ওয়াকি স্পিলম্যান শুধু ওদের নিখোঁজ এজেন্টের কথাই বলেছেন তোমাকে? এ-দেশে তাঁর মিশন সম্পর্কে কিছু বলেননি?'

'অস্ত্র কেনার জন্যে একজন আর্মস ডিলারের সাথে যোগাযোগ করার কথা ছিল তাঁর।'

'আর্মস ডিলারের নাম বব থারমল হেজ।'

'হ্যাঁ। তোমরা জানলে কিভাবে?'

'মিস তমার হত্যাকাণ্ডের জন্যে, আমাদের ধারণা, সে-ই দায়ী। বুন থারমল হেজের ওপর অনেকদিন ধরে নজর রাখছি আমরা। দুর্ভাগ্য-জনক ব্যাপার হল, লোকটা সাংঘাতিক প্রভাবশালী। তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত কঠিন।'

'স্পিলম্যানের ধারণা, টেরোরিস্টদের অস্ত্র এবং ট্রেনিং দিচ্ছে সে।'

'হ্যাঁ; দিচ্ছে। কয়েক বছর ধরেই দিচ্ছে।'

'জান অথচ কোনও অ্যাকশন নাওনি কেন?'

'অ্যাকশন নিতে পারিনি প্রমাণের অভাবে।'

'তোমরা কি তাকে কখনও সতর্কও করোনি?'

কফির কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল পার্লম্যান। 'কোনোই লাভ হত না, অভিযোগ শুনে আমাদের মুখের ওপর হাসত সে। তুমি জান না, আমাদের বুন থারমল হেজ বড়ই অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। কাল রাতের নৃশংস ঘটনা তার বিপুল আত্মবিশ্বাসের সামান্য নমুনা মাত্র।'

'তোমরা জান, তমার মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী?'

'কোনও প্রমাণ দেখাতে পারব না। রানা, আপাতত এই খুন নিয়ে কোনও রকম হৈ-চৈ করা উচিত হবে না। মি. লংফেলো তোমাকে জানাতে বলেছেন, পুলিস বা রিপোর্টাররা তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

'কিন্তু...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চলেছে পার্লম্যান, 'এই মুহূর্তে কোনরকম পাবলিসিটি চাই না আমরা। নিখোঁজ এজেন্টের হদিস পেতে হবে, এটা ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে ওরা তোমার সাহায্য চায়নি?'

'হেজের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের কথাও বলেছিলেন স্পিলম্যান।'

'কি ধরনের প্রমাণ?'

'সত্যি সত্যি টেরোরিস্টদের অস্ত্র ও ট্রেনিং দিচ্ছে কিনা।'

'আর কিছু না?'

'প্রমাণ সংগ্রহ হলে লোকটার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে আমাকে।'

'ব্যস?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল পার্লম্যান। 'স্পিলম্যান তোমাকে সব কথা বলেননি, রানা। এরমধ্যে আরও ব্যাপার আছে।'

'যেমন?'

'গোটা দুনিয়া জুড়ে নাৎসীজম-এর পুনরুত্থান সম্পর্কে খবর রাখ তুমি, রানা? বোধহয় রাখ না, কারণ ছদ্ম-পরিচয় নিয়ে অসংখ্য সংগঠন মাথাচাড়া দিচ্ছে। সাধারণ ধারণা ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ-ধরনের ফ্যানাটিসিজম আর কখনও হুমকি হয়ে উঠবে না, কিন্তু ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। এ এক ধরনের সামাজিক ক্যানসার, গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে–দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতার সুযোগে। একটা উদাহরণ দিই–তুমি কি জান, বেলজিয়ামের চরম ডানপন্থী এক গ্রুপ ফ্লেমিশ নিউ অর্ডার নামে পরিচিত, আয়ারল্যাণ্ডে ইউডিএ-র সাথে যুদ্ধ করেছে? ওরা একা নয়। এরকম আরও অনেক ডানপন্থী গ্রুপ পাবে তুমি যারা

প্রতিবেশী দেশের সাথে যুদ্ধ বাধাতে প্ররোচিত করছে সরকারকে, অস্ত্র কেনার টাকা জোগাড় করছে, এমন কি অস্ত্র কিনেও দিচ্ছে?

'শুধু ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপেই নয়, এ-ধরনের গোপন সংগঠন মাথাচাড়া দিচ্ছে আমেরিকাতেও। ইংল্যাণ্ডের ন্যাশনাল পার্টি আর আমেরিকার ন্যাশনাল সোশালিস্ট পার্টির কথাই ধর। মেনিফেস্টোতে যা-ই লেখা থাক, আসলে এদের আদর্শ কি? আরও আছে—কলাম এইট্টি-এইট, নিউ অর্ডার, ফেইথ, নিউ পাওয়ার, জিএসডি, উই...ক'টার নাম বলব? এগুলোর সব ক'টারই উদ্দেশ্য হিটলারের আদর্শ ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। তোমাকে বলার দরকার করে না, সবাই ওরা ইহুদি বিদ্বেষী। কিন্তু জান কি, আজকাল ওরা মুসলমানদেরও পরম শত্রু বলে মনে করছে?

'আমাদের বিশ্বাস, বুন থারমল হেজও এ-ধরনের একটা চরমপন্থী গোপন নাৎসী সংগঠনের নেতা। তার সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে থিউল সোসাইটি।'

'সেজন্যই হেজের ব্যাপারে এত উদ্বিগ্ন পীস ফর অল? টেরোরিস্টদের সাহায্য করছে বলে নয়?'

'উদ্বিগ্ন দুটো কারণেই। হেজ বাছাই করা কিছু টেরোরিস্ট গ্রুপকে সাহায্য করছে, ওদের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষভাবে ইহুদি ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে।'

'আর অ্যারন সিমকিনের নিখোঁজ হওয়ার কারণটা?'

'সে যে নিখোঁজ হয়েছে তা সত্যি। ওরা চেয়েছিল তুমি তাকে খুঁজে বের কর, বাকি যা ঘটেছে সব ইনসিডেন্টাল। তবে সিমকিনের আসল অ্যাসাইনমেন্ট ছিল থিউল সোসাইটির তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। আমার ধারণা, অনেক বেশি জেনে ফেলে সে।'

'বোধহয় তমাও,' মন্তব্য করল রানা।

'বোধহয়। শুধু ফ্যানাটিকরাই এ-ধরনের খুনী পোষে, রানা। মিস তমা বোধহয় এমন কিছু জেনে ফেলেন, প্রকাশ হয়ে পড়লে ওদের মুখোশ খুলে পড়ার ভয় ছিল।'

'কিন্তু মি. স্পিলম্যান সব কথা আমাকে জানাননি কেন? সাবধান না করে দিয়ে কেন তিনি চাইবেন এ-ধরনের একটা সেট-আপে মাথা গলাই আমি?'

'তিনি হয়ত ভেবেছিলেন না জানাটাই তোমার জন্যে নিরাপদ। তিনি তো আসলে তোমাকে একটা রুটিন ইনভেস্টিগেশন জব-এর জন্যে হায়ার করতে চেয়েছিলেন, নাৎসীদের আন্দোলনের সাথে জড়াতে চাননি।'

'সব কথা না জানানোর কারণেই তো খুন হয়ে গেল তমা।'

'হ্যাঁ, তাই। স্পিলম্যানের সম্ভবত এই নব্য নাৎসীদের সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই। এরা যে কি ধরনের ফ্যানাটিক, মিস তমার হত্যাকাণ্ড তার একটা প্রমাণ।'

'বললে, আমার সাহায্য চাও তোমরা। কারণটা কি? আমাকেই তোমাদের মনে ধরল কেন?'

'তোমাকে মনে ধরল, কারণ, তুমি একটা লিঙ্ক, রানা। পীস ফর-অল, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ও বুন থারমল হেজ, এই তিনের মাঝখানে।'

'কিভাবে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি? হেজ জানে আমি কে।'

'তুমি কে তা তো জানেই, তার হিট লিস্ট-এ তোমার নামটাই নাকি সবার আগে আছে। জানলেও কিছু আসে যায় না, কারণ...'

'কি বললে? হিট লিস্ট?'

'স্রেফ একটা গুজব, রানা। ওদের থিউল সোসাইটির আদর্শ বাস্তবায়নের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে তাদের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সেই তালিকায় তোমার নাম আছে।'

'হুম,' গম্ভীর হল রানা।

'তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, কারণ আমার ধারণা খেলাটায় ঠিকই অংশগ্রহণ করবে সে।'

'খেলা?'

'হেজের কাছে গোটা ব্যাপারটাই একটা খেলা। শত্রুর সাথে শক্তি পরীক্ষা করতে ভালবাসে সে। বুদ্ধিমত্তার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ তার একটা নেশা।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ তমাকে কোনও সুযোগ দেয়া হয়নি।'

'মিস তমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেনি, তাই। তালিকায় যখন আছ, সন্দেহ নেই তোমাকে সে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে করে। শোন, আমরা তোমার সাহায্য চাইছি, কারণ শিগ্গির কিছু একটা ঘটবে বলে আভাস পাচ্ছি বাতাসে। এখনও আমরা জানি না ঠিক কি ঘটতে পারে। প্রথম দিকে তোমার কাজ হবে তথ্য সংগ্রহ করা। চিন্তা কোরো না, আমরাও তোমার পিছনে থাকছি, যখন যেরকম সাহায্য দরকার পাবে। এমনকি নিরাপত্তার কথা ভেবে তোমার ওপর নজর রাখারও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।'

চেহারা কঠোর হয়ে উঠল রানার। 'ধন্যবাদ, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি। আমি চাই না কেউ আমার পিছনে ঘুর ঘুর করুক।'

কাঁধ ঝাঁকাল পার্লম্যান। 'স্পিলম্যানের সাথে দেখা কর, তাকে জানাও সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছ। তোমাকে তাঁর দরকার, কাজেই বিশ্বাস করবে। এরপর তুমি বুন থারমল হেজের সাথে যোগাযোগ কর...'

'এক সেকেণ্ড,' বাধা দিল রানা। 'আমি কিভাবে কি করব না করব তুমি বলে দিচ্ছ কেন? আমি কি তোমার কাছে বুদ্ধি ধার করতে বাধ্য? তোমরা জান না, একা কাজ করতে অভ্যস্ত আমি?'

'এ-সব আমার কথা নয়, রানা। আমার বস্, মি. লংফেলো তোমাকে বলতে বলেছেন। তুমি যে একা কাজ করতে পছন্দ কর, তাও তিনি জানেন। সেজন্যেই আমার ওপর নির্দেশ দিয়েছেন, তোমার কাজে যেন নাক না গলাই আমি। তবে পরামর্শগুলোও তাঁরই। হেজের সাথে দেখা করে তাকে জানাবে এক মক্কেলের হয়ে অস্ত্র কিনতে চাও তুমি।'

'কিন্তু সে যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে?' রানার গলায় বিদ্রূপ।

'করবে না। সে একজন আর্মস ডিলার, সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে অন্তত আলোচনায় বসবেই। তাছাড়া, গুজবটা যদি সত্যি হয়, তোমার ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকার কথা। অত্যন্ত জেদি টাইপের লোক সে, প্রায় গোঁয়ারই বলা যায়।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। মি. লংফেলো আর কি পরামর্শ দিয়েছেন?'

'হেজের কাছাকাছি পৌঁছাও। সে তোমাকে তার প্রাইভেট টেস্টিং গ্রাউণ্ডে আমন্ত্রণ জানাবে। তার এই জায়গাটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমরা।'

'আর কিছু?'

কোটের পকেট থেকে একটা মোটা এনভেলাপ বের করল পার্লম্যান। 'বুন থারমল হেজের ডোশিয়ে। সময় করে পড়ে নিয়ো। খুব বেশি কিছু পারে না, বেশিরভাগই টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর সাথে তার ব্যবসা-সংক্রান্ত তথ্য। বিরাট এক রহস্য, আমাদের এই বুন থারমল হেজ। কাগজগুলো হারিয়ো না, কেমন?' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কেন যেন রানার মনে হল, হিসেবে কোথাও একটা গরমিল থেকে যাচ্ছে। পার্লম্যানের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল ও।

'আমাকে এবার যেতে হয়,' দরজার দিকে পা বাড়াল বব পার্লম্যান। কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আরও একটা কথা বলল সে, ফলে মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা আরও বেড়ে গেল রানার। 'ভাল কথা, রানা, হাইলিজি ল্যান্স সম্পর্কে কখনও কিছু শুনেছ তুমি?'

পাঁচ

জাগুয়ারের প্যাসেঞ্জার সীটে হেলান দিল রানা, ঘাড় ও কাঁধের পেশীতে ঢিল পড়ায় মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হল, চোখ তুলে নির্মল আকাশের দিকে তাকাল ও। বাতাসে শীত শীত একটা ভাব।

ছোটোখাটো শহরগুলোকে দ্রুতবেগে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওদের গাড়ি। বব পার্লম্যানের কথা ভাবছে রানা। তার শেষ প্রশ্নটার উত্তরে বলেছিল ও, না, হাইলিজি ল্যান্স সম্পর্কে কিছু জানা নেই ওর—কিন্তু বুন থারমল হেজের সাথে জিনিসটার সম্পর্ক কি?

ওকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করেছে পার্লম্যান। বলেছে, হাইলিজি ল্যান্স আসলে একটা প্রাচীন বর্শা। শোনা গেছে, জিনিসটা সম্পর্কে বুন থারমল হেজের ভয়ানক আগ্রহ আছে। স্রেফ কৌতূহলবশত রানাকে প্রশ্নটা করেছে সে। হাত ঝাপটা দিয়ে প্রসঙ্গটার ইতি ঘটায় পার্লম্যান, তারপর বেরিয়ে যায় কামরা থেকে, রানার অস্বস্তিবোধ আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে

ডন কানট্রেলা, একজন সলিসিটর, বুন থারমল হেজের সঙ্গে রানার দেখা করার ব্যবস্থা করেছে। এর আগেও লোকটার মাধ্যমে অস্ত্র কেনার দু'একটা চুক্তি করেছে রানা। সলিসিটরের গাড়িতে চড়েই যাচ্ছে ওরা। অ্যাপডাগশট-এর মিলিটারি রেঞ্জে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আর্মস এগজিবিশনের আয়োজন করেছে, বুন থারমল হেজ সহ প্রাইভেট আর্মস কোম্পানীগুলো নিজেদের তৈরি অস্ত্র নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছে। ওখানেই হেজের সাথে দেখা হবে রানার।

'কোনও ঝামেলাই পোহাতে হয়নি, বুঝলেন ভায়া!' ডন কানট্রেলার কথায় রানার চিন্তায় বাধা পড়ল। মাথা ঘুরিয়ে সলিসিটরের দিকে তাকাল ও।

'কি বললেন?'

'ভাবিনি এত সহজে আপনার জন্যে প্রদর্শনীর পাস জোগাড় করতে পারব। সাধারণত সাংঘাতিক ঝামেলা হয়। সামরিক অফিসারদের জেরা কি জিনিস জানেনেই তো। হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়–কে আপনি, আপনার অতীত ইতিহাস কি, ঠিক কি ধরনের অস্ত্রের ব্যাপারে আগ্রহী, কোন্ দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অথচ আপনার বেলায় কোনও প্রশ্নই করল না। বুঝলাম, আমাকে না জানিয়ে দু'একটা সুতোয় টান দিয়েছেন আপনি, ওপর মহল থেকে নির্দেশ পাওয়ায় ওরা কোনও প্রশ্ন করেনি।'

মুচকি একটু হাসল শুধু রানা, কোনও মন্তব্য করল না। ভাবল, পার্লম্যান বা হয়ত মি. মারভিন লংফেলো নিজেই সংশ্লিষ্ট সামরিক অফিসারদের সাথে কথা বলেছেন, রানা যাতে সহজেই পাসটা পেয়ে যায়।

'আপনাকে আমি ভাগ্যবানই বলব। মি. হেজের দেখা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন বলেই জানি আমি। আপনার জন্যে আরও ভাল হয়েছে এই জন্যে যে তাঁর সাথে আপনি দেখা করছেন নিউট্রাল গ্রাউণ্ডে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝখানে। সাইকোলজিক্যালি স্পীকিং, দর দামের ব্যাপারে সুবিধে পাবেন আপনি।' একটা মালবাহী ট্রাককে ওভারটেক করার জন্যে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল ডন কানট্রেলা। 'বিশেষ করে বুন থারমল হেজের আউটফিট কেন, মি. রানা? বিশেষ কিছু খুঁজছেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। সীট থেকে পিঠ তুলল ও, গন্তব্যে পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই

'শুনেছি মি. হেজের অস্ত্রের বৈশিষ্ট্যই নাকি আলাদা। কাদের জন্যে কিনবেন আপনি, মি. রানা? বাংলাদেশের জন্যে, নাকি মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশের জন্যে?'

সলিসিটরের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'দুঃখিত, মি. রানা। এখুনি প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি আমার।' নিঃশব্দে হাসল ডন কানট্রেলা। 'তবে আন্দাজ করতে পারি সুইংফায়ার ও ব্লোপাইপ আপনার শপিং তালিকায় না থেকেই পারে না।'

ইতিমধ্যে বুন থারমল হেজের ডোশিয়ে পড়ে রানা জেনে নিয়েছে, এ-ধরনের ওয়ায়্যার-কন্ট্রোলড এবং হ্যাণ্ড-লঞ্চড মিসাইল হেজই সবচেয়ে ভাল তৈরি করে। রাশিয়ানদের স্ট্রেলা শোল্ডার-লঞ্চড, ইনফ্রারেড-সিকিং অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইলের সমকক্ষ ওগুলো।

'সময়মত সবই আপনাকে জানানো হবে,' বলল রানা। 'যদি চুক্তি হয়।' সাধারণ নিয়ম হল, আর্মস ডিলারের সাথে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত সলিসিটরকে ক্রেতা দেশের নাম জানান হয় না। তবে ডন কানট্রেলার কথা একটু আলাদা, তার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের হয়ে আগেও অস্ত্র কিনেছে রানা–লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা জটিল, পীস ফর অল-এর প্রতিনিধি হিসেবে হেজের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে রানা। ও চায় না, তথ্যটা আগেই ফাঁস হয়ে যাক।

নানা দিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত মি. মারভিন লংফেলোর পরামর্শই মেনে নিয়েছে রানা। ফোন করে কর্নেল স্পিলম্যানকে জানিয়ে দিয়েছে, ওদের কেসটা

টেক-আপ করেছে রানা এজেন্সি। পীস ফর অল-এর প্রতিনিধি হওয়ায় প্রশ্ন ও তদন্ত করতে সুবিধে হবে ওর, ওদের প্রতিনিধি হিসেবে রানাকে দেখে হেজের কি প্রতিক্রিয়া হয় তা-ও দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। ওরা যে পরস্পরের পরম শত্রু, রানা ও হেজের তা জানা আছে। খবরটা ডন কানট্রেলার না জানাই ভাল, তাতে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

শত্রু জেনেও পরস্পরের সাথে খেলবে ওরা, যতক্ষণ না যে-কোনও এক পক্ষ আঘাত করার প্রস্তুতি শেষ করে। সুযোগের সন্ধানে থাকবে রানা, প্রথম আঘাত করার সুবিধেটুকু যাতে সে-ই পায়।

রাস্তা থেকে সরে এল গাড়ি, থামল কাঁটাতার দিয়ে জড়ানো লম্বা গেটের সামনে। গেটের পাশে ছোট্ট খুপরি, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন আর্মি সার্জেন্ট, উঁকি দিয়ে গাড়ির ভেতর তাকাল। কানট্রেলা ও রানা পাস দেখাল, সিধে হয়ে গেট খুলে দেয়ার ইঙ্গিত করল সার্জেন্ট।

আবার ছুটল গাড়ি, লং ভ্যালি-র দিকে যাচ্ছে ওরা।

যাবার পথে অসংখ্য সামরিক যানবাহনকে পাশ কাটাল ওদের জাগুয়ার-চীফট্যান ও স্করপিয়ন ট্যাঙ্ক, চীফট্যান ব্রিজ লেয়ার্স ও স্পারাটান ক্যারিয়ার, এটিওয়ান জিরোফাইভ ক্যারিয়ার, ফক্স আর্মারড কার, শর্টল্যাণ্ড এসবিথ্রিজিরোওয়ান ট্রুপ ক্যারিয়ার। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে গ্যাজেল হেলিকপ্টার, মাঝে মধ্যে গাছপালার মগডাল ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে। বনভূমির ভেতর ঢোকার পর দূর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ। রাস্তার বাম দিকের গাছে একাধিক ওয়ার্নিং সাইন দেখল রানা।

'আর্মি বোধহয় এবারের প্রদর্শনীতে ওদের চোবহ্যাম আর্মার দেখাবে,' মন্তব্য করল ডন কানট্রেলা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। চোবহ্যাম ট্যাংক আর্মার ব্রিটিশ সামরিক বিজ্ঞানীদের নতুন একটা আবিষ্কার, কনভেনশন্যাল স্টীল আর্মার-এর চেয়ে তিনগুণ বেশি প্রোটেকশন দেবে। এই আবিষ্কার সারা দুনিয়া জুড়ে নতুন জীবন দিয়েছে ট্যাংকগুলোকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মিসাইলের আঘাত থেকে রক্ষা করার কোনও উপায় ছিল না ওগুলোকে। নতুন আবিষ্কৃত বস্তুটি, চোবহ্যাম আর্মার, তৈরি করা হয়েছে অনেকগুলো পদার্থের সংমিশ্রণে। ইস্পাত, সেরামিক ও অ্যালুমিনিয়াম ছাড়াও আরও কি কি যেন সব আছে। নতুন আর্মার ট্যাংকের ওজন বা দাম, কোনটাই বাড়বে না।

প্রদর্শনীর মাঠে পৌঁছে গেল গাড়ি। পাশাপাশি অনেকগুলো উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি মঞ্চে সাজানো রয়েছে মিলিটারি হার্ডওয়্যার। লেজার রেঞ্জফাইণ্ডার থেকে শুরু করে কাঁটা লাগানো টেপ, মাল্টি-রোল এমআরসিএ কমব্যাট এয়ারক্রাফট, এআরএইটিন রাইফেল, কাউন্টার নার্ভ গ্যাস ট্যাবলেট, কি নেই। নির্ধারিত পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি থামাল ডন কানট্রেলা, টাইয়ের নট ঠিকঠাক করে নেমে পড়ল রানা। দুপুরের সূর্য আকাশের মাঝখান থেকে আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে। হাতের ওভারকোটটা তাড়াতাড়ি গায়ে চড়াল ডন কানট্রেলা। 'ছায়ায় থাকলে শীত লাগে, রোদে বেরোলে গা পুড়ে যায়, এ-ধরনের আবহাওয়া একেবারেই পছন্দ নয় আমার,' বলল সে। 'আপনি টেরও পাবেন না কখন সর্দি লেগে গেছে।'

মনে মনে হাসল রানা। বুন থারমল হেজের আসল পরিচয় যদি জানে ডন কানট্রেলা, এই রোদের মধ্যেও তার রক্ত ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাবে।

মাঠের ওপর দিয়ে সামনে বাড়ল ওরা। লম্বা একটা মঞ্চের ওপর ফরেন অফিসার, ডিপ্লোম্যাট ও সিভিল সার্ভেন্টরা কাঠের চেয়ারে বসে আছেন, তাঁদের সামনে দিয়ে স্ট্রাইকার, স্পারাটান, সিমিটার ও স্করপিয়ন-এর মিছিল যাচ্ছে। হাঁটছে ওরা, ডন কানট্রেলা জানতে চাইল, 'বলুন তো, মি. রানা, এত ডিলার থাকতে বিশেষ করে বুন থারমল হেজকে কেন বেছে নিলেন আপনি? মি. হেজ যে-সব অস্ত্র তৈরি করেন, একই অস্ত্র আরও অনেকে তৈরি করে। মি. হেজের সাথে পরিচয় আছে আমার, তবে তাঁর সাথে আগে কখনও কাজ করিনি, কাজেই আমার কমিশনের ব্যাপারটা কি হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। মি. হেজ ছাড়া অন্য কেউ হলে কমিশনের রেট নিয়ে চিন্তা করতে হত না। তাছাড়া, আমি যতোটুকু খবর রাখি, মুসলমানপ্রধান কোনও দেশে আগে কখনও অস্ত্র বিক্রি করেননি তিনি–যেন মনে হয় এ-ব্যাপারে একটা বিশেষ নীতি মেনে চলেন। তা যদি হয়, তাহলে তো চুক্তি হবে না।'

'বিশেষ কিছু অস্ত্রের অনেক রকম সংস্করণ পাওয়া যায় হেজের কাছে,' বলল রানা। 'আমার মক্কেল মিসাইল বা অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ডিভাইস-এর বিভিন্ন সংস্করণ কিনতে চায়। সব জিনিস এক জায়গা থেকে কিনতে পারলে সুবিধে আছে।' মুখস্থ বুলির মত শোনালেও, রানার মনে হল সলিসিটরকে সন্তুষ্ট করা গেছে।

ডন কানট্রেলা অভিজ্ঞ প্রফেশনাল, ক্রেতার পরিচয় সম্পর্কে আর কোনও প্রশ্ন করেনি রানাকে। সে জানে, আলোচনা শুরু হলে ক্রেতা দেশের নাম গোপন থাকবে না।

'গুড, গুড–মি. বুন থারমল হেজকে দেখতে পাচ্ছি আমরা!' হাঁটার গতি হঠাৎ বেড়ে গেল ডন কানট্রেলার, একটা হাত সামনের দিকে লম্বা করল সে।

বাড়ানো হাতটাকে অনুসরণ করে তাকাল রানা। সবুজ ইউনিফর্ম পরা এক লোক রকেট লঞ্চার কিভাবে কাজ করে দেখাচ্ছে, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল লোক। ইউনিফর্মটা চিনতে পারল না রানা; ধরে নিল হেজ তার লোকদের ওটা পরিয়েছে স্রেফ নিজের কোম্পানী আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্যে। 'কোন লোকটা হেজ?' জানতে চাইল ও।

'মাঝখানে, সবচেয়ে লম্বা ভদ্রলোক, মেয়েটার সাথে কথা বলছেন।'

আর্মর্স ডিলারকে দেখতে পাবার আগ্রহে মেয়েটাকে এতক্ষণ খেয়ালই করেনি রানা। দূর থেকেও অসম্ভব সুন্দরী বলে মনে হল তাকে। দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে মার্জিত রুচি ও আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগল মনে, হেজের মত লোকের সাথে কি করছে মেয়েটা? তার পাশে দাঁড়ানো লম্বা লোকটার ওপর দ্রুত নজর বুলাল রানা।

বুন থারমল হেজ অনেক লম্বা, জটলার মাঝখানে একটা টাওয়ার যেন। আশপাশের লোকগুলো সম্ভবত বিদেশী ক্রেতা, চেহারা দেখে একজনকেও ইংরেজ বলে মনে হল না। বেঁটে, চওড়া একজনকে জাপানী বলে মনে হল, নাক চ্যাপ্টা

দু'একজন আরও রয়েছে, চীনা বা কোরিয়ান হবে। হেজ লম্বা হলেও মোটা নয়, গোটা কাঠামোর মধ্যে আড়ষ্ট একটা ভাব আছে, যেন নড়াচড়া করার ক্ষমতা খুব কম তার। ধারণাটা যে ভুল, এক সেকেণ্ড পরই বুঝতে পারল রানা। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করায় তার দিকে ঘুরল হেজ, ঘোরার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা ক্ষিপ্র অথচ সাবলীল ভাব ফুটে উঠল, তার রিফ্লেক্স সম্পর্কে আর কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়।

ওরা এগোচ্ছে, ওদের ওপর নজর পড়ল হেজের। কয়েক সেকেণ্ড অটল দাঁড়িয়ে থাকল সে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীরে তার ঠাণ্ডা চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা। সেই একই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল রানাও, এবং হঠাৎ করে ওর শরীরে শীতল একটা শিহরণ খেলে গেল। এ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, রানার মনে হল ওকে যেন একটা মাকড়সার জালের ভেতর টেনে আনা হয়েছে; আর সামনে দাঁড়ানো লোকটা ওর অসহায় অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন।

দৃষ্টি বিনিময়ে ছেদ পড়ল, সম্ভাব্য ক্রেতাদের দিকে ফিরে ক্ষমা প্রার্থনা করল হেজ। ভিড়টাকে পিছনে রেখে রানা ও কানটেলার দিকে এগিয়ে এল সে। আবার এক হল দু'জোড়া চোখ, রানা শুধু অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল ইউনিফর্ম পরা লোকটা আর্মস ডিলারের পিছু পিছু আসছে।

দু'গজ দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল হেজ, ওদেরকে যাতে তার দিকে হেঁটে যেতে হয়। রানা দেখল, হালকা ধূসর রঙের চোখ লোকটার–চোখের তারায় ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক লেগে রয়েছে। লম্বাটে মুখ, কোণগুলো তীক্ষ্ণ, চোয়ালের হাড় খুবই উঁচু ও চওড়া, দু'দিকের গাল ভেতর দিকে ডেবে থাকায় একজোড়া গর্ত তৈরি হয়েছে, চেহারায় এনে দিয়েছে মড়া মড়া ভাব। নাকটা খাড়া, কপালে বলিরেখার সংখ্যা খুব বেশি নয়, হালকা খয়েরি রঙের চুল ব্যাকব্রাশ করা। বয়স আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন, দেখে মনে হয় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, আসলে হয়ত আরও অনেক বেশি হবে। বয়সের ছাপ ফুটে আছে শুধু তার গলায়। অস্বাভাবিক লম্বা ওটা, কলার ও টাই দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি। লম্বা গলাটায় নানা আকারের অনেকগুলো গর্ত রয়েছে, কোথাও ফুলে আছে শিরা, কোঁচকানো চামড়ার রঙ বদলে কালো হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার।

'গুড মর্নিং, কানটেলা,' বলল হেজ, রানার ওপর থেকে চোখ সরায়নি। 'ইনিই কি মি. মাসুদ রানা?' রানার দিকে একটা হাত বাড়াল সে। আবার লক্ষ্য করল ও, হেজের চোখের তারায় ব্যঙ্গ মেশানো কৌতুক ঝিক করে উঠল।

বাড়ানো হাতটা ধরতেই চাপ অনুভব করল রানা, সাথে সাথে পাল্টা চাপ দিল ও। পরস্পরকে ব্যথা দেয়ার জন্যে নীরবে চেষ্টা করছে ওরা; অন্তত নিজেদের কাছে ব্যাপারটা গোপন থাকল না। এভাবে কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। রানার ভেতরটা যেন দেখতে পাচ্ছে হেজ, দেখে সহাস্যে ব্যঙ্গ করছে। পাল্টা চাপ দিলেও, নিজের শক্তির সামান্যই ব্যবহার করল রানা। কিন্তু যখন দেখল হাতটা ছাড়ছে না হেজ, চাপ বাড়াল ও। ধীরে ধীরে বাড়াল রানা, চোখে ফুটে উঠল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ঠাণ্ডা কঠিন দৃষ্টি। ঢিল পড়ল হেজের হাতে, ইতিমধ্যে ব্যথায় নীল হয়ে গেছে তার

চেহারা, ব্যঙ্গ মেশান কৌতুক অদৃশ্য হয়েছে চোখের তারা থেকে। কিন্তু তাবে ছাড়ল না রানা। ধীরে ধীরে আরও বাড়াল চাপ। এবার হেজের নয়, রানার চোখের তারায় নেচে উঠল সকৌতুক উল্লাস। লক্ষ্য করল ও, হেজের সারা মুখে অসংখ্য ফুটো ও কাটাকুটির দাগ, শুধু কাছ থেকে দেখা যায়–দাগগুলো সদ্য বেরিয়ে আসা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। প্রশ্ন জাগল মনে, কি ধরনের দুর্ঘটনা থেকে এভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে পারে একটা মুখ?

এবার হাতটা ছাড়াবার জন্যে টানাটানি শুরু করল হেজ। শেষমেষ প্রচণ্ড একটা চাপ দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল রানা। ব্যথায় লাফ দিল সে, ঘাসের ওপর চোখ রেখে ঘন ঘন জায়গা বদল করল, কর্কশস্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'পায়ের ওপর দিয়ে কি যেন হেঁটে গেল, সম্ভবত গিরগিটি...'

মনে মনে হাসল রানা, লাফ দেয়ার ব্যাখ্যাটা ভালই বানিয়েছে ব্যাটা।

চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে হেজের, ভেজা ভেজা একটা ভাবও দেখা গেল।

'গ্লাড টু মিট ইউ,' অমায়িক হেসে বলল রানা।

'ইনি মেজর টমাস কালভিন,' বলল হেজ। পাশে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখাল। ঝট করে সামনের দিকে ঝুঁকল মেজর, রানা ও কানটেলার সাথে দ্রুত হ্যাণ্ডশেক করল। রানা ও হেজের মধ্যে এইমাত্র কি ঘটে গেছে তা হয়ত আঁচ করতে পেরেছে লোকটা, রানার হাতটা ধরেই ছেড়ে দিল সে, কোনও ঝুঁকি নিল না। রানার সমবয়েসীই হবে, লম্বায় এক দেড় ইঞ্চি খাটো, তবে অত্যন্ত শক্তিশালী কাঠামো। আর্মস ডিলারের চোখে বিদ্রূপ ছিল, মেজরের চোখে দেখা গেল নির্দয় কাঠিন্য। 'আর এ হল সিলভিয়া ক্লার্ক,' বলল হেজ, এক পাশে সরে গিয়ে পাশে এসে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিল মেয়েটাকে, ওদের দু'জনের পিছু পিছু সে-ও ভিড় থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'আমার পরলোকগত স্ত্রীর দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সুযোগ নিচ্ছে।'

'এলিজা হেজ আর আমার মা কি রকম যেন কাজিন ছিল,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল মেয়েটা, তার আমেরিকান উচ্চারণ শুনে বিস্মিত হল রানা। তারপর ওর মনে পড়ল, হেজের স্ত্রী আমেরিকান ছিল। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল, কাজেই ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, উত্তরে সিলভিয়ার মুখের হাসি আরও উজ্জ্বল ও বিস্তৃত হল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো একপাশে সরাল সে, চাঁপা কলার মত আঙুল তুলে একটা কানের পিছনে আলতোভাবে গুঁজে দিল। রানা লক্ষ্য করল মেয়েটার গলা থেকে পেনট্যাক্স ঝুলছে।

'ছবি? এখানে?' কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলল রানা।

'ফ্রিল্যান্স রাইটার আমি,' মিষ্টি হেসে ব্যাখ্যা করল সিলভিয়া। 'একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার তরফ থেকে আর্মস ডিলারদের ওপর সচিত্র ফিচার তৈরি করছি।'

'আমার পরিবারের সাথে ওর আত্মীয়তা আছে, সম্পাদককে এ কথা বলে ফিচারটা কিনতে রাজি করিয়েছে ও,' বলল হেজ, আবার সে তার হাসিখুশি সকৌতুক ভাব ফিরে পেয়েছে। তবে তার বলার সুর ও শব্দ নির্বাচনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা হুমকির ভাব থেকেই গেল। 'মেজর কালভিন কড়া নজর রাখছে ওর ওপর

যাতে আপত্তিকর বা বিপজ্জনক কোনও কিছুর ছবি তুলতে না পারে।'

সবাই হাসলেও, মেজর কালভিন আগের মতই গম্ভীর হয়ে থাকল।

'এবার, মি. রানা,' বলল হেজ, হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ ও কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর, 'কানট্রেলা আমাকে জানিয়েছেন, আপনি এমন একজন ক্রেতার প্রতিনিধিত্ব করছেন যিনি বিশেষভাবে আমার কোম্পানীর তৈরি অস্ত্র কেনার ব্যাপারে আগ্রহী।'

'আপনি ভুল শোনেননি,' বলল রানা। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিল আর্মস ডিলারের দিকে।

'আমরা তাহলে কি শুরুতেই জানতে পারি, আপনি কার প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

'ক্রেতার পরিচয় জানার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে, তার আগে আমাকে জানতে হবে আপনি আমাদের সমস্ত চাহিদা একাই মেটাতে পারবেন কিনা।'

'ভেরি গুড। সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে জানাতে পারেন, বিশেষভাবে কি খুঁজছেন আপনি?'

'তালিকাটা লম্বা। আমাদের চাহিদা বিরাট।' পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল রানা, ভেতরে অস্ত্রের বিস্তারিত বর্ণনা ও চাহিদা অনুসারে সংখ্যা লেখা আছে। রানা জানে। হেজের কোম্পানী কি ধরনের অস্ত্র তৈরি করে এবং পীস ফর অল কি ধরনের অস্ত্র চাইতে পারে, কাজেই তালিকাটা তৈরি করতে অসুবিধে হয়নি ওর। এনভেলাপটা হেজের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'আমার বিশ্বাস, তালিকার বেশিরভাগ অস্ত্রই আপনার ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়।'

এনভেলাপ খুলে তালিকাটা বের করল হেজ, মনোযোগ দিয়ে পড়ল। 'হ্যাঁ, বেশিরভাগই দিতে পারব আমরা,' বলল সে।

গোটা ব্যাপারটা যে অভিনয় ও ভান, বিশ্বাস করা কঠিন মনে হল রানার। হেজকে দেখে ও তার কথা শুনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল কেনা-বেচার ব্যাপারে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী সে। 'এগুলো ছাড়াও আরও দু'একটা আইটেম আছে আমাদের, আমি জানি সেগুলোও পেতে চাইবেন আপনারা। আমাদের নতুন লেজার স্নাইপার রাইফেলের কথা ধরুন, আধ মাইল দূর পর্যন্ত অ্যাকিউরেট। আমাদের সাবমেশিন-গান, ইনগ্রাম-এর সমতুল্য, অথচ ওটার চেয়ে অনেক বেশি অ্যাকিউরেট, বিভিন্ন প্লাস্টিক কমপোনেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, বেশি করে কিনলে ভারি সস্তা, বলা যায় পানির দর।' রানার মনে হল হেজের চোখের তারায় বিদ্রূপের ভাবটা আবার ফিরে এসেছে। 'আমাদের কাছে আরও আছে বিশেষ ধরনের কিছু মিসাইল–ছোট, তাই ব্যবহার করা সহজ, অথচ একটা জাম্বো জেটকে ফেলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।' তার এই শেষ কথাটার যেন বিশেষ কোনও অর্থ আছে, বলা হল প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে উচ্চারণ করে। রানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, কি একটা ব্যাপারে যেন চ্যালেঞ্জ করেছে রানাকে।

'ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা, তারপর অনুভব করল, ওদের দু'জনের বাক্য বিনিময় আড়ষ্ট করে তুলেছে পরিবেশটাকে, চাপা উত্তেজনাটুকু উপস্থিত বাকি সবাইও অনুভব করতে পারছে, ফলে কারও মুখে কথা যোগাচ্ছে না। মেয়েটা, সিলভিয়া, হতভম্ব হয়ে একবার হেজ একবার রানার মুখের দিকে তাকাল।

'এ-ধরনের অস্ত্র আপনার মক্কেলের কাজে লাগবে বলে মনে করেন আপনি?' জানতে চাইল বুন থারমল হেজ, উঁচু করল ভুরু জোড়া।

'সম্ভবত। ব্যাপারটা নির্ভর করবে দামের ওপর।'

'অফ কোর্স। আপনি কি দেখতে চান?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আমাদের মিসাইল জাম্বো জেট ফেলে দিচ্ছে, এটা দেখানো কঠিন, বোঝেনই তো।' মৃদু শব্দ করে হাসল হেজ, তার সাথে রানাও মৃদু হাসল। 'তবে ওটার রেঞ্জ ও পাওয়ার দেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আপনি কাল আমার অফিসে ফোন করুন না, আমরা যাতে সময় ইত্যাদি ঠিক করে নিতে পারি? কানট্রেলার কাছে নম্বর আছে।'

'ফাইন।'

'ইতিমধ্যে আপনার তালিকাটা আরও ভাল করে দেখব আমি, প্রতিটি আইটেমের দাম আলাদাভাবে লিখে রাখব। এমন তো নয় দামের ব্যাপারে ভারি আতঙ্কে আছেন আপনার মক্কেল?' আবার সেই ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলল হেজ।

'তাকে আতঙ্কিত করা অত্যন্ত কঠিন,' বলল রানা। ঠোঁটে এখনও মৃদু হাসি লেগে রয়েছে।

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে আপনার। কোরিয়ান আর জাপানী ভিজিটররা আজ বড় বেশি মনোযোগ দাবি করছেন।' ফেলে আসা ভিড়টার দিকে ইঙ্গিত করল হেজ। 'তাছাড়া, আমার মনে হচ্ছে, কেনার মুডে আছেন ওঁরা। তোমাকেও, মিস সিলভিয়া, আমার এই কর্কশ আচরণ ক্ষমা করতে হবে। আমি জানি এ-ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তির কথা ছাপলে পত্রিকার সম্পাদক বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন। আর আমাদের সরকার যে অস্বস্তিবোধ করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তুমি বরং মি. রানার সাথে সময়টা কাটাও, প্লীজ—ওঁকে তোমার ফিচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বল, জঘন্য যে-সব অস্ত্র এখানে আবিষ্কার করেছ সেগুলো দেখাও ওঁকে। ওঁরও একটা ধারণা হয়ে যাবে।' শেষ একবার রানার ওপর নজর বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হেজ, দৃঢ় পায়ে ফিরে চলল বিদেশী ক্রেতাদের কাছে।

'ইয়ে, হ্যাঁ, মানে, আমাকেও নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে,' হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙল মেজর কালভিন। 'অবশ্য যাবার আগে আপনার ক্যামেরাটা আমি নিয়ে যাব। সন্দেহ নেই, আজকের মত যথেষ্ট ছবি তুলেছেন আপনি।' সিলভিয়ার দিকে হাত পাতল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি প্রকাশ করল সিলভিয়া, গলা থেকে ক্যামেরাটা তুলে মেজরের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল। 'ধন্যবাদ,' বলল মেজর। 'আমি এটা গেটে পাঠিয়ে দেব, যাবার সময় সার্জেন্টের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন আপনি।' ওদেরকে রেখে চলে গেল সে।

'আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও, খুবই আশাপ্রদ বলে মনে হল—কি বলেন, মি. রানা?' ওদের দিকে ফিরে জানতে চাইল ডন কানট্রেলা। 'মি. হেজ বোধহয় আপনাকে এমন কিছু দেখাবেন, রীতিমত চমকে উঠবেন আপনি।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। সামান্য অন্যমনস্ক।

সিলভিয়ার দিকে ফিরল ডন কানট্রেলা। 'নীল ডেনিম পরা এরকম সৌন্দর্যের

আধার আগে কখনও কোনও আর্মস প্রদর্শনীতে দেখিনি আমি। আপনার সাথে আমিও একই দলে পড়েছি, শুধু এজন্যেই রীতিমত গর্ব হচ্ছে আমার। আমার ভেতর কাব্য নেই, তবে কবির ভাষা চুরি করে বলতে চাই, আমিও সৌন্দর্যের পূজারি। চলুন না, ভাই, খানিকটা হেঁটে কাফে-টাফে কোথাও গিয়ে বসি—পা দুটোকে বিশ্রাম দেয়া হবে, পেটপূজাও হবে, আবার লোকজনকে দেখানোও হবে কি নিয়ে এত গর্ব আমার।'

মিষ্টি করে হাসল সিলভিয়া, চেহারা দেখে মনে হল লজ্জা পেয়েছে। তারপর চট করে একবার রানার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। পথ দেখান।'

বড়সড় একটা তাঁবুর ভেতর ঢুকল ওরা। ওদেরকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে ভিড় ঠেলে কাউন্টারের দিকে এগোল ডন কানট্রেলা। সেলফ-সার্ভিস সিস্টেম, কাউন্টার থেকে খাবার কিনে টেবিলে এনে খেতে হবে।

ওরা একা হতে রানা উপলব্ধি করল, ডন কানট্রেলা কিছু বাড়িয়ে বলেনি। মেয়েটা সত্যি অপরূপ সুন্দরী, চোখ ফেরানো যায় না। ওর দৃষ্টির সামনে সিলভিয়া লালচে হয়ে উঠছে লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি জানতে চাইল ও, 'তুমি কি সত্যিই হেজের আত্মীয়?'

হাসল সিলভিয়া। 'বলতে পার নামকাওয়াস্তে। এলিজা হেজ আমার মার কি রকম যেন বোন ছিল। তবে উনি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হওয়ায় আশ্চর্যই হয়েছি আমি। আর্মস ডিলাররা সাধারণত লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে।'

'হ্যাঁ, এ-ধরনের লোক পাবলিসিটি একদম সহ্য করতে পারে না। হেজের ব্যাপারটা দেখছি ব্যতিক্রম।'

'অবশ্য অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। তারপর হঠাৎ করে গত হপ্তায়, একেবারে বিনা মেঘে বৃষ্টির মত রাজি হয়ে গেলেন।'

'মত পাল্টাবার কারণ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বুঝতে পারিনি। হয়ত স্ত্রীর স্মৃতি তাঁর বিবেককে জাগিয়ে তুলেছে। মহিলা যখন বেঁচে ছিল, তার আত্মীয়স্বজনের সাথে প্রায় কোনও সম্পর্কই রাখেননি ভদ্রলোক।'

'তুমি জান, মহিলা মারা গেলেন কিভাবে?'

'জানি। রোড অ্যাক্সিডেন্টে।'

'তার সম্পর্কে, মানে হেজ সম্পর্কে, কতটুকু কি জানতে পেরেছ তুমি? এ-ধরনের মানুষ অত্যন্ত রহস্যময় হয়ে থাকে।'

'তিনিও তাই, রহস্যময়। এক সাথে বেশ ক'টা দিন রয়েছি আমি, অনেক জিনিসেরই কোনও ব্যাখ্যা পাইনি। যেমন, হঠাৎ করে তিনি পাবলিসিটি পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন। আমার মনে হয়েছে, তিনি যেন অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসতে চাইছেন।'

ব্যাপারটা কেন যেন উদ্বিগ্ন করে তুলল রানাকে। বুন থারমল হেজের মত একজন লোক প্রচার চাইবে কেন? এতদিন সব কিছু গোপন করে গেছে, হঠাৎ প্রকাশ করতে চাওয়ার পিছনে উদ্দেশ্যটা কি? প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'ইংল্যাণ্ডে কত দিন হল এসেছ তুমি?'

'প্রায় ছ'মাস তো হবেই। এর আগে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, ফিচার লিখেছি, ছবি তুলেছি। একটা সিণ্ডিকেট-এর হয়ে কাজ করতাম। কিন্তু এখন আমি কারও অর্ডার সাপ্লাই করি না, কি নিয়ে লিখব সেটা নিজেই ঠিক করে সম্পাদকদের অফার করি। এতে করে নিজেকে স্বাধীন মনে হয়, যখন খুশি যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারি।'

এই সময় একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল ডন কানট্রেলা। দু'জনের জন্যে দুটো স্যাণ্ডউইচ ও কফি এনেছে সে। 'মি. রানা, বেজার হবেন না, প্লীজ!' অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলল সে। 'পরিচিত দু'জন লোকের সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে আমার। ওদের সাথে কথা বললে নতুন একটা ব্যবসা পেতে পারি বলে মনে হচ্ছে। কাজেই স্বার্থপরের মত ওদের সাথে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি আমি। আমাকে আপনার ক্ষমা করতে হবে।' সিলভিয়ার দিকে ফিরল সে। 'আপনার কাছেও আমি ক্ষমা চাই, ভাই। মিথ্যে বলিনি, সত্যি আমি সৌন্দর্যের পুজারি, তবে সেই সাথে আমি আবার অর্থ-সম্পদেরও পুজারি—বয়স একটু বেড়ে গেছে বলে প্রথমটা পুজো করেও লাভের মুখ দেখি না, দ্বিতীয়টার পুজো করলে নগদ কিছু পাই। কিছু আশা না করে আপনার পুজো করতে অবশ্য আমার আপত্তি নেই, তবে সেজন্যে সময় ও সুযোগ দরকার। পরে এক সময় দেখা হবে, কেমন? এখন তবে যাই, ভাই।' আবার রানার দিকে ফিরল সে। 'আমি কি শহরে যাবার সময় আপনাকে গাড়িতে তুলে নেব, মি. রানা?'

'কোনও দরকার নেই। ট্রেন আছে।'

'আমি তোমাকে লিফট দিতে পারি,' বলল সিলভিয়া।

'তাহলে আর কি, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ডন কানট্রেলা। ওদের দু'জনকে চট করে একবার দেখে নিয়ে সকৌতুকে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু চোখ মটকে হাসল একবার। তারপর জানাল, 'মি. হেজের ফোন নম্বর আমার সেক্রেটারি জানিয়ে দেবে আপনাকে। এখানে কি দেখলেন না দেখলেন ফোন করে আমাকে জানাবেন, প্লীজ।' চলে গেল সে।

'ধন্যবাদ, লিফট পেলে ভালই হবে,' সিলভিয়াকে বলল রানা।

'পত্রিকা অফিসে রিপোর্ট করার জন্যে আমাকে তো ফিরতেই হবে লণ্ডনে।' সরাসরি রানার চোখে তাকাল মেয়েটা। 'নিজের কথা বল, রানা। তুমি কি অনেকদিন ধরে অস্ত্র কেনাবেচার কাজ করছ?'

'না। অনেক দিন থেকে তো নয়ই, এটা আমার পেশাও নয়। মাঝে মধ্যে করতে হয়, কেউ অনুরোধ করলে। আমি আসলে সামরিক বাহিনীর লোক ছিলাম, একজন মেজর।'

'তোমাকে দেখে সামরিক বাহিনীর লোক বলে মনে হয় না। তোমার দেশ?'

'বাংলাদেশ। এখন আর আমি সেনাবাহিনীতে নেই।'

'নেই কেন?' স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে গিয়ে থেমে গেল সিলভিয়া।

'সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম দেশ সেবার সুযোগ পাব বলে,' বলল রানা। 'আমার সে আশা পূরণও হল। তারপর উপলব্ধি করলাম, সেনাবাহিনীতে না থেকেও

দেশের সেবা করা যায়–কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও ভালভাবে।'

'যেমন দেশের জন্যে বিদেশ থেকে অস্ত্র কেনার দায়িত্ব পালন করে?'

'এবং আরও অনেকভাবে। তারপর আমি একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম খুলে বসলাম।'

'মাই গড!' আনন্দে ও বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সিলভিয়ার। 'তুমি তাহলে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! কি নাম তোমার ফার্মের?'

'রানা...'

'রানা এজেন্সি?' হঠাৎ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল সিলভিয়া, সেটা আবিষ্কারের আনন্দে নাকি বিস্ময়ের ধাক্কায়, চেহারা দেখে ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

'নামটা তুমি জান,' শান্ত সুরে মন্তব্য করল রানা। ভাবল, আসলেই কি সিলভিয়া ফ্রিল্যান্স রাইটার বা রিপোর্টার?

'অনেকবার, বহু জায়গায়-বিশেষ করে আমেরিকাতে!' তাড়া-তাড়ি বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠল সিলভিয়া। 'আমি তাহলে সেই বিখ্যাত মাসুদ রানার সামনে বসে আছি? ইংল্যাণ্ডে তোমরা আরও কয়েকটা নতুন শাখা খুলতে যাচ্ছ, তাই না?'

'কোত্থেকে জানলে?' রানা ভাবছে, সিলভিয়া স্পাই নয় তো?

'কাগজে পড়েছি। ওহ্ গড, আমি কৃতজ্ঞ! স্বনাম ধন্য মাসুদ রানাকে হঠাৎ এভাবে পেয়ে যাব, স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি। মহাশয়ের কি জানা আছে, আমি তাঁর ভক্ত?'

রানা ভাবছে, সিলভিয়া যদি এসপিওনাজ এজেন্ট হয়, কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে সে? পীস ফর অল-এর নয়ত? কর্নেল স্পিলম্যান অনেক কথাই গোপন করে গেছে ওকে, সিলভিয়ার অস্তিত্ব চেপে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

'আমাকে একদিন তোমাদের অফিসে নিয়ে যাবে, প্লীজ, রানা?' আবদারের সুরে বলল সিলভিয়া। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভরা কিভাবে কাজ করে দেখার খুব শখ আমার।'

সিলভিয়া কতটুকু কি জানে পরখ করার ইচ্ছে হল রানার। সে যদি স্পাই হয়, তমার পরিণতি সম্পর্কে তার জানার কথা। 'আপাতত আমাদের অফিসে তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, অসুবিধে আছে,' বলল ও।

'কেন, কি অসুবিধে?' মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল সিলভিয়ার চেহারা। 'সরি, কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত হয়নি আমার।'

'না, ঠিক আছে। অসুবিধে হল, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছি–আমার সাথে নতুন কোনও মেয়েকে দেখলে পুলিসের সন্দেহ হবে, ওরা আমার অফিসের ওপর নজর রাখছে।'

'ও।' পরিষ্কার বোঝা গেল, হতাশ হয়েছে সিলভিয়া। 'তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি বুঝি একটা মেয়ে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। আন্দাজ করল তমার পরিণতি সম্পর্কে সিলভিয়া কিছু জানে না। 'তোমার ফিচারের মাল-মশলা কি রকম জোগাড় হচ্ছে বল এবার। হেজ সম্পর্কে চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কার করলে?' প্রশ্নটা হালকা সুরে করা হলেও, গুরুত্বটা

বুঝতে পারল সিলভিয়া।

'না, অতটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাইনি আমি। যা কিছু দেখেছি বা শুনেছি, সবই সতর্কতার সাথে সাজানো। মি. হেজ যেন শুধু ওপরের আবরণটা দেখিয়েছেন আমাকে। মনে হয়েছে, নিচে এরকম আরও অনেক আবরণ রয়ে গেছে। কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার সময় সাধারণত দেখা যায় ঘটনাচক্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসে—কেউ হয়ত বেফাঁস একটা মন্তব্য করে বসল, কিংবা সেই ব্যক্তি স্বয়ং স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ভাবাবেগের বশে গোপন কোনও কথা প্রকাশ করে ফেলল। কিন্তু মি. হেজের বেলায় সেরকম কিছু ঘটেনি, তার সমস্ত তথ্য কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভেতরে ঢুকতে পারিনি আমি। এটাকে আমার ব্যর্থতাও বলতে পার।'

'তুমি ওর বাড়িতে গেছ?'

'গিল্ডফোর্ড-এর কাছে যেটা? হ্যাঁ। দু'দিন ছিলাম ওখানে। আবার ক'দিন থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ছয় কি সাত একর জায়গা নিয়ে ছোট একটা ম্যানসন—অত্যন্ত নিরিবিলি।'

'ওর কি আরও জায়গা আছে?'

'হ্যাঁ, মনে হয় আছে। ওখানে থাকার সময় লক্ষ্য করেছি, সব সময় লোকজন আসা-যাওয়া করছে। কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ, নামকরা মানুষ। ওদেরকে বলতে শুনেছি মি. হেজের ওয়েস্ট কোস্টের বাড়িতে আবার তারা মিলিত হবেন। মি. হেজকে আমি জিজ্ঞেস করি, কিসের আয়োজন চলছে? উত্তরটা এড়িয়ে যান তিনি, তবে জানান অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু অস্ত্রের টেস্টিং গ্রাউণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাঁর ওয়েস্ট কোস্টের জায়গাটা।'

'জায়গাটা ঠিক কোথায় তুমি জান?'

'না। মি. হেজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। বললেন, ব্যবসার স্বার্থে টেস্টিং সাইট গোপন রাখতে হয়। এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলার উৎসাহ দেখাননি।'

'গিল্ডফোর্ডের বাড়িতে কাদের আসা-যাওয়া করতে দেখেছ? তুমি বললে নামকরা মানুষ তারা।'

'রানা এজেন্সির কর্ণধার, এ-ধরনের প্রশ্ন ছাড়া আর কিই-বা আমি আশা করতে পারি!' সিলভিয়া হাসছে। হাসলেও, তার চেহারার ক্ষীণ আড়ষ্ট ভাবটুকু রানার দৃষ্টি এড়াল না।

'আমার মক্কেলের স্বার্থে হেজ সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি,' বলল রানা। 'তার কানেকশন সম্পর্কে জানা থাকলে লেনদেনে সুবিধে হতে পারে।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে; অত ব্যাখ্যা দিতে হবে না। দু'জন ভিজিটরের কথা মনে আছে আমার। রাজনীতিক, মাঝারি সারির। বাকি কয়েকজন শিল্পপতি। সবার নাম বলতে পারব না।'

'নেভার মাইণ্ড। তুমি কি আরও এক কাপ কফি নেবে?' সিলভিয়ার খালি কাপটার দিকে তাকাল রানা।

'না, ধন্যবাদ। আমার এবার শহরে ফিরতে হবে। এখানে তোমার কাজ শেষ হয়েছে তো?'

কাপে শেষ একটা চুমুক দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। সিলভিয়ার হাত ধরে ভিড়ের ভেতর পথ করে নিল ও, তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল সকালের প্রদর্শনী হয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রথম দফা প্রাথমিক আলোচনাও হয়ে গেছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষজন। মেজর কালভিনকে দেখতে পেল রানা, সবিনয় ভদ্রতার সাথে একজন আগন্তুকের কথা মন দিয়ে শুনছে। চোখাচোখি হল ওদের, মেজরের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

তাকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা ও সিলভিয়া। পিছন থেকে যতক্ষণ ওদেরকে দেখা যায়, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কালভিন।

পথ দেখিয়ে রানাকে নিজের গাড়ির কাছে আনল সিলভিয়া। হলুদ একটা মিনি। গাড়িতে উঠে সীট-বেল্ট বাঁধল সিলভিয়া। কার পার্কিং থেকে বেরিয়ে কাঁকর ছড়ানো রাস্তার ওপর উঠে এল মিনি। মারণাস্ত্র দিয়ে সাজানো সার সার মঞ্চগুলোকে একপাশে রেখে ছুটল ওদের গাড়ি।

'আচ্ছা, বল তো রানা, অস্ত্র কেনা-বেচায় এই যে সাহায্য কর তুমি, এতে তোমার বিবেকের সায় আছে?'

'বিবেক বলতে তুমি কি বোঝ, ব্যাপারটা তার ওপর নির্ভর করে। বিবেক মানে অযৌক্তিক ভাবাবেগ নয়। নিরস্ত্র দেশ বা মানুষের যদি আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে, সশস্ত্র হওয়া উচিত তার। অস্ত্র আত্মরক্ষার একটি উপকরণ।'

দ্রুত রানার দিকে তাকাল সিলভিয়া, ওর বলার ভঙ্গি ও ভাষা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছে। 'দুঃখিত,' ক্ষমা চাইল সে। 'তুমি আবার আমাকে আঁতেল বা কঠোর আদর্শবাদী ভেবে বোসো না।'

সিলভিয়ার অবয়বে তীক্ষ্ণ চোখে কি যেন খুঁজল রানা, তারপর বলল, 'দুঃখিত আমিও। তোমাকে দর্শন শেখানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আসল কথা হল, অস্ত্র আমি কার জন্যে কিনছি। কিছু দেশ বা গ্রুপ আছে, যাদেরকে কোনদিন আমি সাহায্য করব না। অন্যান্যদের প্রতি আমার সব রকম সহানুভূতি আছে। তবে ডিলারদের কথা আলাদা, কোনও আদর্শের প্রতি তাদের সমর্থন থাকতে হয় না, তাদের জন্যে ব্যাপারটা স্রেফ ব্যবসা, যদিও অস্ত্র কাদের কাছে বিক্রি করা যাবে সে-ব্যাপারে আইন আছে।'

'তুমি যাদেরকে অস্ত্র কিনতে সাহায্য করছ, তাদের আদর্শের প্রতি তোমার তাহলে সহানুভূতি আছে?'

'অন্তত ছিল এক সময়,' শুধু এইটুকু বলল রানা।

ওদের গাড়ি ইতিমধ্যে বনভূমির ভেতরে ঢুকে পড়েছে, রাস্তার দু'দিকে মাটি ঢাকা পড়ে আছে ঝরা পাতায়। সিলভিয়ার দিকে আবার তাকাল রানা, চট করে তার সুন্দর কাঠামোর ওপর চোখ বুলানোর লোভটা সামলাতে পারল না। ছোট্ট মিনিতে জায়গা খুব কম, লম্বা পা দুটো হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে আছে। সিলভিয়ার কব্জি সরু, তবে হুইলটাকে শক্ত করে ধরে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তাতে তার হাতের শক্তি টের পাওয়া যায়। বাঁক নেয়ার সময় যেমন সহজ ভঙ্গিতে হুইল ঘোরাল সিলভিয়া, লক্ষ্য করে মনে মনে স্বীকার করল রানা, মেয়েটার গায়ে প্রচুর শক্তি আছে। প্রথম দর্শনে ব্যাপারটা বোঝা যায়নি।

হঠাৎ করেই রানার দিকে তাকাল সিলভিয়া, তার ওপর রানার দৃষ্টি অনুভব করতে পেরেছে। মুহূর্তের জন্যে কি যেন একটা বিনিময় হল ওদের মধ্যে। ঘাড় সোজা করে আবার রাস্তার দিকে তাকাল সিলভিয়া। রানা ভাবল, মেয়েটার দৃষ্টিতে যে বন্ধুত্ব ও সমঝোতার ভাবটুকু লক্ষ্য করল এইমাত্র তা স্রেফ ওর কল্পনা কিনা।

রানাও ঘাড় সোজা করে রাস্তার দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাম দিকের জঙ্গল থেকে সগর্জনে বেরিয়ে এল ট্যাংকটা।

ছয়

রানার চেয়ে এক পলক আগে চীফট্যান ট্যাংকটাকে দেখতে পেল সিলভিয়া। ঝট্ করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল সে, ঝাঁকি খেয়ে দ্রুত হল মিনির গতি, বাহান্ন টন ওজনের যান্ত্রিক দানবের সাথে সংঘর্ষ এড়াবার চেষ্টায়।

আচমকা আঁতকে উঠে জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা, সীট-বেল্ট না বাঁধায় ধন্যবাদ দিল নিজেকে, খেয়াল রাখল সিলভিয়ার নড়াচড়ায় যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ওদের বেঁচে থাকাটা এখন নির্ভর করছে মেয়েটির উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রতিক্রিয়ার ওপর। জানালার ফ্রেমে প্রকাণ্ড ট্যাংক যেন ঝুলে আছে, চোখের পলকে চৌকো আকৃতির পুরোটাই দখল করে ফেলল, দাঁতে দাঁত চেপে সংঘর্ষের অপেক্ষায় থাকল রানা। যান্ত্রিক দানবটা ওর পাশের জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, পলকের ব্যবধানে সংঘর্ষ এড়াবার একটা সুযোগ থাকলেও থাকতে পারে।

তবে একেবারে কাছে চলে এসেছিল ট্যাংক, মিনির পিছনে আঘাত করল সেটা—পাক খেতে শুরু করল গাড়ি, চড়াও হবার বদলে ঠেলা দিল চীফট্যান। গাড়িটার পাক খাওয়া নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে সিলভিয়া, ইস্পাত ছোঁড়ার ও কাচ ভাঙার শব্দে কানে তালা লেগে গেল ওদের। রাস্তা থেকে নেমে এসে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেল মিনি, যেদিক থেকে আসছিল প্রায় সেদিকেই ঘুরে গেছে মুখ।

এবারও গাড়ির বাম দিকটাই ধাক্কা খেল গাছের সাথে, তবে একটা হাত ড্যাশবোর্ডের সাথে চেপে রাখল রানা, অপর হাতে জড়িয়ে ধরল ড্রাইভারের সীটের পিছনটা, ফলে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েও ছিটকে পড়ল না, গাড়ির তোবড়ান ইস্পাত ওকে ছুঁতে পারল না।

সিলভিয়ার দিকে হাত বাড়াল রানা, তার মাথা বুকের কাছে ঝুলে আছে। এখনও স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে সে, সীট-বেল্ট থাকায় সে-ও ছিটকে পড়েনি। চিবুক স্পর্শ করতেই মাথা তুলল সিলভিয়া, ওর দিকে ফিরল। স্বস্তি অনুভব করল রানা, সিলভিয়া আহত হয়নি, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে শুধু অসাড় মত হয়ে গেছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'ব্লাডি ফুল্‌স!' চিৎকার করল রানা, বিস্ময় ও ভয় কমে আসার সাথে সাথে মাথাচাড়া দিল রাগ। উইণ্ডস্ক্রীনে চোখ পড়তে দেখতে পেল সামনের রাস্তাটা সম্পূর্ণ

বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ চীফট্যান। 'রাস্তা পেরুবার সময় চোখ বুজে থাকে নাকি!' মিনির প্যাসেঞ্জার ডোর ঠেলতে যাবে, এই সময় পিছু হঠতে শুরু করল ট্যাংক। ওটাকে নড়তে দেখে মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল রানা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল ওটাকে। ট্যাংকের একদিকের ট্র্যাক মাটি কামড়াল, আবার সামনে বাড়ল দৈত্যটা, অপর দিকের ট্র্যাক ধীর গতিতে পাক খাচ্ছে। আঁতকে উঠে রানা উপলব্ধি করল, ওদের দিকে ঘুরছে ট্যাংক।

'সিলভিয়া, ওটা...,' শুরু করল রানা, তবে সতর্ক করার দরকার হল না, ট্যাংকটার উদ্দেশ্য দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। '...ওটা চাপা দিতে আসছে!'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে সিলভিয়ার চেহারা। ট্যাংক এসে পড়ার আগে সীট-বেল্ট খুলে তাকে যে গাড়ি থেকে বের করা সম্ভব নয়, বুঝতে পারল রানা। 'ড্রাইভ!' চিৎকার করল ও। 'জঙ্গলের ভেতর ঢোক!'

ভাগ্য ভাল যে এঞ্জিন এখনও চালু আছে—ব্রেক করার সময় ক্লাচে চাপ দিয়েছিল সিলভিয়া, পায়ের নিচে পেডাল দুটো এখনও মেঝের সাথে সেঁটে রয়েছে। নতুন বিপদটা টের পেল সিলভিয়া, এতক্ষণে যেন চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল সে, রানার নির্দেশে সাড়া দিল। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছাড়ল, লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল মিনি। সংঘর্ষের ফলে যদি পিছনের চাকার ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলেই মরণ, ভাবল রানা। ওদের সামনের দৃশ্য ঢেকে দিচ্ছে ট্যাংকটা, আবার দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

মনে হল ইস্পাতের পাহাড়টাকে এড়াবার এবার কোনও উপায় নেই। সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে ওটা, ওদের সামনের পথ পুরোটা দখল করে ফেলেছে। বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে বাম দিকে গাড়ি ছোটাল সিলভিয়া, চীফট্যানের লম্বা ১২০ এমএম গান-এর তলা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, ট্যাংকের ডান দিকের ট্র্যাক-এর সাথে ঘষা খেল মিনির গা। ধাতব শব্দ করে আবার একবার তুবড়ে গেল গাড়ির খোল, বাড়ি খেয়ে একদিকে ছিটকে পড়ল মিনি। আবারও ভাগ্য সহায়তা করল ওদের, গাড়ি ওল্টায়নি। চাকাগুলো হড়কাচ্ছে, জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা। সামনের পথে একটা গাছ, সেটাকে এড়াবার জন্যে ডানদিকে হুইল ঘোরাল সিলভিয়া, কিন্তু এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে যাওয়ায় সংঘর্ষটা এড়ানো গেল না।

স্থির হয়ে গেল গাড়ি, এঞ্জিন সচল রাখার জন্যে গিয়ার নিউট্রাল করল সিলভিয়া। পিছনের জানালা দিয়ে দ্রুত তাকাল রানা, দেখল আবার ঘুরছে ট্যাংক ওদের দিকে।

'ফর গডস সেক, মুভ ইট!' রানা জানে, চেষ্টা করলে হয়ত নিজের দিকের দরজা দিয়ে সিলভিয়া বেরিয়ে যাবার সময় পাবে, কিন্তু ওর দিকের দরজা গাছের সাথে আটকে গেছে; বেরুতে হলে ওকেও উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করতে হবে—কিন্তু ট্যাংক এসে পড়েছে পিছনে, অত সময় কোথায়!

সমস্যাটা বুঝতে পারল সিলভিয়াও, ইতস্তত না করে রানার সাথে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিল সে। তার সাহস বাবার দৃষ্টি এড়ায়নি। মাত্র কয়েক ইঞ্চি সামনে বাড়ল গাড়ি, তারপর নরম মাটিতে ডেবে গেল চাকা। পিছনের জানালা দিয়ে এখন শুধু ট্যাংকটাকেই দেখতে পেল রানা, বাকি সব আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। আর কটু

জোর এক সেকেণ্ড; ট্যাংকের তলায় পড়ে গাড়ি সহ দু'জনেই ওরা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

অনবরত সামনের দিকে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করছে মিনি, হুইল ঘুরছে, কিন্তু মাটিতে ভাল করে কামড় বসাতে পারছে না। অকস্মাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে খানিকটা সামনে বাড়ল ওরা, গতি সামান্যই, ট্যাংকের সাথে পাল্লা দেয়ার মত যথেষ্ট নয়। সম্ভবত শক্ত মাটি পেয়ে ঘোরার গতি দ্রুত হল চাকাগুলোর, পিছন দিকে তাকিয়ে রানা দেখল ওরা যে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল সেটার সাথে ধাক্কা খেয়েছে ট্যাংকটাও। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে বন্ধ থাকল ধাওয়া, গাছটাকে একপাশে ফেলে দিয়ে আবার ওদের পিছু নিল চীফট্যান।

মিনির গতি বেশি নয়, কারণ গাছপালা ও ঝোপঝাড় এড়িয়ে চালাতে হচ্ছে সিলভিয়াকে। ট্যাংকের জন্যে বাধা শুধু বড় গাছগুলো। মেয়েটাকে ঘন ঘন সতর্ক করছে রানা, তাগাদা দিচ্ছে। বারবার তাকাচ্ছে সামনের পথ ও পিছনের ট্যাংকের দিকে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও। এই হামলা ওর কাছে উদ্ভট লাগছে। বুন থারমল হেজের আত্মবিশ্বাস কি এতই প্রবল যে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে দু'দুটো খুন করে বেঁচে যাবার আশা করে সে? এই আক্রমণের জন্যে হেজই দায়ী, এ-ব্যাপারে রানার মনে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথম তমাকে। এখন ওকে। এবং মেয়েটাকে। তিনটে খুন!

ঝরা পাতা পচে গেছে, পিচ্ছিল করে তুলেছে মাটিকে, চোখ দুটো কুঁচকে গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সিলভিয়া। রানা দেখল তার চেহারায় ভয় থাকলেও দিশেহারা ভাব নেই।

আচমকা মাটিতে পড়ে থাকা মোটা একটা ডালের সাথে ধাক্কা খেল মিনি, ঝরা পাতায় ঢাকা পড়েছিল বলে দেখতে পায়নি সিলভিয়া। শূন্যে লাফ দিল গাড়ি, আরোহীরা লাফিয়ে উঠল সামনে ও ওপর দিকে। হুইল ধরে থাকায়, সীট-বেল্টও আছে, বাধা পেল সিলভিয়ার গতি। উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে ছিটকে পড়ল রানা, কাঁচের সাথে প্রথম ধাক্কা খেল ওর একটা হাত, ভাগ্যক্রমে সেটা ভাঙল না। গাড়ির ছাদের সাথে ঠুকে গেল মাথা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে ফিরে এল সীটে—আচ্ছন্ন বোধ করল, তবে জ্ঞান হারায়নি

মাটিতে পড়ার সময় ঘুরে যাচ্ছে গাড়ি, এবার ওটার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল সিলভিয়া। [illegible]টিতে পড়ার পরও ঘোরা বন্ধ হল না, একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে [illegible] হয়ে গেল, ছুটে আসা ট্যাংকের দিকে পাশ ফিরে রয়েছে। রানা দেখল ওর দিকের মাটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা গভীর গর্তে। অলস শব্দ করছে এঞ্জিন, অকস্মাৎ পরপর কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে আচ্ছন্নবোধ করছে সিলভিয়া। আচ্ছন্নবোধ করলে[illegible] নাও, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা দূর করবার চেষ্টা করল ও, তাকাল সিল[illegible] দিকে। মেয়েটার ক[illegible] [illegible] খুলে [illegible] ট্যাংকটা প্রতি মুহূর্তে [illegible] হচ্ছে। দ্রুত নিজেকে [illegible] [illegible]সিলভিয়া, দেখল আর মাত্র কয়েক গজ [illegible] রয়েছে ট্যাংকটা। [illegible] হয়ে উঠল সে, ঝট করে হাত বাড়াল ইগনিশন[illegible] চাবির দিকে। চাবি ঘুরিয়ে মেঝের সাথে অ্যাকসিলেরেটর চেপে ধরল সে

উঠল এঞ্জিন, খানিকটা সামনে এগিয়ে আবার স্থির হয়ে গেল মিনি। তাড়াহুড়োর মধ্যে গিয়ার বদলাতে ভুলে গেছে। ট্যাংক আর মাত্র এক গজ দূরে।

সিলভিয়ার সীট-বেল্টের দিকে হাত বাড়াল রানা, তাকে নিজের দিকে টেনে আনবে। এই সময় ওদের ওপর চড়াও হল চীফট্যান। ইস্পাতের কর্কশ আহাজারি, ট্যাংক এঞ্জিনের গর্জন, সিলভিয়ার আর্তচিৎকার, সব মিলেমিশে নারকীয় একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল। সিলভিয়ার দিকে গাড়ি মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে শুরু করেছে, ছিটকে প্যাসেঞ্জার ডোর-এর ওপর পড়ল রানা। ছোট্ট জানালার বাইরে উন্মত্তের মত ঘুরতে শুরু করল দুনিয়াটা, পুরোপুরি উল্টে গেল গাড়ি, মাটিতে ঠেকল ছাদ। গভীর গর্তের কিনারায় স্থির হল বটে, তবে তা মাত্র এক কি দু'সেকেণ্ডের জন্যে। গাছ ও আকাশ এবার আরও দ্রুতবেগে ঘুরতে শুরু করল, ঢাল বেয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে মিনি। গভীর গর্তটা আপাতত ওদেরকে বাঁচিয়ে দিল, ঢাল বেয়ে নেমে এল বলেই ট্যাংকের তলায় চাপা পড়ল না ওরা। গাড়িটা ঘন ঘন ডিগবাজি খাচ্ছে, নিজের সীটের পিছনটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা, অপর হাতটা চেপে রাখল ড্যাশবোর্ডে। তবু চেতনা ও বোধ কিছুই যেন অবশিষ্ট থাকল না। সীট ও ড্যাশবোর্ড ধরে রাখল স্রেফ বাঁচার স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে, সচেতন চেষ্টা বলা যায় না। গর্তের তলায় এসে থামল মিনি, ওল্টান অবস্থায়। হাত ও পা নেতিয়ে পড়ল রানার, চোখ মেলে দেখল কুণ্ডলী পাকিয়ে গাড়ির সিলিঙে পড়ে আছে। কয়েক সেকেণ্ড কি ঘটেছে বলতে পারবে না ও, জ্ঞান হারিয়েছিল, নাকি স্রেফ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল ওর মন ও মাথা। চিন্তাশক্তি ফিরে পেতেই উপলব্ধি করল, সময় খুব কম। সিলিঙে পড়ে থেকেই দেখতে পেল, ঢালের কিনারায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যাংকটা, খুন করার জন্যে নেমে আসবে।

তোবড়ান গাড়ির ভেতর বসার চেষ্টা করল রানা, দেখল নিচের দিকে মাথা দিয়ে সীট থেকে ঝুলছে সিলভিয়া, মাথা ও কাঁধ ঠেকে আছে ছাদে, শরীরের নিচের অংশ এখনও সীট-বেল্টে আটকান। চোখ দুটো বন্ধ, তবে নাম ধরে ডাকতে খুলে গেল। রানার দিকে তাকাল সে। 'যীশু, ওহ্ যীশু!' নড়ে উঠল ঠোঁট দুটো।

আঁচড়াআঁচড়ি করে সিলভিয়ার দিকে এগোল রানা, অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল তীব্র কোনও ব্যথা নেই শরীরে—তারমানে কোথাও হাড় ভাঙেনি। সীট-বেল্ট খোলার জন্যে বোতামে চাপ দিল ও, সিলভিয়াকে দু'হাতে ধরল। সিলিঙের ওপর নেতিয়ে পড়ল মেয়েটা—ওটাই এখন মেঝে।

'আমাদের বেরুতে হবে!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'ট্যাংকটা নেমে আসবে।' সিলভিয়াকে ছাড়িয়ে লম্বা হল ওর হাত, ধাক্কা দিয়ে ড্রাইভারের দরজা খোলার চেষ্টা করল। ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হয়ে শক্ত মাটিতে আটকে গেল ওটা।

তাড়াতাড়ি ঘুরল রানা, নিজের দিকের দরজাটা খোলার চেষ্টা করল। সহজেই খুলে গেল সেটা। সেই সাথে দেখতে পেল, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে চীফট্যান। উল্টে রয়েছে মিনি, এবার ওটাকে পিষে ফেলা হবে। গাড়ির ভেতর থেকে টেনে-হিঁচড়ে সিলভিয়াকে বের করল রানা, মেয়েটা ব্যথায় ককিয়ে উঠলেও

গ্রাহ্য করল না।

হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়েছে ওরা, ওদের ওপর টাওয়ারের মত ঝুঁকে আছে ট্যাংক, ঢাল বেয়ে দ্রুতবেগে এখনও নেমে আসছে। ক্রল করে এক পাশে সরে যাবার চেষ্টা করল সিলভিয়া, আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে সে। কিন্তু রানা জানে, এরইমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ট্যাংকটা এত বেশি চওড়া যে ওটার পথ থেকে ছুটে পালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে না–দু'ফুট চওড়া যে-কোন এক সেট ট্র্যাক-এর তলায় চাপা পড়তে হবে। খপ করে সিলভিয়ার একটা হাত ধরে টান দিল রানা, ঢাল বেয়ে ওপর দিকে ছুটল, ধেয়ে আসা ট্যাংক লক্ষ্য করে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল সিলভিয়া, নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল রানার সাথে, বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ। হ্যাঁচকা একটা শেষ টান দিল রানা, সিলভিয়াকে নিয়ে ঢালের ওপর শুয়ে পড়ল, এক হাত দিয়ে তার মাথাটা সেঁটে ধরল মাটির সাথে।

সগর্জনে ওদের ওপর দিয়ে ছুটে গেল ট্যাংক, কালো হয়ে গেল চারদিক। সিলভিয়া যাতে আতঙ্কে মাথা না তোলে, তার ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে চাপ দিচ্ছে রানা। ট্যাংকের পেট ওদের শরীর থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে, ডিজেলবহুল বাষ্প ও তেলের গন্ধে দম আটকে এল ওদের। রানা প্রার্থনা করল, ওদের ওপর দিয়ে পুরোপুরি সরে যাবার আগে ট্যাংকটা যেন দিক না বদলায়, বা ঢালের কোনও অংশ যেন ডেবে না যায়–দুটোর যে-কোনও একটা ঘটলে ট্যাংকের নিচের অংশ মাটির আরও কাছাকাছি নেমে আসবে, থেঁতলে দেবে ওদেরকে।

মিনির সাথে ধাক্কা খাওয়ার সময় ট্যাংকের ঝাঁকিটা অনুভব করল ওরা। কর্কশ ধাতব শব্দে দিশেহারা বোধ করল। 'ওপরদিকে ওঠার চেষ্টা কর!' এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা। 'ওপরে ওঠ, কিন্তু মাথা তুলো না!' এখনও ট্যাংকের তলায় রয়েছে ওরা, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওপরে উঠতে শুরু করল দু'জনে। এখন এমনকি আধ ইঞ্চি দূরত্বও প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারে ওদের। সামনে চৌকো আকৃতির দিনের আলো দেখতে পেল রানা, আকৃতিটাকে ক্রমশ ছোট হতে দেখে বুঝল ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ট্যাংক। স্থির হয়ে গেল রানা, চোখ বন্ধ করল, জানে এখন আর নিজেদের রক্ষা করার কোনও উপায় নেই। সিলভিয়ার দিকে আরও সেঁটে এল ও, তার মাথার সাথে নিজের মাথা চেপে ধরল, মেয়েটার গালে ঠেকে রয়েছে ওর ঠোঁট।

গাড়িটার চ্যাপ্টা হবার কর্কশ ধাতব আওয়াজ চরম পর্যায়ে পৌছুল, তারপর হঠাৎ করে অনুভব করল রানা ওদের চারপাশে সমস্ত নড়াচড়া একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেছে। এখনও গর্জন করছে ট্যাংকের এঞ্জিন, তবে ট্র্যাক দুটোর লিঙ্কগুলো নড়ছে না। ছোট্ট মিনির কঠিন কাঠামো ট্যাংকের অগ্রগতি মুহূর্তের জন্যে হলেও থামিয়ে দিয়েছে। রানা উপলব্ধি করল, কয়েক সেকেণ্ড আয়ু বেড়েছে ওদের।

'কুইক, মুভ!' গলার শিরা ফুলে উঠল ওর, সিলভিয়াকে শক্ত করে ধরে টান দিল। স্বস্তি অনুভব করল ও, ক্রল করে ওর সাথে সামনে বাড়ছে মেয়েটা; জ্ঞান হারায়নি, বা আতঙ্কে অসাড় হয়েও যায়নি।

ট্যাংকের এঞ্জিন ফুঁসছে, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে আবার সামনে বাড়ল সেটা, এবার পুরোপুরি পিষে ফেলল গাড়িটাকে। তবে বেরিয়ে এসেছে ওরা। প্রথমে

বেরুল রানা, তারপর সিলভিয়াকে টেনে নিল। এক সেকেণ্ড পরই ট্যাংকের পিছনটা নিচু হল, প্রায় ছুঁয়ে দিল ঢালের মাটি।

রানার গায়ের ওপর নেতিয়ে পড়ল সিলভিয়া। দাঁড়িয়ে আছে ওরা. ঘন ঘন শ্বাস পড়ায় ফুলে উঠছে বুক। পিছন ফিরে ট্যাংকের দিকে তাকাল রানা, চ্যাপ্টা মিনিটার কিছুই দেখতে পেল না। স্থির হয়ে গেছে চীফট্যান, তাসত্ত্বেও যুদ্ধযানটাকে জ্যান্ত ও হিংস্র একটা প্রাণী বলে মনে হল ওর, ওদেরকে হত্যা করার জন্যে এসেছে। হিংস্র প্রাণীটা যেন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে ওদেরকে।

আবার নড়ে উঠল ট্যাংক। এবার দিক বদলে। আবার ওদের দিকে আসছে সেটা।

'ছোটো!' বলল রানা। সিলভিয়ার পিঠে ধাক্কা দিল, তবে কনুইটা শক্ত করে ধরে রাখল, যাতে পড়ে না যায়। ওপরদিকের ঢাল বেশ খাড়া, উঠতে সময় লাগবে, পিছলানোর ভয়ও আছে, কাজেই আড়াআড়ি ছুটল ওরা। কয়েক পা এগোবার পরই সামনে একটা নালা পড়ল। নালার কিনারায় হোঁচট খেল সিলভিয়া, তার পিঠের সাথে ধাক্কা খেয়ে তাল হারাল রানাও, গড়াতে গড়াতে নালার মাঝখানে চলে এল দু'জন। মেয়েটাকে দাঁড় করাল রানা, ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল তার চোখে। সমঝোতা, প্রায় বন্ধুত্বের কাছাকাছি, কি যেন একটা বিনিময় হল ওদের মধ্যে। ইতিমধ্যে ওদের দিকে ঘুরে গেছে চীফট্যান, নেমে এসেছে নালার তলায়, ছুটে আসছে সরাসরি ওদের দিকে। প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে ওটার। সিলভিয়ার হাত ধরে ছুটল রানা। পাতাহীন ডালপালা খোঁচা দিল ওদের কাপড়ে, চামড়ায়; ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে দু'জন। নালার গা সামান্য উঁচু হয়ে উঠে গেছে, ঢাল বেয়ে ওপরে চলে এল ওরা, কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল। থামল না রানা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার–ট্যাংকটাকে দেখা যাচ্ছে না। 'ওদিকে!' হাত তুলে দেখাল ও, সিলভিয়াকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘন ঝোপের আরও গভীরে–সারা গায়ে কাঁটা বিঁধছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। এদিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে জমিন, ছুটতে ছুটতে সমতল মাটিতে উঠে এল ওরা। চারদিকে ঘন ঝোপ, সিলভিয়াকে নিয়ে শুয়ে পড়ল ও। তিন হাত দূর থেকেও কেউ দেখতে পাবে না ওদেরকে। ট্যাংকটাকে দেখা না গেলেও, এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে। খানিক বিশ্রাম পাওয়ায় দম ফিরে পেল সিলভিয়া। 'কেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে। 'ওরা আমাদের খুন করতে চাইছে কেন?'

তার ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে মাথা নাড়ল রানা। এঞ্জিনের আওয়াজ আগের চেয়ে জোরাল লাগল কানে, কাঁটাঝোপ ভাঙার শব্দ ভেসে এল। মাথা সামান্য একটু উঁচু করে পিছন দিকে তাকাল রানা, ট্যাংকটা সরাসরি ওদের দিকেই ছুটে আসছে দেখে প্রায় চিৎকার করে উঠল। অদ্ভুত ব্যাপার, ট্যাংকের ড্রাইভার ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে কিভাবে? দেখতে না পেলে সরাসরি ওদের দিকে আসছেই বা কি করে!

আবার ছুটল ওরা। ঝোপের ভেতর দিয়ে ছোটার সময় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ল রানা, জানে না রাস্তাটা কোনদিকে। পায়ের নিচে এখন আর সমতল নয় জমিন, আবার উঁচু হতে শুরু করেছে। ওপর দিকে কি আছে জানা নেই ওদের। শরীরের পেশীগুলো এবার আড়ষ্ট হয়ে উঠছে, কাঁটার আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে গা।

মেয়েটাকে টেনে নিয়ে চলেছে রানা, জানে আর বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারবে না সে। ওর পা ঘষা খাচ্ছে মাটিতে, হেলান দিয়ে আছে ওর গায়ে। ভোঁতা একটা বিস্ফোরণের শব্দ ঢুকল কানে, অস্পষ্টভাবে কি যেন একটা উঁকি দিতে চাইল রানার মনে। সিলভিয়ার কোমরটা একহাতে জড়িয়ে ধরে ঢাল বেয়ে উঠছে ও ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ওদেরকে ধাওয়া করছে ট্যাংক। অবশেষে ঢালের মাথায় উঠে এল ওরা মাথা থেকে ঝপ করে নেমে গেছে সামনের কিনারা, অনেক নিচে বিশাল মাঠ দেখা গেল।

'নিচে ওটা এক্সপ্লোসিভ টেস্টিং-গ্রাউণ্ড,' বলল রানা। বুঝতে পারল কয়েক মুহূর্ত আগে বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ মনে দাগ কাটতে চাইছিল কেন। বহু নিচে কংক্রিটের লম্বা পাঁচিল দেখল ওরা। মানুষের তৈরি উপত্যকায় অবজারভারদের জন্যে শেলটার বানানো হয়েছে–নিরাপদ আশ্রয়ে বসে রকেট, মর্টার ও শেল-ফায়ার কি পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে তা দেখার জন্যে। ধূসর প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙাচোরা সামরিক যানবাহন। ওরা তাকিয়ে আছে, একটা লঞ্চার-এর মাজল থেকে রকেট বেরিয়ে এল, লঞ্চারটা রয়েছে একজন ইউনিফর্ম পরা সৈনিকের কাঁধে–আঘাত করল তিনশো গজ দূরের টার্গেটে, চোবহ্যাম আর্মারে। সংঘর্ষ হল, সাথে সাথে বিস্ফোরিত হল রকেট, কিন্তু আর্মারের কোনও ক্ষতি হল না

'আমরা ফাঁদে পড়েছি!' প্রায় কেঁদে ফেলল সিলভিয়া। 'পালাবার পথ নেই!' হাঁটুতে জোর পেল না, মনে হল বসে পড়বে।

তাকে শক্ত করে ধরে রাখল রানা, হাত লম্বা করে ঘন একটা ঝোপ দেখাল একেবারে কিনারায় জন্মেছে ঝোপটা, কয়েকটা বুনো ফুল দোল খাচ্ছে বাতাসে সিলভিয়াকে নিয়ে সেদিকে ছুটল ও। 'চল, ওটার ভেতর লুকাই!'

ঝোপের ভেতর ঢুকল ওরা। কোমর সমান উঁচু ওগুলো, বসে পড়ার পর বাইরে থেকে ওদেরকে আর দেখা যাবে না, যদিও ওখানে না থেমে আরও ভেতরের দিকে এগোল রানা। একটু পর আর হাঁটার উপায় থাকল না, এতই ঘন ঝোপগুলো। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ওরা। আরও কয়েক গজ এগিয়ে থামল। দু'জনেই উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে, সিলভিয়ার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল রানা, নিজের দিকে টেনে নিল। ওর বুকের সাথে সেঁটে থাকা শরীরটা কাঁপছে।

কিন্তু এভাবে শুয়ে থাকলে চলবে না, জানতে হবে ট্যাংকটা এদিকে আসছে কিনা। ট্যাংকের লোকটা বা লোকগুলো যদি দেখে থাকে ঝোপের ভেতর ঢুকেছে ওরা, তাহলে সরাসরি এদিকেই আসবে। ঝোপের ওপর মাথা তোলার ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। বিপদ সম্পর্কে আগেভাগে জানতে পারলে পালাবার সুযোগ পেতে পারে। ট্যাংকের আওয়াজ অনেক কাছে চলে এসেছে।

ঝোপের ওপর মাথা তুলে তাকাতেই হতাশায় নিস্তেজ হয়ে পড়ল রানা। চীফট্যান একেবারে কাছে চলে এসেছে। ছুটেও আসছে সোজা ওদের দিকে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ওটার গতি। যেন জ্যান্ত একটা প্রাণী ওটা, নিজের একজোড়া চোখ আছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে মেয়েটাকে দাঁড় করাল রানা, ট্যাংকটাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার দিল সে। ছুটে পালাবার জন্যে রানার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করল, কিন্তু রানা

আটকে রাখল তাকে। এখন আর কোনদিকে ছোটার উপায় নেই, কারণ সামনে ট্যাংক, পিছনে খাদের কিনারা। ঝোপটা দু'পাশে কতটা লম্বা রানার কোনও ধারণা নেই। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে বাম দিকে এগোল ও, যদিও জানে এ শুধু দেরি করিয়ে দেয়ার চেষ্টা মাত্র, অমোঘ নিয়তিকে এড়াবার কোনও উপায় অন্তত ওর চোখে ধরা পড়ছে না। কয়েক পা এগোবার পরই, দু'জন একসাথে শুকনো পাতায় ঢাকা শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, কাঁটাঝোপের শাঁখা-প্রশাখা নির্মমভাবে আঁচড় কাটল ওদের গালে ও হাতে। রানার গায়ের ওপর নেতিয়ে থাকল সিলভিয়া, নড়ার শক্তি নেই। ইচ্ছেটাও মরে গেছে। হাল ছেড়ে দিয়েছে সে। ট্যাংকটা ওদের ওপরে উঠে আসছে। লম্বা গান ব্যারেলের মাজল্ ওদের মাথার ওপর দিয়ে একটা অ্যান্টেনার মত সরে যাচ্ছে একদিক থেকে আরেকদিকে, যেন ওদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে। চরম বিপর্যয় ঘটতে আর দু'এক সেকেণ্ড বাকি মাত্র। সিলভিয়ার নরম শরীরটা দু'হাতে আলিঙ্গন করল রানা, সমস্ত পেশী শিথিল করে দিয়ে নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে দিল মেয়েটা। সত্যিকার পুরুষমানুষদের এটাই হল বৈশিষ্ট্য, কোনও আশা নেই জেনেও হাল ছাড়ে না। সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই, জেনেও শেষ একটা চেষ্টা করল রানা। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে মেয়েটাকে মাটি থেকে তুলল, লাফ দিল একপাশে—ভয়ে দুরুদুরু করছে বুক, ট্যাংকের তলায় না সেঁধিয়ে যায় ওরা! তাহলে বারবার আগুপিছু করে ওদেরকে থেঁতলে দেবে যন্ত্রদানবটা।

লাফ দিল ঠিকই, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে সামান্য। ডান দিকের ট্র্যাক ধাক্কা মারল ওর কাঁধে, পড়ে গেল রানা। সিলভিয়া ছিটকে পড়ল নিরাপদ দূরত্বে। পড়েই দেখল, রানার শরীরটা ট্যাংকের তলায় ঢুকতে যাচ্ছে।

রানার নেহাত ভাগ্যই বলতে হবে, ট্যাংকের আপার ও লোয়ার হুইলগুলোর কোনাকুনি ফাঁকটায় পড়েছে ও, যন্ত্রদানবের তলায় সেঁধিয়ে যাবার বিপদটা থেকে কয়েক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল। রানার শরীর গড়াচ্ছে, সচল লিঙ্ক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনছে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি সরে আসতে পারল, তারপরই বাধা পেল ও। ট্র্যাকের তলায় আটকে গেছে পিঠের কাছে জ্যাকেট। শরীরটায় টান পড়ল, ট্র্যাক টেনে নিচ্ছে ওকে। উন্মাদের মত হাতড়াল রানা, শিকড় বা কিছু একটা ধরতে চাইছে।

সিলভিয়ার হাত দুটো লোহার আঙটার মত রানার হাত ধরে টান দিল, শরীরের সমস্ত জোর খাটাবার ফলে চোখদুটো শক্তভাবে বন্ধ হয়ে গেল তার। রানা অনুভব করল, ছিঁড়ে যাচ্ছে ওর জ্যাকেট। তারপর অকস্মাৎ মুক্ত হল ও, স্যাঁৎ করে উঠে এল সিলভিয়ার দুই হাতের মাঝখানে। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকল ওরা, পাশ দিয়ে সগর্জনে এগোল ট্যাংকটা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে আবার ছোটার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি। ট্যাংকের গতি কমেনি দেখে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখ। খাদের কিনারা আর মাত্র কয়েক ফুট সামনে।

কিনারা ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল ট্র্যাক, শূন্যে ঘুরছে ওগুলো। পরমুহূর্তে বিশাল দানবটা কাত হল, ওটার ভারে কিনারা ভেঙে যাচ্ছে। হড়কে নেমে যাবার

আগে ট্যাংকের ধাতব তলাটা দেখতে পেল রানা। পলকের মধ্যে কয়েক শো ফুট নিচের উপত্যকা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল যন্ত্রদানব।

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, তবে সদ্য ভাঙা কিনারা থেকে দূরে থাকল। উঁকি দিয়ে নিচে তাকাতেই ট্যাংকটাকে দেখতে পেল ও। লাইমস্টোন পাঁচিলে ঘন ঘন বাড়ি খেয়ে নেমে যাচ্ছে চীফট্যান, ইতিমধ্যে উল্টে গেছে ওটা, আকাশের দিকে তাক করা রয়েছে গান ব্যারেলের মাজল্। উপত্যকায় পড়ার আগে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ট্র্যাক, লেজের মত ঝুলে থাকল মূল কাঠামো থেকে। খোল থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল টারেট। ফুয়েল ট্যাংকে নিশ্চয়ই ফাটল ধরেছিল, কারণ অকস্মাৎ উজ্জ্বল লাল একটা শিখা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, বিস্ফোরণের ধাক্কা ও আঁচ খাদের মাথায় শুয়ে থাক৷ রানার চোখে-মুখেও ঝাপটা মারল। আরও জোরাল একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ওরা, প্রথমটার পরপরই। রানা বুঝল, ট্যাংকে তাজা অ্যামিউনিশন ছিল।

চোখ মিটমিট করল রানা, আগুনের আঁচ লাগায় জ্বালা করছে। তারপর চোখ মেলে দেখল, কংক্রিটের শেলটার থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে মানুষজন। অনেক দূরে, তাদের প্রতিক্রিয়া দেখার সুযোগ হল না, মুখগুলো সাদা বুদ্বুদের মত লাগল। তবে হাবভাব দেখে বোঝা গেল, বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়েছে সবাই।

কিনারা থেকে সরে এল রানা। এগোল মেয়েটার দিকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সিলভিয়া।

সাত

নরম বিছানায় রানাকে চার হাত পায়ে জড়িয়ে ধরল সিলভিয়া. মুখ গুঁজল ওর বুকে কোমল নারীদেহ সাংঘাতিক উত্তেজিত করে তুলল ওকে, সংযম রক্ষা অসম্ভব বলে মনে হল। মেয়েটা কাঁপছে, তার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল ও, 'শান্ত হও। এখন আর কোনও ভয় নেই।'

'ধর, প্লীজ! শক্ত করে ধর আমাকে!' ফিসফিস করল সিলভিয়া।

বিছানা হাতড়ে চাদরটা খুঁজে নিল রানা, নিজেদের গায়ের ওপর টেনে আনল। সিলভিয়ার নগ্ন পিঠে হাত রাখল ও, তবে চেষ্টা করল মেয়েটার শরীর থেকে নিজেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে আনার। টের পেয়ে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল ওকে সিলভিয়া, সরে এল আরও, প্রায় চড়াও হল ওর ওপর। রানার মনে হল, হেরে যাবে ও, সংযম রক্ষা করা আর বোধহয় সম্ভব হল না। মেয়েটা ভয় পেয়েছে, এ তারই প্রতিক্রিয়া-এই পরিস্থিতিতে মিলিত হলে অন্যায় সুযোগ নেয়া হবে, রানার অন্তত তাই মনে হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধির উদার পুরুষ, কুসংস্কার মানে না, এসব ব্যাপারে বিধি-নিষেধের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবোধ নেই, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এরকম একজন মানুষের পক্ষে লোভনীয় সুযোগটা হাতছাড়া না করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রানার ভেতর নিজস্ব কিছু নীতিবোধ কাজ করে। মাটির এই নোংরা

পৃথিবীতে সৌন্দর্যের এক অনুপম ও বিস্ময়কর সৃষ্টি হল নারী, রানা যে শুধু তার ভক্ত তা নয়, নারীর প্রতি ওর দুর্বলতা ও আসক্তি যে-কোন কিছুর চেয়ে বেশি, প্রায় ওর স্বদেশপ্রীতির মতই জোরাল। কিন্তু প্রেম বা অনুরাগ ওর দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ; মিলিত হতে চাইলে পরস্পরকে ভাল লাগতে হবে, থাকতে হবে ভালবাসা—তা না হলে শুধু চোখের দেখা দেখেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে রাজি আছে ও। সিলভিয়ার সাথে আজই মাত্র পরিচয়, মেয়েটাকে এখনও ভাল করে চেনে না, তার মনের খবরও জানা নেই ওর। পরস্পরকে ওরা পছন্দ করতে শুরু করেছে, এ-কথা সত্যি, কিন্তু পরস্পরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে কিনা এখুনি তা বলার সময় আসেনি। ভালবাসাহীন মিলনটা যাতে না ঘটে, সে-চেষ্টাই করছে রানা।

এখন ভয়ে কাঁপছে বটে, কিন্তু আজ বিকেলে মেয়েটার সাহস দেখে অবাকই হয়েছিল রানা। ট্যাংকটা বিস্ফোরিত হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে খাদের মাথায় উঠে এল কয়েকটা সামরিক যান। ইউনিফর্ম পরা অফিসাররা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল ওদেরকে। চোখের পানি মুছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য শান্ত থাকল সিলভিয়া। রানা অবশ্য ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, মেজাজ চড়ে যায় ওর। কৌতূহলী অফিসারদের ছেড়ে কথা বলেনি। ওদেরকে নিয়ে আসা হল অ্যালডারশট হেডকোয়ার্টারে। এখানে আবার জেরা করা হল ওদেরকে। কেন ওরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল? ওয়ার্নিং সাইনগুলো দেখতে পায়নি কেন? একটা ট্যাংক কেন ওদেরকে ধাওয়া করবে? ওরা আসলে ছুটন্ত ট্যাংকের সামনে পড়ে গিয়েছিল, তাই না? খাদের মাথা থেকে ট্যাংকটা নিচে পড়ল কিভাবে? ক্রুদের সাথে ওদের কথা হয়নি?

ইন্টারোগেশনের পুরো সময়টা শান্ত থাকল সিলভিয়া, প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিল দৃঢ়স্বরে, চেহারায় থাকল আত্মবিশ্বাস ও গাম্ভীর্য। তাকে দেখে একবারও মনে হয়নি এইমাত্র সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। তারপর, রানার দেখাদেখি সে-ও পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করল। জানতে চাইল, সাইটে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? জানাল, এভাবে আক্রান্ত হওয়ায় ব্রিটিশ আর্মির বিরুদ্ধে মামলা ঠোকার কথা ভাবছে সে। জিজ্ঞেস করল, বিপদে ফেলা হয়েছিল ওদেরকে, অথচ ওদের সাথে অপরাধীর মত আচরণ করা হচ্ছে কেন? হাত-পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে, এখনও ডাক্তার ডেকে না পাঠাবার কারণ কি?

ইন্টারোগেশনের দায়িত্বে রয়েছে একজন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল, পাল্টা আক্রমণে হকচকিয়ে গেল সে। তার বিস্ময় লক্ষ্য করে মনে মনে হাসল রানা। এরপর হেডকোয়ার্টারে হাজির হল মেজর কালভিন। ওদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত করল সে, ফলে ওখানেই ইতি ঘটল ব্যাপারটার। ক্ষমাপ্রার্থনার পর ওদেরকে আশ্বাস দেয়া হল, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার জন্যে তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে 'প্রকৃত' শব্দটি ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেয়া হল, ওদেরকে এখনও সন্দেহ করা হচ্ছে।

লণ্ডনে ফেরার জন্যে ওদের জন্যে ড্রাইভার সহ একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করে দিল মেজর কালভিন। লং ভ্যালি গার্ড পোস্ট থেকে সিলভিয়া তার ক্যামেরা ফেরত নিল। লণ্ডনে ফেরার পথে রানা প্রস্তাব দিল, ইচ্ছে করলে ওর বাড়িতে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারে সিলভিয়া, দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে চাঙা করে নিতে পারে

শরীরটাকে, সেই সাথে চেহারার যত্ন নেয়ার সুযোগটাও কাজে লাগাতে পারে। বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেল সিলভিয়া। বলল, ওর আস্তানাটা নর্থ লণ্ডনে; ছেঁড়া কাপড় ও নোংরা চেহারা নিয়ে অতটা পথ একা যেতে ভাল লাগবে না ওর, রাস্তায় গাড়ির যা ভিড়!

ফেরার পথে শান্তই ছিল সিলভিয়া। তার প্রায় নির্লিপ্ত ভাব দেখে রানার মনে হল, বিপদের মুহূর্তে পরস্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল সেটা বোধহয় অস্তিত্ব হারিয়েছে। কিন্তু রানা ওর লাউঞ্জে ঢুকে চেয়ারে বসাবার পর, এমন কি ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দেয়ার আগেই, মাথাটা গুঁজে দিল রানার কাঁধে। নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল সিলভিয়া। চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়তে শুরু করল, তার মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল রানা, জানে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে স্বস্তিবোধ করলে অনেকেরই এরকম প্রতিক্রিয়া হয়।

একটু পরই কাঁপুনিটা থামল। সিলভিয়ার হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা আবার ধরিয়ে দিল রানা, অনুরোধ করল সবটুকু খেয়ে নিতে। মেয়েটার সাথে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল রানাও, কারণ ভীতিকর অভিজ্ঞতাটা একা শুধু সিলভিয়াকেই কাঁপায়নি। সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তটি ছিল, ট্যাংকের ট্র্যাকে যখন ওর জ্যাকেট আটকে যায়। রানার মনে আছে, ওর হাত ধরে টানছিল সিলভিয়া।

ব্র্যাণ্ডি খেয়ে গরম হল শরীর। পরস্পরের দিকে সরাসরি তাকাল ওরা। আবার সেই ঘনিষ্ঠ ভাবটুকু ফিরে এল দু'জোড়া চোখে। পরমুহূর্তে একটা প্রস্তাব দিল সিলভিয়া। প্রস্তাব না বলে অনুরোধ বা আবেদন বলাই ভাল। অনুরোধ হোক বা আবেদন, তার মধ্যে মেয়েটাকে ভুল বোঝার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। বাড়িতে একা রানা, সিলভিয়া এখানে কয়েক মুহূর্তের অতিথি, দু'জনেই ওরা তরুণ, এরকম পরিস্থিতিতে রানার বিছানায় ওর শুতে চাওয়াটা অস্বাভাবিক তো বটেই। সিলভিয়া ফিসফিস করে বলল, 'তোমার বিছানাটা কোথায়, রানা? অসম্ভব কাহিল লাগছে শরীরটা, একটু শুতে পারলে বোধহয় ভাল লাগত। একা নয়, একা থাকতে ভয় করবে আমার!'

কিন্তু না, সিলভিয়াকে রানা ভুল বোঝেনি। 'দু'জনেই জানে ওরা, বিছানায় উঠতে চাওয়া মানে শুধু প্রেম করা নয়, যে ঘনিষ্ঠতাটুকু উপলব্ধি করছে ওরা সেটাকে শারীরিকভাবে অনুভব করতে চাওয়াই আসল উদ্দেশ্য। সিলভিয়া নারী, প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল সে, শুধু মৌখিক আশ্বাস ও অভয়বাণী তার জন্যে যথেষ্ট নয়—যে ভয়টা সে পেয়েছে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে আরও কিছু দরকার ওর। যদিও অন্য ধরনের প্রশ্নও উঁকি দিয়েছে রানার মনে। কে এই সিলভিয়া ক্লার্ক? পরস্পরের সাথে ওরা এমন অদ্ভুত আচরণ করছে কেন?

সিলভিয়াকে পথ দেখিয়ে ওপরতলায় নিয়ে এল রানা। রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে, সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগেই বলল, 'নিজেকে আমার নোংরা লাগছে, গোসল করার সুযোগটা নিতে চাই, তোমার আপত্তি নেই তো?'

বিছানায় বসে আড়ষ্ট হাসল রানা। 'হেলপ ইওরসেলফ। কিন্তু এখানে আমি একা থাকি, ব্যাচেলার মানুষ, পরার মত কিছু দিতে পারব না।'

'শুধু একটা বড় তোয়ালে হলেই চলবে,' বাথরূমের ভেতর থেকে বলল সিলভিয়া, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

খানিক পর কাপড় কাচার শব্দ পেল রানা, তারপর শাওয়ার থেকে পানি ঝরার আওয়াজ। দশ মিনিট পর বাথরূমের দরজা খুলে গেল। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ লাজুক হাসি, দোরগোড়ায় ওটা যেন সদ্য ফোটা ফুল। সিলভিয়ার হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত ফর্সা পা ভিজে রয়েছে, নগ্ন দুই বাহু ও কাঁধের রঙ মাখনের মত, মাথায় চকচক করছে কাল রেশম। বুকে জড়ান তোয়ালেটা হাঁটু থেকে চার ইঞ্চি ওপরে ঝুলে আছে, আবরণ ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা, ঢোক গিলল একটা। সিলভিয়ার পা দুটো লম্বা, হাঁটু দুটো সুগঠিত, ক্রমশ ফুলে ওপর দিকে উঠে গেছে উরু। কাঁধ দুটো একটু যেন বেশি চওড়া, তবে সেটা শুধু ধরা পড়ে নিতম্বের সাথে তুলনা করলে। স্তন জোড়ায় তারুণ্যের দৃঢ়তা ও ভরাট ভাব।

সিলভিয়াকে বাথরূমের দরজায় দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, যেন কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি। কিন্তু তারপর আর নড়তে পারছে না।

বেডরূমের মেঝেতে পা দিল সিলভিয়া। হালকা পায়ে, ধীরস্থির ভঙ্গিতে হেঁটে এল সে, যেন যৌবন ও তারুণ্যের অস্থিরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য গোপন রাখার চেষ্টা করছে। রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে, শুয়ে পড়ল বিছানায়, চুলের পানি লেগে ভিজে গেল বালিশ। চাদরটা গায়ের ওপর টেনে নিল সে। তাকে অনুসরণ করে ঘুরে গেছে রানার ঘাড়। ওর দিকে একটা হাত বাড়াল সিলভিয়া। 'এসো, রানা। আমার পাশে এসো।'

'তুমি বিশ্রাম নাও,' বলল রানা। আবার ঢোক গিলল। 'আমি নিচে আছি।'

'না!' ঝট করে বিছানার ওপর উঠে বসল সিলভিয়া, গা থেকে খসে পড়ল চাদর, আরেকটু হলে বুক থেকে খসে পড়ছিল তোয়ালেটাও। এক হাতে সেটা ধরে রাখল সে, অপর হাতটা বাড়িয়ে রানার কব্জি ধরল। 'একা থাকতে ভয় করবে আমার।'

অগত্যা সিলভিয়ার পাশে, বিছানার কিনারায় বসল রানা। একটা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে রাখল সিলভিয়া, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। আড়ষ্ট হেসে রানা বলল, 'তোমাকে সঙ্গ দিতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু আমার একটু কাজ আছে।' সময় থাকতে সাবধান হওয়ার চেষ্টা করছে ও।

রানার কব্জিটা আরও শক্ত করে ধরল সিলভিয়া। 'পালানোটা কাজ নয়। কাজ তোমার একটাই, শাওয়ারের নিচে দাঁড়ান, তারপর আমার পাশে ফিরে আসা। যদি কথা দাও তবেই ছাড়া পাবে।'

হেসে ফেলল রানা। 'তোমার ভয় করছে না?'

'ওমা, ভয় করছে বলেই তো তোমাকে পাশে রাখতে চাইছি!'

'না, অন্য আরেকটা ভয়ের কথা বলছি আমি।'

রানার কব্জি ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতটা স্যাঁৎ করে বুকের ওপর টেনে নিল সিলভিয়া, এতক্ষণ যেন বিষাক্ত সাপ ধরে ছিল সে। 'ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিলে!'

'এবার তাহলে আমাকে পালাতে দেয়া যায়, কি বল?'

আবার খপ করে রানার কব্জি ধরল সিলভিয়া। 'এরকম নিষ্ঠুর হয়ো না, প্লীজ! একা থাকতে সত্যি আমার ভয় করবে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। তারপর জানতে চাইল. 'আরেকটু ব্র্যাণ্ডি দেব তোমাকে?'

'পরে। আগে তুমি স্নান সেরে এস।'

বাথরুম থেকে বেরুল রানা, কোমরে শুধু শুকনো একটা তোয়ালে জড়িয়ে। সিলভিয়ার মত সে-ও দোরগোড়ায় দাঁড়াল একবার। ওকে দেখে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করল সিলভিয়া। 'এস।'

'নিচে থেকে কাপড় পরে আসি,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা।

'ননা!' অস্ফুটে বলল সিলভিয়া।

'কিন্তু...'

'তাহলে আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে চল।'

অগত্যা এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসল রানা। প্রশ্নটা আবার উঁকি দিল ওর মনে, কে এই সিলভিয়া ক্লার্ক? সত্যিই কি সে ভয় পাচ্ছে, না এটা ওর অভিনয়-লোভ দেখিয়ে ফাঁদে জড়াতে চাইছে?

পাশে বসার পর ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে উঠল। দু'চার মিনিট এটা-সেটা নিয়ে কথা বলার পরই প্রসঙ্গটা উঠল, ভয়ে শিউরে উঠল সিলভিয়া। রানাকে শক্ত করে ধরে রাখল সে। 'ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলতে চাইছিল কেন, রানা?' মাথাটা একটু পিছিয়ে নিল, রানার মুখটা যাতে ভাল করে দেখতে পায়। 'ট্যাংকের ভেতর ওরা কারা ছিল?'

'জানি না, সিলভিয়া। কিছুই বুঝতে পারছি না,' মিথ্যে বলল রানা। 'এ-ধরনের ব্যবসায় শত্রু থাকবেই। এমন হতে পারে আমাকে হয়ত কারও পছন্দ হয়নি। ট্যাংকের ভেতর কে বা ক'জন ছিল আমরা তা জানি না।'

'শুধু তোমাকে খুন করার জন্যে একটা ট্যাংক হাইজ্যাক করা হয়েছে, বলতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বললাম না, শত্রু থাকেই।'

'নাকি ওরা আসলে আমাকে খুন করতে চাইছিল?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিলভিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'তোমাকে? তোমাকে কেন খুন করতে চাইবে?'

'কি জানি। কেন চাইবে না জানলেও, চাইছিল যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মরেই তো গিয়েছিলাম; বেঁচে আছি ভাগ্যগুণে। ভাগ্যগুণ বলছি আমার পাশে তোমার থাকাটাকে। ভাগ্য নয়, বলা উচিত তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ আজ। আমি কৃতজ্ঞ, রানা।'

'তুমিও যদি আমাকে টেনে সরিয়ে আনতে না পারতে, লাশ হয়ে পড়ে থাকতাম ওখানে।'

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়েছে...ট্যাংকটা যেন...ওটার যেন আলাদা একটা, মানে ওটাকে জ্যান্ত একটা প্রাণী বলে মনে হয়েছে তোমার?' কেঁপে উঠল সিলভিয়া।

'আপাতত এসব কথা ভুলে যাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই ট্যাংক ক্রুদের লাশ পাওয়া গেছে। ওদের পরিচয় জানার পর অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

রানার উরুর ওপর মাথা তুলে দিল সিলভিয়া। 'এর মধ্যে আরও কি যেন আছে। তুমি আমাকে সব কথা বলছ না।'

কথাটা একবার ভাবল রানা, সিলভিয়াকে সব কথা বলা যায়?—নিজের পরিচয়, তমার পরিণতি, পীস ফর অল-এর অনুরোধ, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ভূমিকা, এবং বুন থারমল হেজের তৎপরতা? কিন্তু না, চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল। সিলভিয়া ক্লার্ককে এখনও ভাল করে চেনে না ও। 'হ্যাঁ, এর মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে, সিলভিয়া। তবে সে-সব নিজের ভালর জন্যেই তোমার জানতে চাওয়া উচিত নয়।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল সিলভিয়া, তারপর জানতে চাইল, 'আসলে তুমি কে, রানা? নিজেকে তুমি অস্ত্র কেনা-বেচার সাথে জড়িয়েছ কেন? অন্তত এই প্রশ্নটার উত্তর তুমি আমাকে দেবে না?'

'তোমাকে আমি বলেছি, আমি কে।'

'তুমি আমাকে বলেছ, তুমি কি।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আমি কি মানেই আমি কে।'

মাথা নাড়ল সিলভিয়া। 'না, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এতে কোনও কিছুরই ব্যাখ্যা মেলে না। তুমি অস্ত্র কেনো কেন, রানা?'

'আমি না কিনলে আরেকজন কিনবে,' সাথে সাথে জবাব দিল রানা।

'এখনও তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।'

সিলভিয়ার গালে হাত রাখল রানা। 'আরেকটু সময় দাও, সিলভিয়া,' শান্তস্বরে বলল ও। 'ভয়ানক একটা বিপদের মধ্যে পড়েছিলাম আমরা দুজন, আজ তাই নিজেদের এতটা ঘনিষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে। কাল হয়ত অন্যরকম লাগবে। কাজেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা দরকার। ঠিক আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাকাল সিলভিয়া, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সব মেয়ের সাথেই এরকম ব্যবহার কর?'

'কি রকম ব্যবহার?'

'এই আমার সাথে যেরকম করছ—সদয় অথচ নির্লোভ? নাকি আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি?'

'তুমিও অসম্ভব ভদ্র, তা না হলে জিজ্ঞেস করতে আমি অক্ষম কিনা। না, সিলভিয়া, আমি লোভী হলেও নির্লজ্জ নই। আর পছন্দের কথা যদি বল, তুমি নিশ্চয়ই জান তোমার মত সুন্দরী মেয়ে গোটা লণ্ডনে হাতে গোনা কয়েকজনই আছে। হ্যাঁ, সম্পর্কটা একটা পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছুলে নিজেকে আমি সামলে রাখার চেষ্টা করি। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।'

'কিন্তু আমার যে আবার ভয় করছে' [illegible] উঠল সিলভিয়া, রানার [illegible] গুঁজে দিল মাথাটা, যেন মুখ লুকাতে চাইছে।

[illegible] বোধ করল রানা, ঠিক জানে না প্রতিশোধ [illegible] কোন [illegible]

সিদ্ধান্তে আসতে পারল না, তার আগেই ওর পিঠটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানল সিলভিয়া। পাশে শুয়ে পড়তে বাধ্য হল রানা। ফিসফিস করে বলল সিলভিয়া, 'ধর আমাকে, প্লীজ! শক্ত করে ধর! আমার ভয় করছে!'

ভালবাসাহীন মিলনটা যাতে না ঘটে, এই মুহূর্তে সে-চেষ্টাই করছে রানা। 'ভয় নেই, আমি তো আছি...।' হঠাৎ রানার সন্দেহ হল। কোন জিনিসটাকে ভয় পাচ্ছে সিলভিয়া? বিকেলের ঘটনাটা এখনও ওকে আতঙ্কিত করে তুলছে, নাকি নতুন কোনও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠছে সে? কেন যেন মনে হল ওর, অপরাধবোধে ভুগছে সিলভিয়া। কি কারণে অপরাধবোধ? নিজেকে ওর হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়, অথচ না দিয়ে পারছে না, এই কারণে? কি কারণে ওর হাতে নিজেকে তুলে দেয়া উচিত নয়?

পরবর্তী প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিকই করা যায়, সিলভিয়া কি এসপিওনাজ এজেন্ট? তা যদি সত্যি হয়, তাহলে কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে সে? সি. আই. এ? পি.এল.ও.? নাকি মোসাড?

চার হাত পায়ে রানাকে জড়িয়ে ধরল সিলভিয়া। বিড়বিড় করে বলল, 'আমাকে তোমার ক্ষমা করতে হবে, রানা। নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারছি না।'

'কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ!'

'পাচ্ছি, হ্যাঁ। কারণ জানি, তোমার সাথে নিজেকে আমার জড়ানো উচিত নয়।'

'কেন?' রানা ভাবল, ওর সন্দেহ তাহলে মিথ্যে নয়।

'সে তুমি বুঝবে না।'

ঠিক এই সময় নিচ তলায় ফোন বেজে উঠল। আওয়াজটা কানে যেতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার পেশী। কামরার দেয়ালে চোখ, অথচ মনে হল দৃষ্টি চলে গেছে অনেক দূরে।

'কি ব্যাপার, রানা? কি হল তোমার?'

সিলভিয়ার দিকে ফিরল রানা, যদিও বর্তমানে ফিরল বলে মনে হল না। অতীতের একটা ঘটনার কথা ভাবছে ও। অন্য সময়, অন্য দেশের ঘটনা। সেখানেও, ঠিক এখনকার মত, ফোন বেজে উঠেছিল ওর আর নাহিনের অ্যাপার্টমেন্টে। ইহুদি সেই মেয়েটির সাথে ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছিল রানা। সেদিনও ব্রাসেলস-এর সেই অ্যাপার্টমেন্টে প্রেম করতে যাচ্ছিল ওরা। ফোন বেজে ওঠায় বিরক্ত হয় নাহিন, রিসিভার না তোলার আবদার জানায় সে। হাসতে হাসতে তার মুখে বালিশ চাপা দেয় রানা, বলে ফোনটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিছানা থেকে নামল রানা, পিছন থেকে ওকে বারবার ডাকছে নাহিন। তার কথায় কান না দিয়ে লাউঞ্জের ভেতর দিয়ে এগোল ও। ওকে লক্ষ্য করে বালিশটা ছুঁড়ল নাহিন, খোলা দরজার পাশে লাগল সেটা। মুচকি হেসে ফোনের সামনে দাঁড়াল রানা। দেখল ওর পিছু নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। ঠোঁটে দুষ্টামি [illegible] রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল ও। ফ্রেঞ্চ ভাষায় কেউ [illegible] জানতে চাইল, 'কে কথা বলছেন, মশিয়ে ক্লেমেন্ট?' রানা বলল, 'হ্যাঁ।' পরিচয় [illegible] এই নামটাই ব্যবহার করছিল রানা। পরবর্তী প্রশ্ন, '[illegible] আপনার [illegible] আছেন, তাকে একটু দরকার।' উত্তরে কিছু বলার আগেই [illegible] এক গুঞ্জন।

পেল রানা। শব্দটা আসলে ইলেকট্রনিক সিগন্যাল, টেলিফোনের ভেতর থেকে ট্র্যান্সমিট হচ্ছিল, অ্যাপার্টমেন্ট বা হয়ত ফোনের ভেতরই কোথাও রাখা বোমাটাকে বিস্ফোরিত করার জন্যে। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে নাহিনের দিকে ডাইভ দিল রানা, তবে বুঝতে পারল এরই মধ্যে দেরি করে ফেলেছে। নাহিনকে নিয়ে মেঝেতে পড়ল, সেই মুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ। সেবার অল্পের জন্যে রক্ষা পায় ওরা। দু'জনের পায়ে শ্র্যাপনেল ঢুকেছিল অনেকগুলো, তাছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি। এটা ছিল নাহিনের ওপর প্রথম আক্রমণ। দ্বিতীয়বার হামলা আসে এথেন্স বিমানবন্দরে। সেবার রানা বেঁচে গেলেও, নাহিন বাঁচেনি। পরে রানা জানতে পারে, প্রথম হামলাটা চালিয়েছিল ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স, মোসাড।

'রানা?' সিলভিয়া রানার কাঁধে ধাক্কা দিল। 'কি ব্যাপার? তোমাকে এমন ম্লান দেখাচ্ছে কেন?'

বর্তমানে ফিরে এল রানা, সিলভিয়ার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাল।

'ফোন ধরবে না? কখন থেকে বাজছে ওটা।'

তোয়ালেটা কোমরের কাছে ধরে বিছানা থেকে নামল রানা। 'এখানেই থাক, বিছানা থেকে নামবে না,' নির্দেশ দিল ও, কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা। ফোন এখনও বাজছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। লাউঞ্জের সব জিনিস যেখানে যেমন ছিল তেমনি আছে, নাড়াচাড়া করা হয়েছে বলে মনে হল না। তবু কামরাটা ভাল করে সার্চ করল ও। দশ মিনিট পর সন্তুষ্ট হল, লাউঞ্জে কোথাও লুকানো বোমা নেই। ইতিমধ্যে ফোন থেমে গেছে। রিসিভার তুলে কানে একবার ঠেকাল ও। দেরাজ থেকে স্ক্রু ড্রাইভার বের করে ক্রেডলটা খুলল। না, ফোনের ভেতরও কিছু নেই। ফেরার জন্যে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে, এই সময় আবার বেজে উঠল ফোন।

রিসিভার তুলল রানা।

'রানা, তুমি?'

স্বস্তিবোধ করল রানা, বব পার্লম্যানের গলা চিনতে পারছে।

'ফর গডস সেক, রানা, কথা বল!'

'হ্যাঁ, আমি,' শান্তস্বরে বলল রানা।

অপরপ্রান্তে এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল বব পার্লম্যান, তারপর বলল, 'রিসিভার তুলতে এত দেরি করলে কেন তুমি?'

'তুমি জানলে কিভাবে এই সময় বাড়িতে আছি আমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'জানাই তো আমার কাজ,' প্রায় ঝাঁঝের সাথে বলল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট বব পার্লম্যান। পরমুহূর্তে গলার স্বর বদলে গেল তার, সহানুভূতি প্রকাশের সুরে বলল সে, 'লং ভ্যালিতে তোমাদের কপালে কি ঘটেছে শুনলাম। ঘটনাটা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য আমার জানা দরকার।'

সংক্ষেপে, আবেগহীন ভাষায়, ঘটনার বিবরণ দিল রানা। পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে বুন থারমল হেজ কি আয়োজন করেছে তা-ও জানাল পার্লম্যানকে।

'গুড। দেখা কর ওর সাথে। মেয়েটা কে, এই সিলভিয়া ক্লার্ক?'

'রিপোর্টার, ফ্রিল্যান্স। অস্ত্র ব্যবসা সম্পর্কে একটা সাপ্তাহিকীতে লিখছে।'

'আর হেজ তাকে সাহায্য করছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'হুঁম। অদ্ভুতই বলব। এই লোক তো প্রচার একদমই পছন্দ করত না

'এখন হয়ত ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।' ঝট করে ঘুরল রানা, লাউঞ্জে কারও উপস্থিতি অনুভব করল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সিলভিয়া, বুক ও উরু তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। মিষ্টি করে হাসল সে, ঢিল পড়ল রানার পেশীতে।

পার্লম্যান জানতে চাইল, 'বলছ, ট্যাংকটা তোমাদেরকে ধাওয়া করে?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'ঠিক জান, ব্যাপারটা কাকতালীয় বা স্রেফ দুর্ঘটনা নয়?'

'বাজে বকো না!' ধমক দিল রানা। 'একটানা দশ মিনিট ধাওয়া করে ওটা আমাদের। সিলভিয়ার গাড়িটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে।'

'বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি। অদ্ভুত কাণ্ড!'

'ব্যস, আর কিছু বলার নেই তোমার? অদ্ভুত বলবে সাধারণ লোক, কিন্তু আমরা...' নিজেকে সামলে নিল রানা, মনে পড়ল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সিলভিয়া। 'শোন, ট্যাংকে যারা ছিল তাদের পরিচয় জানতে চাই আমি। তারা কি ওই ব্যাটার লোক?' ইচ্ছে করেই থারমল হেজের নামটা উচ্চারণ করল না।

অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকল বব পার্লম্যান।

'পার্ল? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'ইয়ে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি,' চিন্তিত স্বরে বলল পার্লম্যান। 'ট্যাংকটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে, বুঝতেই পারছ। প্রথমে ফুয়েল ট্যাংক, তারপর অ্যামিউনিশন বিস্ফোরিত হয়...'

'এসব আমি জানি। লাশগুলো কি পুড়ে গেছে? সনাক্ত করা যায়নি?'

'সে-প্রসঙ্গেই ভাবছি, রানা।' আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল পার্লম্যান। 'ট্যাংকের ভেতর কোনও লাশ পাওয়া যায়নি। ওটা খালি ছিল।'

'তা কি করে সম্ভব! লোকগুলো নিশ্চয়ই পালিয়েছে।'

'পালাবার সুযোগ ছিল কি? ছিল না, রানা। তুমিও তা জান।'

'তাহলে?' রিসিভারের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, পার্লম্যানের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। সিলভিয়ার দিকে ফিরল ও। ওর চোখের বিহ্বল ভাবটুকু দেখতে পেল মেয়েটা।

সন্ধের সময় সিলভিয়াকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে এল রানা। ট্যাংকটা খালি ছিল, এ-কথা জানার পর দু'জনেই ওরা বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়েছে, যদিও এ-ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কোনও আলোচনা করেনি। খালি একটা ট্যাংক কিভাবে ওদেরকে ধাওয়া করল, এর একটা ব্যাখ্যা অবশ্যই জানা আছে রানার, তবে ব্যাখ্যাটা সিলভিয়াকে না দেয়ার কারণ হল, তাহলে তাকে সব কথাই বলতে হয়। সব কথা জানলে বিপদটার সাথে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়বে মেয়েটা, রানা তা চায় না

তারচেয়ে গোটা ব্যাপারটা ওর কাছে একটা রহস্য হয়েই থাকুক।

ব্যাখ্যাটা হল, সফিসটিকেটেড আর্মামেন্ট নিয়ে ব্যবসা করে থারমল হেজ। অ্যাডভান্সড টেকনোলজি ব্যবহার করে বলে সুনাম আছে তার। একটা ট্যাংকের ভেতর রিমোট কন্ট্রোলড অপারেটিং মেশিনারি বসানো তার পক্ষে অসম্ভব কোনও কাজ নয়। ট্যাংকে সম্ভবত একটা মেকানিক্যাল ড্রাইভার ছিল, দূর থেকে পাঠানো নির্দেশ পালন করার ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু দূর থেকে মানে কত দূর থেকে? নির্দেশদাতা অর্থাৎ অপারেটর নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছিল ওদেরকে, তা না হলে ট্যাংকটাকে ওদের পিছনে ছোটার নির্দেশ দেবে কিভাবে? দৃষ্টি সীমার মধ্যেই কোথাও ছিল সে। তারপরই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে—সারাটা সকাল টেস্টিং-গ্রাউণ্ডের ওপর চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিল হেলিকপ্টারগুলো। তাড়া খেয়ে আত্মরক্ষার জন্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল ওরা, মাথার ওপর বা আশপাশে হেলিকপ্টার থাকলেও খেয়াল করার কথা নয়, করেওনি। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তা না হলে যেখানেই লুকিয়েছে ওরা সেখানেই বারবার চলে এল কিভাবে ট্যাংকটা! সন্ধানী দৃষ্টি ছিল ওদের মাথার ওপরে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, ট্যাংকটা তাহলে খাদে পড়ল কেন? ওটা যে খাদের কিনারায় চলে যাচ্ছে, হেলিকপ্টার থেকে অপারেটরের তা দেখতে না পাবার কোনও কারণ নেই। উত্তরটা হতে পারে, রানা ভাবল, ট্যাংকের দিক বদল করার সময় পায়নি সে—ওদেরকে খুন করার জেদটা এমন প্রবল হয়ে ওঠে তার ভেতর, হিসেবে ভুল করে ফেলে।

সিলভিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়ি থামাল রানা। এই প্রথম মেয়েটাকে চুমো খেল সে। সিলভিয়া ওকে বসার আমন্ত্রণ জানাল না, রানারও ইচ্ছে নয় বসে। পরস্পরের সম্পর্কে দু'জনেই ওরা কৌতূহলী, পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়েই এত বেশি ঘনিষ্ঠ মনে হচ্ছে নিজেদের যে দু'জনেই অস্বস্তিবোধ করছে। তবে এরইমধ্যে যা কিছু ঘটেছে, একদিনের জন্যে তা যথেষ্ট, এবার ওদের একা হওয়া উচিত। সিলভিয়া কথা দিল, শিগগির আবার দেখা হবে ওদের। কথাটা বলার সময় তার চোখে অস্বস্তির ছায়া দেখল রানা। রানার হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিল সে, তারপর গাড়ি থেকে নেমে গেল।

গাড়ি নিয়ে এজেন্সির লণ্ডন অফিসে চলে এল রানা। টমাস হুক ও রতন অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ওদেরকে দুটো কাজ দিল ও, আগামী কয়েকদিন ব্যস্ত থাকতে হবে দু'জনকেই। হাতে জরুরী কাজ থাকলে সেগুলো অন্য কোনও এজেন্সিকে দিয়ে করানোর পরামর্শ দিল। ব্রিফ করার পর সাবধান করল ওদেরকে, কাজগুলো বিপজ্জনক, কাজেই সতর্ক থাকতে হবে।

কিংসব্রিজের বাড়িতে ফিরে এল রানা। কফি বানাল; হেজের ফাইলটা নিয়ে লাউঞ্জে বসল, আরেকবার পড়বে। পাঁচটা সিগারেট আর তিন কাপ কফি শেষ করার পর বন্ধ করল ফাইল। সোফা ছেড়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল ও। গোটা ব্যাপারটাতেই কি যেন একটা আছে, খুঁত খুঁত করছে ওর মন। বুন থারমল হেজকে হাতেনাতে ধরার জন্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস কেন ওর সাহায্য চাইবে? হেজ গা ঢাকা দেয়নি, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের

পক্ষে অসম্ভব, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বব পার্লম্যান ব্যাখ্যা দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সবগুলো পার্টির মাঝখানে ও একটা লিঙ্ক—কিন্তু তার এই ব্যাখ্যাও পুরোপুরি সত্যি বলে মনে হয় না। রানার বরং মনে হচ্ছে, বাঘকে গর্ত থেকে বের করার জন্যে ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে ওরা। পীস ফর অল-ও ওকে ব্যবহার করতে চাইছে, তারাও সব কথা খোলসা করে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। ইংল্যাণ্ডে তাদের লোকবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে কম, ওরা বলছে, সেজন্যেই অ্যারন সিমকিনকে খুঁজে বের করার জন্যে রানার সাহায্য দরকার তাদের—রানাকেই দরকার, কারণ এক সময় ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল ও। কিন্তু শুধু কি এইটুকু? ভেতরে আর কিছু নেই? ওরা স্বীকার করেছে, হেজকে খতম করাই আসল উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে, ভাড়াটে আততায়ী পাঠিয়ে কাজটা সারছে না কেন? অতীতে ভাড়াটে খুনী পাঠিয়ে লোকজনকে ওরা মারেনি তা তো নয়। হেজের বেলায় দেরি করার বা এত রকম জটিলতার ভেতর যাবার কি দরকার পড়ল? পীস ফর অল বা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, দুটো প্রতিষ্ঠানই কী যেন একটা গোপন করে যাচ্ছে। সেজন্যেই একটু বেশি সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করছে রানা। টমাসকে হেজ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার দায়িত্ব দিয়েছে ও। ফাইলে নেই, লোকের পেটে আছে, এমন কিছু তথ্য পেলে কাজে লাগবে। রতনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওয়াকি স্পিলম্যান ও ইমালিনের হোটেলের ওপর নজর রাখার, ওরা বাইরে বেরুলে অনুসরণ করবে সে। বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিলেও, অ্যাসাইনমেন্টের সব কথা ওদেরকে জানায়নি রানা। শত্রুপক্ষ ওদেরকে যদি আটক করে, রানার তৎপরতা সম্পর্কে তাদেরকে ওরা কিছু বলতে পারবে না। রানা কিছু না বলায় ওরাও কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করেনি।

রাতের খাবার বাড়িতেই খেল রানা। তারপর ফোন করল সিলভিয়াকে। রিঙ হল, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। আরও দু'বার ফোন করার পর সাড়া না পেয়ে হতাশ হল ও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার। শোবার আগে বাড়ির সবগুলো দরজায় তালা দিল। শোয়ার পর ভাবল, সিলভিয়া সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া দরকার। মেয়েটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই ওর।

আট

প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে গাড়ি থামাল রানা। গেটের ওদিকে গার্ড পোস্ট, ভেতর থেকে একজোড়া অ্যালসেশিয়ান নিয়ে বেরিয়ে এল গার্ড। জানতে চাইল, 'মি. মাসুদ রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'পরিচয়-পত্র?' জিজ্ঞেস করল গার্ড, বলার সুরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই নেই, ব্যাপারটা তার কাছে স্রেফ রুটিন।

গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হল রানা। গেটের দিকে এগোচ্ছে, পকেট থেকে

লাইসেন্সটা বের করল।

সবুজ ইউনিফর্ম পরা গার্ড লাইসেন্সটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল, তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, স্যার,' বলে গার্ড পোস্টের ভেতর অদৃশ্য হল সে, বাইরে রেখে গেল কুকুর দুটোকে। লোহার বার-এর ভেতর থেকে রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল তারা। প্রথমে কড়া চোখেই ওগুলোর দিকে তাকাল রানা, তারপর উপলব্ধি করল ওর এই আচরণ কুকুরগুলোর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে–পরে হয়ত বিপদ হয়ে দেখা দেবে ব্যাপারটা। ঘুরে দাঁড়াল ও, গাড়ির কাছে ফিরে এসে হেলান দিল বনেটে; হাত দুটো থাকল পকেটের ভেতর।

আজ সকালে আবার সিলভিয়ার নম্বরে ডায়াল করেছিল রানা। কাল রাতের মতই রিসিভার তোলেনি কেউ। মেয়েটা বিপদে পড়ল নাকি? চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দেয় ও, নিজেকে বোঝায় সিলভিয়া কাজের মেয়ে, ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক; হয়ত ফিচার লেখার মাল-মশলা জোগাড় করার জন্যে ভোরবেলাই বেরিয়ে গেছে। তাছাড়া, ওর অ্যাসাইনমেন্টের সাথে সিলভিয়ার কোনও সম্পর্কও নেই, কাজেই তার বিপদে পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। ট্যাংক ধাওয়া করার কালকের ঘটনার সাথেও সিলভিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই, টার্গেট ছিল ও।

শাওয়ার আর ব্রেকফাস্ট সারার পর বুন থারমল হেজের অফিসে ফোন করেছে রানা, নম্বরটা ডন কানট্রেলার কাছ থেকে আগেই পেয়েছিল। অফিস থেকে ওকে জানানো হল, মি. হেজ চান আজই কোনও এক সময় মি. রানা তাঁর বাড়িতে আসুন, নিরিবিলিতে বসে ব্যবসায়িক আলোচনা করা যাবে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল রানা। বাড়িটা কোথায় এবং কিভাবে পৌঁছুতে হবে, ফোনেই জানিয়ে দেয়া হল ওকে। প্রায় সাথে সাথে বব পার্লম্যানকে ফোন করল রানা। হেজ ওকে নিজের বাড়িতে ডেকেছে শুনে ভারি উত্তেজনাবোধ করল সে, খুশিও হল। 'তোমাকে বলে দেয়ার দরকার নেই, একটু সাবধানে থাকতে হবে,' কৌতুকের সুরে বলল সে।

হেজের বাড়িতে যাওয়া মানে ঝুঁকি নেয়া, জানে রানা। যদিও ঝুঁকিটা খুব বড় বা বিপজ্জনক বলে মনে হয়নি ওর। অফিসে ফোন করে শারমিনের সাথে কথা বলে ও, সব কিছু ঠিকঠাক মত চলছে জানার পর রিসিভার নামিয়ে রাখে। তারপর গিল্ডফোর্ড-এর উদ্দেশে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রওনা হবার সময় সামান্য নার্ভাস লাগছিল, অবশ্য ইতিমধ্যে সেটা কাটিয়ে উঠেছে রানা। এখন বরং খানিকটা উত্তেজনাই বোধ করছে।

গেটে ফিরে এল গার্ড, লাইসেন্সটা বার-এর ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে ধরল। সেটা নিয়ে গাড়িতে উঠল রানা।

গেট খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল রানা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কুকুরগুলো, তবে দু'জোড়া চোখ মুহূর্তের জন্যেও ওর ওপর থেকে সরল না। কাঁকর ছড়ানো রাস্তা বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে, রাস্তার দু'পাশে সযত্ন লালিত ঝোপ, শেষ মাথায় সাদা চুনকাম করা প্রকাণ্ড একটা বাড়ি। প্রকাণ্ড, তবে আধুনিক বা সৌন্দর্যের কোনও নিদর্শন নয়। সবাই জানে বিপুল টাকা আছে থারমল হেজের, তার বাড়ি দিয়াশলাই-এর বাক্সর মত হবে

কেন? দেখে মনে হয় জেলখানা। তবে, রানার মনে পড়ল, এটাই হেজের একমাত্র বাড়ি নয়। সিলভিয়া বলছিল, ওয়েস্ট কোস্টে আরও একটা আস্তানা আছে তার।

বাড়িটাকে সামনে থেকে দেখে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না, এমন কিছুও দেখা গেল না যা দেখে মালিকের ব্যবসার ধরন সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। তবে বিরাট একটা জায়গা খালি পড়ে আছে। এস্টেটের কোথাও নিশ্চয়ই একটা টেস্টিং-রেঞ্জ আছে, তা না হলে হেজ ওকে এখানে ডাকবে কেন?

বাড়িটার কাছাকাছি এসে রানা দেখল, পাশাপাশি অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবগুলো আধুনিক মডেলের দামী গাড়ি। একটা বিএমডব্লিউ এইমাত্র গেটের দিকে রওনা হল। ভেতরে দু'জন আরোহী রয়েছে, রানার দিকে চকিতে একবার তাকাল তারা, পরমুহূর্তে ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল। এক পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছে রানা, ওই এক পলকেই একজনকে চিনতে পারল ও। টোরি পার্টির একজন নামকরা এমপি, চরম ডানি-পন্থী হিসেবে পরিচিত। হেজের উপযুক্ত সুহৃদ, সন্দেহ নেই। নীল একটা মার্সিডিজের পাশে গাড়ি থামাল রানা। কালো স্যুট পরা এক লোক গাড়ির দরজা খুলে উঁকি দিল ভেতরে।

'মি. হেজ আপনার জন্যে বাড়ির ভেতর অপেক্ষা করছেন, স্যার,' বলল সে। 'আপনার ব্রীফকেসটা আমাকে দেবেন, প্লীজ?'

'নেই।' গাড়ি থেকে নামল রানা।

'তাহলে আমার সাথে আসুন, স্যার।' লোকটা চটপটে, কথাবার্তা একটু রুক্ষ বলেই মনে হল, যেন নির্দেশ দিচ্ছে। তার পিছু নিল রানা।

একটা বড় হলরূমে ঢুকল ওরা। ভেতরে আলো খুব কম।

'এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, স্যার।' হলরূমে ওকে একা রেখে একটা দরজা দিয়ে অন্দরমহলে চলে গেল লোকটা।

কয়েক সেট সোফা ও অনেকগুলো আরামকেদারা রয়েছে হলরূমে। রানা বসল না। দেয়ালের ছবিগুলো দেখল ঘুরে ঘুরে। বেশিরভাগই তৈলচিত্র, বেশ দামী বলেই মনে হল। কয়েকটা পোর্ট্রেইটও রয়েছে, সবগুলোই অচেনা লোকের, সবাই তারা সামরিক উর্দি পরে আছে। দরজা খোলার আওয়াজে ঘাড় ফেরাল রানা।

হলরূমে ঢুকল বুন থারমল হেজ। 'ভেরি গুড, মি. রানা। আপনি আসতে পেরেছেন দেখে সত্যি ভারি খুশি হয়েছি,' সহাস্যে বলল সে।

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল রানা, হাঁ হয়ে গেল মুখ, বড় হয়ে উঠল চোখ দুটো। তবে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে হেজের দিকে এগোল ও।

রানা এগোলেও, করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না হেজের মধ্যে। কি এক কৌতুকে তার চোখ দুটো চক চক করছে। 'মি. রানা, আমি কি আপনাকে···ভয় পাইয়ে দিলাম?' জিজ্ঞেস করল সে। 'প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তিবোধ করবেন, তারপর অবশ্য অভ্যেস হয়ে যাবে।'

বড়সড়, চৌকো স্টিকিং-প্লাস্টার থেকে চোখ সরাতে পারছে না রানা। প্লাস্টারের গায়ে ছোট দুটো ফুটো রয়েছে, কাল ঠিক যেখানে হেজের নাকটা ছিল।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা। 'দুঃখিত, আমি আসলে···'

'ক্ষমা প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন নেই,' একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল

হেজ। 'নাকটা আমি হারিয়েছি বহু বছর আগে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে যে আমার ন্যাসাল প্যাসেজগুলো সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে। এভাবে মানুষের সামনে বেরুনো উচিত নয় জানি, হঠাৎ দেখে আঁতকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সব সময় আর্টিফিশিয়াল নাক ব্যবহার করতে ভাল লাগে না। যখন বাড়িতে থাকি, খুলে রাখি ওটা। এবার, আসুন আমার সাথে, প্লীজ। আমার কিছু লোকজনের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

রানাকে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল হেজ, তারপর একটা কামরার ভেতর ঢুকল। কামরাটা বিশাল; অস্বাভাবিক উঁচু সিলিং থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে। বহুকালের পুরানো ফার্নিচারগুলো সম্ভবত কোনও রাজপ্রাসাদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কামরার ভেতর মানুষ রয়েছে চার জন; দু'জন বসে আছে, বাকি দু'জন দাঁড়িয়ে। রানাকে নিয়ে হেজ ভেতরে ঢুকতেই চুপ করে গেল তারা, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সবাই। তাদের মধ্যে মেজর কালভিনকে দেখে অবাক হল রানা। আজ সে ইউনিফর্ম পরেনি, তাসত্ত্বেও সামরিক ব্যাহিনীর লোক বলে চেনা গেল–চেহারায় অকারণ আক্রোশ। বাকি মুখগুলোয় আগ্রহের ভাব দেখা গেল। আগ্রহ না বলে বলা উচিত কৌতূহল। তাদের দৃষ্টির সামনে, কেন কে জানে, অস্বস্তিবোধ করল রানা।

চেয়ারে যারা বসে আছে তাদের মধ্যে একজন মেয়ে। তাকাবার পর আর চোখ ফেরানো গেল না। অসাধারণ সুন্দরী, কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। এমন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, হকচকিয়ে গেল রানা। চোখাচোখি হতেই ওকে নিয়ে যেন অদ্ভুত এক খেলায় মেতে উঠল সে। রানা চাইছে না, কিন্তু বুঝতে পারল চাইলেও ওর পক্ষে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়–অদৃশ্য কি যেন একটা আছে তার গভীর দৃষ্টিতে, জাদু বা চুম্বকের মত, নিজের দিকে টেনে নেয়ার পর আটকে ফেলেছে ওর চোখদুটোকে। শুধু গভীর দৃষ্টিই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, চোখ জোড়ায় খাই খাই একটা ভাব রয়েছে, রানার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। মাথার সোনালি চুল দুই কাঁধে স্তূপ হয়ে আছে। গায়ের রঙ প্রায় হলুদই বলা যায়, যেন জণ্ডিস হয়েছে। নাকটা খাড়া, সুগঠিত। ঠোঁট দুটো পুরু, আধো-আধো হাসি লেগে রয়েছে। গোটা অবয়বে খানিকটা জেদ ও হিংস্র ভাবও লক্ষ্য করার মত। মেয়েটার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রত্যাশার আলো ফুটে উঠেছে, একাধারে হতভম্ব এবং আকৃষ্ট করে তুলল রানাকে।

'আসুন, সবার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।' হেজ কথা বলায় তার দিকে তাকাল মেয়েটা, হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে রানাও চোখ সরাল। কামরার বাকি লোকগুলোর দিকে তাকাল ও।

মেয়েটার পাশে বসে রয়েছে অশীতিপর এক বৃদ্ধ। চুল দাড়ি ভুরু গোঁফ সাদা ধবধব করছে। মাথার চুল নেমে এসেছে কানের পিছনে। সারা মুখে অসংখ্য বলি রেখা। চওড়া কপাল ও ঘন ভুরুর নিচে চোখ প্রায় দেখাই যায় না, কোটরের গভীরে লুকিয়ে আছে। একবার, মুহূর্তের জন্যে, চোখাচোখি হল–চোখের তারায় অদ্ভুত একটা জ্যোতি ঝিলিক দিয়ে উঠল যেন। তার শরীর অসম্ভব ভঙ্গুর বলে মনে হল,

যেন ছুঁলেই ভেঙে যাবে। বৃদ্ধের হাতে একটা ছড়ি রয়েছে, গিঁটসর্বস্ব হলুদ দুই হাতে ছড়ির ধাতব মাথাটা ধরে আছে সে।

অপরজন তরুণ। ছোট করে ছাঁটা চুল খাড়া হয়ে আছে মাথায়, ম্লান মুখে কোনও দাগ নেই, একদিকের ঠোঁট সামান্য একটু বাঁকা, যেন অনবরত ভেঙাচ্ছে। তার চোখ···এ-ধরনের চোখ আগেও দেখেছে রানা, ফ্যানাটিক-এর নির্দয় চোখ। পাতা দুটো অস্বাভাবিক ভারি বলে মনে হল, ফলে আধবোজা একটা ভাব ফুটে রয়েছে। তাকিয়ে আছে রানার দিকে, দৃষ্টিতে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য।

'সিন্থিয়া, ইনি মি. মাসুদ রানা,' বলল হেজ, মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল সে। 'ভদ্রলোক প্রচণ্ড শক্তি রাখেন, হ্যাণ্ডশেক করার সময় সাবধান। যদিও তোমার জন্যে এটা সম্ভবত একটা সুসংবাদ···,' কথা শেষ না করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লোলচর্মসর্বস্ব বৃদ্ধের দিকে চট করে একবার তাকাল সে। রানা লক্ষ্য করল, বৃদ্ধের চেহারায় তিরস্কারের একটা ভাব ফুটে উঠল, যেন হেজের শেষ কথাটা শুনে অসন্তুষ্ট হয়েছে সে।

হেজের শেষ কথাটার অর্থ কি, জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বাধা পেল রানা–দেখল চেয়ার ছেড়ে ওর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে মেয়েটা, একটা হাত এরই মধ্যে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

হাতটা ধরল রানা। সাথে সাথে কঠিন একটা চাপ অনুভব করল।

'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি আমি, রানা।' মেয়েটার গলা খসখসে, সুড়সুড়ি দেয়ার মত একটা আবেদন আছে। রানা ভাবল, দেখে? পরিচিত হয়ে নয়? 'আমি সিন্থিয়া ইনগ্রিড।'

পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির মত লম্বা সিন্থিয়া। গাঢ় সবুজ ভেলভেট স্যুট পরে আছে, বুকের কাছে ফুলে আছে খোলা জ্যাকেট, ভেতরে পশমী কাপড়ের ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে উন্নত স্তন। মেয়েটার চেহারায় তৃপ্তি ও আনন্দের একটা ভাব ফুটে উঠল, কারণটা বোধগম্য হল না রানার। তার চোখে চোখ রেখে হাসল রানা; ওর কঠিন দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের জন্যে হলেও অস্বস্তিবোধ করল সিন্থিয়া।

'ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার,' বলল হেজ, হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধকে দেখাল, তারপর শ্রদ্ধার সাথে বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে মাথাটা একটু নোয়াল। ছোট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তার দিকে এগোল না। বৃদ্ধের চেহারায় কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। 'উনি আমার শ্রদ্ধেয় আধ্যাত্মিক গুরু।'

'কোনার্ড অটারম্যান,' একহারা তরুণের দিকে তাকাল বুন থারমল হেজ। রানার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে অটারম্যান, চোখে আগের মতই আকারণ তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা। তবে হেজের কথা শেষ হতে রানার উদ্দেশ্যে একটা হাত তুলে নাড়ল সে। 'আর এ হল, মেজর···ওর সাথে তো আগেই পরিচয় হয়েছে আপনার।'

কটমট করে রানার দিকে তাকাল মেজর কালভিন।

বন্ধুদের মাঝখানে ভারি স্বস্তিবোধ করছি, ভাবল রানা।

'মি. রানা বিদেশী কোনও ক্রেতার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছেন। আশা করতে পারি তাঁর মাধ্যমে ভাল ব্যবসা পাব আমরা,

পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হব।' রানার কনুই ধরে একটা আর্মচেয়ারের দিকে এগোল হেজ, ইঙ্গিতে বসতে বলল ওকে। 'আপনার জন্যে কি বলব, মি. রানা? শেরি? মার্টিনি? অর সামথিং স্ট্রং ফর আ ম্যান লাইক ইউ?' উচ্চারণের আগের সেই বিদ্রূপাত্মক সুর ফিরে এল।

কামরার এক প্রান্তে বার, কাউন্টারের সামনে নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন–সে-ই বাড়ির ভেতর নিয়ে এসেছে রানাকে।

'ভোদকা,' বলল রানা। এই মুহূর্তে কড়া কিছুর দরকার বলে মনে হচ্ছে। সবার হাতেই গ্লাস ছিল, নতুন করে সেগুলো ভরে দেয়া হল। রানা লক্ষ্য করল, কোনরকম লুকোচুরি নেই, সবাই সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে, যেন প্রদর্শনীতে আনা দর্শনীয় একটা বস্তু দেখছে। অশীতিপর বৃদ্ধ, বুন থারমল হেজের আধ্যাত্মিক গুরু, ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার মেয়েটার দিকে ঝুঁকে কি যেন বলল নিচু গলায়, মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি গোপন করল সিন্থিয়া ইনগ্রিড।

'এবার তাহলে, মি. রানা,' বলল হেজ, ইতিমধ্যে বিশাল ফায়ারপ্লেসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে, 'আপনার রহস্যময় ক্লায়েন্ট সম্পর্কে জানতে হয় আমাদের। কি তার পরিচয়? নাকি পরিচয়টা আপনি আমাদেরকে আন্দাজ করে নেয়ার আহ্বান জানাবেন?'

'দরকার নেই,' বলল রানা। 'আমি পীস ফর অল-এর পক্ষে কাজ করছি।'

রানার উত্তরে হেজ যদি অবাক হয়ও, সেটা গোপন করে রাখল সে। 'আচ্ছা। আপনি বোধহয় জানেন, এর আগে কখনও ইহুদিদের সাথে ব্যবসা করিনি আমি, নাকি জানেন না?' ইহুদি শব্দটি ঘৃণাভরে উচ্চারণ করল সে।

'এরকম কি যেন একটা কথা শুনেছি বটে। কারণটা জানা নেই। তবে পীস ফর অল শুধু ইহুদিদের সংগঠন নয়, ওদের সাথে অনেক মুসলমানও আছে...'

'কারণটা হল, এর আগে আমার কাছে কোনও প্রস্তাব নিয়ে আসেনি তারা,' বলল হেজ, তারপর মৃদু শব্দে হাসল। 'অর্থাৎ কয়েক হপ্তা আগে পর্যন্ত আসেনি। ভাল কথা, কোনও মুসলমান বা মুসলিম রাষ্ট্রের সাথেও ব্যবসা হয়নি আমার।'

ভুরু কুঁচকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'হ্যাঁ, কয়েক হপ্তা আগে, এক ইহুদি তরুণ অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে। আমি তাকে আশ্বাস দিই; কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল...,' রানার মুখের ওপর হাসল হেজ। '...পরে আর আমার সাথে যোগাযোগ করেনি সে। ভাবছিলাম হঠাৎ তার আগ্রহে ভাটা পড়ল কেন...?'

বাস্টার্ড, ভাবল রানা। 'আমার জানার কথা নয়, মি. হেজ। কি নাম ছিল তার, সেই ইহুদির?'

'নাম? অ্যারন কি যেন...হিম...পিম...সিমকিন, হ্যাঁ–অ্যারন সিমকিন। খাঁটি ইহুদি নাম। এখন আর ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই না?' হেজের গলায় চ্যালেঞ্জ।

নিঃশব্দে হাসল রানা, ইচ্ছে হল হাতের গ্লাসটা হেজের কুৎসিত মুখের ওপর

ছুঁড়ে মারে। 'আমার কাছে কোনও গুরুত্ব নেই,' বলল ও। 'আপনার অস্ত্রগুলো একবার দেখতে পেলে ভাল হত।'

'অবশ্যই দেখানো হবে। আপনার তালিকাটা আমি ভাল করে পরীক্ষা করেছি। প্রতিটি জিনিসই সাপ্লাই দিতে পারব। এখানে আমাদের আরও মডারেট কিছু অস্ত্র আছে, অটারম্যান সেগুলো আপনাকে দেখাবে। তবে বেশি শক্তিশালী অস্ত্রগুলো কিভাবে কাজ করে দেখার জন্যে আপনাকে আমাদের আরেকটা টেস্টিং-গ্রাউণ্ডে যেতে হবে।'

'কোথায় সেটা?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্ টট্ আওয়াজ করল হেজ। 'উপযুক্ত সময়ে জানতে পারবেন, মি. রানা। আমাদের ওয়েওয়েলসবার্গে চোখ বুলাতে হলে আরও ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

উপস্থিত সবার মাথা ঝট করে ঘুরে গেল হেজের দিকে। রানা লক্ষ্য করল, চারজোড়া চোখে বিস্ময়–নাকি সতর্কতা ফুটে উঠেছে। 'দুঃখিত,' বলল ও। 'কি বললেন? আপনাদের···?'

হেসে উঠল বুন থারমল হেজ। 'আপাতত ভুলে যান, মি. রানা। ধৈর্য ধরুন, উপযুক্ত সময়ে সবই জানতে পারবেন। অটারম্যান, তালিকাটা বের কর, মেহমানকে আমাদের অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানাও। এসব অস্ত্র, মি. রানা, শুধু আমাদের কোম্পানীই ডেভেলপ করেছে। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এরকম উন্নত সংস্করণ দিতে পারবে না-সরকারী হোক বা বেসরকারী।'

পরবর্তী এক ঘন্টা রানার উদ্দেশ্যে লেকচার দিল কোনার্ড অটারম্যান। নামেই বোঝা যায়, লোকটা জার্মান। পুরোটা সময় বাকি সবাই চুপচাপ বসে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। মাঝে মধ্যে শুধু অটারম্যানকে বাধা দিয়ে দু'একটা মন্তব্য করল হেজ, নিজের তৈরি অস্ত্রের গুণাগুণ আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করল। রানা অনুভব করল, ওর প্রতিটি নড়াচড়া খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা হচ্ছে, প্রতিটি প্রশ্ন বিশ্লেষণ করার পর গেঁথে রাখা হচ্ছে স্মৃতিতে। অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ, তবে চ্যালেঞ্জের স্পষ্ট ভাব থাকায় ওর মনে আবেদন সৃষ্টি করল।

হেজ যে একটা শয়তান, জানা আছে রানার। তার সাঙ্গপাঙ্গ-গুলোকে খুনী ও বদমাশ বলে মনে হল ওর। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ল বৃদ্ধ ড. ফ্রেঞ্জ বেনিংগার। তার উপস্থিতি বেমানান লাগলেও, তাকেই হেজের কুমন্ত্রণাদাতা হিসেবে চিহ্নিত করল রানা। এখনও লোকটা কোনও কথা বলেনি, বললেও ফিসফিস করে বলেছে, শুনতে পায়নি রানা। লক্ষ্য করল, তার প্রতি সবারই বিশেষ মনোযোগ আছে, ভয় মেশানো শ্রদ্ধার সাথে তাকাচ্ছে তার দিকে।

এমন কি সিন্থিয়ার নারীসুলভ সৌন্দর্যও অশুভ কি যেন একটা গোপন করে রেখেছে বলে মনে হল রানার। ইতিমধ্যে সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা, সচেতনভাবে মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছে না-কারণ যতবার তাকিয়েছে, দেখেছে দু'চোখ দিয়ে ওকে যেন গিলছে মেয়েটা; একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয়া প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছে ওর। সতর্ক হলেও, নিজের অজান্তে বার কয়েক তার দিকে চোখ পড়েছে ওর–এই যেমন এখন। চোখাচোখি হতেই অর্থপূর্ণ হাসি ফুটল সিন্থিয়ার

ঠোঁটে, যেন গোপন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওকে।

সিন্থিয়ার এই হাসিটা যেন আগুন জ্বেলে দিল মেজর কালভিনের বুকে। তার চোখে-মুখে ঈর্ষা ও আক্রোশ ফুটে উঠতে দেখল রানা। ভাবল, মেয়েটার সাথে কালভিনের সম্পর্কটা কি? আরও কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি দিল মনে। ব্রিটিশ আর্মির একজন মেজর এই সব খুনী বদমাশদের সাথে কি করছে? হেজের সাথে তার সম্পর্ক কি? পার্লামেন্টের একজন নামকরা সদস্যের সাথেই বা কি সম্পর্ক থাকতে পারে থারমল হেজের? আগেই অবশ্য শুনেছে, প্রভাবশালী বন্ধু আছে তার, কিন্তু তারা যে সরকারী কর্মকর্তা পর্যায়ের লোক হবে, ধারণা করেনি রানা।

এরপর অটারম্যান ও কালভিন বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে এল রানাকে। লম্বা একটা দালানে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, দালানের সামনেই ফায়ারিং রেঞ্জ। গোলাকার একটা লঞ্চিং প্যাড-এ গ্যাজেল হেলিকপ্টার দেখল রানা, দালান থেকে একশো গজ দূরে। ভাবল গতকাল চীফট্যান ট্যাংকটাকে গাইড করার জন্যে এই হেলিকপ্টারটাই ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা। সবুজ ইউনিফর্ম পরা একটা টিম সদ্য আবিষ্কৃত অস্ত্রের অ্যাকশন দেখাতে শুরু করল, আগ্রহী হয়ে ওঠায় বিপদের ভয়টা আপাতত রানার মন থেকে সরে গেল। কিছু কিছু অস্ত্রের অ্যাকশন দেখানো সম্ভব নয়, প্রজেক্টর রুমে বসে স্ক্রীনে চোখ রাখতে হল রানাকে।

দু'ঘণ্টা পর শেষ হল কাজটা। মারণাস্ত্রগুলোর ধ্বংসকারী ক্ষমতা দেখে মনে মনে আতঙ্কিত হল রানা। এসব অস্ত্র টেরোরিস্টদের হাতে পড়লে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। শুধু যে অস্ত্রগুলো তা নয়, মেজর কালভিনের নগ্ন আক্রোশ এবং অটারম্যানের তাচ্ছিল্যও নার্ভাস করে তুলেছে রানাকে। ওরা দু'জন রানাকে নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে, দু'পাশে ওদের উপস্থিতি রানার অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিল।

ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল থারমল হেজ। রানাকে দেখেই শ্লেষাত্মক হাসি ফুটল তার মুখে। 'যা দেখলেন পছন্দ হয়েছে আপনার, মি. রানা? আপনার মক্কেল আগ্রহী হবেন বলে মনে করেন?'

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা,' বলল রানা। 'তবে এগুলো সবই হালকা জিনিস। আমার তালিকায় আরও ভারি জিনিস আছে। ওগুলোর অ্যাকশন কখন আমাকে দেখানো হবে?'

'আপনি যে-সব অস্ত্রের কথা ভাবছেন সেগুলোর অ্যাকশন দেখানোর জন্যে অন্য একটা টেস্টিং-গ্রাউণ্ডে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে। আজ শুধু আপনার কৌতূহল জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা যায় আমরা সফল হয়েছি, কি বলেন?'

'তা বলতে পারেন। অন্য একটা টেস্টিং-গ্রাউণ্ড... কোথায় সেটা?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল থারমল হেজ, তারপর সিন্থিয়ার দিকে ফিরে জার্মান ভাষায় কথা বলল।

প্রায় চমকে উঠল মেয়েটা, সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠল চেহারায়, সেটা গোপন করার জন্যে রানার দিকে ফিরে আড়ষ্ট হাসল সে। 'আরও কিছু অ্যাকশন দেখতে চাও, রানা?' জানতে চাইল সে।

ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটছে বুঝতে পারছে না রানা। থারমল হেজ ওর সাথে যে

খেলাটা খেলছে, তার সাঙ্গপাঙ্গরা কেউ সেটা পছন্দ করতে পারছে না। এর আগেও তার একটা মন্তব্য শুনে ভয় পেয়েছিল তারা। হেজ হঠাৎ জার্মান ভাষায় কথা বলল কেন? ওকে, রানাকে, পার্সিফাল বলে উল্লেখ করল সে–কারণটা কি? 'হ্যাঁ, দেখতে চাই।' হাতঘড়ি দেখল ও, তিনটে বাজে।

'তার আগে আসুন আমরা খেয়ে নিই,' প্রস্তাব দিল থারমল হেজ। 'অ্যাকশন দেখার পর খিদেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।' হো হো করে হাসল সে, যদিও তার হাসিতে যোগ দিল না কেউ।

হালকা লাঞ্চ সারল ওরা। ডিনার টেবিলের পরিবেশে তেমন কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। রানার মুখোমুখি বসল সিন্থিয়া, চোখাচোখি হতেই অর্থপূর্ণ হাসি দেখা গেল তার চোখে ও ঠোঁটে।

লাঞ্চের পরপরই রানার হাত ধরে দাঁড় করাল থারমল হেজ। 'প্লীজ, আসুন আমার সাথে।' তার চ্যাপ্টা মুখে নিঃশব্দ হাসিটা কুৎসিত লাগল রানার।

'বুন! কাজটা কি ভাল করছ তুমি?'

সবাই একযোগে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। লোকটা ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গলার স্বরে কোথাকার যেন একটা টান আছে, বোঝা যায় তার মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। শরীরটা ভঙ্গুর, তবে গলায় জোর আছে, শব্দগুলো চাবুকের মত আওয়াজ করল।

জার্মান ভাষায় জবাব দিল থারমল হেজ। 'আমরা কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না, হের রেনিংগার।'

'ভাল করে ভেবে দেখ। আমাদের প্রস্তুতি কি শেষ হয়েছে?' বৃদ্ধও জার্মান ভাষায় বলল।

'শেষ হতে আর বেশি দেরিও নেই,' বলল থারমল হেজ।

রানা ভান করল, কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে জানে, অভিনয়ের পালা শেষ, শত্রুপক্ষ এবার তাদের মুখোশ খুলে আসল চেহারা দেখাতে যাচ্ছে। নিজেকে তিরস্কার করল ও, এখানে এসে সিংহের চোয়ালের ভেতর মাথা ঢোকানো ছাড়া আর কোনও লাভ হয়নি। শরীরের পেশী শক্ত হয়ে উঠল ওর, উপলব্ধি করল এদের হাত থেকে পালাতে হলে সঠিক মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ওকে। তারপর অনুভব করল, শক্ত ও ভারি একটা হাত পড়ল কাঁধে। ভারি, গম্ভীর স্বরে থারমল হেজ বলল, 'প্লীজ, আসুন আমার সাথে, মি. রানা।' তার চোখে এখন আর কৌতুকের লেশমাত্র নেই। 'কথা দিচ্ছি, অ্যাকশনটা উপভোগ করবেন আপনি।'

সময় পাবার চেষ্টা করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই রানার। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে হেজের সাথে পা বাড়াল ও। কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা, ওর দু'পাশে থাকল মেজর কালভিন ও কোনার্ড অটারম্যান।

হলরূমে ঢুকে চওড়া একটা সিঁড়ির দিকে এগোল থারমাল হেজ। দোতলায় উঠে লম্বা একটা করিডর দেখল রানা। করিডরের শেষ মাথায় থামানো হল ওকে। কবাট ঠেলে একটা দরজা খুলল থারমল হেজ, রানাকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল সে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল রানা।

সামনের দৃশ্যটা দেখামাত্র বমি পেল রানার। চেয়ারের সাথে বাঁধা, নেতিয়ে পড়া

দেহ দুটোকে চেনা চেনা লাগল। ফুলে ঢোল হয়ে আছে দু'জনের মুখ, জমাট বাঁধা রক্তে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। দম আটকে তাদের দিকে এগোল রানা। চেনা চেনা লাগলেও, সন্দেহ দূর হয়নি। নিশ্চিত হবার জন্যে ঝুলে পড়া মাথা ধরে উঁচু করল। প্রথমে মেয়েটার, তারপর পুরুষটার।

হ্যাঁ, চিনতে ভুল করেনি রানা। ওয়াকি স্পিলম্যান আর তার বান্ধবী ইমালিন।

নয়

'কি করব আমরা, মি. হুক? ওদের পিছু নেব, নাকি ভেতরে ঢুকব?' রানা এজেন্সির শিক্ষানবিস অপারেটর রতন ভট্টাচার্য উত্তেজিত, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

প্রাক্তন পুলিস অফিসার টমাস হুক মুহূর্তের জন্যে অসহায় বোধ করল। একটা কিছু করার জরুরী তাগিদ অনুভব করছে সে। তবে ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ লোক, ধৈর্য ধরতে জানে। কর্টিনার ভেতরটা অন্ধকার, রতনের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল সে, 'না, রতন। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখব আমরা।'

অন্ধকার ঝোপের ভেতর গাড়ি দাঁড় করিয়েছে টমাস হুক, রাস্তা থেকে খানিকটা পিছিয়ে। ওদের খানিকটা বাম দিকে, রাস্তার ওপারে; প্রকাণ্ড লোহার গেট, ভেতর থেকে কেউ বেরুলে ওদের দেখতে পাবে না।

আজ প্রায় সারাটা দিনই বাড়িটার সামনে রয়েছে রতন। অস্থিরতা ও একঘেয়েমি ক্লান্ত করে তুলেছে তাকে। সেই সকাল থেকে এই সন্ধে পর্যন্ত মাত্র একবারই গেট ছেড়ে নড়েছে সে, এখানে তার উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে টমাস হুককে ফোন করতে গিয়েছিল।

ফোন পাবার খানিক পরই বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেছে টমাস হুক। ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছিল রতন। কর্টিনা নিয়ে রাস্তা দিয়ে দু'বার আসা-যাওয়া করতে হয়েছে হুককে, তারপর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে রতন। এতটা সাবধান হতে দেখে তার ওপর খুশিই হয়েছে হুক।

'আপনার কি মনে হয়, মাসুদ ভাইয়ের কোনও বিপদ হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল রতন। 'গাড়ি তো অনেকগুলোই বেরিয়েছে, ওগুলোর কোনটার মধ্যে মাসুদ ভাই ছিলেন কিনা কে বলবে! অন্ধকারে কাউকেই তো দেখতে পাইনি।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, রতন। গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত লাগছে আমার।'

'মাসুদ ভাই কি আপনাকে কিছুই জানাননি?'

'ভাল মনে করেছেন বলেই জানাননি,' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল টমাস হুক। অদ্ভুত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, ভাবল সে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে মিস তমার নৃশংস হত্যাকাণ্ড দিয়ে। ওর বস্, মি. রানা, বুন থারমল হেজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছেন ওকে। লোকটা কি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত? আজ প্রায় সারাটা দিনই স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ-এর অফিসে কাটিয়েছে সে, পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের

সাথে। কিন্তু তারা কেউ হেজ সম্পর্কে তেমন কোনও তথ্য দিতে পারেনি। শুধু জানা গেছে, দেশী ও বিদেশী সরকারগুলোকে বহুবছর ধরে অস্ত্র সাপ্লাই দিয়ে আসছে সে। এতদিন নেপথ্যেই ছিল, সম্প্রতি হঠাৎ করে আলোয় বেরিয়ে এসেছে। ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্মস ডিলার বলে মনে করা হচ্ছে তাকে। টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো তার কাছ থেকে অস্ত্র ও ট্রেনিং পায়, এ-ধরনের অভিযোগ পাবার পর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি রিপোর্ট দেয়, তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। উপসংহারে বলা হয়, থারমল হেজের প্রভাবশালী বন্ধুর সংখ্যা অনেক, তারা প্রভাব বিস্তার করায় তদন্ত কমিটি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়। রিপোর্টে আরও বলা হয়, বুন থারমল হেজের অতীত সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসবে টমাস হুক, এই সময় রতনের ফোন পায় সে।

ওয়াকি স্পিলম্যান ও ইমালিন যে হোটেলে উঠেছে, রানার নির্দেশে সেই হোটেলেরই একটা কামরা ভাড়া করেছে রতন। ওরা রয়েছে চারতলায়, কিন্তু চারতলায় আর কোনও রুম খালি না পাওয়ায় তিনতলায় থাকতে হচ্ছে তাকে। বেশিরভাগ সময় রিসেপশনে পাহারায় থাকে, এলিভেটরের কাছাকাছি, মুখটা ঢেকে রাখে খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকার আড়ালে। তাকে ফাঁকি দিয়ে ওয়াকি স্পিলম্যান বা ইমালিন হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

আজ সকালেও রিসেপশনে বসে এলিভেটরের ওপর নজর রাখছিল রতন। অত্যন্ত ব্যস্ত হোটেল, সারাক্ষণ লোকজন আসা-যাওয়া করছে। ওয়াকি স্পিলম্যান ও ইমালিন এলিভেটর থেকে বেরুল বটে, কিন্তু সাথে সাথে তাঁদেরকে দেখতে পায়নি সে। প্রথমে দু'জন লোকের ওপর নজর পড়ে রতনের, চেহারায় চাপা উত্তেজনা, চোখে সতর্ক ভাব, দু'জনেরই একটা করে হাত ট্রাউজারের পকেটে। ভুরু কুঁচকে ওঠে রতনের, পরমুহূর্তে ওয়াকি স্পিলম্যান ও ইমালিনকে দেখতে পায় সে, লোক দু'জনের ঠিক পিছনে। ওদের সন্ত্রস্ত চেহারা দেখেই বুঝে নিল, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। ওয়াকি স্পিলম্যান ও ইমালিনের পিছনে আরও একজন লোককে দেখল সে, পরনে ওভারকোট, ওয়াকি স্পিলম্যানের পিঠের সাথে সেঁটে আছে। অচেনা এই তিনজন লোককে মিনিট বিশেক আগে এলিভেটরে চড়তে দেখেছিল রতন, সাধারণ ব্যবসায়ী মনে করে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রতন। দেখল, একজন লোক ইমালিনের হাত ধরে দরজার দিকে এগোচ্ছে; বাকি দু'জন ওয়াকি স্পিলম্যানকে মাঝখানে রেখে ডেস্কের সামনে থামল। ডেস্ক ক্লার্ককে বিল দিতে বললেন ওয়াকি স্পিলম্যান, জানালেন হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তাঁরা, লাগেজগুলো আজই পরে এক সময় নিয়ে যাবেন।

পেশায় নতুন, ঘটনাটা লক্ষ্য করে একাধারে রোমাঞ্চ অনুভব করল রতন, আবার নার্ভাসও বোধ করল। তার ধারণা হল, বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটবে আজ। নিজের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তা করল সে। কি করা উচিত তার? অফিসে বা মাসুদ ভাইয়ের বাড়িতে ফোন করার সময় নেই। ফোন করতে গেলে ওদের দু'জনকে নিয়ে গায়েব হয়ে যাবে লোকগুলো। রতন সিদ্ধান্ত নিল, পিছু নিতে হবে। তার

গাড়িটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজে রয়েছে। পিছু নিতে হলে এখুনি তার তৎপর হওয়া উচিত। চেহারায় যথাসম্ভব শান্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে দরজার দিকে এগোল সে। বেরিয়ে এল রিসেপশন থেকে।

হোটেল থেকে বেরুতেই ইমালিনকে দেখতে পেল রতন। রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড একটা নীল মার্সিডিজে বসে রয়েছে। পাশেই সেই লোকটা। একটা ঢোক গিলল রতন, খানিকটা হতাশ বোধ করল। তার ছোট্ট মিনি কি মার্সিডিজের সাথে পাল্লা দিতে পারবে? মার্সিডিজটা চোখের আড়াল হতেই দৌড় দিল সে, বাঁক নিয়ে চলে এল হোটেলের পিছনে।

মিনি নিয়ে একটু পরেই হোটেলের সামনে চলে এল সে। দেখল, ওয়াকি স্পিলম্যানকে নিয়ে বাকি দু'জন এরইমধ্যে উঠে বসেছে মার্সিডিজে। তাদের মধ্যে একজন ড্রাইভিং সীটে বসে ছেড়ে দিয়েছে গাড়ি।

মার্সিডিজের পিছু নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল মিনি। ফাঁকা রাস্তায় উঠে এল ওরা, সেই সাথে বেড়ে গেল মার্সিডিজের গতি। রতনের ভাগ্য ভাল, ট্রাফিক সিগন্যালে বারবার থামতে হল সামনের গাড়িটাকে, তা না হলে অনেক আগেই ওটাকে হারিয়ে ফেলত সে।

বাঁক নিয়ে মেইন রোড ছাড়ল মার্সিডিজ, সামান্য এগিয়ে থামল একটা লোহার গেটের সামনে। রতন থামল না, মিনি নিয়ে পাশ কাটাল মার্সিডিজকে। গেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল সদ্য খোলা গেটের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড, সাথে একজোড়া অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

আরও খানিকটা এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরল রতন, দাঁড় করাল মিনিটাকে। গেট থেকে ওকে কেউ দেখতে পাবে না। মিনি থেকে নেমে ঝোপের ভেতর ঢুকল সে, ফিরে এল গেটের উল্টোদিকের জঙ্গলে।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রতন, চোখ রাখল গেটের ওপর। খানিক পর পকেট থেকে নোটবুক ও পেন্সিল বের করে সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব লিখে রাখল।

সময় বয়ে চলল। কি করা যায় ভাবছে রতন। গেট ছেড়ে নড়া উচিত হবে না, জানে সে। কিন্তু এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেই বা লাভ কি? একঘেয়ে লাগছে তার। এমন সময় হঠাৎ একটা গাড়িকে এদিকেই ছুটে আসতে দেখল। আরও সামনে আসার পর গাড়িটাকে চিনতে পারল সে, সেই সাথে দেখতে পেল ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে মাসুদ ভাই। আরেকটু হলে চিৎকার করতে যাচ্ছিল, একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। জঙ্গল থেকে বেরুচ্ছে ও, এই সময় যদি ওকে দেখে ফেলে গার্ড? কি কাজে বা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন মাসুদ ভাই, জানা নেই তার। তিনি হয়ত চাইবেন না গেটের গার্ড বা বাড়ির লোকজন জানুক আশপাশে তাঁর লোক আছে। রতন সিদ্ধান্ত নিল, তারচেয়ে একা একা অপেক্ষা করাই ভাল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

খানিক পর গেট খুলে দিল গার্ড, টয়োটা নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মাসুদ ভাই। কয়েক মুহূর্ত পর গেট দিয়ে একটা বিএমডব্লিউ-কে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। গেটটা আবার খুলল গার্ড। গাড়িটার একজন আরোহীকে চেনা চেনা লাগলেও, মনে

করতে পারল না কোথায় দেখেছে। তবে ধারণা করল, ভদ্রলোক বিখ্যাত কেউ হবেন। সম্ভবত খবরের কাগজে তাঁর ছবি দেখেছে সে।

অপেক্ষা করতে করতে দুপুর পেরিয়ে বিকেল হল। খিদে পেল রতনের, তবে গুরুত্ব দিল না। ইতিমধ্যে সে তার মাসুদ ভাইয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বাড়িটা যে ভাল কোনও লোকের নয় তা তো জানা কথা, তা না হলে পীস ফর অল-এর লোকদের ধরে আনা হবে কেন? মাসুদ ভাই সেই সকালে ঢুকেছেন, এখনও বেরুচ্ছেন না; রতনের ধারণা হল, নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছেন তিনি। সন্ধে হয়ে আসছে, এবার আর স্থির থাকতে পারল না সে। আসার সময় আধমাইল দূরে একটা পেট্রল পাম্প দেখে এসেছে, ওখান থেকে টমাস হুককে ফোন করবে।

ফোন পাবার খানিক পরই কর্টিনা নিয়ে চলে এসেছে টমাস হুক।

'মাসুদ ভাই কি কোনও বিপদে পড়লেন?' এবার নিয়ে তিনবার জানতে চাইল রতন।

জবাব দেয়ার আগে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল টমাস হুক। 'আর এক ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমরা। তারপর ভেতরে ঢুকে দেখব।'

'থিউল সোসাইটি সম্পর্কে শুনেছেন আপনি, মি. রানা?' রানার ওপর ঝুঁকে রয়েছে থারমল হেজ, দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো। এখন আর হাসছে না সে। চেহারায় উদ্ধত একটা ভাব।

শান্ত থাকার চেষ্টা করল রানা। মাথা ঠাণ্ডা রাখা এখন সবচেয়ে জরুরী। ওকে বাঁধা হয়নি, তবে মেজর কালভিনের হাতের .৩৮ ওয়েবলি ঘাড়ের পিছনে চেপে থাকায় যে-কোনও রশির চেয়ে অনেক বেশি শক্ত বাঁধনে চেয়ারটার সাথে আটকে গেছে ও। ইহুদি ওয়াকি স্পিলম্যানের চোখে ঘৃণা দেখল ও, আর্মস ডিলারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। ইমালিনের শরীরটা এখনও নেতিয়ে রয়েছে, চেয়ারের সাথে বাঁধা। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন ওয়াকি স্পিলম্যান। রানাকে দেখে গুঙিয়ে ওঠেন তিনি, রক্তাক্ত মুখে হতাশার কালো ছায়া পড়ে। কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে চেয়েছিলেন, অটারম্যানের চড় খেয়ে থেমে গেছেন।

ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে। সিলিং ও দেয়ালে কখনও আলো পড়ছে কখনও ছায়া। কামরাটা ছোট নয়, এক কোণে একটিমাত্র ল্যাম্প জ্বলছে। ফার্নিচার বলতে কয়েকটা চেয়ার শুধু; ওগুলোয় বসে আছে রানা, ওয়াকি স্পিলম্যান, ইমালিন, ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার ও সিন্থিয়া। কামরার একধারে লম্বা একটা টেবিলও রয়েছে। ওদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুন থারমল হেজ, মেজর কালভিন ও কোনার্ড অটারম্যান।

'থিউল সোসাইটি, মি. রানা। এককালে সেনাবাহিনীতে ছিলেন আপনি। বর্তমানে এসপিওনাজ জগতের সুপার স্টার। থিউল সোসাইটি সম্পর্কে শোনেননি, এ স্রেফ হতেই পারে না।'

নিজের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অবাক হল রানা। এ-ধরনের বিপদে আগেও বহুবার পড়েছে ও, আজ নতুন নয়। কিন্তু আগে কখনও এতটা ভয় পায়নি। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, ভয়টাকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। শুধু জানে, এটাকে ঠিক মৃত্যুভয়

বলে না। লক্ষণগুলো সম্পূর্ণ অচেনা ওর—কামরার ভেতর ফায়ারপ্লেসে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, অথচ ঠাণ্ডা লাগছে কেন? এত বেশি ঠাণ্ডা লাগছে যে হাত দুটো কাঁপছে ওর। ওগুলোকে স্থির রাখার জন্যে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হচ্ছে ওকে।

হ্যাঁ, থিউল সোসাইটি সম্পর্কে শুনেছে রানা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে কিছু লোক আধিভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে সাধনা করার জন্যে একটা দল গঠন করে, নামকরণ করা হয় থিউল জিসেলশাফট বা থিউল সোসাইটি। কিন্তু যুদ্ধের পর থিউল সোসাইটির তৎপরতা সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

'বাহ্, দেখা যাচ্ছে আমাদের সম্পর্কে শুনেছেন আপনি!' সন্তুষ্ট ও গর্বিত মনে হল থারমল হেজকে। 'তবে ধরে নিতে পারি, মহাযুদ্ধটা বাধাবার পিছনে আমাদের ভূমিকা কতটা অবদান রেখেছিল, সে-কথা আপনি জানেন না!' নিজের লোকদের দিকে একবার তাকাল সে। 'নিজের শত্রুকে চেনার স্বার্থে আমাদের নাইটকে খানিকটা জ্ঞানদান করা দরকার বলে মনে হচ্ছে।'

অটারম্যান, ওয়াকি স্পিলম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাচ্ছিল্যের সুরে হেসে উঠে বলল, 'আমাদের শ্রদ্ধেয় নাইট শিগগিরই হেগেমুতে একাকার করবে।'

তার হাসির সাথে যোগ দিল থারমল হেজ। অটারম্যানের কদর্য ভাষা শুনে ভয়ের বদলে মাথাচাড়া দিল রাগ, তবে রাগ দমন করার কৌশল জানা আছে রানার। প্রচণ্ড রাগকে জেদ ও শক্তিতে রূপান্তরিত করা ওর জন্যে কঠিন নয়। সাহায্য করল কৌতূহল। ওরা ওকে 'নাইট' বলে সম্বোধন করল কেন? গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট লাগছে ওর, নিজের ভূমিকা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই।

'আপনি হয়ত অভিযোগটা শুনেছেন বা পড়েছেন—অ্যাডলফ হিটলার ব্ল্যাক ম্যাজিকের সাথে জড়িত ছিলেন। ব্ল্যাক ম্যাজিক, স্যাটানিক রাইটস, শয়তান উপাসনা ইত্যাদি যাই বলা হোক, এগুলোর সাহায্যেই ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন তিনি…শোনেননি?' একটা ভুরু কপালে তুলে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল থারমল হেজ, আগুনের লালচে আভায় তার চেহারা ভৌতিক লাগছে।

'কানে এসেছে,' বলল রানা। 'গুজবই, যতদূর মনে হয়। কারণ এসব অভিযোগ কোনদিনই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।'

'প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি? হাহ্! মানুষ এসব প্রত্যাখ্যান করছে দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। সত্যকে মেনে নেয়ার ক্ষমতার কি নিদারুণ অভাব! এই রাখ রাখ ঢাক ঢাক আর কতদিন চলবে কে জানে! সাবধান, এসব ব্যাপার গোপন রাখ! খবরদার, এসব নিষিদ্ধ ব্যাপার নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি কর না, কি না কি ক্ষতি হয়ে যায়! সব যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তখন কি হবে? শয়তানের সেবা করলে, শয়তানের পুজো করলে যদি উপকার পাওয়া যায়, যদি দেহ-মনে আনন্দের বান ডাকে, তখন কি হবে?' তার ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর হিস হিস শব্দ করছে কামরার ভেতর। 'তখন হয়ত আমরা সেই অন্ধকার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছি সব বিসর্জন দিতে বাধ্য হব—দারিদ্র্য, উপবাস, বিরতিহীন যুদ্ধ। কিন্তু আমাদের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ? তার কি হল?

'লোকের বিশ্বাস বিজ্ঞানের সাহায্যে সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে, অন্ধকার যুগ থেকে

ক্রমেই দূরে সরে আসছি আমরা। কিন্তু আসলে ঘটছে ঠিক উল্টোটা, মি. রানা। এর কারণ হল, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ত্যাগ করেছি। ফলে যা কিছু স্বর্গীয় তা থেকে বঞ্চিত থাকছি আমরা। এটাই আমাদের পাপ, বুঝতে পারছেন না? আমাদের আসল, আদি ও অকৃত্রিম পাপ। বিকাশ লাভ করছে, কিন্তু কি বিকাশ লাভ করছে?—মানুষের পশুত্ব! বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু কি বৃদ্ধি পাচ্ছে?—মানুষের লালসা! সভ্যতার বিরুদ্ধে হিটলারের সবচেয়ে বড় ক্রাইম—সভ্যতার চোখে-আত্মবিধ্বংসী পথ থেকে মানবজাতিকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তিনি, আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক জগতে, চেয়েছিলেন মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত হোক। সেজন্যেই তো তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সেজন্যেই তাঁকে ঠেলে দেয়া হয় মৃত্যুর মুখে। এই একই কারণে খ্রিস্টানদের যীশুকে মেরে ফেলে ওরা!'

খেপা লোকের দৃষ্টি থারমল হেজের চোখে, শিউরে উঠল রানা। দুনিয়ার সমস্ত ফ্যানাটিক-এর চোখে এই পাগলামির ভাব আগেও দেখেছে ও। এখানেও সেই অযৌক্তিক আবেগ কাজ করছে। বিকৃত যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অন্ধ বিশ্বাস প্রচণ্ড নেশার মত গ্রাস করে ফেলেছে তাকে। কিছু লোকের ওপর এর সম্মোহনী প্রভাব কি রকম হয় জানা আছে রানার, নিজেদের অযোগ্যতা ও অসম্পূর্ণতার কারণে এ-ধরনের ফ্যানাটিককে নেতা হিসেবে দেখতে চায় তারা, বীরের সম্মান দিয়ে পুজো করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে এই আশায় যে সে তাদের অস্তিত্বকে আনন্দের উৎসে পরিণত করবে, সাহায্য করবে জীবনের নতুন একটা অর্থ খুঁজে পেতে।

লোকগুলোর দিকে তাকাল রানা, দেখল প্রতিটি অবয়ব উদ্ভাসিত হয়ে আছে আকুল আকাঙ্ক্ষায়, পারদের মত চকচক করছে সবার চোখ। তীব্র ঘৃণা দেখা গেল একা শুধু ওয়াকি স্পিলম্যানের চোখে।

'একটা জাতি নিজেদের ওপর অবিচার করেছিল! তাদের সমাজে নোংরা পশুর আগমন ঘটতে দেয় তারা। গোটা জাতি সেই পশুর স্তরে নেমে যায়! জার্মান জাতিকে এই পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যে, পশুর স্তর থেকে তুলে আনার জন্যে আবির্ভাব ঘটে এক মহামানবের—তাঁর নাম হিটলার। জার্মান জাতির ঐতিহ্য ছিল, ছিল মর্যাদা, ছিল জন্মগত বিশুদ্ধতা, এসবই তারা হারিয়ে ফেলে। এসব পুনরুদ্ধার করে জার্মান জাতিকে আবার মর্যাদার আসনে বসাতে চেয়েছিলেন হিটলার। তিনি সফল হননি, কিন্তু তাঁর ব্যর্থতায় কতটুকু ক্ষতি হল! মানবজাতির স্বাভাবিক উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছিল, এক পা পিছিয়ে পড়তে হল। হিটলার আজ নেই, কিন্তু আমরা তো আছি! তাঁর আদর্শের ধ্বজা ধরে মানবজাতিকে অবশ্যই আমরা উত্তরণ ও সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব।

'আমরা, থিউল সোসাইটি, আদি অকৃত্রিম ও সূচনাতে ফিরে যাওয়ায় বিশ্বাস করি—তথাকথিত উন্নতির সোপান ধরে ওগুলো থেকে দূরে সরে আসায় নয়। মাস্টার রেস-এর প্ল্যান করেছিলেন হিটলার, প্ল্যানটা ফোকিশ অকাল্টইজম-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। আর ওখানেই থিউলিস্টরা তাঁকে সাহায্য করেছিল, দিয়েছিল পথ-নির্দেশ, কারণ আমরাই তো ছিলাম ন্যাশনাল সোশিয়ালিজমের উৎস! এমন কি সেই শুরুর দিনগুলোতেও বাঁকা তলোয়ার আর পুষ্পস্তবক আঁকা স্বস্তিকা ছিল

আমাদের অস্ত্র। হিটলারের পক্ষে নাৎসী পতাকার ডিজাইনও তৌর করে একজন থিউলিস্ট। লালের ওপর সাদা বৃত্ত, বৃত্তের মধ্যে স্বস্তিকা-আদর্শ ও আন্দোলনের প্রতীক চিহ্ন। সাদা-ন্যাশনালিজম; লাল-সামাজিক আদর্শ; স্বস্তিকা-এরিয়ানদের বিজয় ও সংগ্রাম।' সবার দিকে পিছন ফিরল থারমল হেজ, হাত দুটো জ্যাকেটের পকেটে, বিশাল ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল সে। গনগনে আগুনের দিকে কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর নাটকীয় ভঙ্গিতে সবেগে ঘুরল আবার। 'আমাদের এই স্বস্তিকার অর্থ কি আপনার জানা আছে, মি. রানা?' কর্কশস্বরে জানতে চাইল সে।

থারমল হেজের পিছনে আগুন জ্বলছে, তার কাঠামোর কিনারাগুলো লাল দেখাল। জবাবের অপেক্ষায় না থেকে আবার মুখ খুলল সে, 'স্বস্তিকা হল সূর্য, আলো এবং জীবনের প্রতীক–বিভিন্ন জাতি হাজার হাজার বছর ধরে এই একই অর্থে ব্যবহার করে আসছে ওটাকে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন ওটা সৌভাগ্যের প্রতীক বা মঙ্গলচিহ্ন, দশ হাজার নৈতিক গুণ ও শক্তির সমষ্টি। থিউলিস্টদের জন্যে-হিটলারের জন্যেও-স্বস্তিকা হল আমাদের নিজেদেরই গুপ্ত ও রহস্যময় প্রাচীন ইতিহাসের সাথে প্রতীকধর্মী সংযোগ। তখনকার আমরা এখনকার মত ছিলাম না, তবে এনার্জি প্যাটার্ন সমূহের অস্তিত্ব হারানো দ্বীপ থিউলে ছিল। স্বর্গীয় ছায়া, মি. রানা। কিংবা ওগুলোকে আপনি ভূত বা আত্মাও বলতে পারেন।'

আবার শিউরে উঠল রানা। কামরার তাপমাত্রা আরও যেন নেমে গেছে। নাকি গোটা ব্যাপারটাই ওর কল্পনা? তারপর, হঠাৎ, প্রায় আঁতকে উঠে উপলব্ধি করল ও, একনাগাড়ে কথা বলছে হেজ অথচ বৃদ্ধ ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারের চোখ দুটো চুম্বকের মত টানছে ওকে। বারবার সেদিকে তাকাতে হচ্ছে, মনের জোর খাটিয়ে চেষ্টা না করলে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। ভয় হল, লোকটা কি ওকে সম্মোহিত করে ফেলছে?

'সংকেত, প্রতীক, শাস্ত্রীয় আচার, এসবই অকালটিস্টরা ব্যবহার করেছে শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে, ঠিক যেমন শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে চার্চে ব্যবহার করা হয়েছে ইউকারিস্ট ও ম্যাস। সেই ক্ষমতা বা শক্তি ভাল কাজে ব্যবহার করা হবে নাকি মন্দ কাজে, নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর। চিন্তা করে দেখুন, ক্যাথলিক চার্চগুলো জিনিসটার কি রকম অপব্যবহার করেছে, ঈশ্বরের নামে অপরাধ করতে তাদের বাধেনি। তবে একথা ঠিক যে অশুভ শক্তি আকৃষ্ট করার সরাসরি পদ্ধতি সত্যি একটা আছে, এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় হিটলার যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে ছিলেন বলে তাঁর জানা ছিল ক্রিশ্চিয়ান মঙ্গল মানেই অমঙ্গল, ক্রিশ্চিয়ান অমঙ্গল মানেই মঙ্গল! নীৎসের দর্শন পড়া ছিল তাঁর, ওই দর্শন পড়েই ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হন তিনি। নীৎসের আসল বক্তব্যটা জানেন তো? তাঁর মতে ঈশ্বর মারা গেছেন।

'যা বলছিলাম। হিটলার ওইসব অশুভ শক্তি অর্জনের চেষ্টা করলেন। এই কাজে তিনি এদের মত জ্ঞানী ব্যক্তির দর্শন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করেছেন–ডিয়েট্রিচ একহার্ট, থিউল সোসাইটির প্রচারবিদ, আত্মনিবেদিত শয়তান উপাসক; কার্ল হাসহোফার, বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোলজার, পরে যিনি হেসকে ইংল্যাণ্ডে পালাতে রাজি করিয়েছিলেন; হাইলশার, অসংখ্য নাৎসীর আধ্যাত্মিক গুরু। এমনকি

ওয়াগনারও হিটলারের আধ্যাত্মিক সাধনায় ভূমিকা রাখেন। হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলিন-এর মত ইংরেজও শয়তানের ভক্ত ছিলেন, তাঁর "ফাউণ্ডেশন অভ দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি" বইটি ভূতেরাই তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়—ওটা ছিল থার্ড রাইখ-এর প্রেরণা। নীৎসের কথা উঠে পড়ে—তিনি ঘোষণা করেছিলেন এলিট অভ দ্য রেস, সুপারম্যান তৈরির সঠিক সময় উপস্থিত হয়েছে। হিটলারের আদর্শকে পরিণত রূপ দিতে এরা সবাই তাঁকে সাহায্য করেন। তবে অশুভ শক্তি অর্জনের পদ্ধতি ও চর্চাটা তাঁকে শেখায় ম্যাজিশিয়ানরা—আমরা, থিউলিস্টরা। এই অশুভ শক্তির বলেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছিলেন তিনি।

'চর্চা বা অনুশীলনের একটা পাঠ ছিল, ম্যাজিক সিম্বল উল্টো করে দেয়া। অশুভ শক্তি আকৃষ্ট করার জন্যে হোলি ম্যাসকে যেমন উল্টো করে ব্ল্যাক ম্যাস করা হয়-শয়তান উপাসকদের শাস্ত্রীয় মতে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিবস্ত্র একজন প্রিস্ট, প্রস্তুতি হিসেবে উপবাসের বদলে আয়োজন করা হয় রাজকীয় খানাপিনার, বিসর্জন দেয়া হয় কৌমার্য ও সততা, প্রশ্রয় দেয়া হয় লোভ ও লালসাকে, বেদি হিসেবে ব্যবহার করা হয় নগ্ন নারীদেহ, ভাল হয় কোনও বেশ্যা পাওয়া গেলে, যীশুর মূর্তি উল্টো করে ভাঙা হয়, এবং যীশুখ্রিস্টের নৈশ ভোজোৎসব থেকে পাওয়া রুটির টুকরো যা কিনা এতকাল পর ওলকপির শিকড়ের মত দেখতে হয়েছে, ঢুকিয়ে দেয়া হয় পতিতার যোনিতে। এভাবে ম্যাজিক সিম্বলগুলোও উল্টো করে দেয়া হয়। স্বস্তিকা, সোলার সিম্বল হিসেবে, পাওয়ার অভ লাইটকে আকৃষ্ট করার জন্যে ঘড়ির কাঁটার মত ঘোরে, বোঝা যায় ঝুঁকে থাকা বাহুগুলো দেখে। হিটলার নির্দেশ দেন, তাঁর স্বস্তিকা উল্টো হবে, ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে—পাওয়ার অভ ডার্কনেসকে আকৃষ্ট করার জন্যে। এর ফলাফল বিশ্ববাসী নিজেদের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছে। ধূমকেতুর মত উদিত হন হিটলার, ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন!'

থারমল হেজ কথা বলছে নিচুস্বরে, তার খসখসে উচ্চারণে মন্ত্র আওড়ানোর একটা ভাব রয়েছে, মুগ্ধ হয়ে শুনছে সবাই। মেজর কালভিনকে কাবু করা যায় কিনা ভাবল রানা। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, ঘাড়ের ওপর আগ্নেয়াস্ত্রের চাপটা মুহূর্তের জন্যেও শিথিল হয়নি। না, বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। ওয়াকি স্পিলম্যানের দিকে তাকাল ও। মরিয়া, বেপরোয়া একটা ভাব ফুটে রয়েছে ভদ্রলোকের চেহারায়। 'কিন্তু, আমার জানামর্তে,' বলল রানা। 'হিটলার সমস্ত অকাল্ট সোসাইটি বা ব্ল্যাক ম্যাজিক বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। বিশেষ করে পার্টির লোকদের এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে মানা করেছিলেন।'

সবাই হকচকিয়ে এমনভাবে রানার দিকে তাকাল, ও যেন হঠাৎ তাদের ঘুম ও স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। আগুনের কাছ থেকে রানার দিকে হেঁটে আসার সময় চাপাস্বরে হেসে উঠল থারমল হেজ, পা ফেলছে ধীরে ধীরে। রানার সামনে থামল সে, হাত দুটো এখনও জ্যাকেটের পকেটে। আচমকা একটা হাত বেরিয়ে এসে সাপের মত ছোবল মারল, রানার মাথায়, মুঠোর ভেতর চুল ধরে মাথাটা ঠেলে দিল পিছন দিকে, তারপর ঝুঁকল ওর ওপর, ফলে দুটো মুখের মাঝখানে ফাঁক থাকল মাত্র কয়েক ইঞ্চি। 'তিনি আমাদের বাতিল করেননি, মি. রানা।' হিস হিস করে বলল সে। 'শেষ দিকে, আমরাই বাতিল করি তাঁকে।' রানার চুল ছেড়ে দিয়ে সিধে হল সে,

তারপর ঠাস করে চড় মারল। স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়তে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু তার আগেই ওর গলাটা একহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মেজর কালভিন, অস্ত্রটা মাংসের ভেতর ডেবে গেল আরও।

'নিজের শুধু ক্ষতিই করা হবে, রানা,' সাবধান করল মেজর কালভিন। 'ভাল চাও তো চুপচাপ বসে থাক।'

পেশী ঢিল করে দিল রানা, গলা থেকে সরে গেল হাতটা। ঠোঁট টিপে হাসল থারমল হেজ, ঘুরে দাঁড়াল। আবার আগুনের সামনে চলে এল সে। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের গোপন সংগঠনগুলো জার্মান অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করছিল। বার্লিনের তখনকার রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করি আমরা, থিউলিস্টরা। কারণ ইহুদি, স্লাভ ও মার্ক্সিস্টদের মত নর্দমার কীটগুলোকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল ওরা। নিচু জাতের এই লোকগুলো কৌশলে দখল করে নিচ্ছিল শিল্প ও ব্যবসা, গোটা অর্থনীতি তাদের হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছিল, খাঁটি জার্মানরা হয়ে পড়ছিল কোণঠাসা। তখন জার্মানীতে যে পরিবেশ বিরাজ করছিল তার সাথে এখনকার ইউরোপ ও আমেরিকার পরিবেশ মিলে যায়—আপনি আমার সাথে একমত, মি. রানা?'

উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে থাকল থারমল হেজ।

রানা কথা বলল না।

অকস্মাৎ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল থারমল হেজ, 'আপনি একমত?'

'দুঃখিত, আমি কোনও মিল দেখতে পাচ্ছি না,' শান্তস্বরে বলল রানা।

'পাচ্ছেন না? কোনও মিল দেখতে পাচ্ছেন না? আপনার তাহলে ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচিত সরকার দেশ চালাচ্ছে? ব্রিটেনে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী পার্লামেন্ট? ভুল, মি. রানা, মারাত্মক ভুল! আমেরিকান অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ইহুদিরা। ওখানকার ব্যাংক আর বীমা ব্যবসা চলে যাচ্ছে আরবদের হাতে। ব্রিটেনে, ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে, এই একই অবস্থা। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ঘটছে, তাই সহজে চোখে পড়ে না: নিচু জাতের লোকেরা দখল করে নিচ্ছে সব। শুধু ইউরোপ ও আমেরিকাতেই বা বলি কেন দুনিয়ার সবখানে এই একই ব্যাপার ঘটছে—আর্যদের পিছনে ফেলে উঠে যাচ্ছে অনার্যরা। সেদিন জার্মানীতে এরিয়ানদের জন্যে একজন নেতার দরকার ছিল, ঠিক যেমন আজও এরিয়ানদের জন্যে একজন নেতার দরকার। হিটলার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন, তিনি জানতেন আমরা তাঁকে ওই নেতার পদটি পাইয়ে দিয়ে সাহায্য করতে পারব। আগেই আমরা একটা পরিবেশ তৈরি করি, মানুষ যাতে ইহুদি ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আমরা থিউলিস্টরা এবং জার্মান অর্ডার ওয়ালফ্যাটার-এর সদস্যরা নিজেদের পার্টির ভেতরই আরেকটা দল গড়ে তুলি—ডয়েশ আরবাইটারপারটেই। পরে এটাই ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি নামে পরিচিতি পায়। অর্থাৎ নাৎসী পার্টি।'

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে থামল হেজ। রানা আশা করল শ্রোতারা হাততালি দেবে। কিন্তু না, কেউ একচুল নড়ল না পর্যন্ত। বৃদ্ধ ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারের দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না রানা। অটারম্যান ও সিন্থিয়ার চোখে পলক পড়ছে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেজের দিকে।

'হিটলার তখন সেনাবাহিনীতে মাত্র ঢুকেছেন। কমাণ্ডিং অফিসাররা রাজনৈতিক শিক্ষার একটা কোর্সের জন্যে বাছাই করল তাঁকে। অনেকগুলো মীটিঙে অংশগ্রহণ করতে হল তাঁকে, আমাদের মীটিঙেও থাকতে হল। আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে খুব বেশি সময় নেননি তিনি। আমাদের দলে নাম লেখাবার ফলেই একার্ট-এর মত ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে টিউটনিক মিসটিসিজম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। আমাদের সাথে থাকার ফলেই তিনি তাঁর গন্তব্য ও নিয়তির সন্ধান পেলেন।

'কয়েক বছরের কঠিন সংগ্রামের পর, প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়ে শত্রুদের পরাজিত করলাম আমরা। উনিশ শো তেত্রিশ সালে জার্মানীর চ্যান্সেলর করা হল হিটলারকে–থিউলিস্টদের জন্যে স্মরণীয় একটি দিন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, হিটলারের জন্যে দিনটি ছিল অশুভ–আমাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হলেন তিনি। চ্যান্সেলর হবার পর আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। অকাল্ট সাধনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমরা, অন্তত প্রকাশ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। বাইরে থেকে দেখে মনে হল সব রকম ব্ল্যাক ম্যাজিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা বাতিল ঘোষণা করেছেন তিনি, যদিও আসলে তিনি শক্তির নতুন একটা উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। একটা সিম্বল, একটা অসীম শক্তিশালী অস্ত্র। এই অস্ত্র অতীতে যার হাতে পড়েছে তিনিই হতে পেরেছেন বিজয়ী বীর। অস্ত্রটা হস্তগত করার জন্যে একটা প্ল্যান তৈরি করলেন হিটলার।

'কাজেই, আপনি বুঝতে পারছেন, মি. রানা, অকাল্টইজম বাতিল করেননি হিটলার। আমি জানি আমার এ-সব কথাকে ঐতিহাসিকরা সস্তা ফ্যান্টাসী বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু অকাল্ট সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ওপর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল হিটলারের, এর পক্ষে যে লক্ষণ ও প্রমাণগুলো রয়েছে সেগুলো কি তারা ব্যাখ্যা করতে পারবে? রাশিয়ানরা বার্লিন দখল করার পর তিব্বতীয় সন্ন্যাসীদের এক হাজার লাশ দেখতে পায়, সবার পরনে ছিল নাৎসী ইউনিফর্ম–তবে ইনসিগনিয়া ছাড়া। সবাই তাঁরা আত্মহত্যা করেছিলেন। হিটলার কেন তাঁদেরকে নিজের সেনাবাহিনীতে নেবেন, কেনই বা তাঁরা স্বেচ্ছায় এভাবে প্রাণ বিসর্জন দেবেন? কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিচু জাতের লোকদের ওপর উদ্ভট ধরনের এক্সপেরিমেন্ট কেন চালানো হল? জ্যান্ত মানুষকে ডিপফ্রিজে ভরে বরফে পরিণত করা হল শুধু শুধু? গ্যাস আভন থেকে পোড়া মানুষের ছাই বের করে ছড়িয়ে দেয়া হল গোটা দেশের মাটিতে–অকারণে? মিত্র পক্ষ জার্মানীতে খুঁজে পেল হাজার হাজার মানুষের খুলি–স্রেফ হত্যার নেশায় তাদেরকে খুন করা হয়েছে? ভি/টু রকেটের এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন হিটলার, জার্মানীকে যুদ্ধে জেতায় সাহায্য করত ওটা। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বর্গীয় একটা কাঠামো দুনিয়াটাকে ঘিরে রেখেছে, রকেট ব্যবহার করা হলে সেই কাঠামোর ক্ষতি করা হবে। এ-সব কি, অকাল্টইজম বাতিল করেছে, এমন একজন লোকের আচরণ বলে মনে হয়? নাৎসী অকাল্ট ব্যুরো নামে একটা দফতরও ছিল হিটলারের, সেটার তৎপরতা মোকাবিলা করার জন্যে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স একটা আলাদা অকাল্ট ডিপার্টমেন্টকে দায়িত্ব দেয়। এসব বাস্তব তথ্য, উড়িয়ে দেবেন কিভাবে?'

হেজের পিছনে আগুন, ছায়ায় রয়েছে বলে মুখটা দেখা যাচ্ছে না, তবে রানা

অনুভব করছে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। 'আপনি বললেন হিটলার শক্তির একটা উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। এক ধরনের সিম্বল।' বব পার্লম্যান প্রাচীন একটা বর্শার কথা বলেছিল, মনে পড়ে গেছে রানার। 'আপনি কি হাইলিজি ল্যান্স-এর কথা বলতে চাইছেন?'

'হোয়াই ইয়েস, মি. রানা।' থারমল হেজের হাসির মধ্যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষা মেশানো তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। 'বিশ্বাস করা হয় ক্রুশে বিদ্ধ করে যীশুকে ঝুলানোর পর এই বর্শাটা তাঁর পাঁজরে গাঁথা হয়েছিল। দ্য স্পিয়ার অভ লংগিনাস দ্য সেঞ্চুরিয়ান।'

'হিটলার ওটা পেয়েছিলেন?'

'হিটলার জানতেন ভিয়েনার হফবার্গ মিউজিয়ামে আছে ওটা। জানতে পারেন ক্ষমতায় আসার অনেক আগেই, শহরে যখন প্রায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বর্শাটার ইতিহাস জানার জন্যে রীতিমত গবেষণা চালান তিনি। সেই অল্প বয়েসেও জার্মান জাতির অতীত গৌরব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন হিটলার। তাঁর মাথায় অন্যান্য যুদ্ধের কথাও ছিল, যে-সব যুদ্ধ অন্য এক ডাইমেনশন-এ সংঘটিত হয়েছে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে–মিস্টিক্যাল ওঅরস বিটুইন দ্য ফোর্সেস অভ গড অ্যাণ্ড দ্য ফোর্সেস অভ দ্য ডেভিল।

'রিচার্ড ওয়াগনার তাঁর অনেক কালজয়ী লেখাতেই এই সব সংঘর্ষের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। হিটলার বিশ্বাস করতেন, ওয়াগনার জার্মান জাতির সত্যিকার প্রফেট। পার্সিফাল-এর নাম শুনেছেন, মি. রানা? ওয়াগনারের সর্বশেষ এবং উৎকৃষ্টতম অপেরা। এই অপেরাতেই হোলি গ্রেইল-এর আসল তাৎপর্য আবিষ্কার করেন হিটলার। শত শত বছর ধরে রাজারা, সম্রাটরা, অত্যাচারী শাসকরা এই পবিত্র বর্শার খোঁজে কি না করেছেন, কোথায় না লোক পাঠিয়েছেন! বর্শার ক্ষমতা ও গোপন রহস্য তাঁরা জানতেন। এই বর্শার দ্বারাই যীশুর রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল। হাইলিজি ল্যান্স আসলে স্বর্গীয় ক্ষমতা হাতে পাবার একটা মাধ্যম। স্বর্গীয় অথবা নারকীয়, যার হাতে ওটা থাকবে তার ইচ্ছানুসারে। ইতিহাস ও মিস্টিসিজম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা থাকায় হিটলার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পার্থিব ও পারলৌকিক জগতের মাঝখানে একটা সংযোগ আছে, সেই সংযোগ কি এবং কোনখানে তা জানেন বলে বিশ্বাস করতেন। সেই সংযোগটা হল, বস্তুগত অর্থে, হাইলিজি ল্যান্স। হিটলার প্রতিজ্ঞা করেন, একদিন না একদিন ওটা তিনি হস্তগত করবেনই। এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সত্যি সত্যি একদিন তিনি অস্ট্রিয়া দখল করে নেন!

'চার্চিল স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছিলেন, সত্যি ঘটনাগুলো পাবলিকের কাছে গোপন রাখতে হবে। নুরেমবার্গ ট্রায়াল-এ এমন কি ব্যাখ্যা দেয়ারও চেষ্টা হয়নি এ-ধরনের "বর্বরতা ও নৃশংসতা" কেন সংঘটিত হল। দুনিয়ার মানুষ এমনিতেই আতঙ্কিত ছিল, সিদ্ধান্ত নেয়া হল তাদেরকে অলৌকিক বা ভৌতিক শক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু না জানানোই ভাল। জ্বী-না, মি. রানা, ফুয়েরার তাঁর বিশ্বাস হারাননি। অকাল্ট সাধনার ওপর তাঁর বিশ্বাস আরও বরং পোক্ত হয়েছিল। অকাল্ট সাধনা তিনি নিষিদ্ধ

করেন, কারণ চাননি তিনি ছাড়া আর কেউ এই ক্ষমতার অধিকারী হোক, চাননি তাঁর নিজের অকাল্ট পাওয়ার হুমকির সম্মুখীন হোক। তবে থিউল গ্রুপ বসে থাকেনি। এরইমধ্যে এসএস-এর একটা উপাদান হয়ে উঠেছিলাম আমরা, সেজন্যে ধন্যবাদ জানাই অপর এক ব্যক্তিত্বকে। তাঁর প্রিয় দেশের সাথে হিটলার বেঈমানী করলেও, হাল ছেড়ে দিতে রাজি হননি সেই ব্যক্তি। বুঝতে পারছেন, মি. রানা, কার কথা বলছি আমি?'

'নিশ্চয়ই নামকরা কোনও ভূত হবে!' রানার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি।

হয় রানার কথা শুনতে পায়নি থারমল হেজ, নয়ত না শোনার ভান করল। 'আমি রাইখসফুয়েরার হেনেরিক হিমলারের কথা বলছি।'

এবার শব্দ করে হেসে উঠল রানা। যদিও থারমল হেজের গাম্ভীর্যে সামান্যতম চিড় ধরল না তাতে। হাতের দুই তালু এক করে বুকের সামনে ধরে রেখেছে সে, যেন প্রার্থনা করছে।

'বর্শাটার ক্ষমতা সম্পর্কে জানতেন হিমলার। ওটা তিনি ভিয়েনা থেকে এনে নিজের কাছে, ওয়েওয়েলসবার্গে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিটলার অনুমতি দেননি।'

'কেন, অনুমতি দেননি কেন?'

'অনুমতি দেননি, কারণ ওটাকে নিয়ে অন্য রকম প্ল্যান ছিল তাঁর। তিনি চাইছিলেন, হফবার্গ ট্রেজার হাউজের সমস্ত মালামাল সরিয়ে আনা হবে আইনসম্মতভাবে, গোপনে নয়। ঠিক হয় ওগুলো নিয়ে এসে রাখা হবে নুরেমবার্গের সেন্ট ক্যাথারিন চার্চে—সবকিছুর সাথে বর্শাটাও থাকবে ওখানে, যতদিন গোটা দুনিয়ার শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে না আসে। কিন্তু ব্যর্থ হলেন হিটলার, কারণ তিনি হিমলারকে অবজ্ঞা করেন!'

থামল হেজ, বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে, যেন শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। তার মুখ থেকে বাষ্প বেরুতে দেখে রানার মনে হল কামরার তাপমাত্রা আরও নেমে গেছে। হেজের পিছনে গর্জন করছে আগুন, যদিও আগুনে কোনও তাপ আছে বলে বিশ্বাস হয় না। আগুনটার আঁচ থাকলে ফায়ারপ্লেসের অত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না লোকটা।

রানার দিকে আবার এগিয়ে এল হেজ। হাত দুটো আগের মতই জ্যাকেটের পকেটে। রানার সামনে এসে ঝুঁকল সে। 'তবে অতীতের কথা থাক, মি. রানা,' বলল সে। 'আসুন, এবার আমরা বর্তমান নিয়ে মাথা ঘামাই। দেখতেই পাচ্ছেন...,' ওয়াকি স্পিলম্যান ও ইমালিনের দিকে ইঙ্গিত করল। '...ওরা আর আপনার কোনও কাজে আসবে না। তবে আপনার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাই আমরা, জানতে চাই আমাদের অর্গানাইজেশনকে ধ্বংস করার জন্যে আপনার দুর্বল প্ল্যানগুলো সম্পর্কে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আপনার বন্ধুরা যথেষ্ট মুখর নয়। ভাবছি আপনার অপর বন্ধুটি ভাল কথা বলতে জানে কিনা।'

'আমার অপর বন্ধু?' তীক্ষ্নস্বরে জানতে চাইল রানা। 'কার কথা বলছেন? অ্যারন সিমকিন? আপনি তাকে...'

'না, মি রানা।' রানার মুখের ওপর হাসল থারমল হেজ। 'আমি আপনার

সহকারিণী সিলভিয়া ক্লার্কের কথা বলছি!'

'সিলভিয়া? না, আপনার ভুল হয়েছে। সে আমার সহকারিণী হতে যাবে কেন!'

'নয়?' কাঁধ ঝাঁকাল থারমল হেজ। 'স্বীকার করছি, তার কাভারটা নিখুঁত, অন্তত আমি কোনও ফাঁক খুঁজে পাইনি। আসলেও আমার স্ত্রীর আত্মীয় সে, যদিও অনেক দূরের। তবে এ-কথাও আমি জানি যে রানা এজেন্সির কাজে কোনও খুঁত থাকে না। সে যে আপনারই এজেন্ট, এ-ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

'মাথা খারাপ হলে মানুষ অনেক রকম ভুল ধারণাই পোষণ করে!'

'আর যার কথা বললেন,' হেজ যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি, বলে চলেছে, 'অ্যারন সিমকিন, সে-ও আপনার কোনও উপকারে লাগবে বলে মনে হয় না। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে, আমার ওয়েওয়েলসবার্গে যাওয়াটাই তার কাল হয়েছিল...'

'সিমকিন বেঁচে আছে?'

'প্রায়।' হিংস্র হাসি দেখা গেল হেজের মুখে।

'তাকে আপনি টরচার করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি। মেরে ফেললে তার কষ্টের লাঘব হত, তাই বাঁচিয়ে রেখেছি। সে ইহুদি, নির্যাতন তার প্রাপ্য।'

'কিন্তু আপনি উন্মাদ, পাগলাগারদে ভরে রাখা উচিত, তা জানেন কি?'

'আমি একটা প্রতিভা, আর প্রতিভাবান মাত্রেই খানিকটা খেপাটে স্বভাবের হয়। তবে সাধারণ প্রতিভার সাথে আমার পার্থক্য আছে—আমি ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়। শুধু বিশ্বাস করি বললে ভুল হবে, কারণ আমি সে-ক্ষমতা অর্জন করেছি। সময় হলে তার প্রমাণ পাবেন।'

'প্রলাপ আর কত শোনা যায়, এবার দয়া করে থামুন। শুধু বলুন, এই যে অন্যায় অত্যাচার করছেন মানুষের ওপর, আইনকে আপনি ভয় করেন না?'

'নেতারা আইনকে ভয় করে, শুনেছেন কখনও? আর্যদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি, আইন আমিই তৈরি করব। সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন আমাদের তৈরি আইনে গোটা দুনিয়া শাসিত হবে...'

তোর মাথা কামিয়ে ঘোল ঢালা হবে রে শালা, ভাবল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল, 'সিলভিয়াকে সত্যি আপনি ধরে এনেছেন?'

'অবশ্যই।'

'কেন?'

'তাকে আমরা আপনার এজেন্ট বলে সন্দেহ করি।'

'কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, সিলভিয়ার সাথে রানা এজেন্সির কোনও সম্পর্ক নেই। সে আসলেও একজন জার্নালিস্ট।'

'বিশ্বাস করি না। হয় সে রানা এজেন্সির এজেন্ট, নয় তো পীস ফর অল-এর।'

'আর আমাকে? আমাকে কেন আটকে রেখেছেন আপনারা?'

উত্তর দেয়ার আগে চট করে বৃদ্ধ ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারের দিকে একবার তাকাল থারমল হেজ। 'আপনাকে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে দরকার আছে আমাদের। সময় হলে জানতে পারবেন। ভাল কথা, আপনি হয়ত জেনে খুশি হবেন যে আমাদের

একটা তালিকায় আপনার নামটা ছিল সবার ওপরে।'

'কিসের তালিকা?'

'শত্রুর।'

'আপনার সাথে আমার পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, শত্রু হলাম কিভাবে?'

'ইহুদি মাত্রই আমাদের শত্রু। মুসলমান মাত্রই আমাদের শত্রু।'

'কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে থেকে তালিকায় তোলার জন্যে আমার নামটা মনে পড়ল কেন?'

'কোটি কোটি মুসলমান আমার ক্ষতি করতে পারবে না। যারা ক্ষতি করতে আসতে পারে বলে ধারণা করেছি তাদের মধ্যে আপনি অন্যতম, তালিকায় স্থান পাবার সেটাই কারণ। আগেই ধারণা করেছিলাম, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার জন্যে আপনার সাহায্য চাইবে।'

'বেশ, তালিকায় স্থান পেয়ে গর্ব বোধ করছি। কিন্তু তারপর?'

'তারপর কি, সেটা আপনাকে এখুনি বলা যাচ্ছে না।'

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে ছেড়ে দেয়ার কোনও ইচ্ছে আপনার নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনার কি ধরে নেয়া উচিত হচ্ছে, কাউকে কিছু না জানিয়ে হুট করে এখানে চলে এসেছি আমি?'

'ভয় দেখাবেন না, মি. রানা। ভয় পাবার পাত্র আমরা নই। আপনি যদি খোদ প্রধানমন্ত্রীকেও জানিয়ে এসে থাকেন, কিছু আসে যায় না। আমাদের কাজে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই। শুনুন, আমার হাতে সময় আর বেশি নেই। একটা বিশেষ জরুরী কাজে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। আমরা চলে যাবার পর যা কিছু জানার সব আপনার কাছ থেকে জেনে নেবে অটারম্যান। মিস সিলভিয়াকে আপনার অকৃত্রিম ভালবাসা জানাব আমি। তার সাথে কথা বলতে আমার ভাল লাগবে।'

'সিলভিয়া কোথায়, হেজ? তার কোনও ক্ষতি হলে...,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল রানা, কিন্তু পিছন থেকে ওর ঘাড়ে দু'হাতে চাপ দিল মেজর কালভিন। 'ফর গডস সেক, কালভিন, এই উন্মাদটার সাথে তুমি কিভাবে নিজেকে জড়ালে! তুমি না ব্রিটিশ আর্মিতে আছ!'

আবার সাপের মত ছোবল দিল হেজের ডান হাত, ঘাড়ের ওপর সবেগে ঘুরে গেল রানার মাথা, চড় খেয়ে চোখে শর্ষে ফুল দেখল, ঠোঁটের কোণে রক্ত বেরিয়ে এল।

'কথা বলার সময় আরও সাবধান হতে হবে আপনাকে, মি. রানা,' শান্ত স্বরে বলল থারমল হেজ। 'আমি উন্মাদ নই। হিটলার উন্মাদ ছিলেন না। নাৎসীরা কেউ উন্মাদ ছিল না। উন্মাদ যদি কেউ হয় তো ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান শাসকরা। নিচু জাতের লোকজনকে প্রশ্রয় দিয়ে কোথায় তুলে এনেছে দেখুন। ইংল্যাণ্ডের কথাই ধরুন, দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে এর নেতারা...'

'কিন্তু আপনি জার্মানদের প্রতি সহানুভূতিশীল!' ব্যথা ও রাগ দমন করার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে রানা, হিস হিস শব্দ করে বেরিয়ে আসছে কথাগুলো। 'বারবার বলছেন আমরা হিটলারকে সাহায্য করেছি, আমরা থিউলিস্টরা!'

'আমি একজন জার্মান, মি. রানা। হেনরিক হিমলারের বিশ্বস্ত বন্ধু। আপনার

একটা ভুল ধারণা ভেঙে দিই। ব্রিটেনকে কখনোই আমরা শত্রু বলে মনে করিনি। ওদেরকে আমরা মিত্র হিসেবে পাব বলে আশা করেছিলাম।'

'আচ্ছা! নতুন একটা তথ্য বটে!'

'কিন্তু ওরা আমাদেরকে হতাশ করল! আমাদের সাথে শত্রুতা শুরু করল। বিশ্বাস করুন, এমনকি ব্রিটিশ অভিজাত সমাজের প্রশংসা করতাম আমরা, ওদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থনও ছিল, কারণ ওদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নাৎসী দৃষ্টিভঙ্গির অনেক ক্ষেত্রেই হুবহু মিল ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিরোধিতা শুরু করল তারা। মজার ব্যাপার কি জানেন, মি. রানা? ওদের অনেকেই এখন ভুলটা দেখতে পাচ্ছে। শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেরও প্রচুর প্রভাবশালী ব্যক্তি এখন আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছেন।'

'তারমানে দালাল তৈরিতে আপনারা সফল হচ্ছেন,' মন্তব্য করল রানা।

'অর্থাৎ, নিচু জাতের লোকজনের হাতে ক্ষমতা চলে আসায় ভুগতে হচ্ছে তাদের। তবে আশার কথা হল, এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি।'

'কোন্ কাজে দেরি হয়ে যায়নি?'

'প্রতি-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই আছে, মি. রানা। ক্ষমতাধর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আমাদের সাহায্য করছেন। ব্যাপারটা প্রথমদিকে ধীরে ধীরে ঘটবে। ছোট বড় কিছু ঘটনা ঘটিয়ে শুরু করব আমরা, প্রতি-বিপ্লব গতি লাভ করবে। প্রথম বড় আঘাতটা হানব আমরা আগামীকাল। সেজন্যেই আপনাকে অটারম্যানের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাদের। বন্দীদের মুখ থেকে কথা আদায় করতে ভালবাসে ও। আপনার সহকারিণী তমা চৌধুরীর সাথে কথা বলে সে নাকি দারুণ আনন্দ পেয়েছে।'

কাঁধে মেজর কালভিনের হাত, ঘাড়ের ওপর অস্ত্রের চাপ, কিছুই গ্রাহ্য করল না রানা। ওর হাত বিদ্যুৎবেগে সামনে বাড়ল। থারমল হেজের গলাটা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল ও, প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাকুল ইচ্ছাটা ওর সমগ্র অস্তিত্বে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, খানিক আগের ভয় বা আশঙ্কা কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। খুলিতে সবেগে ঘষা খেল ধাতব অস্ত্রটা, ঝাঁকি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে গেল মাথা, তবু আর্মস ডিলারকে ছাড়ল না রানা, গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে তাকে। রানার কব্জির চারদিকে লোহার আঙটার মত এঁটে বসল হেজের আঙুলগুলো, টান দিয়ে হাত দুটো গলা থেকে নামাতে চাইছে। হেজের মুঠোয় অবিশ্বাস্য জোর, কিন্তু রানার আক্রোশ আরও জোরাল। খুলির ওপর আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বিতীয় বাড়িটা লাগতে হাতের জোর কমে গেল রানার। অরক্ষিত মাথায় আরও কয়েকটা বাড়ি খেল ও। হাঁটু ভেঙে ধীরে ধীরে নিচু হল শরীরটা, প্রতিপক্ষকে আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল। ওর বুকে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল হেজ, মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল রানা। পড়ার সাথে সাথে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, মাথাটা ঘুরছে, ঝাপসা দেখছে চোখে। শুধু বসতে পারল রানা, মেঝেতে দু'হাতের তালু ঠেকিয়ে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, সিধে হবার শক্তি নেই। দু'পা এগিয়ে এসে ওর পাঁজরে লাথি মারল মেজর কালভিন। ছিটকে পড়ল শরীরটা, গড়াতে গড়াতে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে থামল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে সচেতন থাকার চেষ্টা করল রানা। চোখ দুটো

খুলল।

কামরাটা ঘুরছে, সব কিছু ঝাপসা। তারপর, ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল লোলচর্মসর্বস্ব একটা মুখ–বৃদ্ধ ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারের প্রাচীন অবয়ব। কোটরের গভীর থেকে তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো যেন বিদ্ধ করছে রানাকে। ফিসফিস করে কি যেন বলছে লোকটা। মন্ত্র আওড়াচ্ছে নাকি? শিউরে উঠল রানা, শরীরটা হিম হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাল ও। কাত হয়ে আছে কামরা, ঘুরছে, তা সত্ত্বেও দেখতে পেল, চিৎকারটা ওয়াকি স্পিলম্যানের গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। রশির বাঁধনগুলো ছেঁড়ার জন্যে উন্মত্তের মত টানাটানি করছেন তিনি, ঘন ঘন লাফাচ্ছে চেয়ারটা। হাতলের সাথে বাঁধা একটা হাতের তর্জনী থারমল হেজের দিকে তাক করা। তাঁর চেহারা দেখে মনে হল, থারমল হেজকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে চান।

'ইউ বাস্টার্ড!' বিরতিহীন চিৎকার করছেন ওয়াকি স্পিলম্যান। 'ইউ গেস্টাপো বাস্টার্ড! তোমাদের শিক্ষা হয়নি, আজও তোমরা পিশাচ রয়ে গেছ। খুনীর দল। ক্রিমিনাল!'

গোটা ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটতে দেখল রানা। ধীরে ধীরে নিভে আসছে সব আলো। দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, সচেতনতা হারিয়ে ফেলছে। দেখল ভেতরের পকেট থেকে কি যেন একটা বের করল অটারম্যান। আগুনের আভা লেগে লালচে ঝিলিক খেলে গেল তার হাতে ধরা জিনিসটায়। যা কিছু দেখছে সবই ঝাপসা। মনে হল, এক সেকেণ্ড পর আর কিছু দেখতে পাবে না। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল থারমল হেজ, যেন অনুমতি দিল অটারম্যানকে। কে যেন, ঠিক চিনতে পারল না রানা, ওয়াকি স্পিলম্যানের চুল ধরে মাথাটা পিছন দিকে কাত করল। অটারম্যানকে সামনে বাড়তে দেখল রানা। তার হাতের জিনিসটা এবার চিনতে পারল ও। একটা লম্বা ছুরি। ওয়াকি স্পিলম্যানের নগ্ন গলায় ছুরির ফলাটা ঠেকাল অটারম্যান।

অবিশ্বাস্য ধীরগতিতে ঘটছে ঘটনাটা। অলসভঙ্গিতে ওয়াকি স্পিলম্যানের গলায় ছুরি চালাল অটারম্যান। প্রথমে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর হড় হড় করে। ওয়াকি স্পিলম্যানের শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। পরমুহূর্তে খিঁচুনি শুরু হল। রক্তাক্ত ছুরি হাতে ধীরে ধীরে সিধে হল অটারম্যান, চোখ দুটো জ্বলছে, ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি। ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল সে। তারপর থারমল হেজের দিকে তাকাল, যেন অনুমতি চাইছে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল রানা। তারপর জ্ঞান হারাল।

দশ

'দেখুন, দেখুন! একটা হেলিকপ্টার!' চাপা গলায় বলল রতন, টমাস হুকের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাস।

'আরে, তাই তো!'

উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে ফিরে মাথাটা নিচু করল রতন। গাছপালার মগডাল ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে হেলিকপ্টার, ওটার টেইল-লাইট পরিষ্কার দেখতে পেল সে। 'যদিও অনেক দূরে মনে হচ্ছে, তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি এই বাড়ি থেকেই উঠল!'

চোখ কুঁচকে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল টমাস। 'ওটা বোধহয় থা ল হেজের প্রাইভেট হেলিকপ্টার। কোথায় যাচ্ছে লোকটা কে জানে!'

'হেলিকপ্টারে সে না-ও থাকতে পারে,' বলল রতন। 'অন্ধকারে ভাল দেখতে পাচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে যথেষ্ট বড়—চার-পাঁচজন বসতে পারবে। আপনার কি মনে হয়, মাসুদ ভাই আছেন ওটায়?'

'কি করে বলি! ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। এবার কিছু একটা করা দরকার আমাদের।'

'কি?' সাথে সাথে জানতে চাইল রতন। চুপচাপ বসে না থেকে একটা কিছু করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। ইতিমধ্যে টমাসের অনুমতি নিয়ে গোটা বাড়িটা একবার চক্কর দিয়ে এসেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে তার। উঁচু পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া, ভেতরে ঢোকার পথ বলতে সামনের দিকে এই একটাই গেট, হতাশ হয়ে ফিরে এসে টমাসকে রিপোর্ট করেছে সে। টমাস কিছু বলছে না দেখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'গেটের সামনে গিয়ে দারোয়ানকে ডাকব? জিজ্ঞেস করব ভেতরে কি ঘটছে? বলব, মি. মাসুদ রানাকে ডেকে দাও, আমরা তার সাথে দেখা করতে চাই? নাকি থানায় গিয়ে পুলিস আনব?'

'পুলিস আনবে? কেন? মি. রানা বিপদে পড়েছেন কি না, এখনও আমরা তা জানি না। আমরা জানি আর্মস ডিলার লোকটার সাথে ব্যবসায়িক আলোচনা করার জন্যে ভেতরে ঢুকেছেন তিনি। বেরুতে দেরি করছেন...কিন্তু শুধু সেজন্যে পুলিস ডাকা চলে না। ওরা আমাদের ছাগল ভাববে।'

'তাহলে? কি করব আমরা?'

'আমিও বুঝতে পারছি না কি করা উচিত। কিছু করার আগে, এস, গেটের আরও কাছে যাই—সরাসরি ওটার সামনে দাঁড়ালে ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাব...'

'চুপ!' অন্ধকারে টমাসের একটা হাত আঁকড়ে ধরল রতন। 'কিছু একটা ঘটছে! দেখুন, হেডলাইট!'

বাড়ির ভেতর থেকে গেটের দিকে ছুটে আসছে একটা গাড়ি, জোড়া হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ল গেট ও গেটের উল্টোদিকের ঘন জঙ্গলে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল আলোটা, সম্ভবত গেট খোলার অপেক্ষায় রয়েছে ড্রাইভার। গার্ড-পোস্টের ভেতর থেকে জোড়া কুকুর নিয়ে বেরিয়ে এল ইউনিফর্ম পরা একজন লোক, খুলে দিল গেট। আবার সচল হল হেডলাইটের আলো, টমাস ও রতনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল ওটা, গেট থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল পশ্চিম দিকে। ওদের দিকে পুরোপুরি পিছন ফেরার আগে কাঠামোটা দেখতে পেল ওরা। প্রাইভেট কার নয়, ট্রাক। রাস্তা ধরে সোজা ছুটে গেল ওটা, পিছনের লাল আলো অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁকের কাছে। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারের যান্ত্রিক গুঞ্জনও মিলিয়ে গেছে দূরে।

'সদলবলে পলায়ন নয় তো?' বিড়বিড় করল টমাস হুক।
'কি বললেন?'
'কিছু না। এস, আরও একটু কাছে গিয়ে দাঁড়াই।'
কর্টিনা ছেড়ে বেরুল ওরা। ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে সতর্কতার সাথে এগোল দু'জন। গেটের সরাসরি উল্টোদিকে এসে থামল।
'শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রতন। 'মাসুদ ভাইয়ের হয়ত সাহায্য দরকার...'
রতনকে আশ্বস্ত করল টমাস, 'মি. রানা নিজেকে রক্ষা করতে জানেন।'
'তাহলে এখানে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি কেন?' রতনের গলায় বিরক্তি ও ঝাঁঝ। 'বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিলেই তো পারি!'
'দাঁড়িয়ে আছি এই জন্যে যে কোনও কারণে তিনি যদি বিপদে পড়েন, আমাদের সাহায্য তাঁর দরকার হবে। তিনি বিপদে পড়েছেন, এটা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত আমরা তাঁকে সাহায্য করতে যেতে পারি না।'
'তিনি বাড়িটা থেকে বেরুতে অস্বাভাবিক দেরি করছেন, তাঁর বিপদ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয়? আপনি কি আশা করেন লাউডস্পীকারে মাসুদ ভাইয়ের গলা ভেসে আসবে—কে কোথায় আছো, আমাকে সাহায্য করো, আমি বিপদে পড়েছি?'
হাসি পেলেও হাসল না টমাস। রতনের কথায় যুক্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করল সে। সিদ্ধান্ত নিল, বাড়িটার ভেতর ঢুকবে ওরা। তবে এখুনি নয়, রাত আরেকটু গভীর হোক। পকেটে হাত ভরে পিস্তলটা একবার ছুঁলো সে। গেটে গার্ড মাত্র একজনই, তবে কুকুর দুটোকে সামলান কঠিন হবে। কঠিন মনে করলেই কঠিন, ভাবল সে। বুলেট খরচ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। গার্ডকে অবশ্য মারা চলবে না, বাঁধতে হবে...।

ধীরে ধীরে হাত তুলে খুলির পিছনটা ছুঁলো রানা, আকস্মিক তীব্র ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ। মেঝেতে যেখানে পড়ে ছিল সেখানেই শুয়ে রয়েছে ও, সিলিঙে নৃত্যরত ঝাপসা লালচে ছায়াগুলো কয়েক সেকেণ্ড দিশাহারা করে রাখল ওকে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে মাথাটা, কিন্তু কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করতেই চরকির মত ঘুরতে শুরু করল কামরা, আবার নেতিয়ে পড়ল রানা, দু'হাতে চোখ ঢাকল।
নড়াচড়ার শব্দ পেল রানা। চোখ থেকে হাত সরিয়ে তাকাবার চেষ্টা করল। শুয়ে শুয়েই মাথাটা ঘোরাল ও। একটা লোককে দেখতে পেল। প্রথমে চিনতে পারল না। কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে রয়েছে তার শরীর, সামনের দিকে ঝুঁকে পিছু হটছে সে, যাচ্ছে দরজার দিকে। তারপর চিনতে পারল লোকটাকে। এই লোকটাই পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর আনে ওকে। মেঝেতে কি যেন একটা রয়েছে, দরজার দিকে সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে। পিছনে থেকে যাচ্ছে গাঢ়, ঘন তরল একটা চওড়া দাগ। আচমকা সব কথা মনে পড়ে গেল রানার। গা গুলিয়ে উঠল ওর। ওয়াকি স্পিলম্যানকে জবাই করা হয়েছে, টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওটা তাঁর লাশ। উপুড় হল রানা, মাথাটা উঁচু করার চেষ্টা করল আবার। মেঝেতে হাতের তালু রেখে

সামান্য একটু তুলতে পারল। ল্যলচে আলোয় কামরাটা দেখতে পেল, এখন আর ঘুরছে না। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ঢুকল কানে, যেন মনে হল দূরে সরে যাচ্ছে একটা হেলিকপ্টার।

'কি হে, রানা, কেমন বোধ করছ?' হেসে উঠল অটারম্যান।

মাথাটা আরেকটু তুলল রানা, দেখল লম্বা টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল অটারম্যান, এই মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'ইউ বাস্টার্ড!' বসল রানা, দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু মাথা ঘুরে ওঠায় আবার নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে।

'তেজ দেখছি এখনও কমেনি!' এগিয়ে এল অটারম্যান, হাত দুটো পিছনে, তৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। রানার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছে অপর লোকটা। স্পিলম্যানের লাশটা দরজার কাছাকাছি এনে তেরপল দিয়ে মুড়ল সে, তারপর পা দিয়ে ঠেলে দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখল।

রানার ঠিক মুখের সামনে থামল অটারম্যান। নাকের সামনে তার চকচকে জুতো জোড়া দেখতে পাচ্ছে রানা। কামরাটা এখন আর আগের মত ঠাণ্ডা নয়, তবু কাঁপছে রানা। কাঁপছে প্রচণ্ড রাগে। লোকটা মানুষ না পিশাচ? একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এভাবে হাসতে হাসতে জবাই করতে পারে?

'সবাই চলে গেছে, আমরা ক'জন মাত্র এখানে আছি। তুমি, আমি, সোবার্স...,' ইঙ্গিতে স্যুট পরা ছোটখাট লোকটাকে দেখাল অটারম্যান, রুমাল দিয়ে হাতের রক্ত মুছছে। '...আর কয়েকজন গার্ড। তুমি জান, কাল বিরাট একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এখনও অনেক কাজ বাকি, সেজন্যেই ওয়েওয়েলসবার্গে যেতে হয়েছে মি. হেজকে।' খেলাচ্ছলে রানার পাঁজরে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারল সে। 'কাজেই আজ রাতে, একা আমার সম্পত্তি তুমি।' হাসতে হাসতেই, রানার কাঁধে একটা পা তুলে চাপ দিল সে। কপালটা মেঝের সাথে ঠুকে গেল রানার। 'নিচু জাতের লোকদের সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, মি. হেজের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি আমি। আমার শেখায় কোনও ভুল আছে কিনা, আজ তার পরীক্ষা নেয়া হবে। তোমরা, তুমি আর মেয়েলোকটা, আমার গিনিপিগ। কি, ভয় লাগছে?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে, সরে গেল রানার সামনে থেকে

ভয় তো লাগছেই, তবে সেটাকে আমল দিল না রানা। ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা মানেই পরাজয়। এত সহজে পরাজিত হতে রাজি নয় ও। এই বিপদ থেকে যেভাবে হোক উদ্ধার পেতে হবে ওকে। অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে। ওয়েওয়েলসবার্গ মানে কি? লোকজনকে নিয়ে ওখানে কেন গেছে হেজ? কাল কি ঘটবে? হেজ কি সত্যি বদ্ধ একটা উন্মাদ? উন্মাদ না হলে হিটলার, হাইলিজি ল্যান্স, এ-সব প্রলাপ বকবে কেন? উন্মাদই, অত্যন্ত বিপজ্জনক উন্মাদ। তার পাগলামি বিরাট, অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ঠিক কি ধরনের ক্ষতি? নির্বিকারচিত্তে মানুষ খুন করছে ওরা, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে? ফ্যানাটিকদের ছোট্ট একটা গ্রুপ, নাকি বিরাট কোনও সংগঠন, গোটা ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে? পার্লম্যান ওকে বলেছে, প্রভাবশালী অসংখ্য বন্ধু

আছে থারমল হেজের। মাই গড, আজ সকালেই তো টোর দলের একজন এমপিকে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে ও। প্রভাবশালী বন্ধুদের একজন?

তারপর সিলভিয়ার কথা মনে পড়ল রানার। সিলভিয়াকে কেন ধরে আনল ওরা? হেজ কি সত্যি বিশ্বাস করে, মেয়েটা রানা এজেন্সির এজেন্ট? আসলে কে মেয়েটা, কি তার পরিচয়? পীস ফর অল-এর এজেন্ট? সিলভিয়া কি তাহলে নিজের সব কথা বলেনি ওকে?

হেজ বলল, বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে ওকে তাদের দরকার আছে। বিশেষ উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে? পার্সিফাল, রিচার্ড ওয়াগনারের লেখা অপেরা–কিন্তু ওকে পার্সিফাল বলার কারণ কি?

সিলভিয়ার কথা মন থেকে সরাতে পারছে না রানা। কোথায় রাখা হয়েছে তাকে? ইমালিনের মত তাকেও কি টরচার করা হয়েছে?

তারপর নিজের কথা ভাবল ও। অটারম্যান একটা খুনী, তার কাছে ওকে রেখে যাবার অর্থ কি?

বব পার্লম্যানের কথা মনে পড়ল। ও যে হেজের সাথে দেখা করার জন্যে এখানে আসবে, সে জানে। জানলেও, ও যে এখানে এসে বিপদে পড়বে তা তার জানার কথা নয়। ও যোগাযোগ না করলে উদ্বিগ্ন হবে পার্লম্যান, তবে কাল সকাল বা দুপুরের আগে নয়। ততক্ষণে কত কি ঘটে যেতে পারে।

চিন্তায় বাধা পড়ল। ওর সামনে থেকে সরে ইমালিনের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অটারম্যান। মেয়েটার দু'কাঁধে হাত রাখল সে, আঙুলগুলো অশ্লীল ভঙ্গিতে কিলবিল করছে চামড়ার ওপর, মাঝে মধ্যে নরম মাংসের ভেতর ডেবে যাচ্ছে নখ। চেয়ারের সাথে এখনও বাঁধা রয়েছে ইমালিন, তবে জ্ঞান ফিরে এসেছে। দরজার পাশে, দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা তেরপল জড়ানো লাশটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে।

'এদিকে এস, রানা,' বলল অটারম্যান, ভুরু নাচিয়ে হাসল। 'এখানে একটা মজার খেলা হবে, তোমারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।' ইমালিনের পাশ থেকে খালি চেয়ারটা তুলে নিল সে, সরিয়ে এনে তার মুখোমুখি বসাল ওটাকে। 'ওকে নিয়ে এস, সোবার্স।'

লম্বা পা ফেলে ছোটখাট লোকটা এগিয়ে এল রানার দিকে, জ্যাকেটের পকেট থেকে এরইমধ্যে বের করে ফেলেছে একটা পিস্তল। কোনও কথা না বলে রানার কনুইয়ের ওপরটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। দাঁড়াল রানা, ওর পিঠে খালি হাতটা দিয়ে ধাক্কা দিল সোবার্স। হোঁচট খেতে খেতে এগোল রানা, পিঠে দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেয়ে আছাড় খেল মেঝেতে। এগিয়ে এসে ওর পাঁজরে পিস্তলের মাজল দিয়ে খোঁচা মারল লোকটা। আবার দাঁড়াল রানা, এগোল খালি চেয়ারটার দিকে।

চেয়ারটার সামনে পৌঁছে টলতে লাগল রানা। বাহু ধরে নিচের দিকে টান দিল সোবার্স, ধপ করে বসে পড়ল ও।

ঝাঁকি খেয়ে খুলির পিছনটা ব্যথা করছে। ধীরে ধীরে ইমালিনের দিকে মুখ তুলল রানা।

মেয়েটার চোখে কাতর দৃষ্টি, ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। 'আমি দুঃখিত…,'

রানা মুখ তুলতেই শুরু করল সে, তার নাকে-মুখে নির্দয়ভাবে থাবড়া মারল অটারম্যান।

'চোপ, শালী! কথা বলবি, তবে কথা বলবি আমার সাথে—ওর সাথে নয়! বুঝলি, ইহুদি বেশ্যা!'

'মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে তোমার বাধে না,' হিস হিস করে উঠল রানা, পরমুহূর্তে মনে পড়ল, লোকটা খানিক আগে ওয়াকি স্পিলম্যানকে জবাই করেছে, তার আগে দরজার সাথে গেঁথে খুন করেছে তমাকে। বুঝল, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কোনও সুযোগ কি পাবে ও?

ইমালিনের সারা মুখে আঁচড়ের দাগ। নিঃশব্দে কাঁদছে সে। বেচারির জন্যে দুঃখ হল রানার। থারমল হেজ কি নির্দেশ দিয়ে গেছে কে জানে, স্পিলম্যানের মত মেয়েটাকেও কি মেরে ফেলবে অটারম্যান?

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অটারম্যান, তার ভাব দেখে মনে হল কি জন্যে যেন অপেক্ষা করছে সে। আরও কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুলল সে, 'ইহুদি ডাইনীটাকে তোমার কিছু বলার নেই, রানা? কিছু বল। শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

'ইমালিন, শান্ত হও...,'

ঠাস করে শব্দ হল, কিন্তু চড়টা অটারম্যান মেরেছে ইমালিনের গালে। ককিয়ে উঠল মেয়েটা, চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল। রাগ তো হলই রানার, সেই সাথে খানিকটা হতভম্বও হয়ে গেছে ও।

'তুমি ওকে মারলে কেন?'

'ওকেই তো মারব,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল অটার[illegible]। 'তোমাকে নয়। এটাই আমার পদ্ধতি। খুব কাজ দেয়। নিজেই টের পাবে। শোন, রানা, ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে দিই। তোমাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব, যদি উত্তর না দাও মার খাবে এই ইহুদি মাগীটা।' গা থেকে ইমালিনের জ্যাকেট খুলে নিল সে, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ব্লাউজটা। 'মানুষের শরীরের, বিশেষ করে মেয়েদের, কোনও কোনও অংশ এত স্পর্শকাতর যে ভাবতে আশ্চর্য হতে হয়। অথচ দেখ, ওগুলোই আবার কী আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের কি লীলা, তাই না? চরম আনন্দও দেয়, আবার চরম ব্যথাও।'

জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে চামড়ার একটা খাপ বের করল সে। খাপ থেকে বেরুল লম্বা একটা ছুরি, ফলাটা চার ইঞ্চির কম নয়। রানা দেখল, দু'ফলা ছুরি ওটা। ইমালিনের নগ্ন পেটের দিকে ছুরিটা বাড়াল অটারম্যান।

লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হতে যাচ্ছে রানা, এই সময় ওর দিকে তাকাল সে।

'সোবার্স, তুমি বরং লোকটাকে বেঁধে ফেল। বেচারির হয়ত সহ্য হবে না।'

সোবার্স এগিয়ে এসে পিস্তলের ঠাণ্ডা মাজলটা রানার কপালের পাশে ঠেকাল। 'চিন্তা করবেন না, স্যার। এভাবে আটকে রাখলে বাছাধনকে আর নড়তে হবে না।'

সন্তুষ্টচিত্তে ওপর-নিচে মাথা দোলাল অটারম্যান, তারপর আবার ইমালিনের পেটের দিকে ছুরিটা বাড়াল। স্কার্টের ওয়েস্টব্যাণ্ড ধরে টানল সে, ফাঁকটার ভেতর

ছুরির ফলা ঢুকিয়ে নিচের দিকে নামাল। মাঝখান থেকে দু'ফাঁক হয়ে গেল স্কার্ট, ঢিলে হয়ে ঝুলে থাকল দু'পাশে। একইভাবে মেয়েটার প্যান্টিও ছিঁড়ে ফেলল সে, সবশেষে ছিঁড়ল ব্রেসিয়ারটা। ইমালিন এখন সম্পূর্ণ নগ্ন।

মেয়েটার লজ্জা স্পর্শ করল রানাকে, চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল ও। অসহায় আক্রোশে থরথর করে কেঁপে উঠল শরীরটা।

নিঃশব্দে কাঁদছে ইমালিন। চোখ দুটো বন্ধ করল সে, পুরুষ তিনজনের মুখ যাতে দেখতে না হয়। হাল ছেড়ে দিয়েছে সে, জানে হিংস্র জানোয়ারগুলোর হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই। স্পিলম্যানকে খুন করেছে ওরা, সম্ভবত সিমকিনও বেঁচে নেই। তার জানামতে গোটা ব্যাপারটার সাথে মাসুদ রানার কোনও সম্পর্ক নেই, তবু তাকেও হয়ত খুন হতে হবে। মনে মনে রানার জন্যে দুঃখ হল তার, এই বিপদের মধ্যে তারাই ওকে টেনে এনেছে।

ওদের কাছ থেকে সরে গেল অটারম্যান, লম্বা টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিল থেকে কি যেন তুলে নিয়ে ফিরে এল সে। জিনিসটা চেনা চেনা লাগল রানার।

'সাধারণ একটা হেয়ারড্রায়ার, রানা। কাউকে ব্যথা দেয়ার জন্যে সূক্ষ্ম কোনও যন্ত্রের দরকার নেই–হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা-ই দিয়ে কাজ চালানো যায়। এটা আমার প্রিয় যন্ত্র, আগেও ব্যবহার করেছি।' দরজার কাছে সকেট, হেয়ার ড্রায়ারের প্লাগটা তাতে ঢুকিয়ে দিল সে, তার ছাড়তে ছাড়তে ফিরে এল ওদের কাছে।

বোতামে চাপ দিতেই যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল। মুচকি হেসে সুইচটা অফ করল অটারম্যান। ইমালিনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার চিবুকের নিচেটা ভাঁজ করা কনুইয়ে আটকে নিয়ে মাথার পিছনটা সজোরে চেপে ধরল নিজের বুকের সাথে। 'প্রথমে কানে, কেমন? কানের ভেতর ড্রামগুলো অকেজো হয়ে যাবে– চিরকালের জন্যে। ঠাণ্ডা বাতাস, ঠিক আছে? তারপর কিন্তু গরম বাতাস, হে-হে।'

'কি জানতে চাও তুমি, অটারম্যান?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা, হাঁসফাঁস করছে ও। 'থাম, আমি নিজেই সব বলে দিচ্ছি। ওকে ছেড়ে দাও–প্লীজ!'

'প্রশ্ন করারও সুযোগ দেবে না, সব গড়গড় করে বলে ফেলবে? বোঝা গেল, মাগীটার ওপর খুব দরদ তোমার! তা বেশ, বল শুনি–দেখি, বিশ্বাস করতে পারি কি না।'

'পীস ফর অল আমার কাছে একটা কেস নিয়ে আসে। ওদের নিখোঁজ এজেন্ট অ্যালেন সিমকিনকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি ওদেরকে ফিরিয়ে দিই।'

'ফিরিয়ে দাও? বিশ্বাস করতে পারলাম না।' মাথা নাড়ল অটারম্যান।

'ফর গডস সেক, যা সত্যি তাই বলছি!' চেয়ারের হাতল ধরা হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে, সাদা হয়ে গেছে ডগাগুলো। কপালের পাশে আরও চেপে বসল পিস্তলের মাজল।

আবার মাথা নাড়ল অটারম্যান। 'বিশ্বাস করলাম না, রানা।' বোতাম টিপে ড্রায়ারটা চালু করল সে। হিসহিস শব্দ করে গরম বাতাস বেরিয়ে এল। 'প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব তাড়াতাড়ি পেতে চান মি. হেজ, সেজন্যেই তোমাকে আমার হাতে

ছেড়ে দিয়ে গেছেন তিনি। দুঃখজনক ব্যাপার হল, তিনি ব্যস্ত, তা না হলে আমার হাতের কাজ দেখার সুযোগটা হারাতেন না। এর আগে প্রতিবার তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন।' গরম বাষ্প নিজের গালে পরীক্ষা করল সে। 'ওরে বাপরে, এরইমধ্যে এত গরম! এটা সাধারণত হেয়ারড্রেসাররা ব্যবহার করে, অত্যন্ত শক্তিশালী। কোনটার পর কোনটা, শুনে রাখ। কানের পর স্তন, ঠিক আছে? না-না, ভুল হল। কানের ওপর আমার হাতের কাজ শেষ হলে স্তনে আগুন ধরিয়ে দিলেও কিছু অনুভব করবে না ও। তারচেয়ে চোখে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, চোখেই। পাতা বন্ধ থাকলেও ক্ষতি নেই...'

'অটারম্যান!'

'তারপর, সবশেষে, নাভির নিচের ওই জায়গাটায়–ছি, কি করে তুমি আশা কর ওরকম একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করব আমি? নাভির নিচে ওখানে গরম বাষ্প ঢোকালে কি হবে? ইহুদি ডাইনিটা মারা যাবে, রানা।' যন্ত্রটা ইমালিনের কানের দিকে নিয়ে গেল অটারম্যান, ভয়ার্ত পশুর মত গুঙিয়ে উঠে মাথাটা পিছিয়ে নিতে চেষ্টা করল অসহায় মেয়েটা, কিন্তু পারল না। কানের ভেতর গরম বাষ্প ঢুকতেই আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

'প্লীজ, স্টপ! যা জানি সব বলব আমি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা।

হতাশ দেখাল অটারম্যানকে। ইমালিনের কান থেকে ড্রায়ারটা সরিয়ে আনল সে, তবে মটর চালু থাকল। গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা, লোকটার হাত থেকে ছাড়াবার জন্যে ঘাড় ও মাথা অনবরত মোচড়াচ্ছে।

'বল তাহলে,' তাগাদা দিল অটারম্যান।

'সত্যি আমি ওদেরকে ফিরিয়ে দিই। এক সময় ওদের প্রতি সহানুভূতি ছিল আমার। কিছু কিছু কাজও করে দিয়েছি। কিন্তু তারপর আর কোনও সম্পর্ক রাখিনি। কারণ, পীস ফর অল তাদের অহিংস নীতি ত্যাগ করে...'

'বলছ ওদেরকে তুমি ফিরিয়ে দাও, তাহলে মি. হেজের কাছে তোমার সহকারিণীকে পাঠিয়েছিলে কেন?'

'তমাকে আমি পাঠাইনি। আমাকে কিছু না জানিয়ে পীস ফর অল-এর কেসটা হাতে নেয় সে।'

'বিশ্বাস করা যায়। মেয়েটাকে আমি নিজে জেরা করি। এক সময় মি. হেজও মেনে নিলেন, সে বিশেষ কিছু জানে না। ভাল কথা, রানা, তার সাথে সময়টা আমার খুব আনন্দেই কাটে, মিথ্যে বলব না।'

রানার পেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠল দেখে এক পা পিছিয়ে গেল সোবার্স, যদিও রানার কপালের পাশে চেপে ধরা পিস্তলের মাজলটা এক চুল নড়ল না। রানা যে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, বুঝতে পারছে সে। লোকটাকে বোধহয় চেয়ারের সাথে বেঁধে নেয়াই উচিত ছিল, ভাবল সে। শালার একেই বলে দুর্ভাগ্য, ব্যাটা গড়গড় করে বলে ফেলছে সব। ভেবেছিল মেয়েটা ছটফট করবে, ন্যাংটো শরীরটা মোচড় খাবে, কিন্তু তা বোধহয় দেখার সুযোগ হবে না। শেষ পর্যন্ত সুন্দরীকে মেরে ফেলাই হবে, তবে সে আশা করছে মেরে ফেলার আগে তার হাতে অন্তত ঘন্টাখানেকের জন্যে ওকে তুলে দেবে অটারম্যান। দিলে ভাল, না দিলেও ক্ষতি নেই। কারণ লাশটা সরাবার দায়িত্ব তো তার ঘাড়েই চাপবে। তখন প্রচুর সময়

পাবে সে…।

আবার ইমালিনের মাথার দিকে ড্রায়ারটা বাড়াল অটারম্যান।

তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'তমা, আমার সহকারিণী মারা যাবার পর বব পার্সিম্যান নামে এক লোক আমার সাথে দেখা করতে আসে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক সে, পীস ফর অল এ-দেশে কি করছে না করছে সব জানে। থারমল হেজের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে আমার সাহায্য চাইল…,'

স্থির হয়ে গেল ইমালিনের মাথা, তাকাল রানার দিকে, চোখ দুটো বিস্ফারিত 'থামুন, প্লীজ…!'

চটাস করে আওয়াজ হল, মেয়েটার গালে আবার চড় কষাল অটারম্যান। হিংস্র দেখাল তাকে, খেঁকিয়ে উঠল, 'ইহুদি বেশ্যা, বাধা দিলে জিভ টেনে ছিঁড়ে আনব! জেরাটা ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে–বলে যাও, রানা।' অকস্মাৎ তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে, তার হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে ইমালিন।

মাংসের ভেতর সেঁধিয়ে গেল দাঁতগুলো, ইমালিনের মুখের ভেতরটা রক্তে ভরে উঠল।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল অটারম্যান। ক্ষতটার দিকে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল সে। তারপর ড্রায়ারটা ছেড়ে দিল, হাতে বেরিয়ে এল সেই ছুরি।

'না!' চিৎকার করল রানা, ইমালিনের পেটে ছুরির ফলাটা ঢুকে গেল।

মেয়েটার নগ্ন শরীর লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখছিল সোবার্স, ঘটনার আকস্মিকতায় অবশ হয়ে গেল সে। ছুরিটা, এখনও পেটের ভেতর ঢুকে আছে, ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে মাংস কাটতে কাটতে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে, সোজা চিবুক লক্ষ্য করে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে।

এগারো

পিস্তলের ব্যারেলটা ধরে একপাশে সরিয়ে দিল রানা, লাফ দিয়ে সিধে হল, পিছনে ছিটকে পড়ল চেয়ার। পিস্তলটা ছাড়েনি ও, বুঝতে পারল সোবার্স সেফটি-ক্যাচ রিলিজ করেনি। চরকির মত ঘুরতে শুরু করে একটা পা তুলে লোকটার পেটে লাথি মারল ও, শূন্যে উঠে পড়ল সে, তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল।

আহত লোকটার কথা ভুলে গিয়ে আবার ঘুরল রানা, জানে অন্তত দু'পাঁচ মিনিট নড়তে পারবে না সে। অটারম্যানের দিকে যেন উড়ে এল স্পাইডারম্যান, হাত দুটো সামনের দিকে লম্বা করা। হাতের ছুরিটা এবার রানাকে লক্ষ্য করে তুলেছে অটারম্যান; ফলাটা রক্তে লাল হয়ে আছে। দুটো শরীর এক হবে, আর ঠিক তখনই রানার পেটে ছুরিটা ঢুকিয়ে দেবে সে। কিন্তু তার সে আশা বিফল হল, সংঘর্ষের আগেই তার ছুরি ধরা হাতের কব্জি নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল রানা। পরমুহূর্তে মেঝেতে ছিটকে পড়ল দু'জন–ওদের ধাক্কা লেগে রক্তাক্ত ইমালিনকে নিয়ে পড়ে

গেল চেয়ারটাও।

মেঝেতে পড়ার পর একটা স্তূপের মত দেখাল ওদেরকে। অটারম্যানের ছুরি ধরা হাতটা মেঝের সাথে চেপে ধরেছে রানা, ওর নিচে আটকা পড়ে পা ছুঁড়ছে অটারম্যান, শরীরটা মোচড়াচ্ছে। খালি হাতটা দিয়ে রানার মাথার চুল খামচে ধরল সে, মাথাটা একপাশে সরাবার চেষ্টা করছে।

চেয়ারটা মেঝেতে পড়েছে কাত হয়ে, ইমালিনের বাঁধনগুলো একটুও ঢিল হয়নি। নাভির ওপর থেকে ব্রেস্ট-বোন পর্যন্ত লম্বা ক্ষতটা থেকে হড়হড় করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, ভেসে যাচ্ছে কাঠের মেঝে।

এখনও রানার চুল ধরে টানাটানি করছে অটারম্যান, শরীরটা মোচড় দিয়ে একটা পা মুক্ত করল সে, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল রানার নিতম্বে। শরীরটা গড়িয়ে গেল রানার, তার সাথে গড়াল অটারম্যানও। মেঝে থেকে উঠে এল ছুরি। রানার হাত থেকে নিজেকে প্রায় মুক্ত করে নিল লোকটা।

রানা জানে, ছুরি ধরা হাত মুক্ত হলে ক্ষিপ্র ও অভিজ্ঞ অটারম্যান অনায়াসে খুন করে ফেলবে তাকে।

দু'জনেই পাশ ফিরে রয়েছে, আরেকটা গড়ান দিয়ে রানাকে নিজের শরীরের নিচে ফেলার জন্যে জোর খাটাল অটারম্যান। ফলাটা রানার গলায় গাঁথার চেষ্টা করছে সে। ছুরি ধরা হাতটায় আরও জোর পাবার জন্যে রানার চুল ছেড়ে দিল সে। রানার গলার চামড়া টান টান হয়ে রয়েছে, ছুরির ডগা ছুঁয়ে দিতেই রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা বেরিয়ে এল। অটারম্যানের কব্জি দু'হাতে ধরে ঠেকিয়ে রেখেছে রানা, চেষ্টা করছে ছুরির লাল ফলাটা গলা থেকে সরিয়ে দিতে।

হেরে যাচ্ছে রানা, এক চুল এক চুল করে গলায় ঢুকে যাচ্ছে ফলাটা।

রানা দেখল, ওর কপাল থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে রয়েছে অটারম্যানের চোখ। বিস্ফারিত চোখ দুটোয় নগ্ন উল্লাস ফুটে উঠছে, দৃষ্টি নামিয়ে তাকিয়ে আছে রানার গলায়, যেখানে ছুরির ডগা চামড়া কেটে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে।

রানা কোনও ব্যথা অনুভব করছে না। ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শটুকু আগুনের মত গরম লাগছে। গোটা শরীর কুঁকড়ে অটারম্যানের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল ও, প্রতিপক্ষ পিছলে যাচ্ছে দেখে অটারম্যানও নড়ে উঠল, মেঝের সাথে চেপে রাখতে চাইল রানাকে। ঘাড় ও মাথা নাড়তে পারছে না রানা, একটু এদিক-ওদিক হলেই গলার ভেতর সেঁধিয়ে যাবে ছুরি। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে অটারম্যান, ঘামের ফোঁটাগুলো চিবুক থেকে টপ টপ করে রানার বুকে পড়ছে। ঘাড় ও মাথা নড়ানো যাবে না, তাই শুধু কোমরের নিচের অংশ অটারম্যানের তলা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। কার পাল্লায় পড়েছে, টের পেল ও—অটারম্যানের উরু ও পায়ে অসম্ভব শক্তি, মেঝের সাথে গেঁথে রেখেছে ওকে। কাত হবার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হল হাঁটু ভাঁজ করার চেষ্টা। তারপর, হঠাৎ, হাত দুটো বাদে গোটা শরীর ঢিল করে দিল রানা। চোখ দুটো বন্ধ করল, যেন ভয়ানক ক্লান্ত।

শত্রু নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, বুঝতে পেরে উল্লাসে একটা গর্জন ছাড়ল অটারম্যান, ছুরি ধরা হাতে আরও জোর পাবার জন্যে বুকটা উঁচু করল, হাঁটু ভাঁজ করে উঠে বসতে চাইল রানার তলপেটে। এতক্ষণ খাড়া হয়ে ছিল ছুরিটা, সে নড়ে

উঠতে কাত হয়ে গেল সামান্য, গলার একপাশে ঠেকে রয়েছে।

এই সুযোগটা পাবার আশাতেই ফাঁদটা পেতেছে রানা। ঘাড় ও মাথা ছুরির উল্টোদিকে স্যাঁৎ করে সরিয়ে নিল ও, কাঁধ ও পিঠের পেশী শক্ত করে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করল উঠে বসার, ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল অটারম্যানকে। বাধা দিল অটারম্যান, কিন্তু রানা নড়ে উঠেছে অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে, বাধা দিতে দেরি করে ফেলল সে, শরীরটাকে পিছিয়ে আনতে বাধ্য হল। অটারম্যান যখন বুঝল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে সে, প্রতিপক্ষের গলা থেকে ছুরিটাও সরে এসেছে, তখন আর রানাকে ঠেকাবার চেষ্টা না করে শরীরটা ঢিল করে দিল। কাত হয়ে একদিকে পড়ে যাবার ইচ্ছে তার, তারপর গড়িয়ে দেবে শরীরটা, গায়ের জোর ব্যবহার করবে আবার রানার ওপর চড়াও হবার পর। তবে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ রানার মধ্যে এতই প্রবল যে সঠিক মুহূর্তটিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার মত যথেষ্ট শক্তি পেয়ে গেল ও। ছুরি ধরা অটারম্যানের হাতটা ছাড়ার কোনও ইচ্ছে ওর ছিল না, কিন্তু বুঝে ফেলেছে প্রতিপক্ষ কেন ঢিল দিল। শরীর মুচড়ে গড়াতে শুরু করল ও, জানে ছুরির ফলা অনুসরণ করবে ওকে, ছোবল মারবে ওর অরক্ষিত পিঠ লক্ষ্য করে।

যতটা না শুনতে পেল রানা তারচেয়ে বেশি অনুভব করল শব্দটা, ওর পিছনের মেঝে থেকে এসেছে। ঝট করে বসল ও, দেখল কাঠের মেঝেতে গেঁথে থাকা ছুরিটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিল অটারম্যান।

দু'জন একসাথে উঠে দাঁড়াল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, দু'জনেই আশা করছে প্রতিপক্ষ প্রথম নড়বে। সরাসরি অটারম্যানের চোখে তাকিয়ে আছে রানা, ছুরিটা ওর দৃষ্টিপথে থাকলেও সেটার দিকে তাকাল না, লোকটা কি করবে তা জানা যাবে ওর চোখ থেকে। রানা শুনতে পেল ওর বাঁ দিকে গোঙাচ্ছে সোবার্স, গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। বুঝল, দু'জন প্রতিপক্ষের সাথে লড়তে না চাইলে যা করার এখুনি করতে হবে ওকে।

লাফ দেয়ার আগে অটারম্যানের চোখ দুটো সামান্য বড় হল। রানাকে সতর্ক করার জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট। স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গেল ও, কোমরের কাছে ভাঁজ করে নিচু করল শরীরটা। কাঁধের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল ছুরির ফলা। দুটো শরীর ধাক্কা খেল পরস্পরের সাথে, হোঁচট খেয়ে টলে উঠল অটারম্যান, ঘুরে গেল আধ পাক, যদিও ভারসাম্য ফিরে পেয়ে আবার লাফ দিল সে।

কিন্তু ওখানে নেই রানা।

কামরার মাঝখানে পড়ে থাকা কালো জিনিসটার দিকে ছুটছে ও। ওর পিছু নিল অটারম্যান, পরিষ্কার জানে রানা পিস্তলটা হাতে পাবার আগেই ছুরিটা ওর পিঠে গেঁথে দিতে পারবে সে।

রানাও ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ঝুঁকল ও। যে চেয়ারটায় বন্দী ছিল খানিক আগে, সেটা উল্টে পড়ে রয়েছে। পিছনে পায়ের শব্দ, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঝট করে ঘুরল, ঘোরার সময় মাথার ওপর তুলে ফেলল সদ্য হাতে পাওয়া চেয়ারটা।

অটারম্যানের একটা কাঁধে চেয়ারটা ভাঙল ও। দু'হাতে কাঁধ ধরে কুঁজো হয়ে গেল সে। ভাঙা চেয়ার দ্বিতীয়বার ফিরে এল. এবার সরাসরি মাথার ওপর। কাঁধ

থেকে হাত তুলে ঠেকাবার চেষ্টা করল প্রতিপক্ষ, মাথায় লাগার আগেই দু'হাতে ধরে ফেলল চেয়ারটা। মুহূর্তের জন্যে তাল হারিয়ে ফেলল রানা, দ্রুত এক পা পিছিয়ে এসে সজোরে টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সেটা।

খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল অটারম্যান। চেয়ারটা এবার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করল রানা। চেয়ারে বাধা পেল অটারম্যান, ঠেলতে শুরু করল রানা, ছুরিটা চালাচ্ছে লোকটা, কিন্তু লাগছে না রানার গায়ে।

প্রচণ্ড শক্তিতে ঠেলছে রানা, পিছু হটতে বাধ্য হল অটারম্যান, চেয়ারের দুটো পায়ার মাঝখানে আটকা পড়েছে সে। তার সামনে একটা পথই খোলা আছে, সেটাই ব্যবহার করল–ঝট করে বসে পড়ল, নিজের সাথে টেনে নিল চেয়ারটাকে, তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে ওপর দিকে ঠেলে দিল। তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা। চেয়ারটা তাকে ছাড়ল বটে, কিন্তু রানা ছাড়ল না।

মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ে রয়েছে অটারম্যান, ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। পা লক্ষ্য করে ছুরি চালাল সে।

ট্রাউজার কেটে চামড়া স্পর্শ করল ছুরির ফলা, খাড়াভাবে মারা হয়নি বলে মাংসের ভেতর ঢুকল না। লাফ দিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু অটারম্যানের গায়ে হোঁচট খেয়ে শুধু টপকাতে পারল তাকে, ধরাশায়ী লোকটার মাথার পিছনে পড়ে থাকা চেয়ারে পা বেধে যাওয়ায় আছাড় খেল।

মেঝেতে পেট দিয়ে পড়ল রানা, ওর গায়ে কাত হয়ে রয়েছে চেয়ারটা। পলকের জন্যে ইমালিনকে দেখতে পেল ও, কামরার মাঝখানে চেয়ারের সাথে পড়ে রয়েছে। মেয়েটার চোখে কাতর অনুনয়, প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার আগে ঠোঁট জোড়া নড়ছে। সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। চেয়ারটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা, অটারম্যান সিধে হচ্ছে দেখে তার বুকের ওপর বাড়ি মারল।

ছিটকে পড়ল অটারম্যান, অন্ধকার দেখল চোখে। একটা হাত তুলে চোখ দুটো রগড়াল সে। তার হাঁটুর ওপর ভাঙা চেয়ারের পায়া দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে মারল রানা। রেগে গেল ও, হাঁটুর হাড় ভাঙল না দেখে। আবার আঘাত করল ও। আবার, আবার।

হাঁটুর চামড়া ও মাংস থেঁতলে গেল, কিন্তু হাড় ভাঙল না। তবে প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞানশূন্য অবস্থা হল অটারম্যানের, হাতের ছুরিটা খসে পড়ল।

পিছিয়ে এল রানা, তারপর পাঁজর ভাঙার জন্যে ছুটে এসে লাথি মারল অটারম্যানের বুকের পাশে। খপ করে পা-টা ধরেই মুচড়ে দিল প্রতিপক্ষ, আছড়ে মাটিতে পড়ল রানা।

রানার দিকে নয়, হামাগুড়ি দিয়ে ছুরিটার দিকে এগোল অটারম্যান। হাড় না ভাঙলেও, হাঁটুটার বারোটা বেজে গেছে তার, এখন তাকে রানার সাথে লড়তে হবে শুয়ে বা বসে, দাঁড়াতে পারবে না।

কখন উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, অটারম্যান জানে না। ছুরিটা তার নাগালের মধ্যে চলে এল, ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে। পিছন থেকে লাথি মারল রানা, ছুরিটা মেঝেতে ঘষা খেয়ে আরেক দিকে চলে গেল।

পিছিয়ে এল রানা, ছুটে গিয়ে লাথি মারল। এবার পিছন থেকে, অটারম্যানের খুলিতে। তিনটে লাথি খেয়ে আতঙ্ক ফুটে উঠল অটারম্যানের চোখে। রানার উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে সে।

হামাগুড়ি দিয়ে বারবার ছুরিটার দিকে এগোল জার্মান লোকটা। প্রতিবার লাথি মেরে তাকে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানা। মেঝেতে ঘষা খেয়ে খানিকটা এগোয় লোকটা, আগুনের দিকে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আরেক দিকে সরে যায়–যেদিকে ছুরিটা পড়ে রয়েছে।

মাঝে মাঝে ভয়ার্ত চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল অটারম্যান। ওর চোখে রাজ্যের ঘৃণা দেখে আতঙ্ক বেড়ে গেল তার, বুঝল আজ তার রক্ষে নেই, তবু হাল ছাড়ার পাত্র নয় সে, ভাবল পিস্তলটা হাতে পেলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। কিন্তু সেটা পড়ে রয়েছে কামরার মাঝখানে, তার নাগালের অনেক বাইরে। প্রতিবার লাথি খেয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে খানিকটা করে এগোলেও, এরপর বিরতির সময়টা ছুরিটার দিকে না গিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে কামরার মাঝখানে ফিরে আসার চেষ্টা করল সে।

অটারম্যানের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। দেখল, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে সোবার্স, ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করছে।

'দাঁড়াও, রানা...আমি তোমাকে সাহায্য করব!' রানাকে দেরি করিয়ে দিতে চায় অটারম্যান, ওর মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে চায় নিজের দিকে।

পিস্তল ও সোবার্সের মাঝখানে দূরত্বটা কম নয়, পেরুতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে সোবার্সের, কাজেই হাতের কাজটা আগে শেষ করতে চাইল রানা। ছুটে গিয়ে আবার লাথি মারল অটারম্যানের পিঠে।

পরপর আরও দুটো লাথি খেয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে পৌঁছে গেল অটারম্যান। মুখের সামনে দু'হাত তুলে ঘন ঘন নাড়ছে সে, মাফ চাইছে, হাউ মাউ করে কেঁদে উঠছে বারবার। আবার পা তুলল রানা। একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করল অটারম্যান। লাথি না মেরে ঝুঁকল রানা, দু'হাতে জ্যাকেট ধরে উঁচু করল লোকটাকে, তারপর ছুঁড়ে দিল আগুনের কিনারা লক্ষ্য করে।

আগুনের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল অটারম্যান। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। মাথাটা উঁচু করে আছে সে, জ্যাকেট পুড়িয়ে পিঠে কামড় বসাল আগুন। 'বাঁচতে দাও, ভাই! আমাকে বাঁচতে দাও! তুমি যা বলবে সব শুনব আমি, শুধু আগুন থেকে বের কর আমাকে!'

একটা পা তুলে অটারম্যানের বুকে রাখল রানা। নিষ্ঠুর একটা ভাব ফুটে রয়েছে ওর চোখে। এখন আর কথা বলছে না অটারম্যান, শুধু আর্তনাদ করছে, শরীরটা মোচড়াচ্ছে অনবরত।

তার মাথার পিছনে আগুন ধরে গেল। একমিনিট পর ঝুঁকল রানা, জ্যাকেট ধরে টান দিল।

পোড়া জ্যাকেট খুলে গেল অটারম্যানের গা থেকে। মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধে বমি পেল রানার। লোকটার হাত ধরল এবার ও, টেনে বের করে আনল আগুনের ওপর থেকে।

অটারম্যানের সারা গায়ে আগুনের ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলো নেভাবার জন্যে দু'হাত দিয়ে নিজের গায়ে চাপড় মারছে সে। রানা তাকে কোনও সাহায্য করল না। আহত পশুর মত ফোঁপাচ্ছে ওর পরাজিত প্রতিপক্ষ, কাঁপছে ঠকঠক করে।

'রানা!' আওয়াজটা এত অস্পষ্টভাবে কানে ঢুকল, যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল।

ঝট করে ঘুরল রানা, হঠাৎ বুঝতে পেরেছে শব্দটা বেরিয়েছে ইমালিনের গলা থেকে।

ইমালিনের দিকে ফিরল রানা, কিন্তু ইমালিন ওর দিকে নয়, তাকিয়ে আছে কামরার মাঝখানে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সোবার্সকে দেখতে পেল রানা, এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলটার কাছাকাছি।

লাফ দিল রানা, অসতর্ক হবার জন্যে তিরস্কার করল নিজেকে।

রানাকে লাফ দিতে দেখে থেমে গেল সোবার্স, চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকাল ওর দিকে। এক সেকেণ্ডের জন্যে ইতস্তত করায় সুবর্ণ সুযোগটা হারাল সে। বসার ভঙ্গিতে রয়েছে, হাতটা পিস্তলের দিকে লম্বা করা, আর কয়েক ইঞ্চি এগোতে পারলেই নাগালের মধ্যে পেয়ে যেত।

সময় মত পৌঁছে গেল রানা, লাথি মেরে সরিয়ে দিল পিস্তলটা। ঘাড়ের ওপর লোহার মত শক্ত হাতের স্পর্শ পেয়ে আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠল সোবার্স। আরেকটা হাত তার ট্রাউজারের পিছনটা খামচে ধরল।

লোকটাকে শূন্যে তুলে নিল রানা, ছুটে এল আগুনের দিকে। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আর্তনাদ করে উঠল সোবার্স, পা ছুঁড়ে বাধা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

অটারম্যানের মত সোবার্সকেও আগুনে খানিকক্ষণ ঝলসাল রানা। তারপর আগুন থেকে বের করে ফেলে রাখল অটারম্যানের পাশে।

কামরার মাঝখানে ফিরে এসে দম নিল রানা। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, এখনও অনেক কাজ বাকি।

ফায়ারপ্লেসের সামনে মোচড় খাচ্ছে এখনও অটারম্যান ও সোবার্স, তাদের গায়ের কাপড় থেকে ধোঁয়া উঠছে এখনও। সেদিকে মন না দিয়ে ইমালিনের সামনে চলে এল রানা, হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। ক্ষতটার দিকে চোখ পড়তে চেহারা কালো হয়ে গেল ওর, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চকচকে নাড়িভুঁড়ি। মেয়েটার চারপাশের মেঝেতে এরইমধ্যে জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। চোখ দুটো বন্ধ দেখে রানার মনে হল মারা গেছে সে। কিন্তু বাঁধনগুলো খোলার সময় চোখের পাতা কেঁপে উঠল। তারপর তাকাল ইমালিন। কথা বলার চেষ্টায় কেঁপে উঠল ঠোঁট।

'কথা বোলো না,' অনুরোধ করল রানা। 'তোমাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।' জানে, ওর এই আশ্বাসের কোনও অর্থ নেই—মেয়েটা বাঁচবে না।

ইমালিন নিজেও তা জানে। 'রানা,' বিড়বিড় করে, অস্ফুটস্বরে বলল সে, শব্দটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল রানার কানে। এরপর শুধু ঠোঁট দুটো নড়ল তার, কোনও শব্দ বেরুল না। তার ঠোঁটের কাছে কান নামাল রানা। মেয়েটা মারা

যাচ্ছে, বুঝতে পারল ও। মরার আগে বোধহয় কিছু বলতে চায়। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর ছাড়াছাড়া ভাবে শব্দগুলো শুনতে পেল রানা। '...বর্শা...উদ্ধার...কর...হাত...থেকে।'

মাথাটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল ইমালিনের। তার চোখ দুটো বন্ধ করে দিল রানা, ছেঁড়া কাপড়গুলো টেনে-টুনে ঢেকে দিল শরীরটা। মেয়েটার গালে একবার হাত বুলাল ও, তারপর দাঁড়াল। ঠাণ্ডা চোখে অটারম্যানের দিকে তাকাল এবার।

সারা গায়ে ক্ষত নিয়ে দরজার দিকে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে। রানার পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল। ওর মুখের ভাব দেখে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ দুটো।

'যাচ্ছ কোথায়, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না?' অটারম্যানের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, একটা পা তুলে দিল তার পিঠে।

'মা-মা-মাফ...মা-মা-মাফ...মা-মা-মাফ...!'

শার্টের কলার ধরে তাকে দাঁড় করাল রানা, ঠেলে নিয়ে এল লম্বা টেবিলটার দিকে। টেবিলে পিঠ ঠেকতে গুঙিয়ে উঠল অটারম্যান। 'কাল কি ঘটবে, অটারম্যান?' জানতে চাইল রানা। 'তারপর বলবে, কোথায় রাখা হয়েছে সিলভিয়া ক্লার্ক আর অ্যারন সিমকিনকে।'

নিজেকে ছাড়াবার জন্য দুর্বলভাবে ধস্তাধস্তি শুরু করল অটারম্যান। 'মা-মা-মাফ ক-রে দা-ও, রা-রা-না!'

তার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানা। 'তোতলামি বন্ধ কর! যা জিজ্ঞেস করব, স্পষ্ট করে জবাব দেবে।'

আশ্চর্য, মার খাওয়ার ভয়েই কিনা কে জানে, তোতলামি বন্ধ হয়ে গেল অটারম্যানের। 'আমি তোমার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারব না...প্লীজ, ভাই, আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর...!'

'পাঠাব, তার আগে আমার সব কথার জবাব দাও।'

'না! ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!'

'তার আগে আমিই তোমাকে মেরে ফেলব!'

'প্লীজ, রানা, মায়ের পেটের ভাই আমার,' প্রলাপ বকতে শুরু করল অটারম্যান। 'সব জেনেও কিছুই তুমি করতে পারবে না...'

'হেজ কোথায় গেছে?'

'জিজ্ঞেস কর না! আমি বলতে পারব না!'

ভাঁজ করা একটা হাঁটু অটারম্যানের পেটে চেপে ধরল রানা। বুকের ওপর কনুইয়ের চাপ দিয়ে টেবিলের ওপর ঠেকাল তার পিঠ। এরপর তার একটা আঙুল শক্ত করে ধরে উল্টোদিকে ঠেলে দিল। মট করে ভেঙে গেল সেটা।

আর্তনাদ করে উঠল অটারম্যান।

'মুখ খোল, অটারম্যান। কোথায় গেছে ওরা? মেয়েটাকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে?'

নেতিয়ে পড়ল অটারম্যান, তার চোখ থেকে হড়হড় করে পানি গড়াচ্ছে দেখে রানার ভয় হল, লোকটা না জ্ঞান হারায়। যতটা মনে হয়েছিল ততটা কঠিন পাত্র সে নয়। তার আরেকটা আঙুল ধরল রানা।

'ওরা ওয়েওয়েলসবার্গে গেছে!' চিৎকার করল অটারম্যান। 'প্লীজ, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ!'

ওয়েওয়েলসবার্গ! 'ওটা কি?' জানতে চাইল রানা। 'কোনও জায়গার নাম?' আঙুলটায় চাপ বাড়াল ও।

'বাড়ি...এস্টেট...মি. হেজের...'

'কোথায়?'

'পশ্চিম উপকূলে। নর্থ ডেভন। প্লীজ, তোমার পায়ে পড়ি, ব্যথা দিয়ো না...'

'ঠিক কোথায়?'

'হার্টল্যাণ্ড-এর কাছে...আরও সামনে!' ফোঁপাচ্ছে অটারম্যান।

'সিলভিয়া ক্লার্ককে কি ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি অবস্থায় আছে সে?'

'ভাল আছে, রানা। বেঁচে আছে!'

ওয়েস্ট কোস্ট, ভাবল রানা। সিলভিয়া ওকে বলেছিল, হেজের একটা বাড়ি আছে ওয়েস্ট কোস্টে। তার ওয়েওয়েলসবার্গ কি ওখানেই? 'ঠিক আছে, এবার বল হেজ ওখানে কেন গেছে? কাল কি ঘটবে?'

'না! আমাকে জিজ্ঞেস কর না!'

অটারম্যানের আরও একটা আঙুল ভাঙত রানা, কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে থেমে গেল ও।

ব্ল্যাক ম্যাজিক-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

এক

বাড়িটা এত বড় যে পালা করে পাহারা দেয়ার জন্যে বারোজন গার্ড দরকার হয়। তিনজন বাদে বাকি সবাইকে নিয়ে ওয়েস্ট কোস্টের দ্বিতীয় আস্তানায় চলে গেছে বুন থারমল হেজ। একজন আছে গেটে, বাকি দু'জন নিয়মিত টহল শেষ করে এইমাত্র ফিরে এল। বাড়ির ভেতর ঢুকতেই একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল তারা, ভেসে এল দোতলা থেকে। ওরা জানে, দোতলার একটা কামরায় বন্দী মাসুদ রানাকে জেরা করছে কোনার্ড অটারম্যান, তার সাথে সোবার্সও আছে। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সিঁড়ির দিকে ছুটল ওরা।

দু'জনের হাতেই জেনারেল-পারপাস মেশিনগান ও রাইফেল রয়েছে, হুবহু ন্যাটো এফএন-এর মত দেখতে, তবে থারমল হেজের নিজস্ব কারখানায় তৈরি বলে অনেকটাই হালকা।

দু'জনেই ওরা থারমল হেজের প্রাইভেট আর্মির সদস্য। সব মিলিয়ে সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশজন, তবে সতর্কতার সাথে বাছাই করা সৈনিক সবাই। ক্র্যাক এসএএস রেজিমেন্ট থেকে ওদেরকে সংগ্রহ করেছে মেজর কালভিন, নাৎসী আদর্শের প্রতি ওদের আন্তরিক সমর্থন ও পেশাগত বিশেষ দক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর। পরস্পরের সাথে কয়েকটা ব্যাপারে মিল আছে ওদের–উগ্রমেজাজী, চরমপন্থী, বর্ণবৈষম্যের সমর্থক, ইহুদি, মুসলমান ও অশ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করে। আরও একটা ব্যাপারে মিল আছে ওদের, ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাস করে সবাই। বুন থারমল হেজ ওদেরকে বুঝিয়েছে, নাৎসীজমে বিশ্বাসী ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে এরিয়ান অর্থাৎ জার্মানরা গোটা দুনিয়া খুব শিগ্গিরই দখল করে নেবে, গার্ডরা তখন প্রত্যেকে এরিয়া কমাণ্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে–মেজর জেনারেল-এর সমতুল্য হবে ওদের পদমর্যাদা, সম্ভবত গোটা একটা দেশের শাসন ক্ষমতা তুলে দেয়া হবে একেকজনের হাতে।

বর্তমানে প্রাইভেট আর্মির কাজ হল হেজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকটা দেখা, বাড়ি দুটো পাহারা দেয়া এবং ইহুদি ও মুসলমান বিরোধী টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে ট্রেনিং দেয়া। গাঢ় সবুজ ওভারঅল পরে ওরা, পুরোপুরি ইউনিফর্ম না হলেও চেহারায় সামরিক একটা ভাব এনে দেয়। ওভারঅলে কোন ইনসিগনিয়া বা ব্যাজ নেই, তবে কার কি পজিশন জানা আছে সবার, জানা আছে কে তার ঊর্ধ্বতন অফিসার। বুন থারমল হেজের বিশাল নর্থ ডেভন এস্টেটে প্রায়ই ব্ল্যাক ম্যাজিক-এর আসর বসে, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত রহস্যময় শক্তি অর্জন করার জন্যে উপাসনা করা হয় শয়তানের। সে-সব আসর পরিচালনা করে অশীতিপর বৃদ্ধ ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার। বেনিংগার মনস্তত্ত্ববিদ বা মনোবিজ্ঞানী, আসরে উপস্থিত লোকজনদের সম্মোহিত করে রাখে, প্ল্যানচেট-এর মাধ্যমে প্রায়ই ডেকে আনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার প্রতাপশালী

নাৎসী নেতাদের আত্মাকে। ওদেরকে নাকি স্বমূর্তিতে হাজির করতে পারে সে। শয়তান উপাসনার আসরে ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার বাছাই করা কিছু লোককে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে, সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা দেয়। বলা হয়, তার বয়স অনেক আগেই একশো বিশ পেরিয়ে গেছে, আজও সে সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে নিজের আবিষ্কৃত অদ্ভুত এক জাদু বলে–বৃদ্ধ নাকি অপরের শরীর থেকে শক্তি শোষণ করে নিতে পারে। দলের লোকেরা বলাবলি করে, এই গোপন বিদ্যাটি ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার মাত্র একজনকেই শিখিয়েছে, সে হল সিন্থিয়া ইনগ্রিড। মেয়েটিকে খুবই স্নেহ করে সে।

থারমল হেজের প্রাইভেট আর্মিকে বলা হয় সোলজার অভ দা ফোর্থ রাইখ।

এরা দু'জন, মরিসন ও ফোর্ড, সতর্কতার সাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা, কারণ সিঁড়ির মাথায় অকস্মাৎ দু'জন লোককে দেখতে পেয়েছে। দু'জনের মধ্যে একজন কোনার্ড অটারম্যান, তার মুখে কালি ও ছাই, শার্ট পুড়ে গেছে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। অটারম্যানের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বন্দী, আজ দুপুরের দিকে যাকে আর্মস দেখানো হয়েছিল।

'নড়বে না!' হুকুম করল ফোর্ড, ল্যাণ্ডিং থেকে ওপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে মরিসন।

হাত খালি রানার, কামরার মেঝেতে ছিটকে পড়া পিস্তলটা খুঁজে বের করার সময় পায়নি, কাজেই লোক দু'জনকে বাধা দেয়ার জন্যে হাতের কাছে যেটা পেল সেটাই ব্যবহার করল–সিঁড়ির মাথা থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল অটারম্যানকে। পাখির ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে হাত দুটো নাড়তে নাড়তে ধাপের ওপর দিয়ে উড়ে গার্ড দু'জনের গায়ে ধাক্কা খেল আহত লোকটা। তিনজনই ছিটকে পড়ল নিচের ল্যাণ্ডিঙে, দেখতে মনে হল ঠিক যেন একটা স্তূপ। একেকবারে তিনটে করে ধাপ টপকে নিচে নামল রানা, ওর দিকে তাক করার আগেই এক সৈনিকের অস্ত্র ধরা হাতে লাথি মারল। অপর লোকটা ল্যাণ্ডিং থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, কারণ আরও আগেই তার হাতের অস্ত্রটা ছিটকে পড়েছে ওদিকে। তার নাভির কাছে একটা পা বাধাল রানা, তারপর পা-টা ছুঁড়ল, পাঁচ ধাপ দূরে গিয়ে পড়ল সে, দুটো অস্ত্রই চাপা পড়ল তার শরীরের নিচে।

আচ্ছন্ন বোধ করছে অটারম্যান, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে দাঁড় করাল রানা। 'এস, তোমাকে এখনও আমার দরকার।' তার পিঠে কনুইয়ের গুঁতো মারল, সে পা বাড়াতেই ঝট করে ফিরল প্রথম সৈনিকের দিকে; উঠে বসার চেষ্টা করছে লোকটা।

রানার হাঁটু তার নাকে-মুখে প্রচণ্ড গুঁতো মারল, মাথার পিছনটা ঠুকে গেল দেয়ালের সাথে, কাঠের সিঁড়ি কেঁপে উঠল। ধাপ থেকে মাথা তুলে ঘন ঘন নাড়ছে সে, আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। রেলিঙের গায়ে ঢলে পড়েছিল অটারম্যান, শার্টের কলার ধরে সিধে করল তাকে রানা, টানতে টানতে নামিয়ে আনল সিঁড়ির নিচে। দ্বিতীয় সৈনিককে টপকাতে হল ওদের, নিঃসাড় পড়ে আছে সে। হলরুমে নেমে কোথাও থামল না রানা, অটারম্যানকে নিয়ে দরজার দিকে

ছুটল, জানে এক সেকেণ্ড দেরি করলেই মাথার পিছনে গুলি খেতে হতে পারে। দুটো অস্ত্রই দ্বিতীয় গার্ডের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে, ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায় বলে উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই করেনি রানা। অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে, সংখ্যায় শত্রুরা বেশি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দরজার হাতল ধরে টান দিল রানা, অটারম্যানকে ঠেলে বের করে দিল বাইরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, মরিসনের পকেট থেকে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল, রানার পিঠের দিকে তাক করল সে। সাফল্য ও তৃপ্তির ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে, ওদের হাত থেকে বন্দীর আর পালানো হল না। ট্রিগারে টান দিতে যাবে, নিচের ধাপে পড়ে থাকা ফোর্ডের দিকে চোখ পড়ল তার, দাঁতে দাঁত চেপে প্রবলবেগে মাথা নাড়ছে সে, অর্থাৎ গুলি করতে নিষেধ করছে। ধীরে ধীরে পিস্তল ধরা হাতটা নামিয়ে নিল মরিসন, চেহারায় ক্ষোভ ফুটে উঠল, দেখল দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল সদর দরজা।

বাইরে কোন গার্ড নেই দেখে স্বস্তিবোধ করল রানা। ওর গাড়িটাও ঠিক জায়গায় রয়েছে। দরজা খুলে পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিল অটারম্যানকে, মাথাটা নিচু করে ভেতরে ঢুকল সে। গাড়ির নাক ঘুরে অপর দিকে চলে এল রানা, দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসল। হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করল অটারম্যান, টেনে আবার তাকে সীটের ওপর ফিরিয়ে আনল ও। 'বললাম না তোমাকে এখনও আমার দরকার? গেটে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়ল রানা, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে গুলি করতে করতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে গার্ডরা। যদিও তেমন কিছু ঘটল না। কাঁকর ছড়ানো পথ ধরে তীর বেগে ছুটল গাড়ি, বাঁক নিতেই হেডলাইটের আলোয় দূরে গেট দেখা গেল। বাড়ির ভেতর থেকে গার্ড পোস্টে ফোন করতে পারে গার্ডরা, জানে রানা। কোন সন্দেহ নেই গেটে ওকে বিপদে পড়তে হবে।

ছোট খুপরিটা থেকে কুকুর দুটোকে নিয়ে বেরিয়ে এল গার্ড, গেটের দিকে পিছন ফিরে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়াল সে। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করছে। গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনল রানা, গার্ডের কাছ থেকে দশ গজ দূরে দাঁড় করাল। একটা হাত তুলে চোখ ঢাকল লোকটা। সামনে বাড়ার চেষ্টা করছে প্রকাণ্ড কুকুর দুটো, টান টান হয়ে আছে চেইনগুলো।

'গাড়িতে কে?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল গার্ড। 'আলো নেভাও, দেখতে দাও আমাকে!'

'ওকে গেটের সামনে থেকে সরে দাঁড়াতে বল, অটারম্যান,' শান্তস্বরে বলল রানা। 'বল, জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি আমরা।'

মাথা নাড়ল অটারম্যান, আহত হাতটা পেটের সাথে চেপে ধরেছে। তার ছাই মাখা মুখে লম্বা দাগ তৈরি করেছে চোখের পানি। 'গো টু হেল!' ব্যথায় হাঁসফাঁস করতে করতে কোন রকমে বলল।

গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে গার্ড, টিউনিকের ভেতর হাত গলিয়ে দিল। অস্থির হয়ে উঠেছে কুকুর দুটো, পরিবেশে উত্তেজনার ছোঁয়া পেয়ে গেছে। চেইন ধরা হাতটা পুরোপুরি লম্বা করে দিয়েছে গার্ড, কুকুর দুটো টেনে আনছে তাকে, এগোবার

গতি কমাবার জন্যে কাঁকর ছড়ানো মেঠো পথে গোড়ালি গাঁথার চেষ্টা করল সে। ছাড়া পাবার জন্যে গলা ফাটাচ্ছে অ্যালসেশিয়ান দুটো।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। একটা হাত রাখল অটারম্যানের ঘাড়ের পিছনে, অপর হাত দিয়ে খুলে ফেলল দরজা, তারপর ধাক্কা দিয়ে গাড়ির বাইরে ফেলে দিল তাকে। পরমুহূর্তে গার্ডের পক্ষে কুকুর দুটোকে সামলান অসম্ভব হয়ে উঠল। নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে অটারম্যানের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওগুলো।

গাড়ি থেকে রাস্তায় পড়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে অটারম্যান, এই সময় আক্রান্ত হল সে। ধারাল দাঁত মুহূর্তের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল তাকে। কুকুর দুটো বুঝে ফেলেছে তাদের শিকার আহত ও দুর্বল।

হতভম্ব গার্ড এখনও সামনে বাড়ছে, হাতের পিস্তল তাক করা কুকুর ও অটারম্যানের দিকে। তিনটে প্রাণীর একটা স্তূপ, কুকুর দুটোর প্রকাণ্ড শরীর আড়াল করে রেখেছে অটারম্যানকে। হেডলাইটের আলোয় এখনও ভাল করে চোখ মেলতে পারছে না গার্ড।

অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল রানা, লাফ দিয়ে সামনে ছুটল গাড়ি। ধাক্কা খেয়ে বনেটের ওপর পড়ল গার্ড, গড়িয়ে নেমে গেল আরেক কিনারা দিয়ে। সাথে সাথে ব্রেক করল রানা, লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল, আহত গার্ডের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পিস্তলটা। লোকটার বেল্টের সাথে চাবির গোছা ঝুলছে, সেদিকে হাত বাড়াল ও।

অটারম্যানের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ও কুকুর দুটোর হিংস্র গর্জন শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল রানার; হাত দুটো কাঁপছে, চাবির গোছাটা বেল্ট থেকে খুলতে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড নষ্ট হয়ে গেল। অটারম্যান ও কুকুর দুটো গাড়ির অপর দিকে রয়েছে, ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ও। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলল গার্ড, পায়ে গাড়ির ধাক্কা লাগায় দাঁড়াতে পারছে না। বেল্টটা হাতড়াচ্ছে রানা, ওর হাতের পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল গার্ড, একটা হাত দিয়ে তার মাথাটা সজোরে সরিয়ে দিল রানা, কপালটা ঠুকে গেল পথের ওপর, তারপর আর নড়ল না।

অবশেষে চাবির গোছাটা বেল্ট থেকে খুলতে পারল রানা, ছুটল গেটের দিকে, কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ রাখল কুকুর দুটোর ওপর। ইতিমধ্যে রক্তপিপাসায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে ওগুলো। তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল রানা, লোহার গেট মেলে দিল দু'দিকে।

ছুটে ফিরে আসছে রানা গাড়ির কাছে, কপালের কাছে হাত তুলে হেডলাইটের আলো থেকে আড়াল করল চোখ দুটোকে। অটারম্যানের আর্তনাদ শুনে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, লোকটাকে কুকুর দুটোর খোরাক হিসেবে রেখে যেতে বিবেকে বাধল। সিদ্ধান্ত নিল, মানবিক কারণেই গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। হেডলাইটের আলো থেকে সরে এল ও, গাঢ় ছায়ায় এসে চোখ মিটমিট করল, হাতে উদ্যত পিস্তল। আর্তনাদ থেমে গেছে অটারম্যানের, কুকুর দুটোও আগের মত গর্জন করছে না। রানা দেখল, অটারম্যানের নিস্তেজ শরীরটা টানা-হ্যাঁচড়া করছে তারা। একটা কুকুর ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল, ঝট করে মুখ তুলে তাকাল সেটা, মেঘ ডাকার মত গুরুগম্ভীর আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে। দ্বিতীয়

কুকুরটাও মুখ তুলল, চোয়াল রক্তাক্ত হয়ে আছে, লালচে ফেনা ঝরছে দাঁত থেকে। কুকুর দুটোর পেশীতে টান পড়ল, লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

লাফ দিচ্ছে, কুকুর দুটোর শরীরে দুটো করে গুলি করল রানা। গুলি করেই পিছিয়ে এল এক পা, একটা কুকুর ওর জুতোর ওপর পড়ল, পড়ে আর নড়ল না। চট করে একবার অটারম্যানের দিকে তাকাল ও, দেখে মনে হল বেঁচে নেই। এক ছুটে গাড়ির অপর দিকে চলে এল, উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে এল মেইন রোডে।

বাঁক নিতে যাবে, আবার ব্রেক করতে বাধ্য হল রানা। রাস্তার উল্টোদিকের ঝোপ থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে উন্মত্তের মত হাত নাড়ছে।

'রতন! টমাস! এখানে তোমরা কি করছ?' জানালার কাঁচ নামিয়ে জানতে চাইল রানা, ভারি অবাক হয়েছে ও।

রতনের দিকে একটা হাত তুলল টমাস। 'ওয়াকি স্পিলম্যান আর একটি মেয়েকে তিনজন লোক কিডন্যাপ করে আনে, ওদেরকে অনুসরণ করে রতন। আপনি কেমন আছেন, স্যার?' হঠাৎ রানার নাকের পাশে রক্ত দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে।

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'আমার একটা ফোন করা দরকার, টমাস।'

'ডান দিকে যেতে হবে আমাদের, মাসুদ ভাই,' বলল রতন। 'ওদিকে একটা পাবলিক ফোন বুদ আছে।' অ্যাকশন শুরু হওয়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে।

'উঠে পড়, তাড়াতাড়ি! বাড়ির ভেতর থেকে ধাওয়া করতে পারে ওরা।'

রানার পাশে বসল টমাস, রতন বসল পিছনের সীটে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা, গেটের ভেতর চোখ পড়তে টমাস দেখতে পেল মাটি থেকে উঠে বসছে গাঢ় একটা ছায়ামূর্তি, কপালটা চেপে ধরে আছে হাত দিয়ে। স্পীড বেড়ে গেল গাড়ির, রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল টমাস, 'কি ঘটেছে, স্যার? আমরা খুব চিন্তা করছিলাম।'

'বুন থারমল হেজ। লোকটা ফ্যানাটিক। স্পিলম্যান আর তার বান্ধবীকে মেরে ফেলেছে সে। তমাকেও সে-ই খুন করেছে।'

'গুড! আমরা কি করতে চাইছি, স্যার? পুলিসকে জানাব?'

'পুলিস আর কিছু করতে পারবে না। বব পার্লম্যানের সাথে কথা বলব আমি, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট সে। দেখি তার কি বলার আছে।'

'কিন্তু স্যার, থারমল হেজ যদি পালিয়ে যায়?'

'বাড়িটায় নেই সে, সরে গেছে আগেই।'

'হেলিকপ্টার!' পিছন থেকে রুদ্ধশ্বাসে বলল রতন। 'বাড়িটা থেকে একটা হেলিকপ্টারকে উঠতে দেখেছি আমরা! তার একটু পরপরই একটা ট্রাক বেরিয়ে আসে...'

'হ্যাঁ।' রানার মনে পড়ল, জ্ঞান ফিরে আসার পর রোটর ব্লেডের অস্পষ্ট শব্দ পেয়েছিল ও। 'ওয়েওয়েলসবার্গে গেছে সে। ওটা বোধহয় তার দ্বিতীয় আস্তানা। নর্থ ডেভনে।'

'ওখানে একটা এস্টেট আছে তার, আর্মস টেস্ট করা হয়,' বলল টমাস। 'আজ সকালে জানতে পেরেছি। টেস্টিং-এর জন্যে ওদিকের বিরাট একটা এলাকা ব্যবহার করে সামরিক বাহিনী।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কাল মারাত্মক কিছু একটা ঘটাবার প্ল্যান করেছে সে। বোধহয় সিরিয়াস কোন অপারেশন।'

'আসলে লোকটার উদ্দেশ্য কি, মি. রানা?'

'নিজেকে হিটলারের উত্তরাধিকারী বলে মনে করছে সে। লোকটা শুধু শয়তান নয়, বদ্ধ উন্মাদ। ফোন বুদটা কোথায়, রতন?' রাস্তায় এখন লাইটপোস্ট দেখা যাচ্ছে, দু'পাশে কিছু বাড়িও চোখে পড়ল।

'আর একটু সামনে, মাসুদ ভাই।'

'বাড়ির ভেতর কি ঘটল, মি. রানা?' জানতে চাইল টমাস। 'আপনি ছাড়া পেলেন কিভাবে?'

'কিছুটা ভাগ্যগুণে, কিছুটা ওদের অযোগ্যতার কারণে।' টেলিফোন বুদের পাশে গাড়ি থামাল রানা। 'অপেক্ষা কর,' নামার সময় বলল ওদেরকে। 'নজর রাখ পিছনে।'

পার্লম্যানের নম্বর মনে আছে রানার। ডায়াল করা শেষ হয়েছে মাত্র, অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বব।' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

'পার্লম্যান,' বলল ও। 'ভাগ্য ভাল যে তোমাকে পেলাম।'

'রানা? তোমার ফোন পাবার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছি আমি। কি ব্যাপার বল তো, কোথায় ছিলে তুমি? হেজ সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারলে?'

'জানতে পেরিছে অনেক কিছুই, কিন্তু সবই অবিশ্বাস্য। থিউল সোসাইটি নামে একটা অর্গানাইজেশনের মাথা সে।' বাড়িটার ভেতর যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে তার একটা বর্ণনা দিল রানা। ধৈর্য ধরে সব শুনল পার্লম্যান, মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করল।

'কিন্তু হেজ তোমাকে এই অটারম্যানের হাতে কেন ছেড়ে দিয়ে গেল?'

'আমার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্যে। কতটুকু কি জানি আমি, আমার সাথে কারা আছে, এই সব। কি একটা জরুরী অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে হবে, আমার পিছনে নষ্ট করার মত সময় নেই হেজের।'

'অপারেশন? কি ধরনের অপারেশন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল বব পার্লম্যান।

'জানি না। সে তার নর্থ ডেভনের এস্টেটে গেছে, হার্টল্যাণ্ডের কাছাকাছি কোথাও হবে সেটা। অপারেশনটা সম্ভবত ওখান থেকেই শুরু হবে। কাল কোন এক সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোথাও ঘটবে কিনা জান তুমি? বিশেষ করে, ওই এলাকায়?'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল বি এস এস এজেন্ট। তারপর বিড় বিড় করল সে, 'সে-ধরনের একটা ব্যাপার, মানে,...কিন্তু না, তা কি করে হয়! উঁহুঁ, ওই এলাকার সাথে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই, যদি না...ওহ্ গড, নো! এ-ধরনের পাগলামির কথা ভাবাই যায় না!'

'কি ধরনের পাগলামি, পার্লম্যান? ভুলে যেয়ো না, লোকটা সব পারে।'

'ফোনে এ-সব কথা না বলাই ভাল, রানা। তোমাকে আমি পরে জানাব।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'আমরা মানে?' হাসল পার্লম্যান, হাসির শব্দটা আড়ষ্ট লাগল রানার কানে। 'তোমার আর কোন ভূমিকা নেই, রানা। এখন থেকে যা করার আমরাই, মানে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসই করবে।'

'আমার কোন ভূমিকা নেই মানে?' রেগে গেল রানা। 'ভুলে গেছ, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে খুন করেছে হেজ?'

'তুমি শুধু দেখে যাও কি করি আমরা। ভেব না এ-যাত্রা রেহাই পাবে হেজ। এবার তাকে আমরা ঠিকই বড়শিতে গাঁথব। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের জন্যে বিচার করা হবে তার। তুমি আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছ, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ–কিন্তু দুঃখিত, নাটকের শেষ দৃশ্যে তোমাকে আমরা রাখতে চাই না। কেন রাখতে চাই না, আশা করি তুমিও তা জান।'

'না, জানি না,' রানার গলায় তীব্র ঝাঁঝ।

'কারণটা হল, হেজ ধরা পড়ার সাথে সাথে এমন কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে, হৈ-চৈ পড়ে যাবে গোটা দেশে। শুধু তাই নয়, তথ্যগুলো প্রকাশ পেলে ইংল্যাণ্ডের ভাবমূর্তি ও নিরাপত্তা, দুটোই হুমকির মুখে পড়তে পারে। হেজকে সাহায্য করছে দেশের নামকরা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, তাদের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের লোকজনও রয়েছে। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, গোপনীয়তা রক্ষা করা না গেলে বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে। আমরা ধারণা করছি, পরিস্থিতিটা হয়ে উঠতে পারে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। এমন হতে পারে, প্রভাবশালী অনেক ব্যক্তিত্বকে আমরা শুধু সতর্ক করে দেব, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনব না।' একটু থেমে আবার বলল পার্লম্যান, 'ব্যাপারটা খুবই জটিল ও নাজুক, সেজন্যেই আমরা বেসরকারী কোন লোককে নাটকের শেষ দৃশ্যে রাখতে চাইছি না। সত্যি দুঃখিত, রানা...'

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! তুমি যা বলতে চাইছ তার সরল অর্থ দাঁড়ায়, অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও শুধু প্রভাবশালী বলে কিছু লোককে তোমরা রেহাই দেবে। ইংল্যাণ্ডে আইনের শাসন আছে বলে এত গর্ব কর তোমরা, এই তার নমুনা?'

'ইংল্যাণ্ডের নিরাপত্তা ও সরকারের দুর্নামের ব্যাপারটাও এর সাথে জড়িত, ভুলে যাচ্ছ তুমি। আর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন না নেয়ার সিদ্ধান্তটা আমার নয়, রানা। ওপরমহলের।'

'তাহলে তো তোমরা হেজেরও বিচার করতে পারবে না। সে যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজেই সব ফাঁস করে দেয়?'

'আমরা তার বিরুদ্ধে নির্বাচিত কিছু অভিযোগ আনব, শুধু সেগুলোই খণ্ডাবার চেষ্টা করবে সে। এমন কোন অভিযোগ আনব না যাতে সব ফাঁস করে দেয়ার সুযোগ পায়। তবে চিন্তা কোরো না, যে অভিযোগগুলো আনা হবে তাতেই তার যাবজ্জীবন নিশ্চিত।'

'প্রথমে তোমরা আমার সাহায্য চাইলে, এখন আমাকে এড়িয়ে যাবার

চেষ্টা করছ-কারণটা কি বল তো? আমি বেসরকারী লোক বলে, নাকি বিদেশী বলে?'
'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, রানা। কে বলল তোমাকে আমরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি? আমরা শুধু চাইছি, নাটকের শেষ দৃশ্যে যে তথ্যগুলো বেরিয়ে আসবে সেগুলো সরকার ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে।'
'পার্লম্যান, মি. মারভিন লংফেলোর সাথে কথা বলতে চাই আমি। তিনি কি লণ্ডনে, তাঁর বাড়িতে আছেন এখন?'
'সম্ভবত আছেন। বেশ তো, বসের সাথে কথা বলে দেখ। তবে আমি জানি তিনিও তোমাকে এই একই কথা বলবেন। তোমাকে যা কিছু বলছি আমি, সবই তাঁর নির্দেশে।'
মনে মনে হতাশবোধ করল রানা। কি বলবে ভেবে পেল না।
'বসের সাথে কথা বল, তবে তার আগে আমার সাথে আলাপটা শেষ কর, রানা,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল পার্লম্যান। 'আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি তোমার জানা দরকার।'
'তোমরা যে কি করতে পার, আমার জানা আছে!'
এমন ভাব করল পার্লম্যান, যেন রানার কথা শুনতে পায়নি। সে তার নিজের কথা বলে যাচ্ছে, 'কালই আমরা থারমল হেজের আস্তানায় হানা দিচ্ছি। এস্টেটটা আমরা চিনি, তার বেশিরভাগ অস্ত্রই ওখানে টেস্ট করা হয়।'
'হেজের ওই আস্তানায় সেই মেয়েটাকেও আটকে রাখা হয়েছে,' বলল রানা। 'সিলভিয়া ক্লার্ক। হেজের ধারণা পীস ফর অল অথবা রানা এজেন্সির এজেন্ট সে। দয়া করে তাকেও উদ্ধার কোরো,' রানার গলায় ব্যঙ্গ।
'জার্নালিস্ট মেয়েটা? তুমি জান, পীস ফর অল-এর এজেন্ট নয় সে?'
'প্রশ্নটা আমিই তোমাকে করতে যাচ্ছিলাম।'
'আমার কিছু জানা নেই, রানা। একটু জটিলই লাগছে।'
'জটিল লাগছে, না জটিল করে তুলছ?' রাগ এখনও কমেনি রানার। 'ভাল কথা, মেয়েটা কি মোসাড-এর এজেন্ট হতে পারে?'
'মোসাড-এর এজেন্ট? কি বলছ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল পার্লম্যান। 'তোমার সন্দেহের কারণ?'
'কোন কারণ নেই। মনে হল, তাই বললাম।'
কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল পার্লম্যান, তারপর বলল, 'কি জানি, হতেও পারে।'
'মেজর কালভিনের ব্যাপারটা কি হবে?' জানতে চাইল রানা। 'সেনাবাহিনীর লোক বলে কি তাকেও তোমরা রেহাই দেবে? রেহাই দেয়াই উচিত, তা না হলে ব্রিটিশ আর্মি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে!'
'তুমি তো ব্যঙ্গ করেই খালাস, সমস্যায় হাবুডুবু খেতে হচ্ছে আমাদের। শুধু ওই একজন মেজর নয়, সামরিক বাহিনীর আরও অনেক অফিসার এর সাথে জড়িত। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, মেজর কালভিনকে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। বাকি অফিসারদের কোর্ট মার্শাল হবে, তবে গোপনে। শোন, রানা, তুমি কি হার্টল্যাণ্ডে যেতে পারবে?'

'হার্টল্যাণ্ডে যাব? আমি? তুমি না বললে আমার কোন ভূমিকা নেই?'

পিপ-পিপ করে উঠল ফোন, তারমানে আলাপের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। স্লটে আবার পয়সা ঢোকাল রানা।

'রানা, লাইনে আছ তুমি?'

'আছি।'

'ওখানে তোমাকে আমার দরকার, রানা। ওদেরকে গ্রেফতার করব আমরা, জেরা করব, অভিযোগ আনব, কিন্তু ওদের অপরাধ সম্পর্কে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। যে ক'টা অপরাধ ঘটিয়েছে ওরা, প্রায় সবগুলোরই একমাত্র সাক্ষী তুমি। তুমি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষী দিলে অনেক অফিশিয়াল ঝামেলা থেকে বেঁচে যাই আমরা। বিশ্বাস কর, ওখানে তোমাকে আমাদের দরকার।'

'আমি তাহলে সরাসরি তোমাদের হেডকোয়ার্টারে গেলেই তো পারি,' বলল রানা।

'পশ্চিমে রয়েছ তুমি, হার্টল্যাণ্ডে যেতে হলে আরও পশ্চিমে যেতে হবে, লণ্ডনে ফিরে আসা শুধু সময়ের অপচয়,' যুক্তি দেখাল পার্লম্যান। 'আমি তোমাকে ঘটনার কাছাকাছি পেতে চাই, রানা। কি, এই সাহায্যটুকু তুমি আমাদের করবে না?'

'ঠিক আছে, তবে তার আগে মি. লংফেলোর সাথে কথা বলব আমি।'

'গুড ম্যান। ওদিকে একটা জায়গা আছে, নাম বাইডফোর্ড, হার্টল্যাণ্ডের কাছাকাছি-যে-কোন একটা হোটেলে ওঠ তুমি, আমরা তোমাকে খুঁজে নেব।'

'তোমরা কি লোকাল পুলিসের সাহায্য নিচ্ছ?'

'ওদেরকে জানানো হবে, তবে জড়ানো হবে না। তোমাকে তো বললামই, প্রভাবশালী মহলের বহু লোক এর সাথে জড়িত—পাবলিককে সব কথা জানানো সম্ভব নয়।'

'শোন, পার্লম্যান, তোমরা যদি হেজকে রক্ষা করার চেষ্টা...'

'প্লীজ, রানা—শুধু শুধু সময় নষ্ট কোরো না। আমার হাতে অনেক কাজ, তোমাকেও লম্বা একটা পথ পাড়ি দিতে হবে। হেজের গিল্ডফোর্ডের বাড়ি থেকে কেউ ফোন করতে পারে, আমাকে দেখতে হবে হেজ যেন কোন মেসেজ না পায়...'

'পার্লম্যান...'

'প্লীজ, রানা। সময় নেই। মনে রেখ, মেয়েটা বিপদের মধ্যে রয়েছে। হেজকে নিয়ে তুমি কোন চিন্তা কোরো না, এবার তাকে আমরা ছাড়ছি না। তোমার সাথে কাল দেখা হবে আমার।' রানাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল বব পার্লম্যান।

থমথম করছে রানার চেহারা। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ, মারভিন লংফেলোর বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল ও। ভদ্রলোককে বাড়িতেই পাওয়া গেল। রানার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, সরকারের ওপর মহল থেকে আসলেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, থিউল সোসাইটি সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যে-কোন তথ্য বাইরে প্রকাশ করা চলবে না। বিশেষ করে প্রেস, পাবলিক ও ফরেনারদের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। মারভিন লংফেলো ব্যক্তিগতভাবে

দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছুই করার নেই। ওপর মহলের এই অন্যায় হস্তক্ষেপে তিনি নিজেও ভয়ানক অসন্তুষ্ট, এমনকি পদত্যাগ করার কথাও ভাবছেন।

ফিরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসল রানা, সহকর্মীরা ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'কোথায় যাব আমরা, স্যার?' জানতে চাইল টমাস। 'কি করা হবে?'

'তোমাদেরকে গাড়ির কাছে পৌঁছে দিই চল,' বলল রানা। 'আমাকে অনেক দূর, ডেভনে যেতে হবে।'

'আমরা আপনার সাথে যাচ্ছি না, মাসুদ ভাই?' পিছন থেকে জানতে চাইল রতন।

'না, কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে, তোমাদের আমি জড়াতে চাই না।'

'আমরা আপনার সাথে কাজ করি, স্যার,' বলল টমাস। 'আপনি জড়িয়ে থাকলে আমরাও জড়িয়ে পড়েছি। তাছাড়া, মিস তমাকে আমরা সবাই ভালবাসতাম।'

মৃদু হাসল রানা। 'একটা কাজ অবশ্য করতে পার তোমরা। চল, তোমাদেরকে গাড়ির কাছে পৌঁছে দেয়ার সময় বলব। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পার কি না দেখ। তোমরা, বিশেষ করে টমাস, পার্সিফাল নামে কোন শব্দের সাথে পরিচিত কি না? শব্দটা আগে কখনও শুনেছ? আমি যখন বাড়িটায় রয়েছি, হেজ তার লোকদের একটা কথা বলে। কথাটা ছিল–আমাদের পার্সিফাল কৌতূহলী ও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কথাটা আমার সম্পর্কে বলা। সে জানে না, আমি জার্মান বুঝি। আমাকে হেজ পার্সিফাল বলল কেন?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রতন।

কিন্তু চোখ দুটো সামান্য বড় হল টমাসের। গভীর দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে। 'একজন পার্সিভাল আছে, মি. রানা। টিউটনিক নাইটদের একজন সে। তাকে নিয়ে একটা অপেরা লিখেছেন ওয়াগনার–কিন্তু কি কারণে জানি না পার্সিভাল-এর বানান বদলে পার্সিফাল করেন তিনি। অপেরাটা লেখা হয় হোলি গ্রেইল ও পবিত্র বর্শার গল্প অবলম্বনে। গ্রেইল-এর রক্ষক, রাজা অ্যামফোরটাস-এর কাছ থেকে চুরি যায় বর্শাটা।'

'পবিত্র বর্শা?' জিজ্ঞেস করল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টমাসের দিকে।

ওর দৃষ্টির সামনে অপ্রতিভ বোধ করল টমাস। 'আমি অপেরার খুব ভক্ত কি না, সেজন্যেই গল্পটা আমার জানা। অনেকের মত আমিও স্বীকার করি, ওটাই ওয়াগনারের সেরা কাজ। তিনি...'

বাধা দিল রানা, 'তুমি বলছ বর্শাটা চুরি যায়...?'

'হ্যাঁ, চুরি করে ক্লিংসোর, নষ্ট জাদুকর। চুরি করা বর্শাটা উদ্ধার করে আনতে হবে পার্সিফালকে...'

'মাসুদ ভাই,' পিছন থেকে জানতে চাইল রতন, 'এ-সবের সাথে থারমল হেজের সম্পর্ক কি?' ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে না।

একটা হাত তুলে তাকে চুপ থাকার নির্দেশ দিল রানা, টমাসকে বলল, 'পার্সিফাল সম্পর্কে পুরো গল্পটা শোনাও আমাকে, টমাস। খুঁটিনাটি যা জান সব মনে করার চেষ্টা কর। সমস্ত রহস্যের চাবি সম্ভবত এই গল্পটার ভেতরেই আছে।'

বিস্ময় চেপে রেখে গল্পটা শুরু করল টমাস।

দুই

সরাসরি বাইডফোর্ডে না গিয়ে ছোট্ট শহর অ্যাণ্ডোভার-এর একটা মোটেলে রাত কাটাল রানা। ক্লান্ত লাগছিল, সেটা একটা কারণ, দ্বিতীয় কারণটা ছিল ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে নির্জন একটা কামরা দরকার ওর। মোটেলেই খাওয়াদাওয়া সারে ও, তারপর বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিল। চিন্তা-ভাবনা করে কয়েকটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

হেজকে নিয়ে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বা ব্রিটিশ সরকার যা-ই করুক, রানাকে নিশ্চিত হতে হবে হেজ তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে। হেজের যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, মন্দের ভাল বলে মনে করবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো যদি হালকা হয়, বিচারে সে যদি অল্প মেয়াদী সাজা পায় বা বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে শায়েস্তা করার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেবে রানা—কারও নিষেধ গ্রাহ্য করবে না।

রানার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, পরিচয় যা-ই হোক, ও দেখতে চায় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে সিলভিয়া ক্লার্ক। অ্যারন সিমকিনের কথাও ভোলেনি ও, সে বেঁচে থাকলে তাকেও উদ্ধার করতে হবে।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত, প্রাচীন বর্শাটাও উদ্ধার করার চেষ্টা করবে রানা।

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের তরফ থেকে পার্লম্যান কতটুকু কি করে, আপাতত সেটাই লক্ষ্য করে যাবে রানা। ভাব দেখাবে, ওদের নিষেধ মেনে নিয়েছে ও। তারপর, উপযুক্ত সময়ে, নিজের কাজে হাত দেবে।

মোটেলে ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। শাওয়ার ও ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইডফোর্ডের উদ্দেশে। ভাল একটা হোটেলে উঠল ও, হোটেলের খাতায় নিজের হাতে পরিচয় ও পেশা লিখল—ছদ্মনাম ব্যবহার করল না, কারণ পার্লম্যান তাহলে ওকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

নিজের কামরায় উঠে এসে বিছানায় বসল রানা, ট্রাউজারের পায়া তুলে পায়ের ক্ষতটা আরেকবার পরীক্ষা করল। কাল রাতে অটারম্যানের ছুরি বেশ খানিকটা চামড়া ও মাংস কেটে দিয়েছে। ক্ষতটা লম্বা, যদিও গভীর নয়। ব্যথা সামান্য, তবে চুলকাচ্ছে। ডাক্তারকে দেখানো দরকার, কিন্তু হোটেল ছেড়ে এখন ওর বেরুনো চলে না—যে-কোন মুহূর্তে হাজির হতে পারে পার্লম্যান। কিংবা হয়ত ফোনে যোগাযোগ করবে।

শুরু হল অপেক্ষার পালা। দশটা বাজল। তারপর এগারোটা। পার্লম্যানের দেখা

নেই। কি ব্যাপার, ভাবল রানা, এত দেরি করছে কেন সে? হেজের আস্তানায় আজ সকালেই কি ওরা হানা দেবে?

কামরায় পায়চারি শুরু করল রানা। গোটা ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত একটা চেহারা পেয়েছে। হিটলার,পবিত্র বর্শা, রানাকে পার্সিফাল বলে ডাকা; ওয়েওয়েলসবার্গ কথাটার মানে কি? এটাও কোন কিছুর প্রতীক নাকি, প্রাচীন কোন বিশ্বাস? ওয়াগনারের অপেরা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে টমাস, অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে, ধরা পড়ে গেছে গোপন তাৎপর্য। ওই অপেরাতেই লুকিয়ে আছে ওকে, রানাকে, এর সাথে জড়াবার রহস্য। রানা এখন জানে, কেন ওরা চাইছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটা অভিনীত হওয়া চাই। কিংবদন্তীর পুনরাভিনয় একান্ত প্রয়োজন,.তবে এবার শেষটা হবে অন্যরকম, এবং সেটুকু সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে ওদের অশুভ পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করবে কি না। এক অর্থে ব্যাপারটা কিছুই না, ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওপর বিশ্বাসীদের একটা অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু রানার জন্যে ব্যাপারটা গুরুতর–জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। বিছানার পাশ থেকে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। পায়চারি থামিয়ে রিসিভার তুলল ও।

'মি. মাসুদ রানা? রিসেপশনে দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন, আপনার সাথে দেখা করতে চান। মি. ডিক ও মি. রক। মি. পার্লম্যানের সহকর্মী।'

'আমি নিচে আসছি,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল কামরা থেকে।

লাউঞ্জে বসে আছে ওরা, সামনে একটা কফি টেবিল, ওর বসার জন্যে খালি রাখা হয়েছে একটা চেয়ার। দু'জনকেই চেনে রানা, যদিও আলাপ হয়নি কখনও, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসেরই ইনফরমার। রানাকে দেখেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল তারা, একজন বলল, 'আপনি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারায় আমরা খুশি, মি. রানা। মি. লংফেলো ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভাল কথা; আমি ডিক।'

ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে খালি চেয়ারটায় বসল রানা। 'পার্লম্যান কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'এস্টেটে ব্যস্ত। আজ খুব ভোরে আমরা হানা দিই। কোন অসুবিধেই হয়নি।'

'মেয়েটা ভাল আছে?' জানতে চাইল রানা।

দ্বিতীয় লোকটা, রক, কথা বলল এবার, 'ভাল আছে, স্যার। তবে একটু ঘাবড়ে গেছে, এই যা।' রানার উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে হাসল সে।

'এবং তোমরা থারমল হেজকে ধরেছ?'

'হ্যাঁ, মি. পার্লম্যান এখনও তাকে ইন্টারোগেট করছেন,' জবাব দিল ডিক। 'খেল খতম হয়ে গেছে বুঝতে পারলেও, মুখ খুলতে রাজি হচ্ছে না সে। আমরা ধারণা করছি, আপনাকে দেখলেই পিলে চমকে যাবে তার।'

'মেজর কালভিন? বাকি সবাই?'

'ওদের সবাইকে নিরস্ত্র করা হয়েছে, স্যার। গোটা অপারেশনটা পানির মত সহজ ছিল। আমরা প্রায় কোন বাধাই পাইনি।'

'জানা গেছে, কাল ওরা কি করতে যাচ্ছিল?'

মাথা নাড়ল ডিক। 'ওরা মুখ খোলেনি,' বলল সে। 'তবে ব্যাপারটা আমরা আন্দাজ করে নিয়েছি।'

'কি আন্দাজ করেছ?' সরাসরি ডিকের চোখে তাকাল রানা, দু'জনের মধ্যে তাকেই সিনিয়র বলে মনে হল।

'দুঃখিত, স্যার। আপনাকে এ-সম্পর্কে কিছু বলার অনুমতি দেয়া হয়নি আমাদের। দেখা হলে মি. পার্লম্যানই সব কথা জানাবেন আপনাকে। ওঁরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যার। থারমল হেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হলে হার্ড এভিডেন্স দরকার। আমরা যা জানতে পেরেছি, তাকে বড় জোর ভয়ানক সন্দেহজনক বলা যেতে পারে, কিন্তু গ্রেফতার করার জন্যে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা যায় না। আপনি প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগী হিসেবে অভিযোগ দায়ের করার পর সাক্ষী দিলে থারমল হেজ আর তার সহকারীদের যাবজ্জীবন ঠেকায় কে।'

'হার্ড এভিডেন্স তোমাদের হাতেও তো আছে,' বলল রানা। 'হেজের গিল্ডফোর্ডের বাড়িতে পীস ফর অল-এর দু'জন সদস্য খুন হল, তাদের লাশ তোমরা উদ্ধার করনি?'

'থারমল হেজ বলছে এ-সম্পর্কে কিছুই জানে না সে।'

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ওরা খুন হয়েছে তার বাড়িতে,' বলল ও। 'তা-ও কি অস্বীকার করছে সে?'

'বলছে, কাল সন্ধের সময় ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসে সে, তখনও আপনি ওখানে ছিলেন।'

'সম্ভবত বলতে চাইছে আমিই ওদেরকে খুন করেছি?'

'আপনি ও অটারম্যান। আমরা তাকে বললাম, অটারম্যান মারা গেছে, তখন সে বলল, তাহলে নিশ্চয়ই মাসুদ রানাই দায়ী।'

'বেশ বেশ।'

'তাকে আমরা সব কথা স্বীকার করিয়ে ছাড়ব, মি. রানা। অভিযোগ তো আর একটা নয়। তবে আপনার সাহায্য একান্তভাবে দরকার। এস্টেটে ওরা আপনার অপেক্ষায় বসে আছে।' হাতঘড়ি দেখল ডিক, রকের দিকে তাকাল, বলল, 'থানায় পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে না তো?'

'বেশ, তবে চল,' বলে দাঁড়াল রানা। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল ও, তারপর বলল, 'একটা ফোন করার দরকার ছিল...,' কথাটা শেষ না করে ডিক আর রকের দিকে তাকাল ও, যেন ওদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে।

'হাতে সময় কিন্তু খুব কম, মি. রানা,' তাড়াতাড়ি বলল ডিক। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে আপনার পৌঁছুনো দরকার। এস্টেট থেকে ফোন করলে হয় না? কিভাবে ওখানে পৌঁছুতে হবে বলে দিচ্ছি আপনাকে...।' চেয়ার ছাড়ল সে, দেখাদেখি রকও।

'কেন, তোমরা যাচ্ছ না?'

'ও, আপনাকে বলা হয়নি।' আবার হাতঘড়ি দেখল ডিক। 'একবারে দুটো কাজ সারছি আমরা, এস্টেট থেকে বেরিয়েছি লোকাল পুলিসকে রিপোর্ট করার জন্যে।'

দশ মিনিট পর, এ/থারটিনাইন ধরে ছুটে চলেছে রানার গাড়ি, হার্টল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছে ও। দিনটা ঠাণ্ডা, দিগন্তে ঝুলে আছে ঘন কাল মেঘ। পাশের জানালাটা খুলে রেখেছে রানা, তীব্র বাতাসে খুলির সাথে সেঁটে আছে চুল। ওর মনে কোন ভয় নেই, যাচ্ছে অটল আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

হার্টল্যাণ্ডে পৌঁছে ডানদিকে বাঁক নিল, সরু রাস্তার দু'পাশে উঁচু হয়ে উঠল পাড়, আশপাশের মাঠগুলো আড়াল হয়ে গেল। এরপর রাস্তাটা বাম দিকে ঘুরে গেছে, সামনে পড়ল প্রাচীন একটা গির্জা। পাথরের তৈরি ধূসর বিল্ডিং, টাওয়ারটা আকাশ ছুঁয়েছে। নিচু পাঁচিলের পাশে বেঁটে ও অস্বাভাবিক চওড়া একটা অচেনা গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘন ঘন মোচড় খাওয়া অদ্ভুত তার কাঠামো, পাঁচিলের ভেতরকার উঠনটাকে গিঁটবহুল ডালপালাগুলো যেন ছোবল মারতে উদ্যত। গাছটাকে পিছনে রেখে ছুটছে গাড়ি, রাস্তাটা হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে। সামনে সাগর দেখতে পেল রানা, এক মাইল দূরেও নয়। রাস্তাটা আবার সমতল হল, দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল দু'দিকের উঁচু মাটি।

এস্টেটের প্রবেশপথে কোন সাইনবোর্ড নেই, তবে ডিকের দেয়া বর্ণনার সাথে জায়গাটার মিল দেখতে পেল রানা। খোলা গেট সামনে চলে আসতে ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল ওর মধ্যে, বড় বেশি একা লাগল নিজেকে।

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। পিচ ঢালা রাস্তা, নাক বরাবর সোজা চলে গেছে, শেষ মাথায় প্রকাণ্ড একটা বাড়ি, তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে বনভূমি। বাড়িটার পিছন দিকে, বনভূমির ফাঁক-ফোকর দিয়ে সাগর দেখতে পেল রানা। সাগরে কোন জলযান বা ঢেউ নেই, বাড়িটাকেও আশ্চর্য নির্জন লাগল রানার। বাড়ির সামনে, একধারে অনেকগুলো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কোন লোকজন নেই। স্পীড কমাল রানা, একটু দেরি করে পৌঁছুতে চায়—ভাবল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে যাবে কি না। চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল ও। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে সিলভিয়ার কি হবে? কিংবা অ্যারন সিমকিনের? সে-ই তো ওদের একমাত্র ভরসা।

খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা রানার মুখে পড়ল, তারপরই শুরু হল মুষলধারে। ওর গাড়ি এখন ঘণ্টায় দশ মাইল গতিতে এগোচ্ছে, সামনে ঝুলে আছে প্রকাণ্ড ম্যানসন, কালো জানালাগুলো যেন একেকটা চোখ, তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

বাড়ির সদর দরজা খোলা দেখল রানা। একহারা চেহারার একটা মূর্তি বেরিয়ে এল লম্বা টেরেসে, সকৌতুকে স্যালুট করল রানাকে। বব পার্লম্যানের কৌতুকে সাড়া দিল না রানা। গাড়ি থামাল ও, এঞ্জিন বন্ধ করল, বড় করে শ্বাস টেনে বেরিয়ে এল বাইরে।

বাড়ির ভেতরটা ঝকঝক তকতক করছে, যেন কোন স্যানাটোরিয়ামে ঢুকছে রানা।

রানা ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল পার্লম্যান, তার আচরণের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবটুকু ওর দৃষ্টি এড়াল না।

'নিরাপদে পৌঁছুতে পেরেছ, সেজন্যে আমি খুশি,' রানার মুখোমুখি হল পার্লম্যান। 'আজ ভোরে শহরের কোন হোটেলেই তোমাকে পাওয়া যায়নি, ভারি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। পরে, দ্বিতীয়বার লোক পাঠাতে হয়। কি ব্যাপার, রানা? রাতে ছিলে কোথায় তুমি?'

'সরাসরি না এসে পথেই একটা মোটেলে ছিলাম,' বলল রানা।

হলওয়েটা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, বেশ লম্বা-চওড়া, প্রায় একটা কামরার মতই। সাদা দেয়ালে সোনালি ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো অনেকগুলো ছবি রয়েছে। 'বাইরে অতগুলো গাড়ি দেখলাম, অথচ মনে হচ্ছে ভেতরে লোকজন নেই,' মন্তব্য করল রানা।

হাসল পার্লম্যান, নাকের দু'পাশ গোলাপী আপেলের মত ফুলে উঠল। 'সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, রানা। আমাদের অপারেশন পুরোপুরি সফল হয়েছে।'

'ওরা কেউ বাধা দেয়নি?'

'না দেয়ারই মত।'

'ওদের কালকের প্রোগ্রাম? জানতে পেরেছ?'

'অবশ্যই। এস, সবই জানানো হবে তোমাকে।' রানাকে পথ দেখিয়ে একটা দরজার দিকে এগোল পার্লম্যান। নক করল সে, ধাক্কা দিয়ে কবাট খুলল, এবারও একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিল রানাকে।

কামরায় পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চোখ তুলে তাকাল বুন থারমল হেজের মুখের দিকে, চেহারায় ফুটে উঠল বিস্ময়। ওর প্রতিপক্ষ হাসছে।

'আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগছে, মি. রানা। সাংঘাতিক ভাল লাগছে।' হেজের কৃত্রিম নাকটা জায়গামত বসে আছে, একটা আঙুল ঘসল সেটার ওপর।

কামরার চারদিকে তাকাল রানা। মেজর কালভিন, সিন্থিয়া ইনগ্রিড ও ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারকে দেখে ওর বিস্ময় আরও যেন বেড়ে গেল। কামরায় আরও কিছু লোক রয়েছে—নতুন, অথচ পরিচিত। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, সবার দৃষ্টিতেই অদ্ভুত একটা কৌতূহল।

দরজায় শব্দ হতে ঝট করে ঘুরল রানা। দরজাটা বন্ধ করে ওর দিকে ফিরল পার্লম্যান। সরাসরি তার চোখে তাকাল ও। এখনও হাসছে বিএসএস-এর এজেন্ট, কবাটের গায়ে হেলান দিল, দুটো হাতই পিঠের কাছে, দরজার হাতলটাকে ধরে আছে যেন রানা পালাতে চাইলে অতিরিক্ত বাধা হিসেবে কাজ করবে তার শরীরটা। রানার চোখে তীব্র ঘৃণা, সামান্য একটু অস্বস্তিবোধ করল পার্লম্যান।

আবার থারমল হেজের দিকে ফিরল রানা। 'ও তাহলে ফ্যানাটিকদের সাথে হাত মিলিয়েছে?' কার কথা বলছে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করল না।

'হ্যাঁ, মি. রানা—মি. পার্লম্যান আমাদের আদর্শে বিশ্বাস করেন। তিনি আমাদের সংগঠনকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। সাহায্য অবশ্য আপনিও করেছেন। করেছেন, আরও করবেন।'

'আমি? আপনাকে বা একদল ফ্যানাটিককে আমি কেন সাহায্য করতে যাব!'

'করেছেন, করেছেন।' একটা ইঞ্জিচেয়ারের দিকে এগোল থারমল হেজ, রানার দিকে মুখ করে বসল, হাতল জোড়া আঁকড়ে ধরল দু'হাতে। 'শুধু মি. পার্লম্যান নয়, মি. রানা, থিউল সোসাইটিতে আরও অনেক প্রভাবশালী সরকারী কর্মচারী রয়েছেন। কেন তাঁরা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, জানেন? কারণটা হল, আদর্শগত মিল। গোটা দুনিয়া যে রসাতলে যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে তাঁরা সবাই আমার সাথে একমত। না, মি. রানা, আমরা ফ্যানাটিক নই। আমরা একটা আদর্শে বিশ্বাস করি। আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য করার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এগারজন মন্ত্রী, সত্তরজন সাংসদ, চার শো মাল্টি-মিলিওনেয়ার ব্যবসায়ী, সমাজের বার শো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। থিউল সোসাইটির প্রাথমিক লক্ষ্য হল, নিচু জাতের লোকদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলা। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে, ওদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে আর্যদের রাজত্ব। নিচু জাতের লোকদের মধ্যে থেকেও দু'পাঁচজনকে বাছাই করা হবে, মেধা অনুসারে-ট্রেনিং দিয়ে, ব্রেন-ওয়াশ করে অভিজাত শ্রেণীর ভেতর টেনে নেয়া হবে ওদের।

'কাজ চলছে, দুনিয়া জুড়ে কাজ চলছে আমাদের। বড় প্রায় সব শহরেই শাখা অফিস খুলেছি আমরা, এনজিওর ছদ্ম পরিচয়ে। সবচেয়ে বেশি কাজ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমাদের একজন আমেরিকান সদস্য, অত্যন্ত প্রভাবশালী, আজ রাতে কোন এক সময় এই মীটিঙে উপস্থিত হবেন বলে আশা করছি আমি। আমাদের টাকা আছে, মি. রানা। আছে শক্তিশালী সংগঠন। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের একটা আদর্শ আছে।'

'মানুষ সবাই সমান, এই সহজ সত্যটা যারা বোঝে না, তাদের পক্ষে দুনিয়ার ভাল করা কিভাবে সম্ভব? গোটা দুনিয়া দখল করে নেব, এটা কখনও কারও আদর্শ হতে পারে?'

'এটা আবেগের কথা, মি. রানা। এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। মানুষ সবাই সমান নয়। মানবজাতির মধ্যে গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ হল এরিয়ানরা, বাকি সব আবর্জনা। আর দুনিয়া দখল করে নেয়ার ব্যাপারটা, মি. রানা, তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল, শাসন করাটা। আমরা শাসন করব। প্রথমদিকে, অন্তত কয়েক শো বছর, কড়া শাসনের মধ্যে রাখতে হবে মানবজাতিকে। আমরা শুধু প্রতিভাবান ও মেধাবী লোকজনদের বাঁচিয়ে রাখব। তারমানে এই নয় যে বাকি সবাইকে গ্যাস চেম্বারে ভরে মেরে ফেলা হবে। না, সে-ভুল আমরা দ্বিতীয়বার করতে যাচ্ছি না। নিচু জাতের লোকদের বেঁচে থাকাটা অসম্ভব করে তুলব আমরা। তারপর, ধরুন পাঁচ শো বছর পর, দুনিয়ার বুকে যারা বেঁচে থাকবে তারা সবাই হবে আদর্শ পুরুষ, যাকে বলে বিশুদ্ধ মানুষ। তবে...থাক, এ সব কথা এখন থাক।' হাত তুলে চেয়ারে বসা লোকগুলোকে দেখাল বুন থারমল হেজ। 'আমার ধারণা, এদের অনেককেই আপনি চেনেন। আয়ান বারবি, জার্মান চ্যান্সেলর-এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। জন পাসকাল ও স্যার ওয়াইল্ডম্যান, শিল্পপতি ও জাতীয়তাবাদের কট্টর সমর্থক-বিপুল টাকা থাকার কারণে ইহুদিরা ওঁদেরকে যমের মত ভয় পায়। জেনারেল কার্ল হেভগার, একজন বীর সৈনিক, যিনি অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি

পেয়ে ব্রিটেনের সেনাবাহিনীকে আমাদের পক্ষে পরিচালনা করবেন–তিনি শুধু একা নন, তাঁর মত আরও অনেক হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসার আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। সবশেষে; লর্ড উডহাউস, আজকের মিডিয়া জগতের প্রবাদ পুরুষ।

'আমাদের নীতি নির্ধারক কমিটির মাত্র কয়েকজন সদস্যকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি, মি. রানা। বাকি সদস্যরা আজ সন্ধের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। নীতি নির্ধারক কমিটির সদস্য সংখ্যা তের, আমাকে নিয়ে।'

'বাকি সবাই কারা?'

'বেশ বেশ, আপনার আগ্রহ দেখে ভারি খুশি হলাম। আপনার যদি জানার অধিকার না থাকে তো কার আছে! আপনাকে ছাড়া তো কিংবদন্তীর পুনরাভিনয় সম্ভব নয়, সম্ভব নয় অলৌকিক ক্ষমতাকে আমাদের সাফল্যের অনুকূলে কাজে লাগানো।' চোখে-মুখে উল্লাস, থারমল হেজ হাসছে।

রানা লক্ষ্য করল কমিটির অন্যান্য সদস্যরা অস্বস্তিবোধ করছে, কেউ তারা থারমল হেজের হাসিতে যোগ দিল না। তাদের মধ্যে আয়ান বারবি, জার্মান চ্যান্সেলর-এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বললেন, 'শোন, বুন, এ-সবের কোন প্রয়োজন আছে কি? এ-পর্যন্ত তোমার সব কাজেই সায় দিয়েছি আমরা, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি করা কি উচিত হচ্ছে? আমাদের গোপন কথা ওকে জানানো মানে বিপদ ডেকে আনা...'

'ওর তরফ থেকে কোন বিপদের ভয় কখনোই ছিল না, এখনও নেই। তুমি ভুলে যাচ্ছ, ডিয়ার আয়ান, গোটা ব্যাপারটায় মুখ্য ভূমিকা মি. মাসুদ রানাই পালন করছেন।'

'কিন্তু কাল রাতে ওকে পালিয়ে যেতে দেয়ার ঝুঁকি নিয়ে তুমি...'

'কোন ঝুঁকিই আমরা নিইনি, যা কিছু করা হয়েছে সবই প্ল্যান অনুসারে। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখানে ওর নিজের ইচ্ছায় ফিরে আসার প্রয়োজন ছিল।'

সমর্থনের আশায় সঙ্গীদের দিকে তাকালেন আয়ান বারবি, কিন্তু সবাই চোখ নামিয়ে নিল। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, বললেন, 'অবশ্য এ-কথা ঠিক যে এখন আর ওর করার কিছু নেই...'

'ধন্যবাদ, আয়ান,' ঠাণ্ডা সুরে বলল থারমল হেজ, তারপর কমিটির অনুপস্থিত সদস্যদের নামগুলো বলে গেল। তাদের মধ্যে একজনকে থারমল হেজের গিল্ডফোর্ডের বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছে রানা–টোরি দলের এমপি, চরমপন্থী ও বর্ণবাদী হিসেবে পরিচিত। বাকি সবাইও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'কমিটির বাইরেও এঁদের মত প্রভাবশালী আরও হাজার হাজার ব্যক্তি রয়েছেন, মি. রানা। ফ্যানাটিক বলুন আর যাই বলুন, যাকে আপনারা উন্নত বিশ্ব বলেন সেটাকে এঁরাই তো পরিচালনা করছেন। এঁরা যোগ দেয়ায় আমাদের সোসাইটি শক্তিশালী হয়েছে, কি বলেন, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, মনে মনে নামগুলো গোনার কাজে ব্যস্ত। 'কমিটির সদস্য বললেন তেরজন, আপনাকে নিয়ে। কিন্তু নাম বলছেন বারজনের। বাকি একজন কে? ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার, না মেজর কালভিন?'

'আরে না, ওরা কেউ নয়।' হাসল থারমল হেজ। 'ওদেরও অবদান আছে,

আছে গুরুত্ব, কিন্তু নীতি নির্ধারণে ওদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। এ-ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারের কথাই ধরুন। উনি আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু।' অশীতিপর বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে সমীহের সাথে মাথা ঝাঁকাল সে। 'আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে, মিডিয়াম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন-ডেকে আনেন নীতি নির্ধারক কমিটির তের নম্বর সদস্যকে। তের নম্বর সদস্যই আমাদের নেতা। ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার হলেন আমাদের নেতার ফিজিকাল ভয়েস।

'মেজর কালভিনকে বলতে পারেন আমার ব্যক্তিগত সহকারী। কোনার্ড অটারম্যান, সোবার্স, এরা হল ঘুঁটি-ওদের অযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম আমরা, সেজন্যেই ওদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় আপনাকে, আপনার শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষা করার জন্যে।'

'নামটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনার আধ্যাত্মিক গুরু কাকে ডেকে আনবেন?' উত্তরটা আন্দাজ করতে পারছে রানা। থিউল সোসাইটি হিটলারকে পরিত্যাগ করেছিল, কারণ হিটলার তাদের স্বপ্নকে রূপ দিতে ব্যর্থ হন। হিটলারের বদলে এস এস রাইখসফুয়ে-রারকে নিজেদের নেতা বানায় ওরা। এসএস রাইখসফুয়েরার, নাৎসী অকাল্ট ব্যুরো-র প্রতিষ্ঠাতা। থিউল গ্রুপকে যিনি উৎসাহ ও আশ্রয় দিয়েছিলেন।

কি এক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে থারমল হেজের চেহারা। একে একে কামরায় উপস্থিত সবার দিকে একবার করে তাকাল সে। 'তিনি আজ আমাদের সাথে থাকবেন। ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার তাঁকে ডেকে আনবেন। আপনার সাথে তাঁর দেখা হবে, মি. রানা। আমাদের ফুয়েরার, হেনেরিক হিমলারকে আপনি দেখতে পাবেন-মারা যাবার আগে।'

তিন

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নিজেদের প্ল্যান-পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে রানাকে শোনাল থারমল হেজ, ও যেন ওদের দলেরই একজন বিশ্বস্ত সদস্য। মাঝে মধ্যে মন্তব্য করল নীতি নির্ধারক কমিটির উপস্থিত সদস্যরা-প্রথমদিকে দ্বিধা দেখা গেলেও, পরে থারমল হেজের উচ্ছ্বাস তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হল-জানে, মাসুদ রানা তাদের জন্যে কোন হুমকি নয়, কারণ ধরে নেয়া চলে এরইমধ্যে মারা গেছে সে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, গর্ব করার জন্যে বাইরের একজন শ্রোতা দরকার ছিল ওদের। রানাকে বিস্ময়ে হতবাক করার জন্যে ধীরে ধীরে নিজেদের পরিকল্পনার ব্যাপকতা ব্যাখ্যা করল ওরা। ওদের প্রথম টার্গেট ইংল্যাণ্ড। এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে, চরমপন্থী থিউল সোসাইটির নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হবে ইংরেজ জাতি, তাদের সামনে দ্বিতীয় কোন বিকল্প পথ খোলা থাকবে না। তার আগে দেশ জুড়ে গৃহযুদ্ধ বাধানো হবে। সেই যুদ্ধে ধনিক শ্রেণী সমর্থন করবে থিউল সোসাইটিকে, কারণ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে কমনওয়েলথ-এর সদস্য ও কৃষ্ণাঙ্গপ্রধান

সবগুলো দেশে একা শুধু তারাই প্রচলিত সমস্ত পণ্য রফতানী করার সুযোগ পাবে। ওই সব দেশের নিজস্ব উৎপাদন যাতে বন্ধ হয়ে যায় তার ব্যবস্থাও করা হবে, স্যাবোটাজ-এর সাহায্যে। এরইমধ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে-এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে যুব-সম্প্রদায়ের হাতে গোপনে তুলে দেয়া হচ্ছে অস্ত্র, ফলে প্রতিটি শহরে মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাস, ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। শুধু ধনিক শ্রেণীই নয়, মধ্যবিত্তরাও থিউল সোসাইটিকে সমর্থন করবে। এতদিন ধনিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মাঝখানে পড়ে মার খেয়েছে তারা, থিউল সোসাইটি তাদেরকে অভিজাত শ্রেণীতে তুলে আনার প্রস্তাব দিয়ে দলে টানবে। এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে প্রতিভাবান নতুন নতুন নেতা, তারা হবে থিউল সোসাইটির আদর্শের ব্যাপারে আপসহীন, উনিশ শো তেত্রিশ সালে ঠিক যেমন আপসহীন ছিলেন হিটলার। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে নেপথ্যে থেকে এ-সব পরিকল্পনা তৈরি করেছে বুন থারমল হেজ, এবার সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে আলোয়। ইতিমধ্যে আসল কাজগুলো সেরে ফেলেছে সে। সমাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে নিজেদের লোক বসানো হয়েছে, চিহ্নিত করা হয়েছে সম্ভাব্য বিরোধিতাকারীদের। গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, অকস্মাৎ নিজেদের আসল পরিচয় প্রকাশ করবে ওরা। একই পদ্ধতিতে ওদের ভাষায় 'বিপ্লব' সংগঠিত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। তবে তার আগে এশিয়া ও আফ্রিকার ছোট কয়েকটা দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে থিউল সোসাইটি। তালিকার শীর্ষে রয়েছে বার্মা ও বাংলাদেশ—বাংলাদেশের মানুষ সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্যে থিউল সোসাইটির আদর্শে বিশ্বাসী নতুন শাসককে আশীর্বাদ বলে মনে করবে, আর মায়ানমার সামরিক জান্তার নির্যাতন থেকে বাঁচার প্রতিশ্রুতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে বর্মীরা।

এভাবে, একে একে, গোটা দুনিয়ার শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেবে থিউল সোসাইটি। নিচু জাতের লোকেরা এরিয়ানদের কল-কারখানায় কাজ করবে নামমাত্র মজুরিতে, তাদেরকে শহরের বাইরে একটা কলোনিতে থাকতে দেয়া হবে। জার্মান সংস্কৃতি দুনিয়ার সেরা, গোটা দুনিয়ায় শুধু এই একটা সংস্কৃতি চর্চার অনুমতি থাকবে। শিল্পী, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, গবেষক হতে পারবে শুধু অভিজাত শ্রেণীর লোকজন। নিচু জাতের লোকদের মধ্যে যাদের প্রতিভা অত্যন্ত বেশি, তাদেরকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধে দিয়ে গবেষণার কাজে লাগানো হবে, তবে কারুরই বিয়ে করার অনুমতি থাকবে না। নিচু জাতের সমস্ত পুরুষ ও নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে, কেউই যাতে সন্তানের জনক-জননী হতে না পারে। আয়ান বারবি মন্তব্য করল, নিচু জাতের লোকদের দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তাঁর ধারণা।

মনে মনে 'শালা পাগল' বলে গাল দিলেও, বিস্ময় ও কৌতূহল প্রকাশে ক্লান্তি নেই রানার। একটা করে প্রশ্ন করে ও, সাথে সাথে বিস্তারিত উত্তর পেয়ে যায়। এক সময় রানা জানতে চাইল, ওদের পরবর্তী কর্মসূচীটা কি?

উত্তর দিল থারমল হেজ। আজ রাতে, একটা পঞ্চান্ন মিনিটে, বড় ধরনের একটা অপারেশনে হাত দেবে ওরা। এক ঢিলে তিনটে পাখি মারা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিটেনে আসছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার

জন্যে, একই প্লেনে তাঁর সাথে মিশর ও ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও থাকবেন। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা নিয়ে বেশ ক'দিন আগেই আলোচনা শুরু হয়েছে ওয়াশিংটনে, দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে লণ্ডনে। কিন্তু তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিমান ইংল্যাণ্ডের মাটিতে কোন দিনই নামবে না, কারণ থিউল সোসাইটি চায় না ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। প্লেনটা আটলান্টিকের ওপরে থাকতে বিধ্বস্ত হবে।

প্রথমে কেউ বুঝতে পারবে না কারা দায়ী। তবে সন্দেহ করা হবে পিএলও-কে। কারণ পিএলও-র একটা অংশ, তারা থিউল সোসাইটির গোপন সদস্য, এ-ধরনের আলোচনার বিরোধিতা করে আসছে। দুর্ঘটনার তদন্ত হবে, বিধ্বস্ত প্লেন পরীক্ষা করে দেখা যাবে যে মিসাইলটা আঘাত হেনেছিল সেটা রাশিয়ার তৈরি। সবাই জানে, পিএলও-কে এ-ধরনের মিসাইল রাশিয়াই সাপ্লাই দিয়েছে।

আসলে মিসাইলটা তৈরি হয়েছে বুন থারমল হেজের অস্ত্র কারখানায়। সেটা ছোঁড়াও হবে নর্থ ডেভন-এর তীর থেকে। এ-সব তথ্য চিরকাল গোপনই থেকে যাবে। অ্যান্টি-রাডার ডিভাইস ব্যবহার করার ফলে মিসাইলের ফ্লাইট পাথ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না। হার্টল্যাণ্ড পয়েন্টের কাছাকাছি রয়্যাল এয়ারফোর্সের একটা রাডার ট্র্যাকিং স্টেশন থাকলেও, মিসাইলটা যে ওদেরই এলাকা থেকে ছোঁড়া হয়েছে কেউ তা জানতে পারবে না।

আরও অনেক তথ্য জানার ছিল রানার, কিন্তু প্রশ্ন করার সুযোগ হল না, সদ্য আগত কমিটি মেম্বারদের অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল থারমল হেজ।

খানিক পর অপারেশনের খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাল ওরা। তারপর পরবর্তী কর্মসূচীর প্রসঙ্গ উঠল। তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুন করার পর আর থামবে না ওরা, এ-ধরনের আক্রমণ চালিয়ে যাবে একের পর এক, যতক্ষণ না দুনিয়া জুড়ে বিষম একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। একই সাথে সারা দুনিয়ার টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে অস্ত্র ও টাকা দিয়ে দেশে দেশে রক্তপাত ঘটাবার জন্যে প্ররোচিত করা হবে। এভাবে কিছুদিন চললেই সাধারণ মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে বিকল্প শক্তির সন্ধান করবে, আর ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসবে থিউল সোসাইটির সদস্যরা, দুর্বল সরকারগুলোকে উৎখাতের মাধ্যমে দখল করবে ক্ষমতা।

ওদের আলোচনা চলছে, এই সময় আবার খুলে গেল দরজা। রানার পরিচিত ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ইনফরমার দু'জন ভেতরে ঢুকল, এরাই বাইডফোর্ডে ওর সাথে দেখা করেছিল হোটেলে। থারমল হেজের ইঙ্গিতে লোক দু'জনের পিছু নিল রানা।

পাহারা দিয়ে দোতলার সাদা করিডরে আনা হল ওকে, পিঠে ধাক্কা খেয়ে একটা কামরার ভেতর ঢুকল রানা। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, তালা লাগানোর শব্দ পেল ও।

একটা বিছানায়, ওর দিকে মুখ করে, বসে রয়েছে সিলভিয়া ক্লার্ক।

'রানা?' অস্ফুটে উচ্চারণ করল সে, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল, ছুটে এল রানার দিকে। 'এ-সব কি ঘটছে,

রানা? ওরা আমাকে এখানে আটকে রেখেছে কেন?'

রানার গলার ক্ষতটায় একটা আঙুল বুলাল সিলভিয়া, চোখে উদ্বেগ। লম্বা করা দু'হাতের শেষ প্রান্তে সিলভিয়াকে ধরে রেখেছে রানা, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, মনে অনিশ্চিত একটা ভাব, জানে না মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায় কি না। রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সিলভিয়া, ওকে দেখে তার আনন্দটুকু নির্ভেজাল বলেই মনে হল। রানার চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি দেখে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল সিলভিয়ার মুখের হাসি। হঠাৎ করে ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠল তার। 'রানা, তুমি...তুমিও কি ওদের একজন...?'

'তুমি ইনস্টিটিউট-এর এজেন্ট, তাই না?' কর্কশস্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'ইনস্টিটিউট? এজেন্ট?'

'না জানার ভান কোরো না, সিলভিয়া। এসপিওনাজ জগতের সবাই জানে ইনস্টিটিউট মানে মোসাড, ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। তুমি মোসাড এজেন্ট, অস্বীকার কোরো না।'

'না, রানা।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল সিলভিয়া। রেগে তো গেছেই, অভিমানও হয়েছে, অন্তত চোখে পানি টলমল করতে দেখে তাই মনে হল। 'ওরাও আমাকে বারবার শুধু এই কথাই বলছিল। এ-সব কি ঘটছে, রানা? কেন তোমরা সবাই ভাবছ আমি ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছি?'

সিলভিয়ার রাগটা অকৃত্রিম বলেই মনে হল রানার। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল ও। ওর কি কাউকে বিশ্বাস করা উচিত? এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, নাটকের শেষ দৃশ্যটা মঞ্চস্থ হতে দেরি আছে। শেষ দৃশ্যে সিলভিয়ার কি কোন ভূমিকা থাকবে? 'ঠিক আছে,' নরম সুরে বলল ও, এক পা এগিয়ে সিলভিয়ার কাঁধে হাত রাখল। 'ঠিক আছে। কি কি ঘটেছে সব বল আমাকে। বল, আসলে তুমি কে। সিলভিয়া, আমার জানাটা খুব জরুরী।' বিছানার কাছে হাঁটিয়ে আনল তাকে, বসাল, তারপর নিজেও বসল তার পাশে।

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সিলভিয়া, যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে। রানা ভাবল, সবটাই কি অভিনয়?

'আমি কে বা কি তুমি তা জান, রানা। ফ্রিল্যান্স রাইটার ও ফটোগ্রাফার। ইংল্যাণ্ডে আমি এসেছি বুন থারমল হেজের সাক্ষাৎকার নিতে—তার সাথে ক্ষীণ একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, এ-ব্যাপারে সেটাকে আমি কাজে লাগিয়েছি। ব্যস, এর ভেতর আর কোন ব্যাপার নেই। তোমাকে আমার মিথ্যে বলে লাভ কি!'

'তুমি তাহলে ওয়াকি স্পিলম্যান বা ইমালিন-এর নাম শোননি? অ্যারন সিমকিন নামেও কাউকে চেন না? ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই?' ঘন ঘন মাথা নাড়ল সিলভিয়া। রানার মাথায় হঠাৎ আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিল। 'কিংবা তুমি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট নও?'

'নো, ফর গডস সেক, নো! এ আমি কিসের মধ্যে পড়লাম, রানা? এ-সবের সাথে তোমারই বা সম্পর্ক কি? সেদিন লং ভ্যালিতে ট্যাংকটা...তোমাকে ওরা খুন করতে চাইছিল কেন? ওরা কারা, তুমিই বা কে? শুধু অস্ত্র কেনাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হবে, ওরা তোমাকে নিয়ে এত সব কাণ্ড করছে কেন? কি চাইছে ওরা?'

নিজের আংশিক পরিচয় আগেই সিলভিয়াকে জানিয়েছে রানা, এবার বাকিটুকুও জানাল। তারমানে এই নয় যে মেয়েটাকে বিশ্বাস করছে ও। সিলভিয়া যদি মোসাড এজেন্ট হয়, তাহলে অনেক আগে থেকেই ওর আসল পরিচয় জানা আছে তার। তবে সব কথা বলল না রানা।

আজ রাত একটা পঞ্চান্ন মিনিটে তিনজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুন করা হবে শুনে স্থির পাথর হয়ে গেল সিলভিয়া, কয়েক সেকেণ্ড পর বিড়বিড় করে বলল, 'ও, আচ্ছা, তাহলে সেজন্যেই আমাকে আটকে রেখেছে ওরা!'

চোখে প্রশ্ন, সিলভিয়ার দিকে ঝুঁকল রানা।

'মিসাইল লঞ্চার,' বলল সিলভিয়া। 'ওটা আমি দেখে ফেলেছি। ফটো তুলছিলাম, ওদের হাতে ধরা পড়ে যাই। আমি ভেবেছিলাম জায়গাটা বোধহয় থারমল হেজের আরেকটা টেস্টিং গ্রাউণ্ড–গোটা এস্টেটে এরকম টেস্টিং-রেঞ্জ একটা নয়, অনেকগুলো।' মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ থেকে চুল সরাল সে। 'এখন বুঝতে পারছি কেন ওরা আমাকে দেখে অমন খেপে উঠেছিল।' ক্ষীণ হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'কোথায়, সিলভিয়া? মিসাইল লঞ্চারটা তুমি কোথায় দেখেছ?'

'সাগর...তীরের কাছাকাছি। থারমল হেজ চায় তার সাক্ষাৎকারটা ছাপা হোক, কিন্তু এখানে আসার পর আমার চলাফেরার ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করে সে। ওদেরকে আমি বলি, দুপুরে ঘুমাব। সারাদিন ঘোরাফেরা করেছি, গার্ড আমার কথা বিশ্বাস করে। এই কামরায় পৌঁছে দেয় আমাকে সে, তারপর চলে যায়। সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি, সকালে যেদিকটায় যেতে নিষেধ করেছিল সেদিকে এগোই। এ এক অদ্ভুত বাড়ি, রানা। বাড়ির সামনের অংশের সাথে পিছনের অংশের কোন মিলই নেই।'

'কি কি দেখেছ সব আমাকে বল, সিলভিয়া।'

প্রথমে বাড়ির পিছন দিকে আধ মাইলটাক এগোয় সিলভিয়া, কারও চোখে ধরা না পড়ে। ওদিকে আরেকটা বাড়ি আছে, দেখতে দুর্গের মত, জানালা দিয়ে কয়েকটা ঘরের ভেতর উঁকি দেয় সে। নাৎসীদের প্রতীকচিহ্ন স্বস্তিকা, নাৎসী ইউনিফর্ম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার জার্মান সমরনায়কদের ছবি ইত্যাদি দেখতে পায়। ভেতরে ঢোকার কোন উপায় নেই, দরজাগুলোয় তালা দেয়া। বাড়িটার পিছন থেকে গার্ডদের বেরিয়ে আসতে দেখে সে–রানা কি জানে, থারমল হেজের প্রাইভেট আর্মি আছে? তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোয় সিলভিয়া।

ওদিকে একটা আউট-হাউস দেখতে পায় সে, সেটার আড়ালে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকে। গার্ডরা চলে যাবার পর আউট-হাউসটাকে চক্কর দেয়। এটাও বাইরে থেকে বন্ধ। কোন জানালা খোলা ছিল না, ভেতরে কি আছে দেখার সুযোগ হয়নি। আশপাশে গার্ডরা নেই বুঝতে পেরে আরও সামনে এগোয় সে, তবে সাগরের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটা থেকে দূরে থাকে। নিজেও জানত না সে, কি খুঁজছে। তবে অদ্ভুত কিছু দেখতে পাবে বলে আশা করছিল। ঘটলও ঠিক তাই, অদ্ভুত একটা জিনিসই ধরা পড়ল তার চোখে। ব্যাপারটাকে কাকতালীয়ই বলা যায়।

পাহাড়-প্রাচীরের কাছ থেকে তখনও পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে সিলভিয়া, দেখল

একজন গার্ড ওর দিকেই হেঁটে আসছে। তাড়াতাড়ি ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল সে। লোকটার হাবভাব দেখে তার মনে হল, টহল দিতে বেরিয়েছে। ঝোপের আরও খানিক ভেতরে সরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে সে, ধপাস করে পড়ে গেল একটা গর্তের কিনারায়। বিশাল গর্তটার মুখ ঢাকা রয়েছে ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে, মুখটা প্রায় বিশ ফুট চওড়া। নেটের ভেতর তাকিয়ে দেখল, কিনারা থেকে গর্তের কংক্রিট দেয়ালগুলো মসৃণভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। গর্তের কিনারা থেকেই শুরু হয়েছে বৃত্তাকার সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষ ধাপটা প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে, নিচের একটা দিক থেকে আলোর আভা বেরিয়ে আসছে। সিলভিয়া বুঝতে পারল, একটা সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। তার ধারণা হল, সুড়ঙ্গটা চলে গেছে সাগরের দিকে, কারণ সুড়ঙ্গের মুখ থেকে সাগরের ভোঁতা গর্জন ভেসে আসছে। সাগরের পানি সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকবে না, কারণ সৈকতের চেয়ে উঁচু সেটা। ওই সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখেই, লঞ্চিং প্যাডের ওপর, মিসাইলটা দেখতে পেল সিলভিয়া। জিনিসটা যে খুব বড় তা নয়, তবে দেখে ভয় লাগে।

'গর্তের চারদিকে ঝোপ-ঝাড় আর নেট রাখার কারণ,' বলল রানা। 'এদিকে সামরিক প্লেনগুলো খুব নিচু দিয়ে ওড়ে।'

'তাই হবে। যাই হোক, এরকম একটা সুযোগ আমি ছাড়ি নাকি! ক্যামেরা তুলে একের পর এক ছবি তুলছি, কোন দিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ দু'জন গার্ড ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। প্রথমেই তারা কেড়ে নিল ক্যামেরাটা। তারপর এখানে এনে আটকে রাখল।' কাঁপা কাঁপা, দ্বিধাগ্রস্ত একটা হাত বাড়াল সিলভিয়া, কয়েক সেকেণ্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল, তারপর রানার কব্জিটা ধরল আলতোভাবে, জানে না কি প্রতিক্রিয়া হবে রানার। 'ওরা তোমার কথা জানতে চাইল, রানা। তোমার সম্পর্কে কি জানি, তুমি ওদের সম্পর্কে কি জান, আমি তোমার হয়ে কাজ করছি কিনা, এই সব। তারপর ওরা শুরু করল, আমি নাকি মোসাড-এর এজেন্ট। তোমাকে যা বলেছি ওদেরকেও তাই বললাম, আমি একজন রিপোর্টার। কিন্তু ওরাও আমার কথা বিশ্বাস করেনি।'

ঠাণ্ডা চোখে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিল।

'গড, তুমি যেন অচেনা একটা লোক,' বলল সিলভিয়া, আবার ফিরে আসছে তার রাগ।

'সিলভিয়া,' শান্তস্বরে বলল রানা। 'গত ক'দিনে এত সব অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটেছে যে কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। থারমল হেজের সাথে নিচে যাদেরকে দেখে এলাম, সবাই তারা সমাজের উপরতলার লোক। তারপর পার্লামেন্ট! ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো স্বয়ং তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, অথচ দেখা যাচ্ছে সে-ও থারমল হেজের লোক! তাহলে বল কাকে আমি বিশ্বাস করব?'

রানার কব্জি ধরা হাতটা সরিয়ে নিল সিলভিয়া। 'ঠিক আছে, রানা।' রাগ নয়, অভিমানী গলায় বলল সে। 'আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমরা একমত হতে পারি, এখান থেকে আমাদের–বা একা তোমার–মুক্তি পাওয়া দরকার। বাইরের কেউ জানে, তুমি এখানে এসেছ?'

মাথা নাড়ল রানা, এখনও সিলভিয়াকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কাউকে কিছু না জানিয়ে এখানে এসেছ, এতটা বোকা বলে মনে হয় না তোমাকে। সে যাই হোক, এস, পালাবার প্ল্যান করি।' ক্ষীণ হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'সিনেমার নায়ক-নায়িকারা যেভাবে পালায়...'

বিছানা ছেড়ে জানালার দিকে এগোল রানা। পিছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া, কাঁচে নাক ঠেকিয়ে নিচেটা দেখছে রানা।

'নিচে একজন গার্ডকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওরা,' বলল সিলভিয়া। 'শার্সি এমনভাবে বন্ধ করা, খোলা সম্ভব নয়, চেষ্টা করে দেখেছি আমি। খোলা সম্ভব হলেও কোন লাভ হত না—লাফ দিলে পা ভাঙবে, নয় তো গার্ড তোমাকে গুলি করে মারবে।'

নিচে সত্যি একজন গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানালায় রানাকে দেখে পায়চারি থামিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। সিলভিয়াকে রীতিমত শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে হল রানার।

'এনি আইডিয়া?' প্রশ্ন করল সিলভিয়া, রানার সন্ধানী দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন।

'আমরা অপেক্ষা করব,' বলল রানা। 'আজ রাতে কার সাথে যেন আমার পরিচয় করিয়ে দেবে হেজ।' তিক্ত হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে, দেখে বিস্মিত হল সিলভিয়া। সিলভিয়াকে অবাক হতে দেখে রানার মনে হল, মেয়েটা তাকে বোধহয় মিথ্যে কিছু বলেনি। তবু নির্লিপ্ত থাকল ও। ওর ধারণা ভুলও হতে পারে।

রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে মেজর কালভিনের চেহারা। ইচ্ছে হল লাথি মেরে ভেঙে ফেলে দরজাটা, ভেতরে ঢুকে সিন্থিয়ার মাথাটা ধরে দেয়ালের সাথে বার বার বাড়ি মারে, যতক্ষণ না ভাঙা খুলি থেকে মগজ বেরিয়ে আসে। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করল সে, কাঁপা হাত তুলে মৃদু টোকা দিল কবাটে। জানে, ওকে রাগতে দেখলে মনে মনে হাসবে সিন্থিয়া, করুণা করবে। মনে মনে যা-ই ভাবুক সে, সিন্থিয়ার সামনে তার সমস্ত শক্তি ছাতুর মত নরম হয়ে যায়। তাছাড়া, এই মুহূর্তে একটা ভয় বাসা বেঁধেছে তার বুকে। সিন্থিয়াকে তার দরকার।

কামরার ভেতর থেকে সিন্থিয়া ইনগ্রিডের খসখসে গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আমি, কালভিন,' বলল কালভিন, এরইমধ্যে রাগটা ফণা নামাতে শুরু করেছে। 'ভেতরে আসব?'

'দরজা খোলাই আছে, কালভিন।'

ভেতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল মেজর কালভিন। ঘুরল, কিন্তু সামনে এগোতে গিয়েও এগোল না। ইতস্তত একটা ভাব জড়িয়ে ধরল তাকে। দেখামাত্র মেয়েটাকে পাবার একটা উদগ্র বাসনা গ্রাস করে ফেলে তাকে...এ-ধরনের একটা নোংরা জীব তাকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে, এরচেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে!

আয়নার সামনে বসে আছে সিন্থিয়া, মাথার ভিজে চুল তোয়ালেতে জড়ানো। পরনের লম্বা সাদা বাথরোবটা একটা উরুর ওপর খোলা—মসৃণ ত্বকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কালভিন, ইচ্ছে হল কোমল মাংসের স্পর্শ নেয়, হাত

বুলিয়ে আদর করে, বুকে টেনে নিয়ে ভালবাসে নধর যুবতীকে।

তার এই দৃষ্টি চেনে সিন্থিয়া, বোঝে এই মুহূর্তে কি ভাবছে সে। তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সে।

ধীরে পায়ে এগোল কালভিন। কাছাকাছি এসে থামল। এখন ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে সিন্থিয়ার সুন্দর গলাটা ধরতে পারে সে, যে গলায় রাতের পর রাত গাল ঘষেছে সে, চুমো খেয়েছে; ইচ্ছে করলেই গলাটা দু'হাতে টিপে ধরতে পারে, শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারে নোংরা জীবটাকে। কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানে সে, অত শক্তি তার হাতে নেই, গলাটা বেশিক্ষণ শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে না। গলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করবে সিন্থিয়া, নিঃশ্বাস ফেলতে না পারায় ছটফট করবে, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে চোখ, চেহারা থেকে মুছে যাবে তাচ্ছিল্যের ভাব ও সকৌতুক হাসি, কিন্তু তারপরই হাতের পেশীতে আর কোন জোর পাবে না কালভিন, মরা সাপের মত হাত দুটো ঝুলে পড়বে শরীরের দু'পাশে। তবে, পরমুহূর্তে, আবার ওগুলো ফিরে পাবে শক্তি। এবার সিন্থিয়ার গায়ে হাত দেবে কালভিন, বুকে হাত বুলাবে, টেনে খুলে নেবে বাথরোব, নরম শরীরটা তুলে নিয়ে এগোবে বিছানার দিকে। কালভিনের আচরণে, সন্দেহ নেই, ভয় পাবে সিন্থিয়া, ফলে তার মত সে-ও উত্তেজিত হয়ে উঠবে–বিছানায় দু'জনেই উপভোগ করবে ব্যাপারটা। হ্যাঁ, সিন্থিয়া ইনগ্রিড পারভার্ট-ই বটে, ভয় পেলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাকে ভয় পেতে দেখে ওর উত্তেজনাও দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, সে নিজেও কম পারভার্টেড নয়। তারপর সিন্থিয়ার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসবে সে, তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বারবার ক্ষমা চাইবে। ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়বে সিন্থিয়া, পরস্পরকে নিয়ে মেতে উঠবে ওরা, চরিতার্থ করবে বিকৃত যৌন লালসা।

'না, কালভিন,' বলল সিন্থিয়া, তার মনের কথা পড়তে পারছে। পিছন ফিরে বসল সে, আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল ভিজে চুল মাথার মাঝখানে স্তূপ করার কাজে, আয়নায় চোখ রেখে দেখল হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল কালভিনের, তার অস্থিরতা ও কষ্ট লক্ষ্য করে ঠোঁট টিপে হাসল।

'প্লীজ, সিন্থিয়া, আমি···,' কার্পেটের ওপর হাঁটু গাড়ল কালভিন, বাথরোবের ওপর গাল ঘষল, একটা হাত পড়ল সিন্থিয়ার উন্মুক্ত উরুর ওপর, আঙুলগুলো কিলবিল করতে করতে উঠে যাচ্ছে আরও নরম মাংসের সন্ধানে।

ঝাপটা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল সিন্থিয়া, নগ্ন উরুটা ঢাকল। 'আজ আমাকে কি করতে হবে তুমি জান,' তিরস্কারের সুরে বলল সে। 'কাজেই তোমাকে সময় দেয়া যাচ্ছে না।'

'কেন?' চেহারায় ব্যাকুল ভাব, মুখ তুলে তাকাল কালভিন। 'কাজটা তোমাকে কেন করতে হবে?'

রাগে দপ করে জ্বলে উঠল সিন্থিয়ার চোখ। 'তুমি জান কেন। ওকে নষ্ট করতে হবে।'

'যেমন আমাকে করেছিলে?'

'এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, কালভিন। তোমার ব্যাপারটা ছিল···' হঠাৎ চুপ করে গেল সিন্থিয়া।

বাক্যটা পুরো করল কালভিন, '...ব্ল্যাকমেইল? ওকে বোধহয় ব্ল্যাকমেইল করার দরকার নেই, কি বল, আমাকে যেমন করেছিলে?'

'অস্বীকার করব না, ব্ল্যাকমেইল দিয়েই শুরু হয়েছিল ব্যাপারটা, কিন্তু পরে তুমি আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠো। তারপর থেকে আমাদের জন্যে অনেক করেছ তুমি, তোমার অবদানকে আমরা ছোট করে দেখি না।'

'তা দেখ না। কিন্তু মাসুদ রানাকে তুমি...কেন? ফর গডস সেক, সিন্থিয়া, ও কেন তোমাকে...?'

'গড? তাঁর সাথে এ-সবের সম্পর্ক কি?'

চুপ করে থাকল কালভিন।

'ড. বেনিংগার বলেছেন, কিংবদন্তীটার পুনরাভিনয় একান্ত প্রয়োজন,' ঝাঁঝের সাথে বলল সিন্থিয়া। 'শুধু শেষ দৃশ্যে ব্যর্থ হওয়া চাই রানার। আমি যদি ওকে নষ্ট করতে না পারি...'

'আর মি. হেজ এসব গাঁজাখুরি বিশ্বাস করেন?'

'গাঁজাখুরি? এত কিছু নিজের চোখে দেখার পরও এ-কথা তুমি বলতে পারলে?'

'আমি...আমি এ-সব বুঝি না, সিন্থিয়া। এ-সব কিভাবে ঘটে আমি...আমি জানি না!' হঠাৎ সিন্থিয়ার একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলল কালভিন, কাতরকণ্ঠে বলল, 'কতবার তুমি আমাকে বলেছ ভালবাস। তাও কি ওই আদর্শের স্বার্থে, সিন্থিয়া?'

কালভিনের মাথার পিছনে হাত বুলিয়ে দিল সিন্থিয়া, নরম সুরে বলল, 'না, কালভিন। তুমি জান, তোমাকে আমি সত্যি ভালবাসি।' সিন্থিয়া হাসছে, কিন্তু তার সে-হাসি মুখে না ফুটলে কিভাবে দেখতে পাবে কালভিন। 'তারপরও এই কাজটা আমাকে করতে হবে। মেনে নাও, কালভিন, বুঝতে চেষ্টা কর। আমাদের পার্সিফালের...,' ঠোঁটে বাঁকা, রহস্যময় হাসি ফুটল, '...চরিত্রে কলঙ্কের দাগ ফেলতে হবে।'

কালভিনের মুখ থেকে আহত পশুর মত একটা কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল।

তাকে আস্তে করে ঠেলে দিল সিন্থিয়া, মাথাটা একদিকে কাত করে সরাসরি তার চোখে তাকাল। 'এবার যাও, রাতের অনুষ্ঠানের জন্যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখ। ব্যাপারটা শুরু হতে যাচ্ছে, কালভিন, এই পর্যায়ে কোথাও যেন কোনও ত্রুটি না থাকে।' সামনের দিকে ঝুঁকে কালভিনের ঠোঁটে চুমো খেল সে, এক হাতে ঠেকিয়ে রাখল তাকে, সে যাতে ওকে জড়িয়ে ধরতে না পারে। 'এখন আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে,' নিচু গলায় বলল সে। 'আজ রাতটা আমাদের সবার জন্যেই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

আড়ষ্টভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মেজর কালভিন, শেষ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিন্থিয়াকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

কামরা থেকে বেরিয়ে বাড়িটার ডানদিকের করিডরে চলে এল কালভিন। এদিকের একটা কামরায় আটকে রাখা হয়েছে রানা ও সিলভিয়াকে। ওদের

পাশের কামরায় ঢুকল সে। কানে হেডফোন, পরনে সবুজ ইউনিফর্ম, সামনে টেপ-রেকর্ডার নিয়ে বসে আছে এক লোক। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল, কালভিনকে দেখে সমীহের সাথে মাথা ঝাঁকাল সে।

'কিছু জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল কালভিন।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'অনেকক্ষণ হল ওরা কোন কথা বলছে না। ভেতরে ঢোকার পর মেয়েটাকে প্রশ্ন করল, সে মোসাডের এজেন্ট কিনা। অস্বীকার করল মেয়েটা। মনে হল, সত্যি কথাই বলছে।'

'এমন হতে পারে না, মেয়েটা সন্দেহ করছে কামরার ভেতর ছারপোকা লুকানো আছে? আর কি বলল রানা?'

'বলল তো অনেক কথাই–নিজের পরিচয় জানাল, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট। বলল, ওর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে খুন করেছেন মি. হেজ, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না সে। আমাদের আজকের অপারেশন সম্পর্কেও জানাল মেয়েটাকে...তবে সে নিজেও সবটুকু জানে না।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ফেরার জন্যে ঘুরল কালভিন। 'যতক্ষণ না ওকে বের করা হয় ততক্ষণ শুনে যাও। যতই অস্বীকার করুক, মেয়েটার আসল পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ আছে আমার। গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারলে সাথে সাথে খবর দেবে আমাকে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল কালভিন। গার্ডরা কে কোথায় পাহারা দিচ্ছে জানা আছে তার, সবার সাথে একবার করে কথা বলে আসবে সে। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরুবে, এস্টেটের পাঁচিল ঘেঁষে টহলরত গার্ডদের সাথে কথা বলবে। সবশেষে মিসাইল সাইটে যাবে একবার, অপারেশন-এর জন্যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে আসবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল মেজর কালভিন। মাত্র এক রাতের ব্যাপার, সিন্থিয়া তো আর ওর পর হয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া, নেতার কথার ওপর তো আর কথা চলে না! এমনও নয় যে আজ রাতের পর বেঁচে থাকবে মাসুদ রানা। আশার কথা হল, অবশেষে অ্যাকশনে যাচ্ছে ওরা। ওদের স্বপ্ন এবার বাস্তবের মুখ দেখবে। অনেক বছর হল ওদের সোসাইটি নেপথ্যে ছিল, শক্তিশালী নেতারা এবার ছায়া থেকে আলোয় বেরিয়ে আসবে। শাসন করার ক্ষমতা পেতে যাচ্ছে ওরা, সামরিক বাহিনী আর দুর্বল লোকদের পুতুল হয়ে থাকবে না। নিচু জাতের লোকদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে কেড়ে নেয়া হবে। মুসলমান, ইহুদি ও চীনা পুঁজিপতিদের সমস্ত ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এখন শুধু অভিজাত শ্রেণীর সাহায্য নিয়ে থিউল সোসাইটি। অবশ্য থিউল সোসাইটির আসল নেতার পরিচয় চিরকালই গোপন রাখা হবে। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যাঁর মহান আদর্শের বিরুদ্ধে ইংরেজরা লড়েছে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়াটা তাদের জন্যে কষ্টকর হবে এতে আর সন্দেহ কি। সবাই জানে আজ অনেক বছর হল মারা গেছেন তিনি, কাজেই মৃত একজন লোকের নেতৃত্ব তারা মেনে নিতে রাজি হবে না।

চার

'উঠে এস, দোস্ত!' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রানার দিকে একটা হাত বাড়াল বব পার্লম্যান, আঙুল ও ভুরু নাচিয়ে ইঙ্গিত করল। 'তোমাদের দু'জনের জন্যে আলাদা কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' রানা নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে দেখে হাতের অস্ত্রটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে রাখল সে।

বিছানা থেকে পা নামিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, দাঁড়াবার সময় সিলভিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিল, সতর্ক করে দিল সে যেন কোন কথা না বলে। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?' শান্তস্বরে জানতে চাইল ও।

'মি. হেজ বলছেন, মিস সিলভিয়া ভাল আছেন জানার পর তোমার আর তার সাথে থাকার দরকার নেই। দু'জন একসাথে বেশিক্ষণ থাকলে তোমাদের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি গজাতে পারে।' পার্লম্যানের পেছন থেকে খিক খিক করে হাসল ডিক ও রক, দু'জনেই উঁকি দিয়ে রানা ও সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোক তিনজনের দিকে এগোল রানা, পাশ কাটাবার সুযোগ করে দিয়ে একদিকে সামান্য সরে গেল পার্লম্যান।

'রানা, না! ওদের সাথে যেয়ো না তুমি!' অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল সিলভিয়া, লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল।

তাড়াতাড়ি সামনে বাড়ল পার্লম্যান, এক হাতে আটকে রাখল সিলভিয়াকে, তার অপর হাতে এরই মধ্যে বেরিয়ে এসেছে অস্ত্রটা। মুচকি হাসল সে, বলল, 'ওকে যেতেই হবে, মাই ডিয়ার। তোমাদের প্রেমালাপে যদি বাধা হয়ে থাকি সেজন্যে দুঃখিত। যাও, বিছানায় বস।'

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে সিলভিয়া, পার্লম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে যেন একটা হিংস্র বাঘিনী। 'ওকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই,' সহাস্যে বলল পার্লম্যান। 'আমি বলব, সেটা তোমার জানতে না চাওয়াই ভাল। জানলে হয়ত আরও খেপে যাবে তুমি। আর যদি রানাকে ইতিমধ্যে ভালবেসে থাক, সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড ঈর্ষা হবে তোমার।'

'আমি জানতে চাই, কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা? ওকে নিয়ে কি করবে?'

'সিরিয়াস কিছু করা হবে না,' সিলভিয়াকে আশ্বস্ত করল পার্লম্যান। 'অন্তত মাঝরাতের আগে নয়। তার আগে যা ঘটবে, সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করবে রানা।' দোরগোড়া থেকে খিক খিক করে হেসে উঠল রক ও ডিক। 'রানা, মুভ!' হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল পার্লম্যানের চেহারা। 'আর এক সেকেণ্ডও দেরি নয়!'

শেষ একবার পিছন ফিরে সিলভিয়াকে দেখে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, অনুসরণ করল ডিক ও রককে। ওর ঠিক পিছনেই থাকল পার্লম্যান।

সিলভিয়াকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, ভাবল রানা। ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে

আসলেও ভয় পেয়েছে মেয়েটা। সে কি তাহলে সত্যি কথাই বলেছে? মোসাড বা পীস ফর অল-এর এজেন্ট নয়? ও এখানে আসার আগে কাউকে কিছু জানিয়ে এসেছে কি না, এই তথ্যটা আদায় করার জন্যে থারমল হেজ সিলভিয়াকে টোপ বানিয়ে একটা ফাঁদ পাতেনি তো?

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা, করিডর ধরে এগোল, একটা কামরার ভেতর ঢুকিয়ে দিল রানাকে। আগেরটার চেয়ে এটা আকারে বড়, ফার্নিচারগুলোও দামী ও আরামদায়ক। এক সেট সোফা রয়েছে একধারে। আরেক ধারে বিশাল একটা বিছানা। এক কোণে ছোট্ট ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলছে। বিছানার ওপর চোখ পড়তেই ক্লান্তি অনুভব করল রানা। ধীরে ধীরে দরজার দিকে ফিরল ও, তাকাল পার্লম্যানের দিকে। 'কেন, পার্লম্যান? তোমার মত একজন লোক এ-সবের সাথে কি মনে করে জড়ালে?' তিক্তস্বরে জানতে চাইল ও।

হেসে উঠল বব পার্লম্যান, রানার কানে ফাঁপা লাগল আওয়াজটা। ডিক ও রকের উদ্দেশ্যে হাত ঝাপটাল সে, কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তারা। ওরা একা হতে জবাব দিল পার্লম্যান, 'ওদের সাথে জড়িয়েছি, কারণ ওদের আদর্শে আমি বিশ্বাস করি, রানা। দুনিয়ার বেহাল অবস্থা সম্পর্কে সবই তো জান তুমি, কোন মতবাদই এই অবস্থা থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করতে পারবে না—শেষ ভরসা এখন শুধু থিউল সোসাইটি, একমাত্র ওরাই যদি পারে!'

'ওরা তো ফ্যানাটিক, বদ্ধ উন্মাদ, তুমিও কি নিজেকে তাই মনে কর?'

'ওরা বা আমি, কেউই আমরা উন্মাদ নই, রানা। দুনিয়াটা যে বাসযোগ্য নেই, এ-ব্যাপারে যদি তুমি আমার সাথে একমত হও, তাহলে তোমাকে মেনে নিতে হবে যে এই অবস্থা থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্যে চরম একটা পন্থাই দরকার। এই যে কয়েক শো কোটি লোক, এত লোক কি সত্যি দরকার আছে? এরা সবাই কি কোন অবদান রাখতে পারছে? আবর্জনা আবর্জনাই, রানা। এবার সব সাফ করার সময় হয়েছে।'

'তুমিও দেখছি হেজের মত লেকচার দিতে শুরু করলে। আমি জানতে চাইছি...'

'ব্যক্তিগত কারণটা জানতে চাইছ, কেন আমি ওদের সাথে জড়ালাম, এই তো? ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অবস্থা তোমাকে আর নতুন করে কি বলব। অফিসার পর্যায়ে এমন একজনও নেই যে টাকার লোভে বিক্রি হয়ে যায়নি, এক মি. মারভিন লংফেলো বাদে। কিন্তু ভেবে দেখ, একটা দেশের, ইংল্যাণ্ডের মত দেশের, ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস যদি সম্পূর্ণ ধসে পড়ে, তাহলে অন্যান্য সেক্টরের কি অবস্থা? বাইরে থেকে মনে হতে পারে দেশটা তো ভালই চলছে, কিন্তু আসলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য হাতিয়ে নিচ্ছে ইহুদি আর আরব শেখরা। শিল্প সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করছে এশিয়ার নোংরা ঐতিহ্য...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'মি. মারভিন লংফেলো তোমার সম্পর্কে কিছুই কি জানেন না?'

'তিনি হয়ত সন্দেহ করেন, কিন্তু তাঁর হাতে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া, প্রমাণ থাকলেই বা কি, থিউল সোসাইটির বিরুদ্ধে কিছুই তাঁর করার নেই। কারণ,

তাঁকেও তো মন্ত্রী-মিনিস্টারদের নির্দেশে চলতে হয়, আর সান্ত্রী-মন্ত্রী-সাংসদদের অনেকেই আমাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। মি. হেজের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার জন্যে অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু কই, পারলেন কি?'

'হেজই তাহলে তোমাদের নেতা, দুনিয়াটাকে উদ্ধার করবে?' ভাব দেখে মনে হল, রানা বুঝতে পারছে না হাসবে না কাঁদবে। 'তোমাদের দুনিয়ায় যে দুর্নীতি ও অশান্তি থাকবে না, তার গ্যারান্টি কি?'

'না, রানা, তুমি ভুল বুঝছ। মি. থারমল হেজ আমাদের আসল নেতা নন। দুনিয়াটা পরিচালনা করবেন আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা।'

'ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগার?'

মাথা নাড়ল পার্লম্যান। 'না। উনি তো শুধু মিডিয়াম। আমাদের আসল নেতা হলেন হেনেরিক হিমলার। আমাদের দুনিয়ায় যে দুর্নীতি ও অশান্তি বলে কিছু থাকবে না তার গ্যারান্টি তিনিই দেবেন।'

'হিমলার? পঞ্চাশ বছর আগে যে লোক মারা গেছে? একটা লাশ কিভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে?'

জবাব না দিয়ে পার্লম্যান শুধু মৃদু হাসল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'তুমি ক্লান্ত, রানা। আজ রাতে তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল যাবে। এখন তোমার বিশ্রাম নেয়া দরকার।' ফায়ারপ্লেসটাকে পাশ কাটিয়ে ফ্রিজ-এর দিকে এগোল সে। ফ্রিজ খুলে ভেতর থেকে একটা ট্রে বের করল। ট্রের ওপর একটা বোতল আর গ্লাস রয়েছে। ইতিমধ্যে সোফায় বসেছে রানা; ওর সামনে নিচু একটা টেবিল, সেটার ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখল পার্লম্যান। 'ব্র্যাণ্ডি,' ঘোষণার সুরে বলল সে। 'মি. হেজের কমপ্লিমেন্টস। আমি জানি, এটা তোমার দরকার।' সিধে হল সে। 'যদি কিছু খেতে চাও, ফ্রিজটা খুললেই হবে। প্রচুর খাবার আছে ওতে। যদি বল, আমি পরিবেশন করতে পারি।'

মাথা নাড়ল রানা। পেটটা খালি লাগছে বটে, তবে সেটা খাবার দিয়ে ভরা যাবে না। অবশ্য ব্র্যাণ্ডি কিছুটা কাজে লাগতে পারে।

'তোমাকে আমি বিশ্রাম নেয়ার জন্যে রেখে যাচ্ছি,' বলে দরজার দিকে এগোল পার্লম্যান।

সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, আক্রমণ করার এটাই শেষ সুযোগ। হাত বাড়িয়ে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা ধরতে গেল রানা।

'কোন লাভ হবে না, রানা,' পার্লম্যান হাসছে। 'ডিক আর রক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, বেশি দূর যেতে পারবে না তুমি। বুঝতে পারছ না, পালাবার কোন উপায় নেই তোমার? ধন্যবাদ, রানা, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' সকৌতুক হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

ব্র্যাণ্ডির বোতলটা তুলে নেয়ার আগে বন্ধ দরজার দিকে কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। ছিপি খুলে গ্লাসে গাঢ় খয়েরি রঙের তরল পদার্থ ঢালল খানিকটা। চুমুক দেয়ার জন্যে গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলেছে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল হাত। কি জিনিসটা? ড্রাগ মেশানো নেই তো? না থাকারই কথা। কারণ ওদের হাতে বন্দী সে, পালাবার কোন উপায় নেই। আজ রাতে যা ঘটবে, তার জন্যে কি

ওকে ড্রাগ খাওয়ানোর দরকার আছে? মনে হয় না। শক্ত-সমর্থ প্রচুর লোকজন আছে ওদের, ওকে ধরে রাখতে কোন অসুবিধে হবে না। গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে সামান্য একটু চাখল রানা, ঢোক গেলার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখল। ক্ষীণ হলেও, তেতো একটা ভাব রয়েছে ব্র্যাণ্ডিতে। আসলেই কিছু মেশানো হয়েছে, নাকি কল্পনা করছে ও?

ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, মুখের ব্র্যাণ্ডিটুকু আগুনে ফেলে দিল। হঠাৎ দপ করে আগুন জ্বলে ওঠায় লাফ দিয়ে এক পা পিছিয়ে এল ও। মুখের ভেতরটা জ্বালা করছে ওর। কেন, ওরা ওকে ড্রাগ খাওয়ানোর চেষ্টা করবে কেন?

ওয়াগনারের লেখা পার্সিফাল অপেরার কথা মনে পড়ে গেল রানার। হোলি গ্রেইল-এর গল্পকে অবলম্বন করে লেখা হয় অপেরাটা। গল্পটা টমাসের মুখ থেকে শুনেছে রানা। হিটলার বিশ্বাস করতেন, পার্সিফাল অপেরা এরিয়ানদের জন্যে প্রেরণার একটা উৎস হিসেবে কাজ করবে। রানা এখন জানে, থারমল হেজ কেন ওকে পার্সিফাল বলে সম্বোধন করেছিল।

গল্পটা গ্রেইল নাইটস আর তাদের প্রতিপক্ষদের নিয়ে, দু'দলের মধ্যে কারা দখল করবে পবিত্র বর্শা। এই বর্শা দিয়েই যিশুর পাঁজরে আঘাত করা হয়েছিল। বর্শাটা প্রথমে নাইটদের কাছে ছিল, ওদের কাছ থেকে চুরি করে ক্লিংসোর। ক্লিংসোর ছিল অসৎ জাদুকর, মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। চুরি করার সময় নাইটদের নেতা অ্যামফোর্টাস-এর গায়ে বর্শার আঘাত হানে সে, ফলে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়, যে ক্ষতটা কোন কালে আর সারবে না। ক্লিংসোরের হাতে পড়ে বর্শাটা হয়ে ওঠে অশুভ শক্তির একটা উৎস, যে শক্তিকে নির্মলচরিত্রের সৎ একজন নাইটই শুধু এড়িয়ে যেতে পারবে।

অশুভ শক্তির উপাসক বুন থারমল হেজ নিজেকে ক্লিংসোর বলে কল্পনা করছে। কিংবদন্তীটার সাথে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় অনুভূতি ও আচার অনুষ্ঠানেরও সম্পর্ক আছে, কিন্তু হিটলারের মত থারমল হেজও সে-সব গ্রাহ্য করে না। অস্ত্র ব্যবসায়ীর উদ্ভট খেয়াল, তার পার্সিফাল হল মাসুদ রানা–নির্মল চরিত্রের সৎ নাইট। পার্সিফাল তার প্রতিপক্ষ ক্লিংসোরের কাছ থেকে পবিত্র বর্শাটা উদ্ধার করতে আসবে, কিন্তু উদ্ধার করতে এসে নিহত হবে সে। রণক্লান্ত এক সৈনিক ছিল পার্সিফাল, ছোটবেলায় মাকে ছেড়ে চলে আসে, ছেলের শোকে মারা যায় মা।

নিজেকে রানা নির্মলচরিত্রের সৎ মানুষ বলে মনে করে কি না সেটা বড় কথা নয়, থারমল হেজ ওকে শুভ শক্তির রক্ষক হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছে। কর্নেল ওয়াকি স্পিলম্যান তখনও সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে রানার কাছে আসেনি, তার আগেই রানাকে পার্সিফাল হিসেবে বাছাই করা হয়। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অধঃপতন সম্পর্কে সব খবরই রাখে থারমল হেজ, জানে ওদের বেশিরভাগ কাজ মি. মারভিন লংফেলো রানা এজেন্সির মাসুদ রানাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। কে এই মাসুদ রানা? থারমল হেজ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বব পার্লম্যান রানা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে তাকে। ওর সম্পর্কে সব কথা জানার পর থারমল হেজ বুঝতে পারে, এই লোককেই খুঁজছে সে, মাসুদ রানাই পার্সিফালের ভূমিকা পালন করবে। ওয়াকি স্পিলম্যানের প্রস্তাবে রাজি হয়ে রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি তমা চৌধুরী থারমল

হেজ সম্পর্কে তদন্ত করতে এল। ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ কাকতালীয়। তমাকে খুন করে রানাকে খেপিয়ে তোলার সুযোগটা কাজে লাগাল থারমল হেজ। সে চাইছিল, প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা নিয়ে তার কাছাকাছি আসুক রানা। অস্ত্র প্রদর্শনী থেকে ফেরার পথে হামলা করা হল ওর ওপর, ওটা ছিল ওর যোগ্যতা পরীক্ষা–পার্সিফাল হিসেবে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী লোককে বাছাই করা হয়েছে কিনা দেখা।

রানাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হয় থারমল হেজের গিল্ডফোর্ডের বাড়িতে। হেজ জানত, রানা ঠিকই পালাতে সমর্থ হবে। সে আরও জানত; পালিয়ে যাবার পরপরই পার্লম্যানের সাথে যোগাযোগ করবে ও। ঘটেছেও ঠিক তাই। তারমানে রানাকে পালাতে দিয়ে কোন ঝুঁকিই নেয়নি তারা। পার্লম্যানের সাথে রানা যোগাযোগ করায়, খুব সহজেই ওকে আবার ফিরিয়ে আনা গেছে থারমল হেজের মুঠোর ভেতর।

আর মাত্র একটি পরীক্ষা বাকি আছে। তবে এই পরীক্ষায়, ওরা চায়, ব্যর্থ হোক রানা। কিংবদন্তীর পার্সিফালকে, ওয়াগনারের অপেরা অনুসারে, কুনড্রা নামে এক তরুণী নষ্ট করার জন্যে ফাঁদ পাতে। কিন্তু পার্সিফাল সংযম বজায় রাখতে সমর্থ হয়। রানার কাছেও পাঠানো হবে এক তরুণীকে, ওর চরিত্র নষ্ট করার জন্যে। এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে কিংবদন্তীর ফলাফল উল্টে যাবে, অন্তত থারমল হেজ সেটাই বিশ্বাস করে। ওর চরিত্রের স্খলনটাকে নিজেদের সুবিধেমত অর্থ দিতে চাইছে থারমল হেজ আর তার অনুসারীরা।

গ্লাসের ব্র্যান্ডিটুকু ফায়ারপ্লেসের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। লাফিয়ে উঠল আগুনের শিখা। কামরার ভেতর পায়চারি শুরু করল। বিপদ আছে জেনেই থারমল হেজের নর্থ ডেভনের এই বাড়িটায় স্বেচ্ছায় এসে ঢুকেছে ও, তবে সতর্কতা অবলম্বনে ভুল করেনি। আসার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সব কথা জানিয়েছে। বব পার্লম্যানকে ওর সন্দেহ হয়, সে যখন ওকে বাদ দিয়েই থারমল হেজের এস্টেটে হানা দেয়ার কথা বলল।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। আসতে এত দেরি করছে কেন ওরা?

থারমল হেজ দাবি করছে, সরকারী প্রশাসনের প্রতিটি স্তরেই তার নিজের লোক আছে। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চেও আছে কি? রুতন ও টমাসকে দিয়ে স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের ডিরেক্টরকে খবর পাঠিয়েছে রানা, কিন্তু তিনিও যদি থিউল সোসাইটির সদস্য হন তাহলে তো…।

দ্রুত পায়ে জানালার দিকে এগোল রানা। শার্সিতে তালা দেয়া, খোলা সম্ভব নয়। কাঁচে নাক ঠেকিয়ে নিচেটা দেখার চেষ্টা করল ও। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। ওখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বলতে পারবে না, চমকে উঠল দরজার কী হোলে চাবি ঢোকাবার আওয়াজে।

ধীরে ধীরে ঘুরল হাতলটা। খুলে গেল কবাট।

মেয়েটা সিলভিয়া নয় দেখে স্বস্তিবোধ করল রানা।

সিলভিয়া ক্লার্ক সিদ্ধান্ত নিল, এবার তার কিছু একটা করা দরকার। সে জানে, তার

লোকজন থারমল হেজের এই বাড়িতে প্রকাশ্যে হানা দিতে সহজে রাজি হবে না। তবে ওর কোন খবর না পাওয়ায় তাদের সামনে অন্য কোন বিকল্পও থাকবে না। যদিও হানা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে যেতে পারে।

গোপন মিসাইল সাইট দেখে রীতিমত আঁতকে উঠেছিল সিলভিয়া। থারমল হেজ আর তার উন্মাদ অনুসারীরা মারাত্মক কোন ষড়যন্ত্র করছে জানত সে, কিন্তু কল্পনাও করেনি মিসাইল ছুঁড়ে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করার পরিকল্পনাও আছে তাদের। ব্রিফ করার সময় সিলভিয়াকে বলা হয়েছিল, থারমল হেজ টাকার বিনিময়ে টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে সাহায্য করে, উদ্দেশ্য মুসলমান ও ইহুদিদের ক্ষতিসাধন। কিন্তু সে যে এরই মধ্যে বিশ্বশান্তির জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার যে পলিটিক্যাল অ্যামবিশন আছে, এ-সব জানা ছিল না। সাইট-এর ছবি তোলার সময় ধরা পড়াটা নেহাতই বোকামি হয়ে গেছে, তবে ওর সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নয় ওরা। ফ্রিল্যান্স একজন জার্নালিস্ট এ-ধরনের একটা জিনিস দেখে ফেললে ছবি তো তুলবেই, যতই নিষেধ থাকুক। থারমল হেজের পরলোকগতা মার্কিন স্ত্রীর আত্মীয়া সে, সম্পর্কটা সত্যি না মিথ্যে তাও নিশ্চয়ই যাচাই করা হয়েছে।

আর্মস ডিলার হিসেবে নিজের প্রচার চাইছে থারমল হেজ। সে কথা দেয়, তার সমস্ত গোডাউন ও টেস্টিং গ্রাউণ্ড দেখার সুযোগ দেয়া হবে সিলভিয়াকে। আগের দিন ভোরে সিলভিয়ার ফ্ল্যাটের সামনে একটা গাড়ি এসে থামে, থারমল হেজের মেসেজ নিয়ে এক লোক নক করে ওর দরজায়। কাপড় পাল্টে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে হয় ওকে, নিজের লোকদের খবর দেয়ার সময় পায়নি। তবে সিলভিয়ার ধারণা, তারা ওর ওপর নজর রাখছে।

মিসাইল ছুঁড়ে তিনজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুন করা হবে, রানার কাছ থেকে এটা জানার পর নার্ভাস হয়ে পড়েছে সিলভিয়া। রকেটটা কারা ছুঁড়েছে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে, ইসরায়েলিরা দায়ী করবে আরবদের, আরবরা দায়ী করবে ইসরায়েলিদের। ফলে আরব-ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন চলছে তা ভেস্তে যাবে।

সিলভিয়া ধরে নেয় কামরাটায় মাইক্রোফোন লুকানো আছে, তা না হলে ওর কাছে মাসুদ রানাকে পাঠাবে কেন ওরা? সেজন্যেই থারমল হেজের গোপন সংগঠন সম্পর্কে কিছু না জানার ভান করেছে ও। তবে মোসাড এজেন্ট নই, রানাকে বলা ওর এই কথাটা মিথ্যে নয়। ওকে আলিঙ্গন করে ওর বলতে ইচ্ছে করেছিল, এই বিপদে একা নয় রানা। বলতে ইচ্ছে করেছিল, থারমল হেজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও অনেক লোক সচেতন। হিটলারের আদর্শে বিশ্বাসী ফ্যানাটিকরা বিভিন্ন দেশে গোপন সংগঠন গড়ে তুলছে-সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই, ওর দেশের সরকার এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। তারা জানে, দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করছে ফ্যানাটিকরা, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে। শুধু যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে তা নয়, প্রশাসনের ওপর মহলেও শিকড় গেড়েছে তারা। ব্যাপারটা এখন আর শুধু ইংল্যাণ্ডের জন্যে হুমকি নয়, গোটা বিশ্বের জন্যে বিপদ হয়ে দেখা

দিয়েছে।

দৃশ্যপটে মাসুদ রানার আকস্মিক আবির্ভাব ওদেরকে হকচকিয়ে দেয় প্রথমে। এমনকি এখনও সিলভিয়া জানে না, রানাকে এতটা কেন গুরুত্ব দিচ্ছে থারমল হেজ। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই রানার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে ও, অপ্রত্যাশিতভাবে উথলে ওঠে ভাবাবেগ, কিন্তু তারপরও নতুন কোন তথ্য আদায় করতে পারেনি–রানা যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন এজেন্ট, এ-তথ্য অনেক আগে থেকেই জানা ছিল ওর। ব্যাপারটা তাহলে কি...থারমল হেজ রানাকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? এবং কেনই বা ও নিজে, সিলভিয়া ক্লার্ক, এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে রানাকে?

ইজিচেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল সিলভিয়া। কবাটে কান ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বাইরের কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ওকে সন্দেহ করা হোক বা না হোক, দরজার বাইরে একজনকে পাহারায় রাখাটাই স্বাভাবিক। দরজার হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল সিলভিয়া।

'লাভ নেই, ম্যাডাম!' বাইরে থেকে কর্কশ একটা গলা ভেসে এল। 'চারদিকে ঘুরঘুর করবে, সে সুযোগ আর তোমাকে দেয়া হচ্ছে না!' কামরার চারদিকে তাকাল সিলভিয়া। ঠিক কোন জিনিস নয়, বরং একটা উপায় খুঁজছে। তবে উপায়টা দেখতে পেল জিনিসটা চোখে পড়তে।

দরজা বন্ধ করে ঘুরল সিন্থিয়া ইনগ্রিড, রানার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

মনে মনে স্বীকার করতে হল রানাকে, মেয়েটা আশ্চর্য সুন্দরী। মায়াভরা বড় বড় চোখ, তাকালেই মনে হয় জাদু করছে। ঠোঁট দুটো টকটকে লাল। ফর্সা মুখ সামান্য ম্লান, তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে ঘন কাল চুল। পেটে বা অন্য কোথাও এক ছটাক অতিরিক্ত চর্বি নেই, অথচ স্বাস্থ্যটা ভাল, যৌবন যেন উপচে পড়ছে। বারবার দৃষ্টি কেড়ে নেয় চোখ দুটো, যেন একজোড়া জ্যান্ত প্রাণী ওগুলো। একবার তাকালে দৃষ্টি ফেরানো অসম্ভব বলে মনে হয়, সিন্থিয়ার চোখের গভীরে কৌতুকের একটা ভাব আছে, কি এক কারণে যেন খুব মজা পাচ্ছে সে। শুধু যে কৌতুক তা-ও নয়, কৌতুকের সাথে উত্তেজনার ভাবটুকুও রানার দৃষ্টি এড়ালো না–বুঝতে পারল, শারীরিক তৃপ্তি পাওয়ার আশায় অস্থির হয়ে আছে মেয়েটা।

সিন্থিয়ার ভেলভেট স্কার্টটা যথেষ্ট লম্বা, হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। তবে আঁটসাঁট, ফুলে আছে উরুর কাছটায়। খয়েরি রঙের শার্ট, বুকের দুটো বোতাম খোলা, উন্মুক্ত হয়ে আছে স্তনের প্রায় অর্ধেকটাই। যথেষ্ট সতর্ক রানা, তারপরও ওর সামনে নিজেকে যেভাবে পরিবেশন করল মেয়েটা, হঠাৎ উত্তেজনাবোধ করল ও। চট করে ব্র্যাণ্ডির বোতলটার দিকে একবার তাকাল সিন্থিয়া, লক্ষ্য করে উত্তেজনার লাগাম টেনে ধরল রানা।

'তোমার সাথে কথা বলতে এলাম, রানা,' বলল সিন্থিয়া, এখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

'কেন?' রানার গলায় ঝাঁঝ।

ধীরে ধীরে এগোল সিম্থিয়া। তার হাঁটার ভঙ্গিতে নারীসুলভ সৌন্দর্য ফুটে উঠল। একটা ঢোক গিলল রানা ওর ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'বলতে এলাম তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। মানে তুমি যদি পালাতে চাও, আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি।'

মুহূর্তের জন্যে কি বলবে ভেবে পেল না রানা। 'তুমি আমাকে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করবে?'

'শুধু পালাতেই বা বলি কেন, আমি তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচতে সাহায্য করব। বাঁচতে সাহায্য করব মি. থারমল হেজের হাত থেকে।' রানার চোখে তাকিয়ে আছে সিম্থিয়া, অপলক দৃষ্টি, কথাগুলো যেন একা সে বলছে না, একই কথা নিঃশব্দে আওড়াচ্ছে তার মায়াভরা চোখ দুটোও।

'কিভাবে?'

'মি. থারমল হেজকে আমি বোঝাব, তুমি আমাদের কাজে লাগবে। তোমাকে নিয়ে যে নিষ্ঠুর খেলাটা খেলতে চাইছেন উনি, আমি নিষেধ করলে প্ল্যানটা বাতিল করে দেবেন।' সতর্কতার সাথে, একটু একটু করে, রানার আরও কাছে সরে এসেছে সিম্থিয়া, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে রানার চোখে, তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল রানা চিবুকে। রানার চোখে আগ্রহের অভাব, গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস করছে ও।

'আমি কিভাবে থিউলিস্টদের সাহায্যে আসব?' জানতে চাইল ও।

'তুমি একজন প্রফেশন্যাল, রানা। তোমার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শ্রদ্ধা আছে আমাদের। তোমাকে হয়ত ইহুদি বিরোধী বলা যাবে না, তবে তুমি যে মোসাড বিরোধী তাতে কোন সন্দেহ নেই—সেটাই যথেষ্ট, তোমার সাহায্য নিয়ে মোসাডকে আমরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারব। তোমার ফাইল থেকে জানা গেছে, প্রয়োজনে তুমি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর হতে পার, তোমার এই নিষ্ঠুরতা আমাদের কাজে লাগবে।'

'আমাকে তোমাদের নাৎসীজমে বিশ্বাস করতে হবে না?' রানার গলায় ব্যঙ্গ।

'এক সময় তুমি নিজেই বিশ্বাস করবে। আমাদের সব সদস্যই যে নাৎসীজমে বিশ্বাসী, তা নয়। অনেকেই ক্ষমতা পাবার লোভে আমাদের দলে নাম লিখিয়েছে, দেখছে শুধু ব্যক্তিগত লাভের দিকটা। তবে এক সময় ওরা বুঝতে পারবে, মানবজাতির নিকৃষ্ট অংশটাকে নিশ্চিহ্ন না করতে পারলে দুনিয়াটা কোন দিনও বাসযোগ্য হবে না।'

'তোমার ধারণা, থারমল হেজ আমাকে বিশ্বাস করবে?'

'তোমাকে বিশ্বাস করা যায়, তাঁর মনে এই বোধের জন্ম দিতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আন্তরিক হলেই তা সম্ভব বলে মনে করি আমি।'

'কিভাবে?'

'আমি যদি তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমার আন্তরিকতা সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হতে পারি, তাহলে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টানো আমার জন্যে কোন সমস্যা হবে না। তাঁকে বোঝানোর ক্ষমতা আমার আছে, অতীতে অনেক ব্যাপারে আমার কথা রেখেছেন তিনি।' হঠাৎ রানার কাঁধে একটা হাত রাখল সিম্থিয়া, কেন কে জানে শিরশির করে উঠল রানার শরীর। চেষ্টা করেও সিম্থিয়ার চোখ দুটোকে এড়িয়ে যেতে

ব্যর্থ হল ও।

'কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে যাবে কেন?'

'তোমাকে বিশ্বাস করব, বিশ্বাস করতে পারব, যদি আমরা প্রেম করি, পরস্পরকে যদি ভালবাসি। তুমি যদি আমাকে ভালবাস, ঠিক ধরে ফেলব তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। ভালবাসায় কৃত্রিমতা থাকলে সেটা ধরা পড়বেই।'

হেসে উঠল রানা। 'তুমি ওদেরই মত বদ্ধ উন্মাদ!'

'রানা, প্লীজ! আমি কিন্তু সিরিয়াস,' অস্ফুটে বলল সিন্থিয়া, এখনও তার চোখে পলক পড়েনি একবারও। 'ভেবে দেখ, আমি তোমাকে তোমার জীবন অফার করছি। প্রাণের চেয়ে বড় আর কি আছে, বল? আমি তোমাকে বাঁচাব, বিনিময়ে তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না?'

'কিন্তু তাহলে মেজর কালভিনের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'সে তোমাকে ভালবাসে না?'

টকটকে লাল ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটল, সিন্থিয়া বলল, 'চোখ বটে তোমার, ঠিক ধরে ফেলেছ। কালভিন অত্যন্ত দুর্বল লোক, রানা। তোমার গুণ সে কোথায় পাবে!'

'অথচ বাজি ধরে বলতে পারি এ-সবের মধ্যে তুমিই তাকে টেনে এনেছ।'

'সেটা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার নয়, রানা।' দু'জনের মাঝখানের ব্যবধানটা ঘুচিয়ে দিল সিন্থিয়া, দু'জোড়া উরু এক হল। স্পর্শটা একাধারে ঘৃণা সঞ্চার করল রানার মনে, আবার সারা শরীরে উত্তেজনারও সৃষ্টি করল। তবে কি সত্যিই ড্রাগ মেশানো ছিল ব্র্যাণ্ডিতে? তা না হলে এমন আচ্ছন্ন লাগছে কেন? মাত্র কয়েক ফোঁটা ঠেকিয়েছিল জিভে, পেটে গেছে কিনা সন্দেহ, তাতেই এই অবস্থা? মনে হচ্ছে ঘুমের মধ্যে রয়েছে ও, স্বপ্ন দেখছে। নাকি দায়ী আসলে সিন্থিয়ার চোখ দুটো? ওগুলো রানাকে যেন কোন এক অচেনা মায়ার জগতে নিয়ে যেতে চাইছে। অবশ লাগছে রানার, পেশীতে শিথিল একটা ভাব, নিস্তেজ হয়ে পড়ছে শরীর। মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা বের করে দিয়ে শুধু কিংবদন্তীটা মনে রাখার চেষ্টা করল ও—ওকে পার্সিফাল বলে মনে করছে থারমল হেজ, লোকটা ওকে নিয়ে নিষ্ঠুর এক খেলা খেলতে চায়। সিন্থিয়ার মুখটা আরও যেন সুন্দর হয়ে উঠছে ওর চোখের সামনে, দেখে বিশ্বাসই হয় না এরকম সুন্দরী একটা মেয়ের মনে কোন পাপ থাকতে পারে। কৌমার্য রক্ষা করার কোন প্রতিজ্ঞা করেনি ও, সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য চিরকাল ভাল লেগেছে। সুযোগটা হারাতে ইচ্ছে করছে না। উপভোগের আহ্বানে সারা না দেয়ার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। ওর মুখ ও মাথা সিন্থিয়ার দিকে নামতে শুরু করল। একদৃষ্টে, চোখে পলক নেই, ওর চোখে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা, যেন সম্মোহিত করছে ওকে। মেয়েটার মনের শক্তি ওর চেয়ে বেশি তাহলে!

অকস্মাৎ বুঝতে পারল রানা আসলে ঠিক কি ঘটছে। ওর ইচ্ছাশক্তি শোষণ করছে সিন্থিয়া, কেড়ে নিচ্ছে শারীরিক বল। শরীরটা শক্তি নয় সিন্থিয়ার, শক্তি নিহিত তার মনে। ওর সংযম, অনুভূতি, বিবেচনাবোধ সব শুষে নিচ্ছে; ওর চিন্তার জগতে সৃষ্টি করছে একটা ঘূর্ণি। রানার হাতটা ধরল সিন্থিয়া, সেটা তুলে আনল নিজের বুকের ওপর। ওর উরুর ওপর উরু ঘষল। সাড়া দিতে চাইছে রানা। ইচ্ছে করছে

ওর। মন থেকে মুছে যাচ্ছে কিংবদন্তীর গল্পটা, মাথাচাড়া দিচ্ছে শারীরিক চাহিদা। দু'জোড়া ঠোঁট এক হতে গিয়েও হল না, কারণ এখনও ক্ষীণ একটু বাধা অনুভব করছে রানা। তবে সিন্থিয়াকে চুমো খাবার ইচ্ছেটা প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। কতক্ষণ নিজেকে সামলে রাখতে পারবে জানে না। সিন্থিয়ার একটা হাত রানার পিঠে উঠে গেল, ওকে নিজের দিকে আরও একটু টানল সে। এই টানটাই যেন হঠাৎ বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনল রানাকে। যেন একটা মায়ার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল রানা, দুর্বোধ্য একটা চিৎকার করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। বাধা দিল সিন্থিয়া, প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করল রানার সাথে। বাধা পেয়ে রানা যেন খেপে গেল, সিন্থিয়ার মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল ও। বিস্ময়ে ও আকস্মিক ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সিন্থিয়া, ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

দড়াম করে খুলে গেল কামরার দরজা। দোরগোড়ায় পার্লম্যানকে দেখা গেল, পিছনে আরও দু'জন লোক, সবার হাতে অস্ত্র। প্রথমে রানার দিকে, তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা সিন্থিয়ার দিকে তাকাল পার্লম্যান, তারপর আবার রানার দিকে। সিন্থিয়ার মুখটা এরই মধ্যে ফুলে উঠেছে, দু'হাতে চেপে ধরেছে সেটা।

রানার দিকে থুথু ছুঁড়ল সিন্থিয়া। 'ইউ বাস্টার্ড!' তারস্বরে চিৎকার করল সে। 'বেজন্মা কুত্তা!'

হকচকিয়ে গেছে পার্লম্যান, সে সামনে বাড়ার আগেই ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা সিন্থিয়ার পাঁজরে। পরমুহূর্তে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলো। শুরু হল এলোপাতাড়ি কিল আর ঘুসি। মাথায় পিস্তলের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারাচ্ছে রানা, তবু মেঝেতে পড়ে থাকা সিন্থিয়ার কাতর গোঙানির শব্দ শুনে স্বস্তিবোধ করল ও। মেয়েটা নষ্ট করতে পারেনি পার্সিফালকে।

পাঁচ

বালিশের কাভার খুলে হাতে পেঁচিয়ে নিল সিলভিয়া, বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক বালবটা ধরল। সামান্য একটা মোচড় দিতেই সকেট থেকে বেরিয়ে এল গরম বালব, সাথে সাথে অন্ধকার হয়ে গেল কামরা। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এই সময় ঝলমলে হাসি নিয়ে চাঁদটা বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে, দূরে কোথাও একটা পেঁচা ডেকে উঠল। জানালার দিকে পিছন ফিরে বিছানা থেকে নামল সিলভিয়া, সরু একটা আলোর রেখা দেখে নিঃশব্দে এগোল সেদিকে। দরজার নিচের ওই সরু আলো করিডর থেকে আসছে। আবার কবাটে কান ঠেকিয়ে কিছু শোনা যায় কি না পরীক্ষা করল। কারও গলা না পেয়ে স্বস্তিবোধ করল, ধরে নিল-মাত্র একজন গার্ডই পাহারা দিচ্ছে ওকে। একজনকে হয়ত সামলাতে পারবে, কিন্তু দু'জন হলেই বিপদ। আঙুলের গিঁট দিয়ে কবাটে টোকা দিল ও। 'এই যে,' ডাকল গার্ডকে। 'দরজা খোল। থারমল হেজের সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

বাইরে থেকে কেউ সাড়া দিল না।

এবার আরও জোরে টোকা দিল সিলভিয়া। 'কে আছ? দরজা খোল! থারমল হেজের সাথে কথা আছে আমার! জরুরী।'

তবু কারও সাড়া নেই। গার্ড কি চলে গেছে? 'দরজাটা খোল!' দমাদম ঘুসি মারল কবাটে।

'কি হল! এত গোলমাল করছ কেন?' দরজার বাইরে থেকে কর্কশ গলা ভেসে এল।

'হুঁহ্, এতক্ষণে অকর্মাটার ঘুম ভেঙেছে!' বিড়বিড় করল সিলভিয়া, তবে এত নিচু গলায় নয় যে বাইরে থেকে লোকটা শুনতে পাবে না। গলা চড়াল ও, 'এই, তাড়াতাড়ি দরজা খোল! থারমল হেজের সাথে দেখা করব আমি।'

'বস্ এখন ব্যস্ত। কারও সাথে দেখা করার সময় নেই।'

'বোকার মত কথা বোলো না। হেজকে আমি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই। দেরি করলে তারই ক্ষতি হবে।'

হেসে উঠল লোকটা। 'বসের ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই।'

দরজার কবাটে লাথি মারল সিলভিয়া। 'খুলবে না?'

'সাবধান কিন্তু! গোলমাল করলে ভাল হবে না!'

'খোল!' আবার লাথি মারল সিলভিয়া।

লোকটা এবার কথা বলল না।

আরও দুটো লাথি মারল সিলভিয়া।

'এই মাগী, থামলি? আমার ওপর হুকুম আছে বাড়িতে যেন কোন আওয়াজ না হয়। চেঁচামেচি করলে মুখে টেপ লাগিয়ে দেব!'

কথা না বলে আবার কবাটে লাথি মারল সিলভিয়া, গম্ভীর হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে।

রেগে গেছে লোকটা, চুপ করে থাকল

পালা করে ঘুসি আর লাথি চালাল সিলভিয়া আরও কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'দরজা না খুললে এরকম চলতেই থাকবে।'

এবার লোকটা জানতে চাইল, 'কি বলবে তুমি মি. হেজকে?'

'সেটা শুধু তাকেই বলা যাবে।'

'বললাম না, বস্ এখন ব্যস্ত, তার সাথে দেখা হবে না।'

'আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আছে, হেজ সেটা না পেলে তার আজ রাতের অপারেশন ভেস্তে যাবে।'

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করার পর লোকটা বলল, 'বস্ এখন মিটিঙে রয়েছেন, তোমার কথায় আমি তাকে বিরক্ত করতে পারব না।'

'সেক্ষেত্রে তোমার ইমিডিয়েট বসের কাছে নিয়ে চল আমাকে, তোমাদের কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে।' সিলভিয়া ভাবছে, লোকটা যদি কাউকে ডাকার জন্যে করিডর থেকে চলে যায়, দরজাটা খোলা যায় কি না চেষ্টা করে দেখবে সে।

'মেজর কালভিনও এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত।'

হ্যাঁ, সম্ভবত মিসাইল সাইটে ডিউটি দিচ্ছে সে। 'তাহলে তোমার ক্যাপটেন বা

সার্জেন্টকে ডাক,' চিৎকার করে বলল সিলভিয়া।

'দেখ, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, চেঁচামেচি কোরো না! এমনিতেই ঝামেলার শেষ নেই, তার ওপর তুমি যদি বাড়াবাড়ি কর···তোমাকে কিভাবে চুপ করাতে হবে আমার জানা আছে!'

উত্তরে আরও দুটো লাথি মারল সিলভিয়া দরজায়। ভাবল, যদি সত্যি হেজকে দেয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য থাকত ওর কাছে? যা-ই ঘটে যাক, গোঁয়ার লোকটা দরজা খুলত না!

'দেখ, ভেতরে ঢুকতে বাধ্য কোরো না আমাকে!' চিৎকার করল গার্ড। 'এমন মার মারব···'

ঘুসি আর লাথি, সমানে চালাল সিলভিয়া।

'তবে রে!' খেপে গেল গার্ড। 'দেখ তোর কি করি!'

কী হোলে চাবি ঢোকানোর আওয়াজটা সিলভিয়ার কানে যেন মধু বর্ষণ করল। দরজার দিকে পিছন ফিরেই ডাইভ দিল ও, বিছানার ওপর পড়ে গড়িয়ে দিল শরীরটা, নেমে গেল উল্টোদিকের মেঝেতে। গুঁড়ি মেরে বসে থাকল, প্রার্থনা করল চাঁদটা যেন আবার মেঘের আড়ালে লুকায়।

সশব্দে খুলে গেল দরজা, দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল কবাট—দেয়ালে পিঠ দিয়ে সিলভিয়া দাঁড়িয়ে নেই, নিশ্চিত হল গার্ড। করিডর থেকে এক চিলতে আলো ঢুকল কামরার ভেতর। বালবটা জ্বলছে না দেখে দাঁতে দাঁত চাপল লোকটা, হাত বাড়িয়ে সুইচ বোর্ড হাতড়াল, অন করল সুইচটা।

লোকটা প্রফেশন্যাল নয়, ভাবল সিলভিয়া। বালবটা জ্বলছে না, দেখার সাথে সাথে তার উচিত ছিল পিছু হটে করিডরে বেরিয়ে যাওয়া, এক পাশে সরে দাঁড়ানো; সেক্ষেত্রে সিলভিয়া টার্গেট হিসেবে তাকে পেত না।

বিছানার আড়ালে থেকে না বেরিয়েই হাতের বালবটা কামরার এক কোণে, গার্ডের বাম দিকে ছুঁড়ে দিল ও। কাঁচ ভাঙার শব্দ হল, যেন পিস্তলের গুলি করল কেউ। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে চরকির মত ঘুরল গার্ড, হাতের সাবমেশিনগান তাক করল সেদিকে।

লাফ দিয়ে সিধে হল সিলভিয়া, আরেক লাফে বিছানায় উঠল, তৃতীয় লাফে পড়ল গার্ডের বুকের ওপর। সিলভিয়াকে উড়ে আসতে দেখল বটে লোকটা, কিন্তু তখন আর তার করার কিছু ছিল না। দড়াম করে চৌকাঠের ওপর পড়ে গেল সে, মাথাটা ঠুকে গেল শক্ত কাঠের সাথে, হাত থেকে ছিটকে পড়ল সাবমেশিনগান। হামাগুড়ি দিয়ে লোকটার বুক থেকে নেমে এল সিলভিয়া, উঁকি দিল করিডরে—না, করিডর ফাঁকা।

দাঁড়াল সিলভিয়া, দু'পা সরল, উদ্দেশ্য মেঝে থেকে সাবমেশিনগানটা তুলবে। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একটা হাত বাড়াল গার্ড। ব্যথায় এখনও গোঙাচ্ছে সে, মাথার পিছনটা ফুলে উঠেছে আলুর মত, খুলির চামড়া কেটে যাওয়ায় সামান্য রক্তও ঝরছে। সিলভিয়ার একটা পা ধরে নিজের দিকে টানল সে।

অপর পা দিয়ে লোকটার চিবুকে প্রচণ্ড লাথি মারল সিলভিয়া, দরজার চৌকাঠে আবার সজোরে ঠুকে গেল খুলি। ফুটবলের মত এক কি দু'বার লাফ দিল মাথাটা,

ভেঙে গেল নাক। স্থির হয়ে গেল শরীর, জ্ঞান হারিয়েছে।

গলা লম্বা করে আরেকবার করিডরটা দেখে নিল সিলভিয়া। এখনও ফাঁকা, পায়ের কোন শব্দও শোনা যাচ্ছে না। পিছিয়ে এসে গার্ডের পা ধরে টানল, কামরার খানিক ভেতরে নিয়ে এল অচেতন শরীরটাকে। লোকটার নাক থেকে এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। বিছানার চাদর ছিঁড়ে তার হাত-পা বাঁধল, মুখেও খানিকটা কাপড় গুঁজে দিল, তারপর ঠেলে ঢুকিয়ে দিল খাটের তলায়।

সিধে হল সিলভিয়া, হাত দুটো মুছল জিনস-এ, এগিয়ে এসে দোরগোড়া থেকে তুলে নিল সাবমেশিনগানটা। ছোট্ট ও নিরেটদর্শন, ইনগ্রাম-এর মত দেখতে। সিলভিয়া জানে ইনগ্রামের ফায়ারিং পাওয়ার মিনিটে বার শো রাউণ্ড, এটার কত কে জানে।

আরেকবার করিডরটা দেখে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। দেয়াল ঘেঁষে এগোল, যাচ্ছে বাড়িটার পিছন দিকে।

প্রাচীন চার্চ টাওয়ারে শোঁ-শোঁ আওয়াজ করছে বাতাস। সাগর থেকে তেড়ে আসা বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল টাওয়ারের মাথায়, প্যারাপেটের পিছনে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে কয়েকজন লোক। তাদের মধ্যে একজন নিচু পাঁচিলে কনুই রেখে তাকিয়ে আছে দূরে, চোখে নাইট গ্লাস। এক মাইল দূরের সাদা বাড়িটার ওপর নজর রাখছে সে।

'এখনও কিছু নড়ছে না, স্যার,' বিড়বিড় করল সে, তার আগে মাথাটা প্যারাপেটের নিচে নামিয়ে নিল, বাতাস যাতে তার কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে না যায়। 'মনে হচ্ছে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

তার পাশের ভদ্রলোক হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলেন। 'সাড়ে এগারোটা বাজে,' বললেন তিনি। 'শেষ হেলিকপ্টারটা এসেছে দশটার সময়, তাই না?'

টমাস হুক বলল, 'হ্যাঁ, দশটা দশে। দেখুন, সম্ভবত ওটাতে চড়েই ওদের শেষ লোকটা পৌঁচেছে। এবার আমাদের হানা দেয়া উচিত।'

'দুঃখিত! অপারেশন শুরু করতে হলে এসবি-র ডিরেক্টর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দু'জনের অর্ডার পেতে হবে আমাকে,' হাতঘড়ি থেকে চোখ তুলে জবাব দিলেন ডিটেকটিভ চীফ ইন্সপেক্টর জেমস নরফোক। অবসরপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার টমাস হুকের অস্থিরতার কারণটা তিনি বোঝেন, সন্দেহ করা হচ্ছে তার বস্ রানা এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাসুদ রানা ওই বাড়িটায় বন্দী হয়ে আছেন। কিন্তু মাত্র একজন মানুষের নিরাপত্তার কথা ভাবলে চলবে না তাঁর। তাঁকে বলা হয়েছে, এই অপারেশনের সাথে গোটা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। থিউল সোসাইটি নামে একটা গোপন সংগঠন নাকি সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। তাদের দলে যোগ দিয়েছে মন্ত্রী পর্যায়ের লোক থেকে শুরু করে পুলিস ও ইন্টেলিজেন্স-এর হোমরাচোমরা কর্মকর্তারা। কাজেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ যৌথ অপারেশন চালাবে, অপারেশন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও এসবি-র ডিরেক্টর। তাঁরা যদি অপেক্ষা করতে পারেন,

ডিটেকটিভ চীফ ইন্সপেক্টর জেমস নরফোকও অপেক্ষা করতে পারবেন।

'কিন্তু তাঁরাই বা অর্ডার দিতে দেরি করছেন কেন? আপনি তাঁদের রিপোর্ট করুন, বলুন, আর দেরি করার কোন মানে হয় না! আমার বসকে ইতিমধ্যে ওরা যদি মেরে ফেলে ...'

টমাসের দিকে তাকালেন চীফ ইন্সপেক্টর। 'দেখুন, মি. হুক, আপনার বস্ ওখানে ঢুকেছেন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। আমাদের কাউকে তিনি কিছু জানাননি।'

'তাঁর কোন উপায় ছিল না!' প্রতিবাদ জানাল টমাস। 'আপনাদের কাউকে কিছু জানাননি...কাকে জানাবেন, আপনিই বলুন? আপনাদের ইন্টেলিজেন্সে থারমল হেজের লোক রয়েছে, চীফ মারভিন লংফেলোর নির্দেশ অমান্য করে নিজের খুশিমত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বব পার্লম্যানের মত একজন সাধারণ এজেন্ট, তাকে সমর্থন করছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব নিজে। অর্থাৎ প্রশাসনের ওপর মহলেও থিউলিস্টরা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। শেষ খবর জানি আমি, মি. লংফেলো আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন।'

'সচিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে, মি. হুক,' চীফ ইন্সপেক্টর বললেন।

'শুধু ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস নয়, থারমল হেজের লোক রয়েছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চেও...'

'জানি। সেজন্যেই তো প্রধানমন্ত্রী ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে অপারেশন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, বলেছেন যৌথ দায়িত্বে থাকবেন এসবি-র ডিরেক্টর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।'

'তাহলে আপনিই বলুন, আমার বস্ ভুলটা কোথায় করেছেন? কাউকে বিশ্বাস করার উপায় ছিল তাঁর? বিশেষ করে মেয়েটার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন তিনি...'

'সিলভিয়া ক্লার্ক। হ্যাঁ, তার সম্পর্কে এখন সবই আমরা জানি,' গম্ভীর সুরে বললেন চীফ ইন্সপেক্টর।

অন্ধকার থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'স্যার, এই মেয়েটার কথা আমাদেরকে আগে জানানো হয়নি কেন?'

'মি. মাসুদ রানার মত ওরাও একই সমস্যায় পড়েছিল, বুবি। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওহ্ গড, কে জানত বব পার্লম্যানের মত এজেন্ট বেঈমানী করবে!'

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অন্ধকারে মাথা নাড়ল। 'পার্লম্যানের ব্যাপারটা আমরা কিছু জানতে পারলাম না, অথচ সিআইএ ঠিক জেনে ফেলল। কদ্দিন থেকে জানে ওরা?'

'কি জানি, বলতে পারব না। পার্লম্যান থিউল সোসাইটির সাথে যোগ দিয়েছে, এই তথ্যটা পাবার পরই নাক গলায় সিআইএ।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল টমাস হুক, সাথে সাথে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা খেল মুখে। তাড়াতাড়ি কোটের বোতাম লাগাল সে। পাঁচিলের মাথা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। রাস্তার পাশের কুৎসিত, কিম্ভূতকিমাকার গাছটা দেখে শিরশির করে উঠল তার গা। চার্চের উল্টোদিকের রাস্তার পাশে কয়েকটা গাড়ি, একটা ট্রাক ও স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের একটা ল্যাণ্ড রোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে, রাস্তা থেকে দেখা যায় না। নির্দেশের

অপেক্ষায় রয়েছে লোকজন।

আজ সারাটা দিন টমাসের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ধকল গেছে। তার ওপর বসের জন্যে উদ্বেগে কাহিল হয়ে পড়েছে সে। রানার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে তারা, সে আর রতন।

পুলিস আসার অপেক্ষায় থারমল হেজের গিল্ডফোর্ডের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তারা, ঝোপের আড়ালে। কিন্তু পুলিস আসেনি। ভোর রাতের দিকে বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন সশস্ত্র লোক গেটের কাছে আসে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয় গেটটা। আবার বাড়ির দিকে ফিরে যাবার সময় অজ্ঞান গার্ড, নিহত অটারম্যান ও কুকুর দুটোর লাশ সরিয়ে নেয় তারা। এ-কাজে ছোট একটা ট্রাক ব্যবহার করা হয়। তারপরও কয়েক ঘন্টা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল টমাস ও রতন, কারণ সেরকমই নির্দেশ ছিল রানার—পার্লম্যানকে তৎপর হবার একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিল ও, বেনিফিট অভ ডাউট সবারই প্রাপ্য।

অথচ কিছুই ঘটল না। ভোরের দিকে টমাস বুঝতে পারল, আর কিছু ঘটবেও না। রতনকে ওখানে রেখে শহরে ফিরে আসে সে। রানার দেয়া চিঠি নিয়ে সরাসরি চলে যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে। রানার নির্দেশ মত সমস্ত ঘটনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ব্যাখ্যা করে শোনায় সে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘুম ভাঙাতে রাজি হন। রানার চিঠিটা পড়ে লর্ড ক্যারিংটন সময় নষ্ট করেননি, টমাসকে সাথে নিয়েই সরাসরি চলে যান ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে। ওখানে বিকেল পর্যন্ত মীটিং চলে। এক পর্যায়ে মীটিঙে যোগ দেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো। সন্ধের দিকে সিদ্ধান্ত হয়, এককভাবে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ বা পুলিসকে বিশ্বাস করা যখন সম্ভব নয় বলে মনে হচ্ছে তখন যৌথভাবে অপারেশন চালানো হবে, দায়িত্বে থাকবেন এসবি-র ডিরেক্টর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং। শুধু তাই নয়, প্রতি এক ঘন্টা পরপর প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট করবেন তাঁরা। ইতিমধ্যে, ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে তিন-চারবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসা হয় টমাসকে, বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তারা তার সাথে কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে সিআইএ-এর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারও ছিলেন। এই প্রথম জানতে পারে সে, থারমল হেজকে নিয়ে সিআইএ-ও মাথা ঘামাচ্ছে।

'যাই বলুন,' আবার মাথা নিচু করে বসে পড়ল টমাস। 'এখানে সময় নষ্ট করা একদম উচিত হচ্ছে না আপনাদের।'

'আরেকটু ধৈর্য ধরুন, মি. হুক,' টমাসের কাঁধে হাত রেখে নিচু গলায় বললেন চীফ ইন্সপেক্টর। 'নির্দেশ আসতে দেরি হচ্ছে, কারণটা সম্ভবত এই যে আমাদের ডিরেক্টর স্বয়ং অপারেশন পরিচালনা করবেন। একটু আগে খবর পেয়েছি, রওনা হয়ে গেছেন তিনি।'

'খুশি হলাম! কিন্তু ততক্ষণে দেরি না হয়ে গেলেই হয়!'

'ঘাবড়াবেন না, প্লীজ। নির্দেশ পাবার সাথে সাথে ওদেরকে আমরা জাদু দেখিয়ে দেব। আরএনএএফ-হেলিকপ্টারে চড়ে কারা আসছে জানেন? মেরিন কমাণ্ডোরা। আমরা জানি থারমল হেজের প্রাইভেট আর্মি আছে, কাজেই আটঘাট

বেঁধেই মাঠে নামছি আমরা। তার প্রাইভেট আর্মি বাধা দিলে রীতিমত একটা যুদ্ধ বেধে যাবে। আর, প্লীজ, মি. মাসুদ রানাকে নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। বাঘের খাঁচায় যিনি স্বেচ্ছায় ঢুকতে পারেন, হয় তিনি বোকা নয়ত অসমসাহসী লোক। আপনার বসকে আমি বোকা বলতে রাজি নই। অন্তত তাঁর রেকর্ড সে-কথা বলে না।'

চোখ মেলতেই শরীরের নিচে সচল মেঝে দেখতে পেল রানা। পিস্তলের বাড়ি খেয়ে ফুলে থাকা মাথাটা এখনও ব্যথা করছে। বুঝতে পারল, ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। ওর দু'পাশে দু'জন লোক, বগলের নিচেটা খামচে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। কোথায় রয়েছে দেখার জন্যে মাথাটা একটু ঘোরাল ও। কথা বলে উঠল কে যেন। তারপর গলাটা চিনতে পারল ও। ডিক, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ইনফরমার।

'জ্ঞান ফিরে এসেছে ওর। নিজের চেষ্টায় হাঁটুক এবার।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে শরীরের দু'পাশ থেকে লোকগুলো সরে গেল। মুখের সামনে পার্লম্যানের চেহারাটা ভেসে থাকতে দেখল রানা। 'কেমন বোধ করছ, দোস্ত? তবিয়ত ভাল তো?'

মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকিয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করার চেষ্টা করল রানা। পড়ে যেতে পারে মনে করে চট করে আবার ওকে ধরে ফেলল ডিক ও রক। হাত দিয়ে ঠেলে তাদেরকে সরিয়ে দিল রানা।

'ওরে বাবা, তেজ দেখছি একটুও কমেনি!' বলল পার্লম্যান। 'শুধু বোকার মত সিন্থিয়ার প্রস্তাবটা মেনে নাওনি, তা না হলে তোমার প্রশংসা করতে হয়। কি ঘটতে যাচ্ছে জানার পরও একজন মানুষ এমন সাহস দেখায় কি করে, বুঝি না!'

'অনেক কিছুই তুমি বোঝ না, পার্লম্যান!' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা। 'বুঝলে একদল উন্মাদের কথায় নাচতে না!' নিজেকে কোন রকমে সিধে রাখতে পারছে রানা। দু'দিক থেকে ওর বাহু ধরে আছে ডিক ও রক।

'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখ, রানা,' গম্ভীরস্বরে বলল পার্লম্যান। 'বিকল্পটা কি?' বলে আর দাঁড়াল না সে, নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করে করিডর ধরে হন হন করে এগোল।

বাধা দেয়ার বা ধস্তাধস্তি করার শক্তি নেই রানার, ডিক ও রকের সাথে সামনে বাড়ল ও। লম্বা করিডরটা ওর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। ওরা যেন মধ্যযুগের একটা দুর্গের ভেতর রয়েছে। প্রতি জোড়া দরজার মাঝখানে বহুমূল্য মসলিন কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। করিডরের সিলিং দেখে মনে হল, সবটাই নিরেট পাথরের তৈরি। ওক কাঠের দরজা, কবাটের গায়ে জটিল কারুকাজ। লোহার হাতলগুলো হাতি-ঘোড়ার মূর্তি, প্রতিটি হাতলে ইতিহাসখ্যাত রাজা বা বীরদের নাম খোদাই করা রয়েছে, হাতি-ঘোড়ার চোখগুলো দামি পাথর।

একটু পরই সামনে করিডরটা খোলা দেখল রানা। সামনে ওটা বোধহয় একটা ঝুল-বারান্দা। সেটাকে ডানে রেখে বাঁক ঘুরল ওরা। সামনে চওড়া সিঁড়ি, ধাপগুলো সাদা মার্বেল পাথরের। সিঁড়ির মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বিস্ময়ে বড় হল

রানার চোখ। সিঁড়ির নিচে বিশাল হলরুম, সেদিকেই তাকিয়ে আছে ও।

রানা যেন প্রাচীন কোন রাজ দরবারে এসে হাজির হয়েছে। মেঝেতে গাঢ় লাল কার্পেট, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা জানালাগুলো ভারি ব্রোকেড দিয়ে আড়াল করা, প্রতি জোড়া জানালার মাঝখানে ঝুলছে অসংখ্য ভাঁজ নিয়ে সূক্ষ্ম মসলিন, কামরার চারদিকে জ্যামিতিক ছক তৈরি করেছে লম্বা কালো মোমবাতিগুলো, ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুন লাল আভা ছড়িয়ে রেখেছে। কামরার একধারে বর্শা আকৃতির একটা মঞ্চ দেখা গেল, সোনালি রঙের। মাঝখানে বড় একটা গোল টেবিল, টেবিলের চারধারে কাঠের চেয়ার। প্রতিটি চেয়ারের পিঠে রূপার প্লেট আটকান, প্রতিটি প্লেটে কি যেন লেখা আছে সোনালি হরফে। মাত্র দুটো চেয়ার খালি। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চেয়ারে বসা লোকগুলো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে।

'ওয়েওয়েলসবার্গে স্বাগতম!' যুন থারমল হেজের কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। শব্দের উৎস সন্ধানে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা মুখগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। মাঝখানের চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল থারমল হেজ। মঞ্চের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে। 'ওঁকে নামিয়ে আন!' ধমকের সুরে নির্দেশ দিল সে, রানার মনে হল একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

আচমকা রানার পিঠে প্রচণ্ড ধাক্কা মারা হল। ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে পড়ে যাচ্ছিল ও, রেলিং আঁকড়ে ধরে কোন রকমে সামলে নিল নিজেকে। বোধহয় আগেই বলা ছিল, পিছন থেকে আবার আঘাত করা হল ওকে, এবার সবুট লাথি খেল নিতম্বে। রেলিঙ ধরতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল রানা, ছিটকে পড়ল ধাপের ওপর, গড়াতে গড়াতে নেমে এল নিচে। পিছনে পায়ের শব্দ, দু'জন লোক এগিয়ে এসে টান দিয়ে তুলল ওকে। গা ঝাড়া দিয়ে হাতগুলো সরিয়ে দিল ও।

'[illegible] সিন্থিয়া ব্যর্থ হয়েছে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল থারমল হেজ।

'কিভাবে আপনি আশা করেন ওরকম নোংরা একটা মেয়ে...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে থারমল হেজ বলল, 'সিন্থিয়ার ক্ষমতা তার মনে, মি. রানা। সে-ক্ষমতা আপনি এড়াতে পেরেছেন দেখে সত্যি আমি অবাক হয়েছি। বুঝতে পারছি, আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু ড. বেনিংগারের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শেখার আছে তার।' একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে, একজন লোক ব্যস্তভাবে একটা চেয়ার এনে রাখল টেবিল থেকে তিন ফুট দূরে। ধাক্কা দিয়ে সেটায় বসিয়ে দেয়া হল রানাকে। চেয়ারে বসা কয়েকজন লোক সরে গেল, থারমল হেজ যাতে পরিষ্কার দেখতে পায় রানাকে।

রানা লক্ষ্য করল, কামরার চারদিকে সশস্ত্র গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে, প্রত্যেকে বুকের কাছে একটা করে সাবমেশিনগান ধরে আছে।

থারমল হেজ কাল স্যুট ও কাল টাই পরেছে, শার্টটা সাদা। কৃত্রিম নাকটা আজ যেন একটু বেশি চকচক করছে, চোখ দুটোও। টেবিলের ওপর, প্রত্যেকটি চেয়ারের সামনে একটা করে ছোরা পড়ে থাকতে দেখল রানা। যাদের হাত টেবিলের ওপর রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের আঙুলে একটা করে আঙটি দেখল ও। থারমল হেজের

কয়েকজন মেহমানকে আগেই দেখেছে রানা, বাকি যারা বসে আছে তাদেরকেও প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে চেনে ও। ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারও রয়েছে, আগের চেয়েও বুড়ো ও ভঙ্গুর দেখাল তাকে। তার চোখ জোড়া কোটরের গভীরে, সেগুলো রানা দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অনুভব করল তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ওকেই বিদ্ধ করছে। দুটো চেয়ার খালি রয়েছে, তার একটায় বসল পার্লম্যান।

'আপনি একজন সম্মানী লোক, মি. রানা,' পাথুরে দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনিত হল থারমল হেজের ভরাট গলা।

'তাতে আর সন্দেহ কি, যেভাবে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছেন আমাকে!'

'সম্মানী এই অর্থে যে আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি থিউলিস্ট না হয়েও ওয়েওয়েলসবার্গে ঢোকার সুযোগ পেয়েছেন।'

'খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে আমার!'

'আমরা আপনার পরিহাসের পাত্র নই, মি. রানা!' কর্কশস্বরে সাবধান করে দিল থারমল হেজ, ছোরাটা নিয়ে খেলা করছে তার আঙুল। 'আপনার মৃত্যু এমনিতেই যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক হবে, কাজেই এমন কিছু আপনার করা উচিত হবে না যাতে কষ্টটুকু দীর্ঘস্থায়ী করতে প্ররোচিত হই আমরা।'

'সৎ পরামর্শের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ভাল কথা, এই ওয়েওয়েলসবার্গ ব্যাপারটা কি জানতে পারি?'

'ওয়েওয়েলসবার্গ হল রাইখসফুয়েরার হেনেরিক হিমলারের একটা দুর্গ, দুর্গটা তিনি তৈরি করেছিলেন ওয়েস্টফালিয়ায়। সেই দুর্গের আদলে তৈরি করা হয়েছে আমাদের এই বাড়িটাও। হেনেরিক হিমলারের ওয়েওয়েলসবার্গ ছিল টিউটনিক নাইটদের পবিত্র তীর্থ বা মন্দির। শুধুমাত্র নির্বাচিত বারোজন ওখানে ঢুকতে পারতেন, সবাই তাঁরা ছিলেন এসএস অফিসার। ওখানে বসে তাঁরা ধ্যান করতেন, স্মরণ করতেন তাঁদের নরডিক উৎস। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা কামরা ছিল, মহান রাজা ও সম্রাটদের নামে নাম রাখা হয়েছিল কামরাগুলোর—অটো দা গ্রেট, হেনরি দা লায়ন, ফ্রেডারিক হোহেনস্টাউফেন, ফিলিপ অভ সোয়াবিয়া, ইত্যাদি। হিটলারের কামরার নাম ছিল ফ্রেডারিক বারবারোসা। কিন্তু হিটলার ওয়েওয়েলসবার্গে আসতে রাজি হননি। যে শক্তির গুণে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেন, সেটাকেই তিনি অস্বীকার করে বসলেন। তিনি এমনকি পবিত্র বর্শাটিকে ওয়েওয়েলসবার্গে আনতে দিতেও রাজি হননি। বুঝতেই পারছেন, কেন তাঁর পতন ঘটল। শেষ দিকে পবিত্র বর্শা তাঁর দখলে ছিল না। হেনেরিক হিমলার নিজের কাছে রাখার জন্যে নিয়ে আসেন ওটা।' চেয়ারের ওপর থারমল হেজের শরীর মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল, মঞ্চের দিকে তাকাল সে। 'সেই পবিত্র বর্শা এখন আমাদের দখলে। ওদিকে তাকান, মি. রানা, দেখুন!'

মঞ্চের ওপর একটা চামড়ার কেস দেখতে পেল রানা। ধরে নিল ওটার ভেতরই বর্শাটা আছে।

রানার দিকে ফিরল বটে থারমল হেজ, কিন্তু তাকিয়ে আছে ওপরের ঝুল-বারান্দায়। 'এস, সিন্থিয়া, নেমে এস। তুমি ব্যর্থ হয়েছ, কিন্তু তাতে কি হয়েছে—

কুনড্রাও তো ব্যর্থ হয়েছিল। এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা।'

পিছনে পায়ের আওয়াজ পেল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল সিন্থিয়া। তার মুখ এখনও ফুলে আছে, চেহারাটা অশ্লীল লাগল রানার চোখে। টেবিল ঘুরে এগোল সে, মাথাটা নিচু করে রেখেছে, কারও চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। ড. বেনিংগারের পিছনের একটা চেয়ারে বসল। অশীতিপর বৃদ্ধ তার দিকে তাকাল না, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

ঠিক এই সময় কামরার দূর প্রান্তের ছায়া থেকে আলোয় বেরিয়ে এল মেজর কালভিন, তার দু'চোখে নগ্ন ঘৃণা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওর দিকেই ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সে, কোমরে গোঁজা রিভলভারের ওপর হাত।

'মেজর!' গর্জে উঠল থারমল হেজ।

চমকে উঠল কালভিন, দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এখনও যারা এসে পৌঁছাননি তাদের জন্যে বাইরে অপেক্ষা কর তুমি। তোমার গার্ডদেরও নিয়ে যাও, এখানে ওদের কোন কাজ নেই।'

'কিন্তু রানাকে সামলাবে কে? আপনি জানেন, কি রকম ভয়ঙ্কর লোক সে!'

'মি. রানা নিজের অমোঘ নিয়তিকে মেনে নেবেন বলেই আমার ধারণা। তবু যদি গোলমাল করেনই, ডিক আর রকই তাঁকে সামলাতে পারবে। যাও, হেলিকপ্টার প্যাডের কাছে অপেক্ষা কর। আমাদের একজন সম্মানিত মেহমান যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বেন, পৌঁছুনো মাত্র এখানে নিয়ে আসবে তাঁকে।'

ঢুলুঢুলু চোখে আরও তিন সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেজর কালভিন, তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, গার্ডদের নিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। তাদের ভারি বুটের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

'মেজরকে ক্ষমা করবেন, মি. রানা,' বলল থারমল হেজ। 'সিন্থিয়ার ব্যাপারে সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। ঈর্ষার আগুনে পুড়ছে সে, প্রচণ্ড রেগে আছে আপনার ওপর—এখনও বোধহয় জানে না, তার জিনিসে হাত লাগাননি আপনি।'

ঝট করে মুখ তুলে থারমল হেজের দিকে তাকাল সিন্থিয়া, চেহারায় রাগ ও অভিমান।

'কিন্তু সিন্থিয়ার ব্যাপারটা হল, আমাদের আন্দোলনে তার গুরুত্ব অপরিসীম,' বলে চলেছে থারমল হেজ। 'জানা কথা, এক সময় ড. বেনিংগারের দায়িত্বটা তাকেই পালন করতে হবে, তার আর খুব বেশি দেরিও নেই। দেরি নেই বলছি এই জন্যে যে ড. বেনিংগার ইহলোকের মায়া কাটাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, পরলোকে থাকতেই বেশি পছন্দ করবেন তিনি।' বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

'আমাদের বোধহয় এবার অনুষ্ঠান শুরু করা উচিত, হেজ,' শিল্পপতি স্যার ওয়াইল্ডম্যান বললেন, টেবিলের এক প্রান্তে বসে আছেন।

'আমিও তাই বলি, আমার দেরি করা উচিত নয়,' সায় দিলেন আয়ান বারবি। 'হাতে সময় কম, হেজ। আর একটু পরই তো মিসাইল ছুঁড়তে হবে।'

'জেন্টলমেন, আপনারা কেউ অস্থির হবেন না। এখনও প্রচুর সময় আছে

হাতে। আমাদের সাগর পাড়ের মিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, আমরা তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে পারি না। আপনারা সবাই জানেন, আমাদের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কতটা অবদান রাখবে।' একটা হাত তুলে সবাইকে চুপ থাকার অনুরোধ করল থারমল হেজ, কিন্তু তারপরও টেবিলের চারধার থেকে প্রতিবাদ উঠল। টেবিলের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল সে। 'থামুন আপনারা!' ধমকে উঠল সে। 'ভুলে গেছেন, আজ রাতে কি ঘটতে যাচ্ছে এখানে? দেখতে পাচ্ছেন না, ড. বেনিংগার প্রস্তুতি নিচ্ছেন? আমি অনুরোধ করব, এমন কিছু কেউ করবেন না যাতে তাঁর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।'

ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা নামল কামরার ভেতর। মৃদু হাসি ফুটল থারমল হেজের ঠোঁটে। রানার দিকে ফিরে বলল সে, 'সদস্যরা সবাই খুব অস্থির হয়ে আছেন–উত্তেজনার ফল।'

'জানি,' বলল রানা। 'ওরাও তো আপনার মতই একেকটা উন্মাদ।'

'হ্যাঁ। আজ রাতে এখানে একমাত্র আপনিই সুস্থ।' থারমল হেজের গলায় আবার সেই ব্যঙ্গাত্মক সুর ফিরে এল। 'ভাবছি মৃত্যুর সময়ও আপনি এখনকার মত সুস্থ থাকতে পারবেন কি না।'

রানার মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রতন আর টমাস করছে কি? ওরা কি কর্তৃপক্ষকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে? নাকি এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে? থারমল হেজের লোকদের হাতে বন্দী হয়নি তো? 'ঠিক আছে, হেজ, ধরে নিলাম আপাতত আপনারাই জিততে যাচ্ছেন। আপনাদের হাতে মারা পড়লাম আমি। কিন্তু তারপর?'

'তারপর? তারপর থিউল সোসাইটি ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করবে...'

'এক সেকেণ্ড,' বাধা দিল রানা, কথায় কথায় সময় নষ্ট করানোই ইচ্ছে ওর, 'আপনাদের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে জানতে চাই আমি। নিজেদেরকে আপনারা থিউলিস্ট বলছেন, কিন্তু আমার জানামতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থিউল সোসাইটির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়, সংগঠনটার কোন অস্তিত্বই ছিল না...'

'যুদ্ধে বা অভিযানে অস্তিত্ব হারায় শুধু মানুষ, আদর্শ নয়। থিউল সোসাইটির আদর্শ যারা লালন করত তাদের অনেকেই আমরা বেঁচে যাই।'

'আমরা মানে? যুদ্ধের সময় আপনি জার্মানীতে ছিলেন নাকি?'

'অবশ্যই,' বলল থারমল হেজ, রানাকে অবাক হতে দেখে হাসল। 'আমি সাধারণ কোনও সৈনিক ছিলাম না, তবে সৈনিকের চেয়ে অনেক ভালভাবে সেবা করি রাইখ-এর। বংশপরম্পরায় অস্ত্র তৈরির ব্যবসা আমাদের, আঠার বছর বয়েসেই কারখানার মালিক হই। আপনাকে আগেই বলেছি, হিটলার আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তাঁর এই বোকামির জন্যে অতিপ্রাকৃত শক্তি চলে আসে রাইখসফুয়েরার হেনেরিক হিমলারের হাতে। যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি, মিত্রপক্ষের চোখ এড়িয়ে কিভাবে পালাব তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করি আমরা, আমি ও হেনেরিক হিমলার...'

'কিন্তু হিমলার ধরা পড়েছিলেন! আত্মহত্যার আগেই তাঁর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে...'

হো হো করে হেসে উঠল থারমল হেজ, পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল ফাঁপা শব্দটা। 'সে অন্য লোক, মি. রানা। আ ডাবল। দেশপ্রেমিক একজন জার্মান, রাইখসফুয়েরারকে এত ভালবাসত যে তাঁর জন্যে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিল। তবে এ-কথাও ঠিক যে শেষ মুহূর্তে সে যদি সাহস হারাত, তার পরিবারকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। সৌভাগ্যক্রমে, সে-ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।'

'অন্য এক লোক নিজেকে হিমলার বলে চালিয়ে দিল, এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়ই তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল?'

'জার্মানীতে ওই সময় কি রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছিল, কল্পনা করতে পারেন? লাখ লাখ লোক পালাচ্ছিল, মিত্রপক্ষ যাকেই সামনে পেয়েছে তাকেই হিমলার, গোয়েবলস, গোরিং বা বোরম্যান বলে সন্দেহ করেছে। এমনকি কয়েক ডজন লোককে হিটলার বলেও সন্দেহ করা হয়। বিশৃঙ্খলা যখন তুঙ্গে, এই সময় এক লোক নিজেকে নাৎসী নেতা বলে আভাস দিল, তার ছদ্মবেশ খসাবার পর দেখা গেল সত্যিই হিমলারের মত দেখতে সে—আপনিই বলুন, এরপর কেউ কি আরও প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে? তারপর এক সময় শৃঙ্খলা ফিরে আসতে শুরু করল বটে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে—রাইখসফুয়েরারের লাশ অচিহ্নিত একটা কবরে অনেক দিন আগেই পচে গেছে।'

'কিন্তু হিমলারের মত কুখ্যাত একজন মানুষ কোথায় যেতে পারেন? যেখানেই যান, তাঁর তো ধরা পড়ার কথা।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের মহান নেতার চেহারা ছিল অতি সাধারণ।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, হিমলারকে দেখে নাকি মাছি মারা কেরানী বলে মনে হত।'

'ঠিক তাই, মি. রানা।' সগর্বে হাসল থারমল হেজ, রানা যেন তার নেতার প্রশংসা করেছে। 'শরীরে আসল নরডিক রক্ত অথচ দেখে মনে হত গুরুত্বহীন নগণ্য একটা লোক। কে না জানে জার্মানীর মহান বীরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন তাঁর সাধারণ চেহারাটাই পালাতে সাহায্য করেছিল তাঁকে?'

'শুধু পালাতে নয়, অন্য একটা দেশে অস্তিত্ব রক্ষা করতেও সাহায্য করেছিল।'

'জানতে পারি, কোথায়?'

'ইচ্ছে করলে আমরা সাউথ আমেরিকায় চলে যেতে পারতাম, বাস করতে পারতাম নাৎসী কলোনিতে। কিন্তু ওখানে গেলে শুধু অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হত, তৎপর হবার সুযোগ পেতাম না। ওখানে না গিয়ে আমরা এমন এক দেশে গেলাম যেখানে আবার কাজ শুরু করা যায়।'

'কোথায়?'

'কেন, ইংল্যাণ্ডে। এরচেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাব।'

লোকগুলো হাসছে, অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব!'

'ঠিক ওই সময়ে সম্ভব ছিল না, সত্যি। যদিও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর বন্ধু ছিল আমাদের, তাদের মধ্যে থিউলিস্টও ছিল বেশ কিছু। তবে যুদ্ধ চলার সময় বন্ধুদের

অনেকে বেঈমানী করেছিল। না, প্রথমে আমরা গেলাম ডেনমার্কে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও ওখানে কয়েকমাস লুকিয়ে থাকতে হল আমাদের। মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিলাম আমি, আমার প্রাণ রক্ষা করেন রাইখসফুয়েরার।'

চোখ দেখে মনে হল অতীতে ফিরে গেছে থারমল হেজ। সিলিঙের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, যেন স্মৃতি অত্যন্ত মূল্যবান একটা বস্তু। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার শুরু করল সে, 'উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ, মে মাসের দশ তারিখ, ফ্লেনসবার্গ থেকে পালালাম আমরা—আমি, রাইখসফুয়েরার হিমলার, ফ্রাঞ্জ ফন কোহনার ও রাইখস ক্রিমিন্যাল ডাইরেক্টর আর্নেস্ট মুয়েলার। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিয়েল-এর পথে বেশ কিছু দূর এগিয়েছি আমরা, এই সময় একটা বোমার বিস্ফোরণে মুয়েলার মারা যান, আমিও প্রায় মারা যাই। রাইখসফুয়েরার বাধা দিয়েছিলেন, তা না হলে ফন কোহনার আমার মাথায় গুলি করতেন। হের হিমলার নির্দেশ দিলেন, আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি এমনকি বোঝা হালকা করার জন্যে মুয়েলারের লাশের সাথে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলো মাটিতে পুঁতে ফেললেন। কর্নেল ফন কোহনার আমাকে বহন করলেন, আর মহামান্য রাইখসফুয়েরার বহন করলেন আমাদের তালিসমান—হাইলিজি ল্যান্স!

'কিয়েলে আমাদের কন্ট্যাক্ট-এর কাছে যখন পৌঁছুলাম আমরা, সবাই ধরে নিল আমি মারা গেছি। কিন্তু এবারও হের হিমলার আমাকে হারাতে রাজি হলেন না। তিনি আমার চিকিৎসার নির্দেশ দিলেন। জাহাজে চড়ে রওনা হলাম আমরা, পৌঁছে গেলাম ডেনমার্কে। এই অভিযান, মি. রানা, আমার জন্যে ছিল নরকযন্ত্রণা। আমি অন্তত এক শো বার হের হিমলারকে অনুরোধ করেছি, আমাকে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু তিনি রাজি হননি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর বদলে একদিন আমিই হব থিউল সোসাইটির গ্র্যাণ্ড মাস্টার, নতুন নেতা।

'ওখান থেকে পরে আমরা আইসল্যাণ্ডে চলে যাই। আরও কয়েক বছর পর কানাডায় আশ্রয় নিই। সব মিলিয়ে সাত বছর লুকিয়ে থাকতে হয় আমাদের। প্রাণে বেঁচে গেলেও, অপূরণীয় ক্ষতি হয় আমার শরীরের। নাৎসীজমকে একটা আদর্শ বলে গ্রহণ করি আমি, সেজন্যেই আত্মহত্যা করিনি।

'কানাডা থেকে আমরা চলে এলাম আমেরিকায়। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে আমাদের সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোপনে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে আমাদের আন্দোলন পিছিয়ে পড়েছিল, আবার সেটাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবেশ তৈরি হল।'

'তখনও বেঁচে আছেন হেনেরিক হিমলার?' জানতে চাইল রানা।

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল থারমল হেজ। 'হ্যাঁ। কর্নেল ফন কোহনার মারা যান উনিশ শো একান্ন সালে, আমরা তখন কানাডায়। তিনি মারা যান স্ট্রোক-এ।'

'হিমলার ইংল্যাণ্ডে এলেন কবে?'

'উনিশ শো তেষট্টিতে। তখন তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ। সারা জীবন পেটের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন, শেষ দিকে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল...'

ব্যাপারটা শুধু বিস্ময়কর নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। হাজার হাজার ইহুদিকে

পাইকারিভাবে খুন করেছিলেন হেনেরিক হিমলার, সারা দুনিয়ার চোখে অপরাধী ছিলেন তিনি, অথচ বলা হচ্ছে নিরাপদে পালিয়ে এসে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করছিলেন উনিশ শো তেষট্টি সাল থেকে। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা, থারমল হেজের কয়েকটা কথা শুনতেই পেল না।

'আমেরিকায় থাকতে এক কোটিপতি বিধবাকে বিয়ে করলাম আমি,' বলে চলেছে থারমল হেজ। 'অভিজাত আমেরিকান ও নাৎসীদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য বলতে গেলে নেই-ই, অমিলের চেয়ে মিলই বেশি, কাজেই তার সাথে আমার কোনও বিরোধ বাধেনি। আমাদের হাউজ-গেস্টের পরিচয় সে জানত না, তবে তাঁকে নাৎসী নেতা বলে সন্দেহ করত, কারণ আমার পরিচয় তার অজানা ছিল না। স্ত্রী হিসেবে তাকে আপনি অসাধারণ বলতে পারেন, মি. রানা। কারণ তার কোন শারীরিক চাহিদা ছিল না। সে জানত, আমি তার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারব না।'

'কেন?' রানা বিস্মিত।

'কেন, আপনাকে বলিনি? বোমার বিস্ফোরণে মারা গেলেন মুয়েলার, আহত হলাম আমি। শুধু যে নাকটা হারালাম তাই নয়, সেই সাথে হারালাম...পুরুষত্ব। আমার স্ত্রীর বিপুল টাকা আমাদের আন্দোলনে বিরাট অবদান রাখল। সত্যি দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের বিজয় দেখে যাবার সুযোগ পায়নি বেচারি, সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারাল...'

হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনে সিলিঙের দিকে মুখ তুলল রানা। যে যার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল।

'ভেরি গুড! হেলিকপ্টার! তারমানে আমাদের বারো নম্বর সদস্য পৌঁছুলেন!' থারমল হেজ হাসছে।

'এতক্ষণে তার সময় হল!' বললেন লর্ড উডহাউস, নিউজ ম্যাগনেট।

'জেনারেলকে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে,' তিরস্কার করল থারমল হেজ। লর্ড উডহাউস কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রভাবশালী লোকদের ওপর থারমল হেজের কর্তৃত্ব লক্ষ্য করে বিস্মিত হল রানা, টেবিলে বসা লোকগুলোর দিকে পালা করে তাকাল ও, তারপর বলল, 'কিভাবে আপনারা এ-ধরনের একজন লোককে মাথায় তুলে নাচছেন? খুন থারমল হেজ একজন নাৎসী, ইতিহাসের নিকৃষ্টতম অপরাধীদের একজন। ওকে সমর্থন করা মানে নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করা, এই সহজ কথাটা আপনারা বোঝেন না?'

'বেঈমানী? আমরা যদি বেঈমান হই তো আপনি কি? দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য করার জন্যে আমরা নিজেদের সর্বস্ব বাজি ধরছি, কিন্তু আপনি কি করছেন? কি করছে এ-দেশের সরকার ও বিরোধী দল?' প্রশ্নগুলো করলেন আয়ান বারবি। 'গোটা দুনিয়ার কি বেহাল অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ভেবে দেখেছেন? বলতে পারেন, এ থেকে বাঁচার জন্যে কেউ কোন বাস্তব প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে এসেছে হিটলারের পর? একমাত্র আমরা, থিউল সোসাইটি চেষ্টা করছি...'

'দেখুন...,' শুরু করল রানা।

'শাট আপ!' গর্জে উঠলেন লর্ড উডহাউস, টেবিলের ওপর তার ঘুসিটা পটকা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ করল। 'আপনার মত মেকি মঙ্গলকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে অসুস্থ করে তুলেছে।' ভদ্রলোকের চোখ দুটো রাগে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'আপনাদের মেকি অন্তসারশূন্য শ্লোগানটা আমি জানি–নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও। কিন্তু আসল সত্যটা কি? এই দুনিয়ায় সবার বাঁচার উপায় নেই। সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে বলেই তো দুনিয়ার বুকে এত অশান্তি লেগে আছে। এই নারকীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র হিটলার ও হিমলারের দর্শন–বাঁচবে শুধু যোগ্য লোকেরা, বাঁচবে শুধু এরিয়ান ও অভিজাতরা। আমাদের আন্দোলন…'

'হেজ, এত কথার দরকার কি, তোমার ওই লোককে বিদায় কর এখুনি,' চেয়ারে বসা আরেক লোক প্রস্তাব রাখল।

'হ্যাঁ, ওকে আমাদের দরকার নেই,' আয়ান বারবি মন্তব্য করলেন। 'কিংবদন্তীর নাটকটা ওকে ছাড়াও মঞ্চস্থ করা যাবে।'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিল থারমল হেজ। 'ওকে ছাড়া সম্ভব নয়। ওকে মারাই হবে, তবে ঠিক এখুনি নয়।'

'কিন্তু সময় কোথায়…'

'সময় আছে,' গম্ভীর কণ্ঠে আশ্বাস দিল থারমল হেজ, সবাই চুপ করে গেল।

'আমার কৌতূহল কিন্তু মেটেনি, মি. হেজ,' বলল রানা। 'কিভাবে …ইংল্যাণ্ডের কোথায় আস্তানা গাড়লেন হিমলার?'

'কেন, এই এলাকায়, এই বাড়িতে! আমি তার ওয়েওয়েলসবার্গ তৈরি করায় ভারি খুশি হলেন হের হিমলার। ইতিমধ্যে থিউল সোসাইটির ফাণ্ডে মোটা টাকা জমা হয়েছে। নিহত স্ত্রীর টাকা দিয়ে আগেই অস্ত্র কেনা-বেচার ব্যবসায়ে নেমেছিলাম আমি, এরপর নিজের কারখানায় অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করলাম। লাভের টাকা জমা হল ফাণ্ডে। গোপন সদস্যরা মোটা টাকা দিল। অনেক বছর পর কর্নেল কোহ্‌নারের ফাইলগুলো মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করলাম আমরা। ব্রিটেন ও আমেরিকার কিছু অভিজাত পরিবার যুদ্ধের সময় গোপনে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, তাদের নাম-ঠিকানাসহ একটা তালিকা তৈরি করি আমরা। ফাইলগুলো টাকা রোজগারের অসংখ্য পথ খুলে দেয়।'

'তারমানে ব্ল্যাকমেইল শুরু করেন!'

'প্রেম ও যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই, মি. রানা। ভুলে যাবেন না, আমরা আন্দালন করছি মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্যে। আমাদের নীতি নির্ধারণ করতেন স্বয়ং হের হিমলার। তিনি জানতেন, এবার আমরা সফল হবই। শেষ দিনগুলো খুবই আনন্দে কাটিয়েছেন তিনি।'

'তিনি মারা গেলেন এই বাড়িতেই?'

'হ্যাঁ, মি. রানা। এক অর্থে। সাতষট্টি বছর বয়েসে ক্যান্সার তাঁর জীবন কেড়ে নিল। কিন্তু মৃত্যু ঘটল শুধু তাঁর শরীরের, তাঁর আত্মার তাতে কোন ক্ষতি হল না। মৃত্যুর প্রায় এক বছর পর তিনি তাঁর একজন প্রতিনিধিকে আমাদের কাছে পাঠালেন।' পাশে বসা ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারের দিকে তাকাল থারমল হেজ। 'ড.

বেনিংগার একজন প্রেতসাধক। তখন তিনি বসবাস করছিলেন অস্ট্রিয়ায়। মাধ্যম হিসেবে তাঁকেই মনোনীত করেন হের হিমলার।'

এই সময় কামরার বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। ছায়ার ভেতর খুলে গেল একটা দরজা, মেজর কালভিনের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল প্রকাণ্ডদেহী এক লোক। 'গুড ইভনিং, জেন্টলমেন,' পরিষ্কার মার্কিন উচ্চারণ। ছায়া থেকে আলোয় আসার পর তাকে চিনতে পেরে প্রায় আঁতকে উঠল রানা। উপস্থিত সবাই তার সম্মানে যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ড. ফ্রাঞ্জ বেনিংগারের পাশের খালি চেয়ারটায় বসল আগন্তুক।

'এই কি তোমার সেই লোক?' রানার দিকে কটমট করে তাকাল সে।

'হ্যাঁ, জেনারেল, ওই আমাদের পার্সিফাল,' সহাস্যে বলল থারমল হেজ। 'মি. রানা, আমি নিশ্চিত, মেজর জেনারেল পিয়ারসনকে চিনতে পেরেছেন আপনি। মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমাণ্ডারকে আপনার অন্তত না চেনার কথা নয়!'

হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, এরা উন্মাদ নয়। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা দুনিয়াটাকে দখল করার যে প্ল্যান এরা করেছে, তার সবটাই পাগলামি নয়। এদের শক্তিশালী সংগঠন আছে, দুনিয়াখ্যাত সমর-নায়করা সাহায্য করছে, সরকারের ওপরমহল থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে ব্ল্যাকমেইল করে, ঘুষ খাইয়ে এবং লোভ দেখিয়ে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের দলে টেনে নিয়েছে ওরা। বাকি আছে শুধু নিজেদের পক্ষে জনমত তৈরি করা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলে সেটাও ওরা অর্জন করবে, সন্দেহ নেই। ওদের পাগলামি শুধু এক জায়গায়, মৃত একজন মানুষকে নিজেদের নেতা বলে গ্রহণ করাটা। রানার বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে গেল–এরা সবাই একেকটা প্রতিভা, সমাজের রত্ন, অথচ হেনেরিক হিমলারকে অনুসরণ করছে কিভাবে? এ কি ধরনের পাগলামি? হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল ও।

'ঠিক আছে, রেজ, তোমাকে আমি আগেই বলেছি, ব্যাপারটা আমি মেনে নেব, কারণ তাঁর যখন এটাই ইচ্ছে।' প্রকাণ্ড দেহী মেজর জেনারেল কাঁধ ঝাঁকালেন। তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। টিভিতে ভদ্রলোককে অনেকবার দেখেছে ও, পরনে ছিল সামরিক ইউনিফর্ম। সিভিল ড্রেসে একটু অন্যরকম লাগছে বটে, তবে মুখ আর হাত নাড়ার ভঙ্গিটা মিলে যায়। 'এ-সব আমি যে খুব একটা পছন্দ করছি, তা মনে কোরো না। এটা বড় বেশি···,' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলেন তিনি, '···বড় বেশি নাটকীয়!'

'আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পারছি, জেনারেল, কিন্তু নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাটা ঠিক হবে না,' বলল থারমল হেজ।

'হয়ত,' মার্কিন উচ্চারণে বললেন মেজর জেনারেল পিয়ারসন, আবার কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'কালভিন!' প্রায় লাফ দিয়ে সিধে হল ব্রিটিশ মেজর। 'তোমার কি মিসাইল সাইটে থাকা উচিত নয়?'

'আপনার আসার অপেক্ষায় ছিলাম আমরা, স্যার। এখুনি আমি আমার জায়গায় ফিরে যাচ্ছি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মেজর কালভিন, তার পিঠ আড়ষ্ট হয়ে

আছে।

থারমল হেজের দিকে ফিরল মেজর জেনারেল পিয়ারসন। 'রেজ, দেরি কিসের? এবার তুমি তোমার ব্ল্যাক ম্যাজিক শুরু করতে পার।'

এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার হেজকে রেজ বলে সম্বোধন করলেন মেজর জেনারেল, লক্ষ্য করল রানা, 'জেনারেল,' বলল ও। 'হেজকে আপনি রেজ বলছেন–ভুলটা কি আপনার ইচ্ছাকৃত?'

হো হো করে হেসে উঠলেন পিয়ারসন, তাঁর প্রকাণ্ড শরীর হাসির দমকে কাঁপতে লাগল।

হাসিটা থামার আগেই থারমল হেজ জবাব দিল, 'আমি একজন জার্মান, মি. রানা। নিরাপত্তার কারণে ইংলিশ নাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। আমার আসল নাম গুন্থার রেজ।'

'আসল নাম গুন্থার রেজ, আসল পরিচয় নাৎসী। ফর গডস সেক, জেনারেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন আপনি!' রানার তর্জনী জেনারেল পিয়ারসনের দিকে তাক করা।

'ইউ...শাট...ইওর...মাউথ, মিস্টার!' গর্জে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'হ্যাঁ, নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি আমি। যুদ্ধ করে ভুল করেছি। পুরোটা যুদ্ধের সময় প্যাটন-এর সাথে ছিলাম আমি, দেখেছি আমাদের দেশের তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির নেতারা কিভাবে তাঁর নিতম্বে একের পর এক লাথি মেরেছে। ওল্ড ওঅর-হর্স প্যাটন কি রকম মানুষ ছিলেন আমি জানি। সবাই যখন জার্মান-আতঙ্কে ভুগছে, তিনি তখন রুশ হুমকি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি চেয়েছিলেন জার্মানীর ওপর দিয়ে সোজা মার্চ করে মস্কোয় চলে যাবেন। প্রথমে তিনিই আমাকে পবিত্র বর্শার কথা বলেন। যদিও বাস্তববাদী লোক ছিলেন, বিশ্বাস করতেন কর্মেই মুক্তি, তারপরও এ-ধরনের অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর যখন মনে হল জিনিসটা তিনি পেয়েছেন, তখন আমিও তাঁর সাথে নুরেমবার্গের একটা বাঙ্কারে রয়েছি। ব্যাপারটা তখন আমরা জানতে পারিনি, আসলে আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল নকল। আসলটা নিয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন হিমলার।

'স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই, প্যাটন ছিলেন আমার ঈশ্বর। তিনি যদি বিশ্বাস করে থাকেন যে পবিত্র বর্শার অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাহলে আমিও তা বিশ্বাস করি। প্রয়োজন ফুরোবার পর প্যাটনকে নিয়ে কি করল ওরা, আমি তা দেখেছি। গাড়িটা চুরমার হয়ে যাওয়ায় মারা গেলেন তিনি, আপনার কি ধারণা ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল? প্যাটনকে যেভাবে লাথি মারা হয়েছে ঠিক সেভাবে আমাকেও লাথি মারার কথা ভাবছে ওরা, কারণ ওদের ধারণা আমারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু ওরা জানে না, অনেক দিন আগে থেকেই প্ল্যান তৈরি করছি আমি। গুন্থার রেজের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ,' বলে টেবিলে বসা লোকদের দিকে হাত তুলে দেখালেন তিনি, 'আমাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করেছে সে। আমরা সবাই একই আদর্শে বিশ্বাসী, মিস্টার! শালার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কে কার বিরুদ্ধে লড়েছে সেটা বড় কথা নয়!'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'তাহলে সেনাবাহিনী থেকে আপনাকে বিদায় করে

দিচ্ছে ওরা?'

'ইউ ব্লাডি নিগার, আমি তোমার ঘাড় মটকে...!' তেড়ে মারতে এল জেনারেল পিয়ারসন, একটা হাত দিয়ে তাকে ঠেকাল গুস্থার রেজ ওরফে থারমল হেজ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন মেজর জেনারেল। 'তোমার আয়ুর শেষ কয়েকটা মিনিট আমি দারুণ উপভোগ করব, ব্যাটা কেলেভুত!' রানার দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন।

সেই একই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল রানাও।

ডিক ও রকের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল থারমল হেজ। রানা অনুভব করল, দু'পাশ থেকে ওরা দু'জন ওর বাহু আঁকড়ে ধরল।

'সময় হয়ে গেছে, পার্সিফাল,' বলল থারমল হেজ, মঞ্চের দিকে হেঁটে আসছে সে।

চেয়ার ছেড়ে আরও কে যেন উঠে দাঁড়ল, চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল রানা। সেদিকে তাকাতেই দেখল, আলখাল্লা পরা ড. বেনিংগারের পিছু নিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে সিন্থিয়া ইনগ্রিড। এই কামরায় ঢোকার পর থেকে সেই যে রানার দিকে তাকিয়েছে ড. বেনিংগার, তারপর মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরায়নি সে। এই মুহূর্তে, মঞ্চের দিকে হাঁটার সময়ও রানার দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও কোটরের ভেতর দিকে থাকায় তার চোখ দুটো এখনও দেখার সুযোগ হয়নি রানার। চোখ দেখতে না পেলেও দৃষ্টির ছোঁয়াটুকু অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

তিনজন একসাথে মঞ্চে উঠল ওরা। লেদার কেসটা খুলল থারমল হেজ, ভেতর থেকে বের করল লম্বা একটা বস্তু। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল জিনিসটা। বর্শার মাথার দিকটা দেখতে পেল রানা। কিংবদন্তী আছে, পবিত্র এই বর্শা নাকি অশুভ শক্তির প্রতীক, অলৌকিক শক্তির উৎস। বলা হচ্ছে পবিত্র, অথচ অশুভ কাজে ব্যবহার করে ফল পাওয়া যায়, এটা কি রকম ব্যাপার? তারপর মনে পড়ল রানার, যার কাছে থাকবে তার ইচ্ছেমত কাজ করবে বর্শাটা—শুভ বা অশুভ যে-কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে সে। কিন্তু বর্শাটার ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, শয়তান প্রকৃতির লোকদের হাতেই সব সময় ছিল ওটা। সত্য-মিথ্যে জানা নেই, তবে দাবি করা হচ্ছে লাখ লাখ লোকের মৃত্যুর জন্যে এই বর্শাই দায়ী। অল্প ক'জন হাতে গোনা লোক এই বর্শার অলৌকিক শক্তির কল্যাণে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছে বা গৌরব অর্জন করেছে। প্রাচীন ধাতু এখন আর চকচক করছে না, শুধু সোনালি অংশটুকুতে ম্লান একটু চকচকে ভাব লক্ষ্য করল রানা। তবে বর্শার অগ্রভাগের বাঁকানো ব্লেড এখনও অত্যন্ত ধারালো।

মঞ্চ থেকে নেমে এসে টেবিলের ওপর, রানার সামনে বর্শাটা রাখল থারমল হেজ; ধারালো ডগাটা ওর দিকে তাক করা অবস্থায়। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সেটার দিকে তাকাল রানা, ওর মনে হল তাকাতে বাধ্য হল। সাথে সাথে শিরশির করে উঠল গা। কোন কারণ নেই, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে ওর। স্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে না। মনে হল ঠাণ্ডা ধাতব বস্তুটা থেকে একটা শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, অদৃশ্য শক্তি সরাসরি আঘাত করছে ওর হৃৎপিণ্ডে। আর ঠিক তখুনি উপলব্ধি করল ও, বুকে এই বর্শা গেঁথেই খুন করা হবে ওকে। নিজের প্রতিপক্ষকে পবিত্র বর্শার

সাহায্যে খুন করে শয়তান উপাসক থারমল হেজ অশুভ শক্তির অধিকারী হতে চাইছে, যে শক্তি তাকে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে যেতে সাহায্য করবে।

দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল রানা, অগত্যা বাধ্য হয়ে চোখ দুটো বন্ধ করল ও। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে কি হবে, বর্শার আকৃতিটা মনের পর্দায় গেঁথে গেছে। ব্লেডের ডগাটা সামান্য বাঁকা, গায়ে সরু একটা ফাটল, ভেতরে একটা পেরেক, ব্লেডের গায়ে খোদাই করা অসংখ্য খুদে ক্রস চিহ্ন। মন থেকে আকৃতিটাকে সরাতে চেষ্টা করল রানা, পারল না। কালো রঙের ঠাণ্ডা একটা অস্ত্র, দু'হাজার বছরের পুরানো, অথচ কি এক প্রচণ্ড শক্তি যেন লুকিয়ে আছে ওটার ভেতর। চোখ বন্ধ, তবু রানা দেখতে পেল রক্ত লেগে লাল হয়ে গেছে ফলাটা।

'পার্সিফাল!' মৃদু, খসখসে গলায় কে যেন ডাকল রানাকে।

চোখ মেলে ড. বেনিংগার ও সিন্থিয়াকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ড. বেনিংগারের হাতে একটা বোতল ও গ্লাস, রানা চোখ মেলতেই গ্লাসটা তার হাত থেকে নিয়ে আরও একটু সামনে বাড়ল সিন্থিয়া, রানার ঠোঁটের সামনে ধরল।

'বেশি নয়, মাত্র এক চুমুক খেলেই হবে,' আবার খসখসে গলায় বলল ড. বেনিংগার। 'বিষ নয়,' দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসল বৃদ্ধ। 'তুমি খাও, তারপর বাকি সবাইও খাবে।'

'কি এটা?' গ্লাসের ভেতর টকটকে লাল কি যেন রয়েছে। অত্যন্ত ঘন ও আঠাল। রক্ত নাকি?

'বিষ হলেই বা কি, খেয়ে নিন, মি. রানা,' থারমল হেজ সহাস্যে বলল। 'বুঝতেই তো পারছেন, আপনাকে আমরা বলি দিতে যাচ্ছি। বিষ খাইয়েই মারা হোক বা বর্শা গেঁথে, আপনার জন্যে কথা তো একই। তবে, সত্যি বিষ নয় ওটা। প্রসাদ বলতে পারেন। আমরাও খাব।'

'আর আমি যদি না খাই?'

'খেতেই হবে, মি. রানা। তা না হলে আমাদের প্রেতসাধক ড. বেনিংগার তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবেন। যদি না খান?' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল থারমল হেজের ঠোঁটে। 'আমরা আপনাকে জোর করে খাওয়াব।'

'আগে বলুন জিনিসটা কি, তারপর আমি ভেবে দেখব,' বলল রানা, লক্ষ্য করল টেবিলে বসা লোকগুলো যে যার ছোরায় হাত দিয়ে রেখেছে, তাকিয়ে আছে ওরই দিকে।

'খাওয়ার আগে বলা যাবে না, মি. রানা। আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন, স্বেচ্ছায় খাবেন কিনা বলুন।'

'না।'

থারমল হেজের ইঙ্গিতে ডিক ও রক শক্ত করে ধরল রানাকে, টেবিল ছেড়ে উঠে এল কয়েকজন লোক, প্রত্যেকের হাতে ছোরা। রানাকে ঘিরে দাঁড়াল তারা। পিছন থেকে রানার মাথাটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরল ডিক, অপর হাত দিয়ে ওর মুখটা খোলার চেষ্টা করল, তাকে সাহায্য করল ড. বেনিংগার। জোর করে ওর গলার ভেতর ঢেলে দেয়া হল লাল আঠাল তরল পদার্থ।

রানার ইচ্ছে, ঢোক গিলবে না। কিন্তু ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে রাখা হল, জিনিসটা যাতে ফেলে দিতে না পারে ও। মাথাটা ছাড়াবার জন্যে ঘন ঘন ঝাঁকাল ও, ধস্তাধস্তির সময় গলা দিয়ে নিচে নেমে গেল খানিকটা আঠাল পদার্থ। স্বাদটা মিষ্টি, সামান্য লোনা ভাবও আছে। জিভ ও টাকরায় আঠার মত লেপ্টে থাকল।

বোতল থেকে ওই একই গ্লাসে সামান্য একটু করে ঢেলে সবাইকেই পরিবেশন করা হল জিনিসটা, শুধু ড. বেনিংগারকে বাদে। খাওয়ার পর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হল না রানার।

'এবার আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন কি খেলেন,' বলল থারমল হেজ। ইতিমধ্যে যে যার চেয়ারে ফিরে গেছে সবাই। 'পেঁচা থেকে শুরু করে শুয়োর, বত্রিশটা প্রাণীর রক্ত মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই প্রসাদ, সাথে আছে সোনা ধোয়া তিন ফোঁটা পানি, চাল ধোয়া ন' ফোঁটা পানি, অক্ষতযোনি কুমারীর এক ফোঁটা ঘাম, সদ্যজাত শিশুর বারো ফোঁটা প্রস্রাব...'

রানার মনে হল, বমি করে ফেলবে। হয়ত ফেলতও, হঠাৎ ভয় পেয়ে সতর্ক হয়ে ওঠায় বমির ভাবটা দূর হয়ে গেল। শরীর এরকম গরম হয়ে উঠছে কেন? মনে হচ্ছে, সময়ের গতি অসম্ভব বেড়ে গেছে, সব কিছু এত দ্রুত ঘটছে যে খেই হারিয়ে ফেলছে ও। মনে হল, হাজার বছর ধরে বকবক করছে থারমল হেজ।

তার কথাগুলো যেন হাতুড়ির মত বাড়ি মারল রানার সমগ্র অস্তিত্বে, অথচ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, 'পবিত্র বর্শার শক্তি আপনি অনুভব করতে পারছেন, পার্সিফাল?' একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার করে চলেছে সে। তার কথা না শোনার চেষ্টা করছে রানা।

চোখ বন্ধ রানার, শিথিল করে দিয়েছে পেশী, নিজেকে সম্মোহিত করে সাজেশন দিচ্ছে–ওটা সাধারণ একটা বর্শা, ওটার নিজস্ব কোন শক্তি নেই...।

আবার প্রশ্নটা করল থারমল হেজ, 'পবিত্র বর্শার শক্তি আপনি অনুভব করছেন, তাই না, মি. রানা?'

চোখ মেলল রানা, এবার মনে হল বর্শাটা নেহাতই লোহার একটা টুকরো, নিষ্প্রাণ ও বৈশিষ্ট্যহীন। ওটার ওপর থেকে চোখ তুলে থারমল হেজের দিকে তাকাল ও। বর্শার ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে।

'কিংবদন্তীটা জানা আছে আপনার, মি. রানা?' কামরার আধো অন্ধকারে অস্ত্র ব্যবসায়ীর চোখ দুটো দামি পাথরের মত জ্বলজ্বল করছে। 'মৃত্যুপথযাত্রী রাজা অ্যামফোরটাস-এর চাকর ছিল পার্সিফাল, পবিত্র বর্শাটা উদ্ধার করে প্রভুকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে সে। আপনাকে পার্সিফাল বলা হচ্ছে, কারণ আপনি নিচু জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছেন, মি. রানা। তাদের হাতে পবিত্র বর্শা তুলে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।'

'এ-ধরনের কোনও দায়িত্ব আমি নিইনি,' বলল রানা। 'বর্শাটার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।'

'মিথ্যে কথা, মি. রানা। ইহুদিরা প্রথমে অ্যারন সিমকনকে পাঠায়, সে ব্যর্থ হবার পর পাঠায় আপনাকে।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি,' বলল রানা। 'পীস ফর অল-এর কর্নেল ওয়াকি

স্পিলম্যান তাঁদের নিখোঁজ এজেন্টকে খুঁজে দেয়ার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন আমাকে, বর্শার কথা কিছু বলেননি।'

'বলুক বা না বলুক, ওদের উদ্দেশ্য আপনাকে দিয়েই বর্শাটা উদ্ধার করানো,' বলল থারমল হেজ। 'আপনি আমাকে খুন করতে এসেছেন, ঠিক যেমন পার্সিফাল খুন করতে এসেছিল ক্লিনসোরকে। ক্লিনসোর তার নিজের দুর্গে পবিত্র বর্শাটা লুকিয়ে রেখেছিল। আমি যেমন আমার দুর্গে রেখেছি ওটা। বোকা রাজার হাতে পুরুষত্ব হারায় অসৎ জাদুকর ক্লিনসোর, যেমন আমিও হারিয়েছি। রাইখসফুয়েরার আমার প্রাণ বাঁচান, আমার কি ক্ষতি হয়ে গেছে দেখার পর তিনি বুঝতে পারেন আমার মধ্যে ক্লিনসোর পুনর্জীবিত হয়েছে। তিনি জানতেন, ভবিষ্যতে পবিত্র বর্শাটা আমিই বহন করব।'

হাঁপাচ্ছে থারমল হেজ, উত্তেজনায় চকচক করছে তার চেহারা। লোকটাকে দেখে রানার মনে হল, কি যেন একটা ভর করেছে তার ওপর। হঠাৎ করে অস্ত্র ব্যবসায়ীর গলার স্বর বদলে গেল, যেন অতি প্রাচীন একটা গোপন তথ্য চুপিচুপি বন্ধুবান্ধবদের জানাচ্ছে।

'কিংবদন্তীটা পৌরাণিক কাহিনী নয়, ভবিষ্যদ্বাণীও নয়—সতর্কবাণী। সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ফন এসচেনবাক আমাদেরগাইড দিচ্ছেন। কিংবদন্তীটার জনক তিনি। তাঁর গল্প থেকেই ওয়াগনার পার্সিফাল অপেরা লেখেন। এসচেনবাক আমাদেরকে সতর্ক করে দেন, সাবধান না হলে আমাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে। প্রথমে নিজে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেন, তারপর ওয়াগনারের মাধ্যমে।'

'গোটা ব্যাপারটাই ফ্যানটাসী, হেজ।' রানার গলায় মরিয়া একটা ভাব ফুটে উঠল। 'ঘটনাগুলোকে নিজের ইচ্ছেমত সাজিয়ে ভান করছেন কিংবদন্তীর পুনরাবৃত্তি ঘটছে।' টেবিলের চারধারে বসা লোকগুলোর দিকে তাকাল ও। 'আমি আপনাদের পার্সিফাল নই, হেজও আপনাদের ক্লিনসোর নন। ওই বর্শার কোনই ক্ষমতা নেই। গোটা ব্যাপারটা ওর সাজানো!'

লোহার মত শক্ত একটা হাত রানার মুখ চেপে ধরল, চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়া হল পিছন দিকে। শরীরটা মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ডিক ও রক ওকে ছাড়ল না।

'না, মি. রানা, কিছুই আমার সাজানো নয়,' শান্তস্বরে বলল থারমল হেজ। 'আমাদেরকে পথনির্দেশ দিচ্ছেন আরেকজন। এমন একজন, যিনি আপনাকে এখন চেনেন। ট্যাংকটার কথা মনে আছে, মি. রানা? আপনার স্কিল ও মনোবল পরীক্ষা করার জন্যে ধাওয়া করেছিল আপনাকে? ইস্পাতের একটা ট্যাংক, মি. রানা, প্রাণহীন। ট্যাংকের ভেতর কোন লোক ছিল না, তবু ওটা আপনাকে ধাওয়া করে। জানেন কি, কে ওটা পরিচালনা করছিল? আপনি তাকে দেখতে পাননি, কারণ আপনাকে তিনি দেখা দেননি।'

'ট্যাংকটা পরিচালনা করা হয় রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে,' বলল রানা। 'গাঁজাখুরি গল্প আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমরা খুব ভাল করেই জানি যে রিমোট

কন্ট্রোল-এর সাহায্য নেয়া হয়নি। সে যাই হোক, তিনি আজ আপনাকে দেখা দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মি. রানা। ভয় পাবেন না যেন! শুধু যে দেখা দেবেন তাই নয়, তিনি আপনার সাথে কথাও বলবেন। দেখা যাক, তারপরও আপনি বিশ্বাস করেন কি না!'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। মোমবাতির শিখাগুলো নাচানাচি করছে, তারই সাথে কাঁপছে ছায়াগুলো, ছোট-বড় হচ্ছে আকারে। গোল হয়ে চেয়ারে বসা লোকগুলো একযোগে হাত রাখল টেবিলের ওপর, যেন কারও অদৃশ্য ইঙ্গিত পেয়েছে। সবার হাতের আঙুল পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকল। রানা দেখল, ধ্যান করার ভঙ্গিতে চোখ বুজল সবাই, চেহারা দেখে মনে হল কিসের ওপর যেন গভীর মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছে প্রত্যেকে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। তারপর হঠাৎ রানা অনুভব করল, ওর পেশী দুর্বল হয়ে পড়ছে, যেন সমস্ত শক্তি টেনে নেয়া হয়েছে শরীর থেকে। ড্রাগ-এর প্রতিক্রিয়া কিনা বুঝতে পারল না। ডিক ও রক ছেড়ে দিল ওকে। ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পায়ে জোর পেল না, মনে হল অদৃশ্য একটা শক্তি চেয়ারটার সাথে আটকে রেখেছে ওকে। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না। কামরার পরিবেশ অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে, দম বন্ধ হয়ে এল রানার, সমগ্র অস্তিত্বে কিসের যেন একটা প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল।

চেয়ারে বসা কয়েকজন লোককে কুঁজো হয়ে যেতে দেখল রানা; তাদের মাথা বুকের দিকে ঝুলে পড়ল, ঘাড়ে যেন কোন শক্তি নেই, এদিক-ওদিকে দোল খাচ্ছে। ওর মত ওরাও বোধহয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। ড. বেনিংগারের মাথাও ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

কামরার ভেতর অদ্ভুত একটা স্থির ভাব। মনে হল ছায়াগুলো আর নড়ছে না, মোমবাতির শিখাগুলো স্থির, আলোও আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। ঠাণ্ডা লাগছে রানার। হিম ভাব কামড় বসাচ্ছে চামড়ায়। উৎকট একটা গন্ধ পেল রানা, পচা মাংসের মত। মোমের আলো আরও কমে গেল। আরও ঠাণ্ডা হল কামরা।

থারমল হেজ ও ড. বেনিংগারের পিছনে ছায়া, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা। চোখের কোণ দিয়ে ওদিকে কি যেন নড়তে দেখেছে বলে মনে হল ওর। কালো একটা পর্দা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। ঝুল-বারান্দা থেকে ওদিকে কয়েকটা ধাপ দেখেছিল, মনে পড়ল ওর। ধাপগুলো একটা দরজার দিকে নেমে গেছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখে ওর মনে হয়েছে কাল একটা ছায়ামূর্তি ধাপগুলো বেয়ে যেন উঠে আসছিল। কিন্তু এখন ভাল করে তাকাবার পর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কে জানে, গোটা ব্যাপারটাই হয়ত ওর কল্পনা বা দৃষ্টিভ্রম—ক্রমশ ম্লান হয়ে আসা আলোয় ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।

গুনগুন শব্দ ও মৃদু একটা কাঁপন অনুভব করল রানা। টেবিলের দিকে তাকাল আবার। থিওলিস্টদের মাথা আরও নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে, প্রায় টেবিলের কাছাকাছি। এখনও তাদের হাতের আঙুল পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে। আগে যেটা লক্ষ্য করেনি রানা, আঙুলগুলো কাঁপছে—যেন মৃদু গুঞ্জন ও কাঁপনের সাথে একটা ছন্দ বজায় রেখেই কাঁপছে আঙুলগুলো। ওর উল্টোদিকে, টেবিলের ওপর পড়ে থাকা

কাপে। রঙের জিনিসটার ওপর স্থির হল দৃষ্টি। কিভাবে যেন রানা জানে, কাঁপনটার উৎস ওই বর্শাটাই। প্রাচীন অস্ত্রটা নড়ছে না, অথচ মনে হচ্ছে ওটা জ্যান্ত কিছু, ভেতরে প্রাণ আছে, স্পন্দন আছে। আচ্ছন্ন ভাব দূর করার জন্যে মাথাটা ঝাঁকাল রানা, মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হল সামান্য এইটুকু কাজের জন্যে। অসম্ভব ক্লান্ত ও দুর্বল লাগল নিজেকে। তারপর মনে হল, গুন গুন শব্দ ও মৃদু কাঁপনের আসলে কোন অস্তিত্ব নেই, ব্যাপারটা ওর কল্পনা। কিন্তু মনের আরেকটা অংশ ওকে বলে দিচ্ছে, গুঞ্জন ও কাঁপনটার উৎস হল ওই বর্শা। দুর্বলতা বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুল, রানার মনে হল জ্ঞান হারাবে সে। নিজেকে সচেতন রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল ও। আগের চেয়েও দ্রুত হয়েছে সময়ের গতি। কোন কোন ঘটনা অনেক দেরিতে ধরতে পারছে ও। হঠাৎ খেয়াল করল, অনেকক্ষণ হল ড. বেনিংগারের নুয়ে থাকা মাথার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কত বছর ধরে। ড. বেনিংগারের লম্বা সাদা চুল ঝুলে আছে মুখের চারপাশে, মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

সেদিকেই তাকিয়ে থাকল রানা, কারণ মনে হল কামরায় উপস্থিত সবার শক্তি বৃদ্ধ বেনিংগারই টেনে নিচ্ছে। থিউলিস্টদের কেউ কেউ মাথা তুলে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। যারা তাকিয়ে আছে তাদের শরীর অদ্ভুত একটা ছন্দে এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে।

নিজের ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করার চেষ্টা করল রানা। বুঝতে পারছে, বেনিংগারের দিকে তাকিয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু চোখ সরাতে গিয়েও পারল না ও।

এভাবে কতক্ষণ পেরিয়েছে কে জানে, ধীরে ধীরে উঁচু হল ড. বেনিংগারের মাথা। প্রচুর সময় নিল প্রেতসাধক। তারপর এক সময় তাকাল সরাসরি রানার চোখে। রানার রক্ত যেন জমে গেল সাথে সাথে। এ কার চোখ? ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল চুল। এ কাকে দেখতে পাচ্ছে ও? মাথা তুলল ড. বেনিংগার, অথচ রানা দেখতে পাচ্ছে হেনেরিক হিমলারের পরিচিত মুখ! স্পষ্ট!

ছয়

করিডর ধরে পা টিপে টিপে এগোল সিলভিয়া, বার বার পিছন দিকে তাকাল। নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে গোটা বাড়ি, অথচ মনে হল আড়াল থেকে কারা যেন লক্ষ্য করছে ওকে, গা ছমছম করে উঠল ওর। রানার কথা মনে পড়ল। কোথায় সে? থারমল হেজের লোকজন কি টরচার করতে নিয়ে গেছে তাকে? নাকি মেরেই ফেলেছে?

পাথরের তৈরি বাড়িটাকে দুর্গ বলে মনে হল সিলভিয়ার। ভাবল, এ-ধরনের বাড়ি তৈরি করার মানে কি? কামরাগুলো বিশাল, অথচ তালা মারা, লোকজন বাস করে বলে মনে হয় না। বাড়ির পিছন দিকে এসে পথ হারিয়ে ফেলল ও, বুঝতে পারল না এবার কোন দিকে যাওয়া উচিত। করিডরটা এক সময় শেষ হল, সামনে

নিরেট পাঁচিল। এখন কি করবে ও?

ফিরতি পথ ধরল সিলভিয়া। বাড়ির সামনের দিকে যেতে ভয় করছে ওর, অথচ সেদিকেই যেতে হচ্ছে। মিনিট দুয়েক হাঁটল ও, কারও সাথে দেখা হল না। তারপর একটা সিঁড়ি দেখতে পেল।

নিচে নামবে, নাকি ওপরে উঠে যাবে? ওপরে উঠলে হয়ত বাড়িটার পিছন দিকে যাবার পথ পেয়ে যেতে পারে। নিঃশব্দ পায়ে ধাপ বেয়ে তিনতলায় উঠে এল ও, মিনিয়েচার মেশিনগানটা বুকের কাছে বাগিয়ে ধরে আছে। নিজেকে তিরস্কার করল, ছোট্ট হলেও এরইমধ্যে একটা ভুল করে ফেলেছে সে। অজ্ঞান গার্ডকে সার্চ করে দেখা উচিত ছিল সাইলেন্সারটা পাওয়া যায় কি না। ওর জানা আছে ইনগ্রাম-এ লাইট-ওয়েট সাউণ্ড সাপ্রেসর ফিট করা যায়, ওর হাতের এটা ইনগ্রামের ডিজাইন দেখেই তৈরি করা হয়েছে। এখন যদি কেউ আক্রমণ করে ওকে, আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করতে হবে। গুলির শব্দে ছুটে আসবে বাড়ির সমস্ত লোকজন। ওকে ধরে ফেলা বা মেরে ফেলা তখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

সিঁড়ির মাথায় থামল সিলভিয়া। আশ্চর্য, ভাবল ও, গোটা বাড়ি এমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে কেন? রানাকে নিয়ে লোকগুলো কি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? না, তা হতে পারে না। থারমল হেজের এটা একটা ঘাঁটি, মিসাইল সাইটও এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে, কাজেই অন্য কোথাও সরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

সিঁড়ির মাথা থেকে নাক বরাবর সোজা একটা লম্বা করিডর দেখতে পেল সিলভিয়া, সরু আরও দুটো করিডর ওর দু'পাশে। লম্বাটা ধরে এগোল ও। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, সামনের একটা দরজা খুলে গেল।

দরজা খোলার আওয়াজ শুনেই ঝট করে বাম দিকের করিডরে পিছিয়ে এল ও, পায়ের শব্দ এদিকে আসছে শুনলে শেষ মাথার দিকে দৌড় দেবে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, উঁকি দিয়ে তাকাল লম্বা করিডরে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে একটা মেয়ে। ওর নাম সিন্থিয়া ইনগ্রিড, জানে সিলভিয়া। সিন্থিয়া তার গালের একটা পাশ দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে, চেহারা দেখে মনে হল খুব ব্যথা পাচ্ছে সে। মুহূর্তের জন্যে তাকে দেয়ালের গায়ে হেলান দিতে দেখল ও। দম বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকল, পায়ের শব্দ যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল দূরে। মেয়েটা অদ্ভুত, ভাবল ও। দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে ওর। থারমল হেজ প্রথম যেদিন পরিচয় করিয়ে দেয়, সেদিন থেকেই ওর মনে হয়েছে সিন্থিয়াকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা দরকার। অবশ্য থারমল হেজের ব্যাপারেও কথাটা সত্যি, লোকটাকে দেখলেই ভয় ভয় করে ওর।

আরেকবার উঁকি দিয়ে দেখল, সিন্থিয়া চলে গেছে। পুরোটা করিডর ধরে হেঁটে গেছে সে, তার মানে হয়ত বাড়ির পিছন দিকেই গেছে। পিছনে একবার পৌঁছুতে পারলে হয়, বেরিয়ে যাবার পথ একটা না একটা আছেই। সতর্কতার সাথে করিডর ধরে এগোল সিলভিয়া।

করিডরের তেমাথায় এসে দাঁড়াল ও। এখন ডান দিকে যাবে, না বাম দিকে? ডান দিকটা বেছে নিল, শেষ মাথায় পৌঁছে থামল একটা দরজার সামনে। ওক কাঠের প্রকাণ্ড দরজা, হাতলটা লোহার। সেটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল

ও। তারমানে তালা দেয়া। ঠিক আছে, বাম দিকে যাওয়া যাক।

বাম দিকে এসেও একই ধরনের একটা দরজা পেল সিলভিয়া। ভাগ্য ভাল, হাতল ধরে মোচড় দিতেই ঘুরল সেটা। ধীরে ধীরে চাপ বাড়িয়ে কবাট দুটো খুলল ও।

দরজার ভেতর কোন কামরা নয়, আরেকটা করিডর। আলো খুব কম. করিডরের দু'দিকে অনেকগুলো দরজা দেখতে পেল সিলভিয়া। প্রতি জোড়া দরজার মাঝখানে বহুমূল্য মসলিন কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। ওক কাঠের দরজা, কবাটের গায়ে জটিল কারুকাজ। লোহার হাতলগুলো হাতি-ঘোড়ার মূর্তি, প্রতিটি হাতলে কি যেন সব খোদাই করা রয়েছে—অক্ষর বলে মনে হল সিলভিয়ার। হাতি-ঘোড়ার চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে, মনে হল দামি পাথর।

সতর্কতার সাথে সামনে এগোল সিলভিয়া, পা বাড়াবার আগে পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। পরিবেশটা ভূতুড়ে লাগছে ওর, যেন পরিত্যক্ত একটা বাড়িতে একা রয়েছে ও। গা ছম ছম করছে, দম ফেলতে ভুলে যাচ্ছে বারবার। বাম দিকের একটা দরজার সামনে থামল, কান ঠেকাল কবাটে। ভেতরে কোনও শব্দ হচ্ছে না। হাতলের গায়ে খোদাই করা অক্ষরগুলো পড়ার চেষ্টা করল ও। লেখা রয়েছে, 'ফিলিপ অভ···সোয়াবিয়া'? হ্যাঁ, তাই। সোয়াবিয়া জায়গাটা কোথায়? পাশের দরজার দিকে এগোল সিলভিয়া। এটার হাতলে খোদাই করা অক্ষরগুলো আরও অস্পষ্ট, তবু পড়তে পারল। ফ্রেডারিক হোভেন···। কবাটে কান ঠেকাল। কোন শব্দ নেই। হাতলটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল। আরে, ঘুরছে!

ধীরে ধীরে চাপ বাড়িয়ে প্রথমে সামান্য একটু ফাঁক করল কবাট। ফাঁকের ভেতর মেশিনগানের ব্যারেল ঢুকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল। উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখল। কামরাটা খালি বলে মনে হল ওর। এবার পুরোপুরি খুলে ফেলল কবাট দুটো। ভেতরে আলো নেই, করিডরের মৃদু আলোয় ভেতরটা ভাল করে দেখা গেল না। সাহসে ভর করে চৌকাঠ পেরুল সিলভিয়া।

কামরাটা অ্যান্টিকস দিয়ে সাজানো, ভ্যাপসা গন্ধটাই বলে দিল ব্যবহার করা হয় না। বড় একটা বিছানা রয়েছে, তবে বিছানায় বালিশ বা চাদর নেই। দরজার উল্টোদিকের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা পোর্ট্রেইট ঝুলছে, লোকটাকে আদ্যিকালের বুড়ো বলে মনে হল। দরজা বন্ধ করে আবার করিডরে বেরিয়ে এল সিলভিয়া, পাশের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতলের ওপর লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে, পড়তে পারল না। তবে মোচড় দিতে ঘুরল হাতলটা। কবাট সামান্য একটু ফাঁক করে ভেতরে তাকাল সিলভিয়া। প্রথমটার মত এই কামরাটাও অ্যান্টিকস দিয়ে সাজানো। ভ্যাপসা একটা গন্ধ তো আছেই, আরও যেন কিসের একটা বাজে গন্ধ পেল সিলভিয়া। ভেতরে ঢুকে কাজ নেই, এই ভেবে দরজা বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ মনে হল, কামরার ভেতর কেউ বা কিছু একটা আছে। কথাটা কেন মনে হল বলতে পারবে না সিলভিয়া। দ্রুত ভাবছে ও, ভেতরে ঢুকে সার্চ করবে, নাকি করবে না? নিজেকে জিজ্ঞেস করল, না খুঁজলে মাসুদ রানাকে পাওয়া যাবে?

ঘরের ভেতর সাবধানে ঢুকল সিলভিয়া। বাজে গন্ধটা চিনতে পারছে এবার—ঘাম। কামরার চারদিকে শেলফ, শেলফে অসংখ্য বই। কোন বিছানা নেই,

প্রকাণ্ড একটা ডেস্ক ও কয়েকটা চেয়ার রয়েছে শুধু। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা পোর্ট্রেইট, লোকটার পরনে মান্ধাতা আমলের পোশাক। ডান দিকের দেয়ালে আরও একটা ছবি ঝুলছে। এ-ও একটা প্রতিকৃতি, তবে এ লোকটার কাপড়চোপড় মান্ধাতা আমলের নয়। কালো একটা ইউনিফর্ম পরে আছে। নাৎসীদের কোন নেতা হবে, আন্দাজ করল সিলভিয়া।

হঠাৎ অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শুনে ডেস্কের দিকে তাকাল ও। ওদিকে কি যেন একটা নড়ে উঠল বলে মনে হল। হাতের মেশিনগানটা তাক করল সেদিকে, হাত দুটো সামান্য কাঁপছে। ডেস্কের ওপর পর্দা ঢাকা জানালা, জানালার ওপর নাৎসীদের প্রতীকচিহ্ন স্বস্তিকা ঝুলছে। একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ডেস্কের দিকে, কিন্তু কিছুই নড়ল না। হঠাৎ সিলভিয়ার মনে হল, দেয়ালের ছবি দুটো যেন শুধুই নিষ্প্রাণ ছবি নয়, ওগুলো জ্যান্ত, কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। নিজেকে তিরস্কার করল ও, ভয়টা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল মন থেকে।

শব্দটা আবার হল। খসখসে আওয়াজ, কি যেন ঘষা খেল মেঝেতে। ইঁদুর? নাকি বিড়াল? শব্দটা সম্ভবত ডেস্কের পিছন থেকে এল। কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারল না সিলভিয়া। ছুটে বেরিয়ে যাবে কামরা থেকে? কিন্তু এমন তো হতে পারে মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে ওখানে ফেলে রাখা হয়েছে রানাকে?

'কে ওখানে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া। 'মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এস, তা না হলে আমি গুলি করতে বাধ্য হব!'

উত্তরে আহত পশুর মত গোঙানির শব্দ ভেসে এল ডেস্কের পিছন থেকে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সিলভিয়া। ডেস্ক ঘুরে না এগিয়ে এক লাফে ওটার ওপর উঠে পড়ল, কিনারা থেকে নিচের দিকে তাক করল মেশিনগান। আবছা অন্ধকারে একটা বস্তার মত কি যেন দেখতে পেল ও। বস্তাটাকে মানুষ বলে চিনতে আরও কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল ওর।

প্রাচীন চার্চের একটা কামরা অপারেশন্যাল হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছে ওরা। বিশপের প্রতিনিধি যাজক ভদ্রলোক তাঁর বৈঠকখানাটাও ওদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রীকে নিয়ে কিচেনে ঢুকেছেন তিনি, ওদের জন্যে কফি ও হালকা নাস্তা তৈরি করছেন। এসবি-র ডিরেক্টর খানিক আগে পৌঁছেছেন, এরইমধ্যে রানা এজেন্সির টমাস হুকের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। এসবি-র ডিরেক্টরের সাথে আরও একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি আমেরিকান-সিআইএ-র একজন কর্মকর্তা।

সুযোগ পেতেই এসবি ডিরেক্টরকে তাগাদা দিল টমাস। 'স্যার, আমরা বেশি দেরি করে ফেললে...'

টমাসের কথা কেড়ে নিয়ে ডিরেক্টর বললেন, 'দেরি করছি একজনের অপেক্ষায়, মি. হুক। থারমল হেজের বিশেষ মেহমান হিসেবে এস্টেটে আজ আসছে সে। আরও যাদের আসার কথা ছিল তারা সবাই ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে, ওই একজনই শুধু বাকি।'

'তারমানে আগে থেকেই আপনারা জানতেন...?'

'আমরা নই, জানত সিআইএ। সিআইএ ওদের তৎপরতার ওপর নজর রাখছে আজ কয়েক হপ্তা ধরে। সবাই অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে তাদের চর আছে, কাজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এতদিন সিআইএ কিছু জানায়নি। জানিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন ওরা খবর পেল থারমল হেজের বাড়িতে সবগুলো কালপ্রিট মীটিং করতে আসছে।'

'ওদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ জোগাড় করা গেছে কি?' জানতে চাইল টমাস।

'যা জোগাড় করা গেছে তা কোর্টে টিকবে না,' বললেন এসবি ডিরেক্টর। 'সেজন্যেই ওদেরকে হাতেনাতে ধরতে হবে। প্রমাণ যা দরকার হবে, আমরা আশা করছি আপনার বস্ মি. মাসুদ রানা দিতে পারবেন।'

'কিন্তু আমার বসকে যদি ওরা...,' আশঙ্কাটা উচ্চারণ করতে পারল না টমাস। তারপর জানতে চাইল সে, 'আপনারা কি বব পার্লম্যান সম্পর্কেও জানেন?'

'অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করছি আমরা। কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সাথে তার ব্যবহার সবার চোখেই খারাপ লাগছিল। থারমল হেজের সাথে তার সম্পর্কের কথাও জানি আমরা, কিন্তু তাকে আটক করলে সবাই ওরা সাবধান হয়ে যাবে ভেবে এতদিন চুপচাপ ছিলাম।'

'স্যার, আমি আমার বসের জন্যে দুশ্চিন্তায় আছি...'

এবার কথা বললেন সিআইএ-র ডেপুটি চীফ, এইমাত্র রেডিও রূম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। 'দুশ্চিন্তার কিছুই নেই, মি. হুক। মাসুদ রানাকে আমরা চিনি, নিজেকে তিনি রক্ষা করতে জানেন। তাছাড়া, তাঁকে একা মনে করারও কোন কারণ নেই।' এসবি ডিরেক্টরের দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। 'আপনার এক লোক বাইরে থেকে রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে। শেষ হেলিকপ্টারটা নেমেছে। এস্টেটে পৌঁছে গেছে জেনারেল।'

এসবি ডিরেক্টর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'তাহলে আর দেরি নয়। এখুনি আমি অপারেশন শুরু করার নির্দেশ দিচ্ছি।'

'স্যার,' হঠাৎ টমাসের চেহারায় দৃঢ় একটা ভাব দেখা গেল, 'রানা এজেন্সির তরফ থেকে আপনাদের প্ল্যানটা আমি জানতে চাই। আমার বসের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।'

'মেরিন কমাণ্ডোর হেলিকপ্টার থেকে দুটো দল বাড়িটার সামনে ও পিছনে নামবে, তৃতীয় একটা দল বাইরে থেকে ঘিরে ফেলবে...'

'বাড়িটার সামনে ও পিছনে, বাড়িটায় নয়?' জানতে চাইল টমাস।

'থারমল হেজের প্রাইভেট আর্মি আছে, মি. হুক। কমাণ্ডোরা নামার আগে হেলিকপ্টার থেকে গ্যাস ছাড়া হবে...'

'যদি সম্ভব হয়,' প্রস্তাব দিল টমাস। 'বাড়িটার ছাদে নামিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন আমাকে। অন্তত একজন হলেও অপারেশনের শুরুতেই বাড়িটায় আমাদের কারও পৌঁছুনো উচিত।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন এসবি ডিরেক্টর, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে, এদিকটা আমি ভেবে দেখিনি। ধন্যবাদ, মি. হুক। তা-

ই হবে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সিআইএ কর্মকর্তার দিকে ফিরল টমাস। 'স্যার, আপনি তখন বললেন, আমার বসকে ওখানে একা মনে করার কোন কারণ নেই। আসলে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন?'

নিঃশব্দে হাসলেন সিআইএ কর্মকর্তা। 'বোঝাতে চেয়েছি, বেশ কিছু সময় ধরে আপনার বসের সাথে আমাদের একজন এজেন্ট রয়েছে ওখানে। সিলভিয়া ক্লার্ক নামে একটি মেয়ে। থারমল হেজের স্ত্রীর কি রকম যেন আত্মীয় হয় শুনে ওকে আমরা ডোমেস্টিক অপারেশনস ডিভিশন থেকে তুলে আনি।'

ডেস্কের কিনারা থেকে হড়কে নিচে নামল সিলভিয়া, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে লোকটার দিকে তাকাল। দেয়ালে পিঠ, তবু পিছিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে, সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপছে। তার বাঁধনগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সিলভিয়া—গলায় মোটা রশির একটা ফাঁস মাংস কামড়ে বসে আছে, ছেঁড়া চামড়া থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে রশি। ওই একই রশি পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে, অপরপ্রান্ত দিয়ে বাঁধা হয়েছে দু'জোড়া পা ও হাত এক করে। গায়ের শার্টটা ছেঁড়া, নগ্ন বুকে অনেকগুলো লম্বা ক্ষত—শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন। পরনের ট্রাউজারটাও ছেঁড়া ও ভিজে, দুর্গন্ধে বমি পেল সিলভিয়ার। কব্জি ও গলায় তাজা রক্ত দেখতে পেল ও, ওকে দেখে নড়াচড়া করায় বেরিয়ে এসেছে। আবার তার মুখের দিকে তাকাল সিলভিয়া। চেহারায় পাগলাটে একটা ভাব, যেন আতঙ্কিত অবোধ পশু একটা। বয়স খুব কম, সিলভিয়া আন্দাজ করল ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি হবে না। 'কে তুমি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ও।

আতঙ্ক ভরা চোখে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

'কথা বল। কে তুমি?'

কোন জবাব নেই।

'আমি বন্ধু, শত্রু নই,' বলল সিলভিয়া। 'তোমার পরিচয় দাও আমাকে।' লোকটাকে আশ্বস্ত করার জন্যে ধীরে ধীরে কথা বলছে সিলভিয়া, 'থারমল হেজের নাম শুনেছ? ওরা আজ রাতে সাংঘাতিক একটা কাজ করবে, ওদেরকে ঠেকাতে হবে আমার। বুঝতে পারছ, কি বলছি আমি? হাতে সময় খুব কম। তোমার নাম বল।'

হাত বাড়িয়ে লোকটার কাঁধ ছুঁতে গেল সিলভিয়া, ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল লোকটা। টান পড়ল গলার ফাঁসে, ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে, বিষম খেয়েছে।

'এই, ভয় পেয়ো না!' ঘাবড়ে গেল সিলভিয়া, লোকটার বাহু ধরে ওপর দিকে তুলল, গলার ফাঁসটায় যাতে ঢিল পড়ে। এবার আর লোকটা ঝাঁকি খেল না। তার মুখে আদর করে হাত বুলিয়ে দিল সিলভিয়া। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে। 'শোন, নড়বে না, কেমন? আমি তোমার বাঁধনগুলো খুলে দিই। কি বলেছি মনে আছে? আমি তোমার বন্ধু।'

দাঁড়াল সিলভিয়া। রশি কাটার জন্যে ধারাল কিছু একটা দরকার। ডেস্কের

ওপরটা হাতড়াল। পেপার-নাইফ পেল একটা। আবার লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও। প্রথমে চেষ্টা করল গলার ফাঁসটা কাটতে। ক্ষতটায় চাপ পড়তেই ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। ধীরে ধীরে ছুরি চালাতে হল সিলভিয়াকে। ফাঁসটা কাটতেই পনের মিনিট লেগে গেল। কাজ করছে সিলভিয়া, ধীরে ধীরে নিজের পরিচয়, থারমল হেজের কীর্তিকলাপ, থিউল সোসাইটির উদ্দেশ্য, মাসুদ রানার ভূমিকা, সব ব্যাখ্যা করল। তিনজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আজ রাতে খুন করার প্ল্যান করা হয়েছে, এ-কথা শুনেই উঠে বসার চেষ্টা করল লোকটা। কিন্তু পারল না, ঢলে পড়ল মেঝেতে। ঠিক এই সময় একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনতে পেল সিলভিয়া। আগেও হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেয়েছে ও, তেমন গুরুত্ব দিল না। তবে লক্ষ্য করল, এর আগে কোন হেলিকপ্টার এত কাছাকাছি আসেনি। এটা যেন বাড়ির ছাদ ঘেঁষে উড়ে গেল।

'তুমি দুর্বল, এখানেই চুপচাপ শুয়ে থাক,' বলল সিলভিয়া। 'যদি বেঁচে থাকি, তোমাকে আমি উদ্ধার করতে আসব। এবার বল, তোমার এ অবস্থা হল কি করে? এখানে কতদিন বন্দী হয়ে আছ?'

'জা-জানি না! কয়েক বছর···না, তা কি করে হয়···কয়েক মাস··· জানি না!' ফিসফিস করল লোকটা। 'আমার সব শক্তি শুষে নিয়েছে ওরা। আ-আমাকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছে।'

'কি বললে? শক্তি শুষে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ। একটা মেয়ে আর ও,' বলে মাথার ওপর ঝুলে থাকা প্রতিকৃতিটা ইঙ্গিতে দেখাল লোকটা।

'একটা মেয়ে?'

'সিন্থিয়া ইনগ্রিড···মানুষের শরীর থেকে সব শক্তি কিভাবে কেড়ে নিতে হয় জানে সে। এক বুড়ো তাকে শিখিয়েছে···'

'ছবিটার কথা কি বললে?'

'ছবির ওই খুনীটা মরেও বেঁচে আছে, জীবিত মানুষের শক্তি শুষে···'

সিলভিয়া ধরে নিল, লোকটা প্রলাপ বকছে। চট করে হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও। বারোটা পঁয়ত্রিশ। তার আর দেরি করার উপায় নেই। 'শোন, আমি তাহলে যাই এখন। তোমার নামটা এবার বল।'

'অ্যারন সিমকিন,' বলল সে। 'আমি পীস ফর অল-এর একজন এজেন্ট। মাসুদ ভাই আমাকে চেনে, তাকে সাবধানে থাকতে বলবেন। বর্শা গেঁথে খুন করা হবে তাকে···'

•

আরও পাঁচ মিনিট পর কামরাটা থেকে বেরিয়ে এল সিলভিয়া। মাথাটা ঘুরছে তার। হাইলিজি ল্যান্স? পবিত্র বর্শা? ব্ল্যাক ম্যাজিক? পার্সিফাল? এসব কি সত্যি? নাকি অ্যারন সিমকিনের প্রলাপ? অন্যমনস্ক ছিল বলেই, কামরা থেকে বেরুবার সময় সতর্ক হয়নি সিলভিয়া। বেরুবার সাথে সাথে ওর কপালে ঠেকল সাবমেশিনগানের শক্ত ও ঠাণ্ডা মাজল। চাপা গলায় হিস হিস করে উঠল কে যেন, 'নড়বে না! হাতের ওটা ফেলে দাও!'

ছাদের অনেকটা ওপর দিয়ে উড়ে গেছে হেলিকপ্টার, মুহূর্তের জন্যেও থামেনি,

রশির মই ছেড়ে দিয়ে ছাদের মেঝেতে পড়েছে টমাস হুক। অন্ধকার ছাদে কোন পাহারার ব্যবস্থা করেনি থারমল হেজ, দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় নামতে তার কোন অসুবিধেই হয়নি। দুটো গ্রেনেড ও সাবমেশিনগান রয়েছে ওর সাথে, ভেবেছিল বাড়িটায় পা ফেলার সাথে সাথে ব্যবহার করতে হবে ওগুলো, কিন্তু লম্বা লম্বা কয়েকটা করিডর পেরুবার পরও শত্রুপক্ষের কারও সাথে দেখা হয়নি ওর। হঠাৎ একটা কামরার দরজা খোলা দেখে সাবধান হয়ে যায় টমাস, নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দরজাটার পাশে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে ফিসফিসে গলা ভেসে আসে, কারা যেন কথা বলছিল। একটু পরই কামরা থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'মি. রানা কোথায়?'

'র-রানাকে আমিও খুঁজছি...আপনি কে?' মেশিনগানটা এখনও ধরে আছে সিলভিয়া।

'আমি রানা এজেন্সির একজন অপারেটর...'

সিলভিয়ার পেশীতে ঢিল পড়ল। 'আমরা তাহলে বন্ধু,' বলল ও। 'রানাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে...'

'কোথায়?'

'জানি না...'

সিলভিয়ার কপাল থেকে সাবমেশিনগানের মাজল এখনও সরায়নি টমাস। 'কার সাথে কথা বলছিলে তুমি? কামরার ভেতর কে রয়েছে?'

'অ্যারন সিমকিন, পীস ফর অল-এর একজন এজেন্ট। থারমল হেজ ওকে বন্দী করে রেখেছে। টরচারের ফলে প্রায় পাগল হয়ে গেছে লোকটা...'

'আজ রাতে...,' শুরু করল টমাস।

'জানি,' বলল সিলভিয়া। 'মাজলটা সরান...

'কি জান তুমি?' জিজ্ঞেস করল টমাস। 'তোমার পরিচয় বল।'

'আমি সিলভিয়া। তিনজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে হত্যা করার প্ল্যান করেছে থারমল হেজ।'

'সিলভিয়া ক্লার্ক? সিআইএ?'

'হ্যাঁ, তুমি জানলে কিভাবে?'

'তোমার বসের সাথে কথা হয়েছে আমার। মিসাইল সাইটটা কোনদিকে জান তুমি?'

'জানি, বাড়ির পিছন দিকে, পাহাড়ের কাছাকাছি।'

হাতঘড়ি দেখল টমাস। 'প্রথমে মাসুদ ভাইকে খুঁজে বার করতে হবে...চল!'

সাত

শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত লোহা হয়ে গেছে রানার। সামনের পরিষ্কার দৃশ্যটা মেনে নিতে অস্বীকার করল ওর মন। হেনেরিক হিমলার মারা গেছেন! দুনিয়ার প্রায় সবারই

ধারণা, যুদ্ধের শেষ দিকে আত্মহত্যা করেন তিনি। তা যদি সত্যি না-ও হয়, অস্ত্র ব্যবসায়ী বুন থারমল হেজের ভাষ্য অনুসারে সাতষট্টি বছর বয়েসে ক্যান্সারে মারা গেছেন তিনি। তাহলে এই মুহূর্তে তাঁকে কিভাবে দেখতে পাবে ও?

অথচ ঘটছে ঠিক তাই। হেনেরিক হিমলারকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। নাৎসী নেতার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, ওরই দিকে তাকিয়ে আছেন সরাসরি।

যুক্তি দিয়ে রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করল রানা। ম্যাজিক অথবা সম্মোহন? বোধহয় সম্মোহনই। সম্মোহিত করার প্রস্তুতি হিসেবেই তাহলে ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে ওকে। ড. বেনিংগার যে একজন দক্ষ হিপনোটিস্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মোহিত না হওয়ার জন্যে নিজের ভেতর একটা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও তাতে কাজ হয়নি, ভাবল রানা। ওকে সম্মোহিত করার আগে ও পরে সাজেশন দেয়া হয়েছে, হেনেরিক হিমলারকে দেখতে পাবে ও। সম্মোহন বিদ্যার সফল প্রয়োগ ঘটেছে এখানে, তার সাথে বোধহয় যোগ হয়েছে দৃষ্টিভ্রমে সাহায্য করে এমন কিছু চাতুরি বা ম্যাজিক। তারমানে সত্যিসত্যি হেনেরিক হিমলারকে রানা দেখতে পাচ্ছে না, যা দেখছে তা বাস্তব বা নির্ভেজাল কোন দৃশ্য নয়, গোটা ব্যাপারটাই কৃত্রিম ও সাজানো।

এ-সব যে রানা খুব সচেতনভাবে চিন্তা করল, তা নয়। এক সেকেণ্ড বা তারও কম সময়ের জন্যে বিদ্যুৎগতিতে ধারণাগুলো খেলে গেল ওর মাথায়। আচ্ছন্নবোধটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না ও, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে দুলছে মনটা।

'ও-ই কি আমাদের কিংবদন্তীর পার্সিফাল?' গলার আওয়াজটা বাঁশির মত চিকন, যেন কেউ শিস দিল, কথা বলল নাকি সুরে, ড. বেনিংগারের গলার সাথে কোন মিলই নেই। ভাষা, জার্মান। আওয়াজ-টার সাথে যেন শুধু মুখেরই সম্পর্ক আছে, যে মুখ হুবহু হেনেরিক হিমলারের—দেহটার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, যে দেহ এখনও ড. বেনিংগারের বলেই মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, মহামান্য রাইখসফুয়েরার, ওকেই আমরা পার্সিফাল বানিয়েছি,' জবাব দিল থারমল হেজ, সে-ও জার্মান ভাষায়, মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেনেরিক হিমলারের দিকে, উত্তেজনা ও উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার চেহারা।

টেবিলে বসা বাকি সবাইও দৃশ্যটা দেখছে; কারও চেহারায় বিহ্বল ভাব, কারও চেহারায় আতঙ্ক। কেউ ওরা স্থির হতে পারছে না, মনে হল ধুঁকছে, যেন তাদের শক্তি বের করে নেয়া হচ্ছে নিঙড়ে। মাত্র দু'একজনই টেবিলের ওপর থেকে মাথা তুলতে পারল। সিন্থিয়া ইনগ্রিড চেয়ারের ওপর নেতিয়ে পড়েছে।

আবার সেই নাকি সুরে কথা বলে উঠলেন হেনেরিক হিমলার, জার্মান ভাষায়, 'আমাদের আধুনিক পার্সিফাল কি নিচু জাতিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে?'

জবাব দিল থারমল হেজ, শ্রদ্ধা ও বিনয় ঝরে পড়ল তার গলা থেকে, 'হ্যাঁ, মহামান্য রাইখসফুয়েরার, আমাদের পার্সিফাল ইহুদি ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছে'

'ইহুদিরা ঘৃণ্য! নোংরা আবর্জনা! ওরা শুধু নিজেদের আখের গোছাতে জানে। অবশ্যই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে ওদের। মুসলমান আর ইহুদি,

পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দাও ওদের, আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে!' রানার দিকে কটমট করে তাকালেন তিনি।

'সে-চেষ্টাই করছি আমি, হের রাইখসফুয়েরার!'

চোখ মিটমিট করল রানা। দৃশ্যটা একেবারে বাস্তব লাগছে ওর চোখে। হেনেরিক হিমলারের এই চেহারা অত্যন্ত পরিচিত ওর। মাংসল সাদাটে মুখ, শুয়োরের মত ছোট ছোট চোখ, ঠোঁটের ওপর চেপে বসে থাকা গোঁফ, মাথাটা এমনভাবে কামানো হয়েছে যে কানের অনেকটা ওপর পর্যন্ত চুল নেই, ঠোঁট দুটো সরু, দুর্বল চোয়াল, নরম তুলতুলে গলা—হেনেরিক হিমলারের সাথে কোন পার্থক্যই নেই। পলকের জন্যে রানার মনে প্রশ্ন জাগল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? ঘুমটা কি শিগ্গির ভাঙবে?

মূর্তিটা চেয়ার ছেড়ে সিধে হতে শুরু করল, দৈহিক কাঠামোটা এখনও ড. বেনিংগারের, মুহূর্তের জন্যেও রানার দিক থেকে চোখ সরাল না। হেনরিক হিমলারের মুখে ক্রূর হাসির রেখা দেখতে পেল রানা। 'তুমি কি দুর্বল বোধ করছ, পার্সিফাল?' এবার ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন তিনি।

জবাব দেয়ার কথা রানার, কিন্তু সায় দেয়ার কাতর সুর বেরিয়ে এল টেবিলে বসা লোকগুলোর গলা থেকে।

'শুনলে তো, ওরা সবাই দুর্বল বোধ করছে। কিন্তু ওরা তেমন কষ্ট ভোগ করছে না, কারণ ওরা ওদের শক্তি স্বেচ্ছায় দান করছে আমাকে, একা শুধু তুমি নিজের ভেতর প্রতিরোধ তৈরি করছ।'

হাত দুটো নাড়ার চেষ্টা করল রানা, এক চুল নড়ল না ওগুলো, মনে হল পেশীতে কোন শক্তি নেই। অনেক কষ্টে শুধু মাথাটা উঁচু করে রাখতে পারছে। কথা বলতে চেষ্টা করল এবার, ইচ্ছে হল চিৎকার করে, কিন্তু গলা থেকে দুবোর্ধ্য চিঁ-চিঁ ধরনের একটা অস্ফুট আওয়াজ ছাড়া কিছুই বেরুল না।

'ঠেকাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই,' হেনেরিক হিমলারের পাশ থেকে বলল থারমল হেজ। চিকন গলায় হেসে উঠলেন নাৎসী নেতা। 'আপনি হের রাইখসফুয়েরারের ইচ্ছাশক্তির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না। জীবিত মানুষের কাছ থেকে পার্থিব বা জাগতিক শক্তি সংগ্রহ করেন তিনি। আমাদের মাঝে এভাবেই তো বেঁচে আছেন উনি। জীবিত মানুষের শক্তিই তাঁর একমাত্র খোরাক। এই রহস্যময় অমূল্য বিদ্যাটা হিটলারও জানতেন, তিনি জীবদ্দশায় কৌশলটা ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাটা হের হিমলার শিখেছেন ড. বেনিংগারের সাহায্যে, মারা যাবার পর।

'হিটলার, হ্যাঁ! প্রিয় হিটলার! কি ভুলই না করল সে! অথচ কেউ আমরা তার সমকক্ষ নই। হিটলার মহান। দুনিয়ার বুকে তার আদর্শ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করব আমরা!' সামনের দিকে ঝুঁকল মূর্তিটা, টলছে, টেবিলের ওপর হাত রাখল একটা, বুকের দিকে ঝুলে পড়ল মাথা। মুহূর্তের জন্যে হিমলারের চেহারা অস্পষ্ট লাগল রানার চোখে। আবার মাথা তুললেন তিনি, সেই সাথে স্পষ্ট হয়ে উঠল চেহারা। ছোট, কুতকুতে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে রানার ওপর, যেন বিদ্ধ করছে ওকে। 'সময় হয়েছে, হের গুস্থার রেজ। আমাদের পার্সিফালকে হত্যা করার সময় হয়েছে।

তার মৃত্যু আমাদের সূচনাকে শুভ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে।'

'হ্যাঁ, মহামান্য রাইখসফুয়েরার। অবশেষে শুরু করার সময় হয়েছে।' হাত বাড়িয়ে টেবিলে পড়ে থাকা প্রাচীন বর্শাটা ধরল থারমল হেজ। 'এই সেই পবিত্র বর্শা, রাইখসফুয়েরার। নিন, অনুভব করুন এটার ধার ও শক্তি। পবিত্র বর্শার অলৌকিক ক্ষমতা অনুভব করুন নিজের মধ্যে। এটার শক্তিকে ধারণ করুন আপন শরীরে। তারপর ব্যবহার করুন।'

মূর্তিটা ঝুঁকল, থারমল হেজের হাত থেকে তুলে নিল হাইলিজি ল্যান্স। তাঁর দু'হাতে ধরা অস্ত্রটা কাঁপছে, রানা অনুভব করল বা দেখল—দেখা ও অনুভব করা দুটোই এখন সমান যেন—অদ্ভুত একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে জিনিসটা থেকে। আলোটা নীলচে, মরচে ধরা লোহা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে বিস্তৃত হচ্ছে, গিঁট ও লোলচর্মসর্বস্ব হাত বেয়ে উঠে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে প্রাচীন ও ভঙ্গুর শরীরে।

ঝুঁকে ছিল মূর্তিটা, এবার সিধে হতে শুরু করল। সেই সাথে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেল রানা। এরকম চিৎকার জীবনে কখনও শোনেনি ও। বিরতিহীন একটা আর্তনাদ; কামরার সিলিঙে, দেয়ালে ও কোণগুলোয় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল। এরকম চিৎকার কোন মানুষের গলা থেকে বেরুতে পারে না, অন্য কোন প্রাণীর গলাও এত তীক্ষ্ণ হতে পারে না, এর উৎস হতে পারে শুধু বুঝি বা একদল দানব বা প্রেত। তাপমাত্রা নেমে গেছে আরও, ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা। হাত দুটো নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই, সারাক্ষণ কাঁপছে। একই অবস্থা পা দুটোরও। তীক্ষ্ণ আর্তনাদটা এমন অসহ্য হয়ে উঠল, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হুস করে সামান্য একটু বাতাস বেরুল মুখ থেকে, গলায় আওয়াজ ফুটল না।

ও শুধু একা নয়, ওর মনে হল টেবিলে বসা লোকগুলোও ভৌতিক শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। আর শব্দটা যেন শুধু শব্দ নয়, জ্যান্ত একটা প্রাণী—অন্তত লোকের অদ্ভুত আচরণ দেখে তা-ই মনে হল রানার। আওয়াজটা কখনও চারদিক থেকে আসছে, কখনও এক দিক থেকে, যেদিক থেকে আসছে তার উল্টোদিকে কাত হয়ে পড়ছে সবাই, হাত তুলে কি যেন ঠেকাবার চেষ্টা করছে। শব্দটা চারদিক থেকে এলে কুঁকড়ে যাচ্ছে লোকগুলো, আতঙ্কে কাঁপছে থরথর করে। ওদের আচরণ দেখে মনে হল অদৃশ্য কারও স্পর্শ বা আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে সবাই। অসহ্য সেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক্রমশ আরও বাড়তে লাগল। তারপর এক সময় রানার মনে হল, অন্য কোথাও নয়, চিৎকারটা বেরিয়ে আসছে ওর নিজেরই সমগ্র অস্তিত্ব থেকে।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল, সামনে দাঁড়ানো মূর্তিটা এখন আর লোলচর্মসর্বস্ব বা ভঙ্গুর নয়। দাঁড়িয়ে আছে টান টান হয়ে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। শক্তিশালী দুই হাতে বর্শাটা বুকের কাছে ধরা। হিমলারের মুখ সিলিঙের দিকে তোলা, চোখ দুটো বন্ধ, তবে চোখের পাতায় মণি দুটোর নড়াচড়া ফুটে উঠল।

ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে চোখের পাতা, সরু ফাঁকের ভেতর শুধু সাদা অংশটুকু দেখতে পেল রানা। ধীরে ধীরে মুখটা নিচের দিকে নামছে, সম্ভব বলে মনে না

হলেও আর্তনাদটা আরও যেন জোরালো হতে থাকল। শরীরটা মুচড়ে চেয়ারের পিছন দিকে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, অদৃশ্য বাঁধন থেকে মুক্ত করতে চাইছে শরীর ও মনটাকে। কোনই লাভ হল না, পেশীগুলো যেন কাদার মত নরম হয়ে গেছে।

মাথাটা ঘুরিয়ে নিতে পারলেও, হিমলারের মুখ থেকে চোখ দুটোকে সরাতে পারছে না রানা। যেদিকেই ঘুরুক না কেন ও, চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে ওর সামনে দাঁড়ানো মূর্তিটার ওপর।

সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন হিমলার। নিজের সাথে ওকে যুদ্ধ করতে দেখে নোংরা হাসি হাসছেন। তাঁর ঠোঁট দুটো ভেজা ভেজা। রানা দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও, হিমলারের চোখ দুটো পুরোপুরি সাদা, কালো মণির কোন অস্তিত্বই যেন নেই। হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল মূর্তিটা, তীক্ষ্ণ অশরীরী আর্তনাদের সাথে তার হাসি মিশে গেল। এতক্ষণে যেন খুলির ভেতর থেকে কালো মণি দুটো বেরিয়ে এল চোখের সামনে। মূর্তিটার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করল রানা।

অদৃশ্য বাঁধনগুলো ছিঁড়তে হবে ওকে! কাটিয়ে উঠতে হবে সম্মোহনের প্রভাব! আত্মরক্ষার ইচ্ছেটা জাগিয়ে তুলতে হবে নিজের ভেতর! বর্শাটার অলৌকিক ক্ষমতা সত্যি নয়! সত্যি নন ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হিমলার। আর্তনাদটা ওর মনের কল্পনা বা যান্ত্রিক কোন কৌশল মাত্র। চিন্তা করছে রানা, ফিরে পাবার চেষ্টা করছে মনের জোর। ভাবল, আমি এখন চোখ খুলব, দেখতে পাব সামনে দাঁড়ানো লোকটা বুড়ো বেনিংগার, হেনেরিক হিমলার নন। তার হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নেব আমি। নিজেকে নিরস্ত্র মনে করার কোন কারণ নেই, ওই বর্শাটাই আমার আত্মরক্ষার অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

চোখ মেলল রানা। দেখল, মূর্তিটা এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, বুকের সামনে এখনও দু'হাতে ধরে আছে বর্শাটা। টেবিল ঘুরে এগিয়ে আসছে সে, ক্রমশ রানার কাছে চলে আসছে। বর্শার ধারাল ডগা রানার দিকে তাক করা, ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর আঘাত করার জন্যে তৈরি।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে থারমল হেজ, এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে তার শরীর, হাত দুটো বুকের সামনে উঁচু করে রেখেছে, যেন কাউকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে। মন্ত্র পড়ার মত বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে, একটানা তীক্ষ্ণ আর্তনাদের শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে তার গলা। রানা শুধু তার ঠোঁট দুটোকে নড়তে দেখছে।

'পার্সিফালের সময় হয়েছে মরার!' বিড়বিড় করছে থারমল হেজ। 'ক্লিনসোরের হাতে নয়, আসল গুরু অ্যান্টি-ক্রাইস্ট ওকে নিজের হাতে মারবেন। দু'হাজার বছর আগে এই বর্শা দিয়ে ঠিক যেভাবে যিশুর পাঁজরে আঘাত হানা হয়েছিল, আজও ঠিক সেভাবে আধুনিক পার্সিফালের পাঁজরে গাঁথা হবে ওটা!'

এগিয়ে আসছে মূর্তি, দু'হাতে শক্ত করে ধরা বর্শাটা আরও উঁচু করল সে, তবে বর্শার ডগাটা রানার বুক বরাবরই তাক করা থাকল। টেবিল ঘুরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সে। চোখ দুটো সারাক্ষণ ধরে রেখেছে রানাকে, যেন গেঁথে রেখেছে ওকে চেয়ারটার সাথে। হঠাৎ মূর্তিটাকে একেবারে নিজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল

রানা। ওর দিকে ঝুঁকে আছে। দু'হাতে ধরা কালো বর্শাটা যে-কোন মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে নেমে এসে গেঁথে ফেলবে ওকে।

চেয়ারের ওপর জড়সড় হয়ে বসে আছে রানা, চোখে পলক নেই, অপেক্ষা করছে বর্শাটা কখন আঘাত করবে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদের শব্দটা শুনতে না চাইলেও ওর কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে। বর্শাটার দিকে তাকিয়ে এখন আর কোন নীলচে আলো দেখতে পাচ্ছে না, ওটাকে নেহাতই লোহার একটা প্রাচীন অস্ত্র বলে মনে হচ্ছে। কামরাটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে, মোমের শিখাগুলো জ্বলছে নামমাত্র, তা-ও শুধু যেগুলো টেবিলের কাছাকাছি, বাকিগুলো বেশিরভাগই নিভে গেছে। আলো এত কম যে ড. বেনিংগার যে আসলেও ড. বেনিংগার, হেনেরিক হিমলার নয়, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই। আবছা আলোয় এখনও তাকে হেনেরিক হিমলার বলেই মনে হচ্ছে রানার। আধিভৌতিক পরিবেশে নতুন একটা মাত্রা যোগ হয়েছে। কামরার ভেতর অন্ধকারে, বাতাসে ভর দিয়ে কারা যেন আসা যাওয়া শুরু করেছে। চোখের কোণ দিয়ে চকচকে একটা ভাব লক্ষ্য করল রানা, মনে হল কালো বেলুন হতে পারে–হয়ত ভয় দেখানোর একটা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রানা তৈরি, বর্শাটা নেমে আসছে দেখলেই বিদ্যুৎ খেলে যাবে ওর শরীরে। এক চুল নড়ছে না, কারণ কাউকে বুঝতে দিতে চায় না তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ও। যদিও, নিজের হারানো ক্ষমতা ফিরে এসেছে কি না পরীক্ষা করার সুযোগ এখনও হয়নি ওর। জানে না প্রয়োজনের মুহূর্তে পেশীগুলো ওর সাথে বেঈমানী করবে কি না। শুধু জানে, আগের সমস্ত মনোবল ফিরে পেয়েছে সে। তার ওপর সম্মোহনের কোন প্রভাব এই মুহূর্তে নেই।

আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি বটে রানা, সেই সাথে এ-ও জানে যে আজ এখানে ওর মৃত্যু ঘটতে পারে। এমন হতে পারে, শেষ মুহূর্তে মনের সাথে পাল্লা দিয়ে ওর শরীর সাড়া দিতে ব্যর্থ হবে। সেক্ষেত্রে চোখের পলকে বুকের মাঝখানে আমূল গেঁথে যাবে বর্শাটা।

আরও একটু উঁচু হল বর্শাটা। একটু একটু কাঁপছে সেটা। রানার নগ্ন বুকে এবার নেমে আসবে ধারাল অস্ত্র। ওর পেশীতে টান পড়ল। বর্শাটা নেমে আসবে, রানাও সেটাকে ধরার জন্যে তৈরি, ঠিক এই সময় বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ হল, সেই সাথে বিস্ফোরিত হল গোল টেবিলটা, টেবিলের মাথা থেকে চারদিকে ছিটকে পড়ল কাঠের অসংখ্য টুকরো। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে এসে গেঁথে গেল প্রাচীন ওক কাঠের গায়ে, তারপর ঝাঁঝরা করে দিল বর্শাধারী লোকটার ভঙ্গুর লোলচর্মসর্বস্ব শরীরটাকে।

আট

কাঠের ছিলকা ছুটে এসে লাগল মুখে, সেই সাথে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফিয়ে

উঠল রানা, ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। তীক্ষ্ণ সেই অশরীরী আর্তনাদ থেমে গেছে, তার বদলে চিৎকার করছে বুলেট বিদ্ধ লোকগুলো। গুলির শব্দ এখনও থামেনি, পাথুরে দেয়ালে লেগে দিগ্বিদিক ছুটে যাচ্ছে বুলেট। আক্ষরিক অর্থেই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বৃদ্ধ ড. বেনিংগারের শরীর, গোঙাচ্ছে সে, হাঁ করা মুখ থেকে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

ড. বেনিংগার এখনও এক হাতে ধরে আছে বর্শাটা। হঠাৎ গুঁড়ো হয়ে গেল তার কব্জি, হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্রটা। মেঝেতে হাঁটু গাড়ল বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল সামনের দিকে, রানার কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে মেঝেতে ঠুকে গেল মাথাটা। এই প্রথম ড, বেনিংগারের চোখ দুটো দেখতে পেল রানা। মরা মানুষের নিষ্প্রাণ চোখ।

গুলির শব্দ থামছে না। কামরার চারদিক চুরমার করে দিচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। মেঝেতে স্থির হয়ে শুয়ে আছে রানা, ঘাড়টা মুচড়ে তাকাতেই ওপরের ঝুল-বারান্দায় পরিচিত একজনকে দেখতে পেল। টমাস হুকের মুখ খোলা, মনে হল ওর নাম ধরে চিৎকার করছে, কিন্তু গুলির শব্দে পরিষ্কার শুনতে পেল না রানা। টমাসের পাশে এসে দাঁড়াল একটি নারীমূর্তি. ধোঁয়ার ভেতর অস্পষ্টভাবে সিলভিয়া ক্লার্ককে চিনতে পারল রানা। দেখল, টমাসের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে সিলভিয়া, সম্ভবত গুলি করতে নিষেধ করছে তাকে। কিন্তু এক হাত দিয়ে ঠেলে সিলভিয়াকে সরিয়ে দিল টমাস, অপর হাতের মেশিনগান থেকে গুলি করছে।

সিলভিয়াকে কামরার চারদিকে তাকাতে দেখল রানা, উদ্বিগ্ন চেহারা। চোখাচোখি হল ওদের, রানা উপলব্ধি করল ওর নিরাপত্তার কথা ভেবেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে মেয়েটা। সিলভিয়ার ঠোঁট দুটো ফাঁক হল, ওর নাম ধরে ডাকল সে।

এই সময় ছায়ার ভেতর থেকে কামরার ভেতর ঢুকল দু'জন গার্ড, রানার মাথার ওপর দিয়ে ঝুল-বারান্দার দিকে গুলি করল তারা। পাল্টা জবাব দিল টমাস। এখানে পড়ে থাকা নিরাপদ নয়, ক্রল করে টেবিলের নিচে সরে আসছে রানা। টেবিলের তলায় ঢুকে দেখল, আরও অনেকে শুয়ে রয়েছে ভেতরে।

নিরাপদ আড়ালে পৌঁছে কামরার চারদিকে তাকাল রানা। কামরার ভেতর এখনও ছুটোছুটি করছে লোকজন, উল্টে পড়া চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে বা বুলেট খেয়ে ছিটকে পড়ছে মেঝেতে। ডিককে দেখল রানা, ক্রল করে টেবিলের দিকে আসছে, হাতে পিস্তল, তাকিয়ে আছে নাক বরাবর সামনে।

টেবিলের তলায় প্রায় পৌঁছে গেছে সে, হঠাৎ ঝাঁকি খেল মাথাটা ডিকের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। কয়েকটা বুলেট একটা রেখা তৈরি করল তার পিঠে, গুঁড়িয়ে দিয়েছে শিরদাঁড়া পিছন ফিরে গুলি করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু নেতিয়ে পড়ল শরীর, কাত হয়ে গেল একদিকে, হাতের পিস্তল খসে পড়ল মেঝেতে

ক্রল করে টেবিলের আরেক দিকে সরে যেতে চাইল রানা, দেখল আরও অন্তত তিনজন হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে অন্ধকারের ভেতর রোগা-পাতলা, একহারা কাঠামো দেখে একজনের পরিচয় আন্দাজ করতে পারল ও।

আলো খুব কম, তবু রানাকে চিনতে পারল, নব পার্লম্যান। বিএসএস এজেন্ট ভয় পায়নি, সমস্ত কিছু ভেস্তে যাওয়ায় প্রচণ্ড রেগে গেছে। টেবিলের আড়ালে গা

ঢাকা দেয়ার আগে টমাস হুককে দেখে চিনতে পেরেছে সে, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সিলভিয়া ক্লার্ককে। রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট কিভাবে ঢুকল এস্টেটে? ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়নি। মনে মনে রানাকেই দায়ী করল সে, বন্দী হওয়ার আগে সে-ই টমাসকে জানিয়ে এসেছে কোথায় যাচ্ছে। থারমল হেজকে অভিশাপ দিল পার্লম্যান, কামরা থেকে গার্ডদের সরানো উচিত হয়নি তার। উচিত ছিল আরও অনেক আগেই রানাকে মেরে ফেলা সিলভিয়াকে বাঁচিয়ে রাখাও বোকামি হয়েছে। মেজর জেনারেল পিয়ারসন মারা গেছেন, চেয়ার থেকে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখেছে সে, বুকে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেও দেখেছে। আরও অনেককে মরতে দেখেছে সে–স্যার ওয়াইল্ডম্যান, লর্ড উডহাউস, আয়ান বারবি। বাকি কয়েক জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে দেখেছে সে। প্রথম যারা গুলি খায় তাদের মধ্যে রকও ছিল। ডিকও নিরাপদে টেবিলের নিচে ঢুকতে ব্যর্থ হয়েছে। তারমানে সে একা। বাকি যারা মারা যায়নি বা আহত হয়নি তারা কেউ গুলি ছুঁড়তে বা যুদ্ধ করতে জানে না, তাদের কাছে এমনকি অস্ত্রও নেই। গার্ডদের থারমল হেজ বিদায় করে দিলেও, সাবধানের মার নেই ভেবে মেজর কালভিন দু'জন সশস্ত্র লোককে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে রেখে গিয়েছিল, কিন্তু তারাও টমাসের গুলি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। হঠাৎ ভাবল পার্লম্যান, কিন্তু থারমল হেজ কোথায় লুকাল? গুলিবর্ষণ শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে, এরইমধ্যে কোথায় পালাল সে? কোন সন্দেহ নেই, তার ভুলের জন্যেই সব কিছু লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল।

ছোট্ট অস্ত্রটা বের করার জন্যে জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরল পার্লম্যান। অন্তত প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগটা ছাড়বে না সে।

পার্লম্যান জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে দেখে এগোবার গতি দ্রুত করল রানা, কিন্তু তাকে নাগালের মধ্যে পাবার আগেই জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল কালো চকচকে ছোট্ট অস্ত্রটা। পার্লম্যান হাসছে, গুলি করার জন্যে রানার কপালটাকে টার্গেট করল। ঠিক এই সময় দু'জনের মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল এক লোক, টেবিলের তলায় নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ঢুকেছে। ট্রিগার টিপে দিয়েছে পার্লম্যান, রানার সামনে মোটাসোটা শরীরটা ঝাঁকি খেল, তবে হাত ও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতেই স্থির হয়ে থাকল–ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি এত কাছ থেকেও ভারি দেহটাকে কাত করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

ক্রল করে আরও দ্রুত এগোল রানা, সামনের লোকটার পাঁজরে কাঁধ ঠেকিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারল সামনের দিকে। পার্লম্যানের গায়ে গিয়ে পড়ল লোকটা। আরও দুটো গুলি করল পার্লম্যান, আহত লোকটা নিজেদের দলের হলেও মাটিতে শুইয়ে দিতে চাইছে তাকে, টার্গেট হিসেবে রানাকে যাতে দেখতে পায় সে। মাটির সাথে সেঁটে গেল লোকটা, রানা তাকে আবার ঠেলা দিল।

ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল পার্লম্যানের শরীর, আঁচড়ে খামচে টেবিলের তলায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে সে, সেই সাথে আবার রানার দিকে পিস্তল তুলল। এবার কৌশল বদল করল রানা। সামনের লোকটা মাটির সাথে সেঁটে যেতেই শরীরটাকে

মেঝেতে আধ পাক ঘুরিয়ে নিল ও, পাথুরে মেঝেতে পিঠ দিয়ে শোয়া অবস্থায় দুই পা এক করে লাথি মারল পার্লম্যানের মুখে।

ছিটকে টেবিলের বাইরে পড়ল পার্লম্যান, মেঝেতে ঘষা খেয়ে আরও খানিকটা দূরে সরে গেল। কামরার ভেতর এই মুহূর্তে গুলির কোন শব্দ হচ্ছে না, শরীরটা স্থির হতেই টেবিলের তলায় লক্ষ্য স্থির করার জন্যে পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল সে।

এই সময় ঝুল বারান্দা থেকে আবার গর্জে উঠল টমাসের মেশিনগান, পার্লম্যানের চারপাশে শুরু হল বুলেট বৃষ্টি। শরীরটা মুচড়ে ঝুল-বারান্দার দিকে তাকাল সে, লক্ষ্যস্থির করল টমাসের ওপর। কিন্তু ট্রিগারে টান দেয়ার সুযোগ হল না, এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল তার খুলি।

এই সময় মঞ্চের ওপাশে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল রানা। স্যাঁৎ করে সরে যাবার ধরনটাই বলে দিল, পালাচ্ছে। গাঢ় ছায়ার ভেতর গা ঢাকা দিয়েছে লোকটা। সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। ঝুল-বারান্দা থেকে গুলির আর কোন শব্দ হচ্ছে না, আহতদের আর্তনাদ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। ছায়ামূর্তিটাকে আবার দেখতে পেল রানা, কামরার দেয়াল ঘেঁষে নেমে যাওয়া ধাপ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে। পলকের জন্যে তাকে দেখতে পেল ও, তবু থারমল হেজকে চিনতে অসুবিধে হল না।

টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা, ঝুল-বারান্দা থেকে একযোগে ডাকল ওকে সিলভিয়া ও টমাস।

'মিসাইল সাইট!' চিৎকার করল রানা। 'সিলভিয়াকে নিয়ে ওদিকে যাও তুমি!' ছুটল রানা, থারমল হেজকে পালাতে দেবে না।

পাইলটকে নিয়ে তিনজন গার্ড বাড়ির বাইরে পাহারায় রয়েছে। বাড়ির ভেতর গুলির শব্দ শুনে ছুটে পিছন দিকে চলে আসে তারা, কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এই সময় অন্য রকম একটা শব্দ শুনে বাড়ির কোণ থেকে উঁকি দিয়ে এস্টেটের পুব সীমানার দিকে তাকাল। দৃশ্যটা দেখে আঁতকে ওঠে তারা।

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করল একজন।

পুব সীমানার কাছাকাছি আকাশের ওপর চারটে হেলিকপ্টার ঝুলে রয়েছে, জোরালো সার্চলাইটের আলো ফেলছে চারদিকে। সীমানা ধরে এস্টেটটাকে চক্কর দিতে শুরু করল যান্ত্রিক ফড়িংগুলো, তারমানে থারমল হেজের টহলরত প্রাইভেট আর্মিকে ধাওয়া করছে ওগুলো। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, হেলিকপ্টার থেকে কি যেন ফেলা হচ্ছে নিচে, মনে হল ছোট আকারের বোমা। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে বিস্ফোরিত হল সেগুলো, সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল সীমানা। পাইলট ও তার দুই সঙ্গী বুঝতে পারল, হেলিকপ্টার থেকে বিষাক্ত গ্যাস-বোমা ফেলা হচ্ছে। এই সময় হঠাৎ এস্টেটে ঢোকার চওড়া রাস্তাটায় উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল, সেই সাথে শোনা গেল সামরিক যানবাহনের ভারি আওয়াজ।

'আর্মি! আমরা আক্রান্ত হয়েছি!' চিৎকার করল পাইলট।

ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এল একটা হেলিকপ্টার, সোজা বাড়ির দিকে ছুটে আসছে। বাকি তিনটে ধীরে ধীরে নিচে নামল, স্থির হল মাটিতে। ওরা দেখল, সামরিক পোশাক পরা সৈনিকরা লাফ দিয়ে নিচে নামছে, প্রত্যেকের হাতে সাবমেশিনগান। ব্রাশ-ফায়ারের আওয়াজ পেল ওরা।

'আমি ভাগছি!' হঠাৎ ঘোষণা করল পাইলট, চরকির মত আধপাক ঘুরেই গ্যাজেল হেলিকপ্টারের দিকে ছুটল।

গার্ড দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল, চাঁদের আলোয় ফ্যাকাসে দেখাল তাদের চেহারা। কোন কথা হল না, পাইলটের পিছু নিয়ে ছুটল তারাও। 'দাঁড়াও,' একজন চিৎকার করল। 'আমরাও এখানে থাকছি না।'

সীটে বসেই এঞ্জিন চালু করল পাইলট। গার্ড দু'জন কপ্টারের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় বাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল টমাস ও সিলভিয়া।

সিলভিয়াই প্রথমে দেখতে পেল ওদেরকে, ফোর-সিটার হেলিকপ্টারের দিকে ছুটছে একজোড়া মূর্তি। তার হাতে একটা পিস্তল রয়েছে, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। 'হোল্ড ইট!' নির্দেশ দিল ও।

স্থির পাথর হয়ে গেল গার্ড দু'জন। পরমুহূর্তে ঘুরল তারা, মাটিতে হাঁটু গেড়ে দোরগোড়ায় টমাস ও সিলভিয়াকে লক্ষ্য করে মেশিনগান তুলল একজন।

তৈরিই ছিল সিলভিয়া, তার হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। একই সময় গুলি করল টমাসও। প্রথম গার্ড মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে, তার সঙ্গী অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত তুলল মাথার ওপর, গুলি না করার জন্যে চিৎকার করছে।

কেবিনের ভেতর এঞ্জিনের শক্তি বাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল পাইলট, বাঁচতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে যেতে হবে তাকে। চিৎকার করল সিলভিয়া, এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিল, কিন্তু যান্ত্রিক শব্দে চাপা পড়ে গেল তার গলা। অগত্যা বাধ্য হয়ে পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল সিলভিয়া, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করে টান দিল ট্রিগারে—তার ইচ্ছে নয় গ্যাজেল-এর কোন ক্ষতি হোক।

মাথায় গুলি খেয়ে কপ্টার থেকে ছিটকে নিচে পড়ল পাইলট। চট করে হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলাল সিলভিয়া, টমাসের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, 'আসুন! একদম সময় নেই!'

কপ্টারের দিকে ছুটল ওরা। সিলভিয়া জানে, তিনজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। আর মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড পর ছোঁড়া হবে মিসাইলটা।

নয়

অন্ধকার যেন কালো তরল পদার্থ, তার ভেতর ডুবে গেল রানা। কামরার দেয়াল ঘেঁষা সিঁড়িটার ধাপ মাত্র দশ-বারোটা, নিচে নেমে একটা দরজা পায় ও, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার সিঁড়ি বেয়ে নমতে শুরু করে। দেরি করলে থারমল হেজ

পালাবে, নামার গতি দ্রুত করতে গিয়ে হোঁচট খেল ও, ভরসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল ধাপের ওপর, গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে এল শরীরটা। স্থির হবার পর ধীরে ধীরে মাথা তোলার চেষ্টা করল ও, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে।

উঠে বসল রানা, হাঁটু ও পাঁজরে ব্যথা পেয়েছে। চোখ মিটমিট করে সামনের অন্ধকারে তাকাল ও। কিছুই দেখতে পেল না। আলোর ক্ষীণ আভা রয়েছে শুধু ওর পিছন দিকে, দরজার কাছে। সামনেটা হাতড়াল, কিছুই ঠেকল না হাতে। এবার ডানে ও বাঁয়ে হাতড়াল। বাম দিকে দেয়াল পেল।

দেয়ালটা স্যাঁতসেঁতে, শেওলার কোমল স্পর্শ পেল আঙুলের ডগায়। দেয়ালটায় একটা কাঁধ ঠেকিয়ে একটা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হল, শ্বাস নিল বড় করে। অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে ওর।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। শরীরের অনেক জায়গায় ব্যথা পেলেও কোন হাড় ভাঙেনি। হাঁটতে পারবে, হাত দুটোও নাড়তে পারছে। দেয়ালে একটা হাত রেখে সাবধানে সামনে এগোল ও, অপর হাতটা শরীরের পাশে লম্বা করে দিল। শ্যাওলা পড়া দেয়ালের স্পর্শ পেল ডান হাতের আঙুল। ধারণা করল, সম্ভবত সরু একটা প্যাসেজে রয়েছে ও। এই পথ দিয়েই পালিয়েছে থারমল হেজ, ওকেও এই পথ ধরে এগোতে হবে। তমার কথা ভোলেনি রানা, নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে চায় ও। ভোলেনি প্লেনটার কথাও; যে প্লেনে চড়ে ইংল্যাণ্ডে আসছেন মিশর, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। টমাসের ওপর আস্থা আছে ওর, কারণ তাকে নিজে স্পেশাল ট্রেনিং দিয়েছে ও। প্লেনটাকে যে মিসাইল ছুঁড়ে বিধ্বস্ত করা হবে, সিলভিয়ার কাছ থেকে তা জানতে পারবে টমাস। মিসাইল লঞ্চারটা কোথায়, সিলভিয়ার তা জানা আছে। হাতে সময় পেলে মেজর কালভিনের অপারেশন ঠিকই ব্যর্থ করে দেবে টমাস। রানার নির্দেশ পালন করার জন্যে প্রয়োজনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও ইতস্তত করবে না। রানা জানে।

কাজেই প্রতিশোধ গ্রহণই এই মুহূর্তে রানার প্রথম কাজ। ডান হাতটা নামাল ও, শুধু বাম হাত দিয়ে দেয়াল ধরে সামনে এগোল। অন্ধকার বলেই ভয় ভয় লাগছে ওর। তাছাড়া, শরীর ও মনের ওপর দিয়ে কম ধকল যায়নি। এখনও ঝিম ঝিম করছে মাথার ভেতরটা, আচ্ছন্ন বোধটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বার বার মনে হচ্ছে, বাম হাতের ডগায় নরম মাংসের স্পর্শ পাবে ও। অন্ধকারে ওত পেতে আছে থারমল হেজ।

নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া চারদিকে আর কোন শব্দ নেই। বাম হাতটা নতুন একটা দেয়ালের স্পর্শ পেল, দ্বিতীয় দেয়ালের গায়ে হাত বুলাল ও, একটা দরজা পেল। দরজার হাতলে মরচে ধরে গেছে। প্রথমবার মোচড় দিতে কাজ হল না, চাপ আরও বাড়াতে ঘুরল সেটা। ঠেলা দিয়ে কবাটটা খুলল রানা। কান পাতল। ভেতরে অন্ধকার। কোন শব্দ নেই। এবার কবাট দুটো পুরোপুরি খুলে ফেলল।

হিম শীতল বাতাস হুল ফোটাল চোখে-মুখে। কেঁপে উঠল রানা। অস্পষ্ট একটা মিষ্টি গন্ধ পেল নাকে, ঠিক চিনতে পারল না কিসের। তেল বা মশলার হতে

পারে। এত অস্পষ্ট যে নিশ্চিত হওয়া গেল না।

ক্ষীণ, ভোঁতা একটু আলো রয়েছে সামনে। চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল রানা। কোন আকৃতি বা কাঠামো দৃষ্টিগোচর হল না। হালকা সবুজ আলোটা অত্যন্ত কোমল, নিকষ কালোর মাঝখানে ম্লান একটু আভা মাত্র। কেন কে জানে রানার মনে হল, আলোটা ওকে টানছে। ফিরে যাবার ইচ্ছেটাকে দমন করল ও। থারমল হেজকে পেতেই হবে ওর। প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরবে না।

চৌকাঠ পেরিয়ে সতর্কতার সথে এগোল রানা, তাকিয়ে আছে আলোটার দিকে। এগোবার সময় দু'দিকে হাত লম্বা করল, আঙুলের ডগায় কিছুই ঠেকল না। হয় চওড়া কোন করিডরে রয়েছে, নয়ত একটা কামরার ভেতর। ঝাপসা আলোটা আরও কাছে চলে এল। রানার মনে হল কিছু একটা আলোটাকে ঝাপসা করে রেখেছে। আরও কয়েক পা এগিয়ে সামনে হাত বাড়াল ও। কর্কশ কি যেন ঠেকল আঙুলে, সম্ভবত কাপড়ের পর্দা। সেজন্যেই আলোটা এত ম্লান দেখাচ্ছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোন শব্দ হল না। ভয় ভয় ভাবটা এখনও ছাড়েনি ওকে, ইচ্ছে হল ফিরে যায়। কেন যেন মনে হল, পর্দার ওপারে না তাকানই ভাল–সব জিনিস দেখতে চাওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভয়টাকে গ্রাহ্য করল না রানা। তাছাড়া, আলোটা এখনও ওকে টানছে। হাত তুলে পর্দাটা হাতড়াল, ফাঁক খুঁজছে।

সামান্য ডান দিকে দুটো পর্দা এক হয়েছে। সরে এল রানা, ফাঁকটা তৈরি হলে সেটায় যাতে একটা চোখ রাখতে পারে। ধীরে ধীরে পর্দা দুটো সরাল ও, সরু ফাঁকটার ওপর চোখ রাখল।

গোল একটা কামরা। পাথুরে দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো খাঁজ, খাঁজগুলোয় মাটির প্রদীপ জ্বলছে, আগুনের শিখাগুলো সবুজ। আলোর রঙ দেখে রানা ধারণা করল, সম্ভবত রাসায়নিক কিছু ব্যবহার করা হয়েছে। গাছের শিকড় বা লতাপাতাও হতে পারে, পোড়া একটা গন্ধ রয়েছে বাতাসে।

কামরাটা অদ্ভুত ধাঁচের। পর্দার ওদিকে, রানার সামনে, পাথরের তৈরি একটা প্ল্যাটফর্ম বা বারান্দা, পুরো কামরাটাকে ঘিরে আছে। রানার সরাসরি উল্টোদিকে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজাটা খোলা, ভেতরে সিঁড়ি, ধাপগুলো নেমে গেছে নিচের দিকে।

কামরার মেঝে যথেষ্ট চওড়া, চারদিকে প্ল্যাটফর্ম থাকায় ছোট একটা অ্যারেনা-র আকৃতি পেয়েছে। কামরার মেঝেতে বারোটা লোহার চেয়ার অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে, সবগুলো খালি। ওগুলোর সামনে, কামরার মাঝখানে, আরও একটা চেয়ার দেখা গেল, আকৃতিটা সিংহাসনের মত, রানা শুধু পিছনটা দেখতে পেল। পালিয়ে এসে থারমল হেজ কি ওই সিংহাসনে লুকিয়ে আছে?

সিংহাসনের সামনে, সাত কি আট ফুট দূরে, পায়ের পাতার ওপর বসে রয়েছে একটা নারীমূর্তি। লম্বা ও কাল চুল দেখে তাকে সিন্থিয়া বলে চিনতে পারল রানা। লক্ষ্য করল, সিন্থিয়ার দুই উরুর মাঝখান থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে রয়েছে, দু'হাতে সেটা ধরে আছে সিন্থিয়া। হঠাৎ হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে, দু'হাতে ধরা জিনিসটা সিংহাসনের কাছ থেকে দু'ফুট দূরে পাথরের মেঝেতে নামিয়ে রাখল,

তারপর আবার পিছিয়ে এল আগের জায়গায়। এক সেকেণ্ড পর সিস্থিয়ার শরীর দোল খেতে শুরু করল। অদ্ভুত এক ছন্দে ডানে বাঁয়ে দুলছে সে। চোখ দুটো বন্ধ।

সিংহাসনের সামনে ওটা সেই বর্শা, চিনতে পারল রানা। ভয় ভয় ভাবটার সাথে যোগ হল অস্বস্তি, মন থেকে কে যেন কথা বলে উঠল—পালাও!

ছায়ার ভেতর বসে আওয়াজ করছে সিস্থিয়া। দুর্বোধ্য শব্দ, কিছুই বোঝা গেল না, শুধু আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে তৈরি হল রানা। হঠাৎ মনে হল, আশপাশে কেউ একজন আছে, একা নয় ও।

পিছনে একটা শব্দ হল। কাপড়ের খসখস? মেঝেতে ঘষা খেল পা? ঠিক বুঝতে পারল না রানা। তবে পর্দার দিকে পিছন ফিরতেই নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ পেল। কেউ যেন আটকে রাখা দম ছাড়ল। কান পেতে আছে রানা। স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে। মনে হল কেউ হাঁপাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল রানা। বুঝতে পারছে পর্দার সামনে থেকে সরে যাওয়া উচিত ওর, তা না হলে কামরার আলোয় ওর কাঠামোটা পরিষ্কার ফুটে থাকবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজটা আরও যেন কাছে চলে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের ভেতর তাকাল রানা। কোন লাভ নেই, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ ওর মুখের ওপর নিঃশ্বাস ফেলল কেউ। কয়েকটা ঠাণ্ডা আঙুল ছুঁয়ে দিল ওর কপাল।

স্যাঁৎ করে পিছিয়ে এল রানা, দেখতে না পেলেও স্পষ্ট অনুভব করল ছুরির একটা ফলা ওর বুক থেকে নেমে গেল তলপেট পর্যন্ত, ধারালো ডগাটা কোথাও স্পর্শ করল কোথাও করল না, শার্টের পুরো সামনের অংশটা চিরে দু'ফাঁক হয়ে গেল। এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ও, পিছু ধাওয়া করল আততায়ী, দু'জনের মাঝখানের বাতাস চিরে দিচ্ছে ছোরাটা। চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল রানা, তবে থামল না, শরীরটা মুচড়ে সরে যাবার চেষ্টা করল ডানদিকে, জানে ওর পিছনে প্ল্যাটফর্মের কিনারা ঝপ করে নিচে নেমে গেছে। থারমল হেজের দীর্ঘ মূর্তি ছোরা চালাল, ব্যর্থ হল আবারও, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে রক্ষা করল নিজেকে।

দু'জনেই গুঁড়ি মেরে রয়েছে, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। থারমল হেজ হিংস্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, রানার চোখে প্রতিশোধের আগুন।

'নিয়তিকে কেউ খণ্ডাতে পারে না, মি. রানা। বাঁচার একটা সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন; কিন্তু আমার পিছু নিয়ে সেটা হারিয়েছেন,' হিসহিস করে উঠল থারমল হেজ। 'এখানে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে কেউ আসবে না। আমাদের দু'জনের সাথে একা আপনি কতক্ষণ লড়বেন? পার্সিফালকে বর্শা গেঁথে মেরে ফেলার মধ্যে দিয়ে শেষ হওয়ার কথা ছিল আমাদের অনুষ্ঠান, মনে আছে? ঠিক সেভাবেই অনুষ্ঠানটা শেষ হতে যাচ্ছে—বোকামি করার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ইউ ক্রেজি বাস্টার্ড!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'দেখুন না কে কাকে মারে! দু'জন কেন, আপনার মত দশ জনের সাথে একা আমি লড়তে পারি। আর সিস্থিয়া?

ওকে আমি প্রতিদ্বন্দ্বীই মনে করি না।' কথা শেষ করেই থারমল হেজের মুখ লক্ষ্য করে লাথি চালাল ও।

মাথা পিছিয়ে নিয়ে লাথিটা এড়াল হেজ, ধীরে ধীরে সিধে হল সে। তার হাতের ছোরা রানার নাভির দিকে তাক করা। স্থির হয়ে দাঁড়াল সে, ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'সিন্থিয়া নয়, সিন্থিয়া নয়,' বলল সে। 'আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু'। মহামান্য হেনেরিক হিমলার স্বয়ং এখানে রয়েছেন! আশ্চর্য, আপনি তাঁর উপস্থিতি টের পাচ্ছেন না?'

'ও-সব গাঁজাখুরি গল্প অনেক শুনেছি, আর নয়...'

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়তে শুরু করল থারমল হেজ। তার নড়াচড়ার মধ্যে দৃঢ় একটা ভাব রয়েছে, যেন আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই। দেয়াল ঘেঁষে পিছু হটতে শুরু করল রানা। 'গাঁজাখুরি গল্প নয়, মি. রানা, না জেনে না বুঝে আপনি হের হিমলারের আস্তানায় ঢুকে পড়েছেন। সিন্থিয়াকে দেখতে পাচ্ছেন না? বলুন তো, কি করছে সে?' প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে চলে গেল তার দৃষ্টি। রানা সতর্ক, সেদিকে তাকাল না। 'স্বেচ্ছায় হের হিমলারের খোরাক হচ্ছে সে। ওর শক্তি শুষে নিচ্ছেন মহামান্য রাইখসফুয়েরার।' গলা ছেড়ে হেসে উঠল থারমল হেজ। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি, পার্সিফাল? নিয়তিকে তুমি এড়াতে পারবে?' সবুজ আলোয় ভৌতিক লাগল তার চেহারা। 'ডাইনি মেয়েটা আমাকে বোকা বানিয়েছে। সিলভিয়া ক্লার্কের কথা বলছি। কিন্তু ভেব না রেহাই পাবে সে। আমার প্রাইভেট আর্মি তোমার এজেন্ট আর ডাইনি সিলভিয়াকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে।'

'সত্যি আপনি বুঝতে পারছেন না, সব শেষ হয়ে গেছে?' কি বলছে সেদিকে ততটা মনোযোগ নেই রানার, ছোরাটার নাগাল থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করছে ও। 'ভেবেছেন এস্টেটে ঢুকেছে একা শুধু আমার এজেন্ট? গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে, হেজ। এখানে আসার আগে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে খবর দিয়ে আসি আমি। অভিযানে অংশগ্রহণ করছে সম্ভবত সামরিক বাহিনী।'

'আপনার এ-সব কথা বিশ্বাস করলাম না, মি. রানা। তবু, এ-সব যদি সত্যি হয়ও, তেমন কোন ক্ষতি হবে না আমাদের।'

'ক্ষতি হবে না মানে? বাড়ির ভেতর কতগুলো লাশ পড়েছে, জানেন? সবাই ওরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।'

'আমার প্রাইভেট আর্মি ওগুলো সরিয়ে ফেলবে, মি. রানা।'

'ওরা নিখোঁজ হলে সেটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে?'

'কেউ আমার কাছে ব্যাখ্যা চাইলে তো!' হাসল থারমল হেজ। 'কাকপক্ষীও জানে না আজ রাতে ওরা এখানে এসেছিল।' দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হঠাৎ সন্দেহ হয়েছে রানা তাকে নিজের কোন সুবিধেজনক জায়গায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে কি না। 'তবে হ্যাঁ, হেডকোয়ার্টারটা অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে আমাদের। সেরকম একটা জায়গা আগে থেকেই ঠিক করা আছে, মি. রানা। এ-কথা ঠিক, যারা আজ খুন হল তারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল। কিন্তু তাদের অভাব পুষিয়ে নেয়া কোন সমস্যা নয়। কারণ ওদের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের সংগঠনে আরও অনেক আছে।

খালি জায়গাগুলো পূরণ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে তারা।'

'আপনি সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ!' থারমল হেজকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা, নগণ্য হলেও নাগালের মধ্যে একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে ও। 'পাগলা কুকুর আর আপনার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই!'

'আমি একটা প্রতিভা, মি. রানা!' কথা শেষ করেই রানাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল থারমল হেজ, আর ঠিক ওই সময় রানাও ছোঁ দিয়ে তুলে নিল দেয়ালের খাঁজ থেকে একটা মাটির প্রদীপ।

মাটির পাত্রটা গরম, ধরতেই রানার হাত পুড়ে গেল। গরম তেল ও শিখা সহ ভারি জিনিসটা থারমল হেজের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল ও। চোখের পলকে তার চুল, মুখ ও বুকে আগুন ধরে গেল। অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। গরম তেল মুখ বেয়ে গলায় নামছে। ছোরাটা গেঁথে গেছে রানার বাহুতে, হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল থারমল হেজ, ঝাঁকি খেয়ে রানার বাহু থেকে বেরিয়ে গেল ফলাটা।

প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, তবে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে হেজের আঘাতটা আরও বেশি গুরুতর। ছোরা ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ চাপড়াচ্ছে নাৎসী ফ্যানাটিক, আঙুলের ডগায় মুখের সদ্য পোড়া চামড়া উঠে আসছে। তার জ্যাকেট ও শার্টের গায়ে ছোট ছোট আগুন জ্বলতে দেখা গেল। গরম তেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মুখের, মোমের মত গলে পড়ছে কৃত্রিম নাকটা, গোলাপী রঙের তরল একটা ধারা নাকের কুৎসিত ফুটো থেকে গড়িয়ে নামছে সেদ্ধ ঠোঁটের ওপর। নাকটার দিকে তাকিয়ে সাদা হাড় দেখতে পেল রানা, বমি পেল ওর।

এভাবে আহত হবার পরও হাল ছাড়ল না থারমল হেজ। ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওপর অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে তার, পার্সিফালকে খুন করতে পারলে পবিত্র বর্শার অলৌকিক ক্ষমতা তার আয়ত্তে চলে আসবে বলে জানে সে। কাজেই পার্সিফাল অর্থাৎ রানাকে তার খুন করতেই হবে। তার ক্রোধ জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির লাভার মত উথলে উঠল। তীব্র ব্যথার সাথে পরিচয় আছে তার, ব্যথার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার কৌশলও শেখা আছে—ব্যথা আসলে মন ও মাথা থেকে শরীরে পৌঁছায়, মন ও মাথার একটা অংশকে অসাড় করে রাখতে পারলে ব্যথা আর ততটা বিরক্ত করতে পারে না। মাত্র একটা চোখে দেখতে পাচ্ছে সে, অপর চোখটা গরম তেল লেগে সেদ্ধ হয়ে গেছে। ওই একটা চোখ দিয়েই মেঝেতে পড়া ছোরাটা খুঁজছে সে।

তার পায়ের কাছাকাছি পড়ে রয়েছে ছোরাটা, দেখতে পেয়ে ঝুঁকল থারমল হেজ। পোড়া চামড়ায় টান পড়ায় গুঙিয়ে উঠল। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সামনে বাড়ল রানা, ঝুঁকল, ডান হাত লম্বা করে ছোরাটা ধরতে চেষ্টা করল।

নাগাল পেল হেজ। চকচকে ছোরাটা ধরেই ওপর দিকে তুলল সে, ধারাল ডগা রানার বুকের দিকে তাক করা। তার হাতের কব্জিটা শক্ত করে ধরে ফেলল রানা, ফলার গতি ও দিক সামান্য বদলে দিল ও। ওপর দিকেই উঠে আসছে ছোরার ফলা, রানার শক্তি গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ওটার। থারমল হেজের ব্রেস্টবোন-এর ঠিক নিচে আমূল গেঁথে গেল সেটা।

চোখে নগ্ন অবিশ্বাস, রানার দিকে তাকিয়ে থাকল থারমল হেজ, ছোরার

হাতলটা এখনও মুঠোব ভেতর ধরে আছে সে; রানাও শক্ত করে ধরে রেখেছে তার কব্জি।

দুই কি তিন সেকেণ্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। কারও মুখে কথা নেই।

থারমল হেজের মুখের একটা দিক সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, দগদগে ঘা ছাড়া আর কিছু দেখার নেই সেখানে। একটা চোখ বন্ধ, পাতাটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, ভেতর থেকে গড়িয়ে নামছে লালচে রস। নাকের জায়গায় বিরাট একটা গর্ত, ভেতর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। 'কিন্তু তোমারও রেহাই নেই, পার্সিফাল।', থেমে থেমে বলল সে। 'তোমাকে আমি আমার আধ্যাত্মিক নেতার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। এবং জেনো, তাঁর নেতৃত্বে দুনিয়ার বুকে একদিন না একদিন এরিয়ানদের রাজত্ব কায়েম হবেই। হের হিমলার দীর্ঘজীবী হোন!'

'একটু অপেক্ষা করুন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'এখুনি মরবেন না, প্লীজ! আমার কিছু তথ্য দরকার।'

কথা বলতে চেষ্টা করল থারমল হেজ, কিন্তু গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। ধীরে ধীরে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে সে। একটু পরপর ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর।

'আপনি বলেছিলেন, বাংলাদেশেও থিউল সোসাইটির শাখা আছে,' বলল রানা। 'আপনাদের বাঙালী সদস্যদের নামগুলো আমি জানতে চাই।'

জবাবে গলগল করে রক্তবমি করল থারমল হেজ। আরও একটু কুঁজো হল সে, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

এক পা পিছিয়ে এল রানা। 'সাবধান, আমার পায়ের ওপর বমি করবেন না! কি, নামগুলো বলবেন?'

আবার কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল থারমল হেজ। এবারও শুধু মাথা নাড়ল সে।

'বোঝা যাচ্ছে, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিক আছে, কাগজ-কলম পেলে লিখে দেবেন?'

হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল হেজ, আরও একটু ঝুঁকে পড়ল শরীরটা।

'সাবধান, আমার পায়ের ওপর মাথা ঠুকবেন না যেন!' পিছিয়ে এল রানা। 'দেখুন, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি কিন্তু আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব। ছোরাটা পেটে ঢুকেছে, হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুস ছোঁয়নি, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠালে আপনি বেঁচে যাবেন। আমার ধারণা, আপনি মরে গিয়ে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলতে চান। ঠিক কিনা?'

অকস্মাৎ তীব্র একটা চিৎকার বেরিয়ে এল হেজের গলা চিরে। পাথরের মেঝেতে সটান পড়ে গেল সে, সেই সাথে চিৎকারটাও থেমে গেল। পড়ে আর নড়ল না। শুধু তার মুখ থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরুতে দেখল রানা, আরও এক পা পিছিয়ে আসতে হল ওকে। কয়েক সেকেণ্ড পর খিঁচুনি শুরু হল, মনে হল হাত-পা ছুঁড়ে অদৃশ্য কার সাথে যেন যুদ্ধ করছে সে। তারপর শেষ একটা ঝাঁকি খেয়ে

চিরতরে স্থির হয়ে গেল শরীরটা। তার দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে থাকল রানা। তমাকে হারানর পর এই প্রথম খানিকটা হালকা বোধ করল ও।

কনুইয়ের ওপর ব্যথা ক্ষতটার কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। আহত হাতটা অপর হাত দিয়ে ধরল ও, ধীরে ধীরে ভাঁজ করল কনুইটা। ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ল, গুঙিয়ে উঠল রানা। তবে মনে মনে আশ্বস্তবোধ করল, হাতটা নাড়াচাড়া করতে পারছে, আঘাত গুরুতর নয়—অন্তত কোন পেশী ছেঁড়েনি।

থারমল হেজের লাশটার দিকে তাকাল রানা। লোকটা মারা গেছে, কিন্তু তার সাথে কি ধ্বংস হয়েছে থিউল সোসাইটি? নাকি ওদের সংগঠন এতই বড় যে দু'চারজন নেতা মারা গেলেও আন্দোলন থেমে থাকবে না? সত্যিই কি বাংলাদেশেও তৎপর ওরা? বাংলাদেশের কারা থিউল সোসাইটির সদস্য, তা এখন আর জানার কোন উপায় নেই। প্রধান নেতোরা প্রায় সবাই মারা গেছে। আবার ওদের তৎপরতা শুরু না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকারেই থাকতে হবে ওকে।

ওপরের কামরায় এই মুহূর্তে কি ঘটছে কে জানে। টমাস কি সময়মত মিসাইল লঞ্চারের কাছে পৌঁছুতে পেরেছে? নাকি প্লেনটা বিধ্বস্ত হওয়ায় মারা গেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা?

এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। সিন্থিয়ার দিকে তাকাল রানা। ওর ব্যবস্থা পরে এক সময় করলেও চলবে।

দরজার দিকে এগোবে রানা, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন ডাকল ওকে।

ঝট করে ফিরে সিন্থিয়ার দিকে আবার তাকাল রানা। পায়ের পাতার ওপর এখনও বসে আছে সে, হাত দুটো মাথার দু'পাশে খাড়া হয়ে আছে। চোখ খুলেছে সে, বিস্ফারিত হয়ে আছে সেগুলো, তাকিয়ে আছে সিংহাসনের দিকে। তার শরীর আগের মতই এদিক ওদিক দুলছে।

'রানা! প্রস্তুত হও!' চিৎকারটা সিন্থিয়ার গলা থেকেই বেরিয়ে এল। 'আমাকে অপমান করেছ তুমি! সেই অপমানের চরম প্রতিশোধ নেয়া হবে এখন!' কথাগুলো রানাকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও, সিন্থিয়া তাকিয়ে আছে সিংহাসনের দিকে। 'হের হিমলার, আমার দাবি আপনাকে মানতেই হবে! আমার শক্তি এত দিন আপনাকে খোরাক যুগিয়ে এসেছে, জাগতিক দুনিয়ায় বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়েছে, আজ আপনি আমার এই সামান্য অনুরোধটা রাখবেন না? ওর বুকে বর্শা গাঁথুন, হের হিমলার! আপনি পারবেন, আমি জানি আপনি পারবেন! আপনাকে আমি নড়তে দেখেছি, হাঁটতে দেখেছি! বর্শাটা তুলে নিয়ে ওর বুকে গাঁথতে পারবেন না? ও আমাকে, আমার নারীত্বকে চরম অপমান করেছে, হের হিমলার! আমি ওর মৃত্যু কামনা করি!'

ঠিক ভয় নয়, সিন্থিয়ার কথা ও আচরণ দেখে হতভম্ব বোধ করল রানা। এমন আবেগ ও অন্ধ বিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বলল সে, যেন সত্যি বিশ্বাস করে হেনেরিক হিমলার বেঁচে আছেন।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা, পাগলের প্রলাপে কান না দিয়ে ফিরে যাওয়াই উচিত

ওর। সিলভিয়া ও টমাসের কি হল জানা দরকার। পা বাড়াতে যাবে, আবার চিৎকার করে উঠল সিন্থিয়া, তার কথা শুনে স্থির পাথর হয়ে গেল ও।

'ধন্যবাদ, হের হিমলার! আমি আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব! আসুন তাহলে, সিংহাসন থেকে নেমে আসুন! তুলে নিন পবিত্র বর্শা!'

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কি যেন এক প্রত্যাশায়, সিংহাসনটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। কার উদ্দেশ্যে কথা বলছে সিন্থিয়া? সিংহাসনে সত্যিই কেউ আছে নাকি?

কিছুই দেখতে পেল না রানা, তবে কামরার ভেতর আরও একজনের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতে পারল। হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে সবুজ শিখাগুলো, মিষ্টি গন্ধটা অকস্মাৎ বেড়ে গেছে, আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কামরার পরিবেশ। রানা যেন ওর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করল, বিপদ কাটেনি।

কামরার প্রতিটি ইঙ্গিতে অদৃশ্য কারও উপস্থিতি অনুভব করছে রানা। অনুভূতিটা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল ও, ভাবল থারমল হেজ ও সিন্থিয়ার কথাগুলো প্রভাবিত করছে ওর মনকে। কিন্তু বুকের ভেতর অসহ্য একটা চাপ লাগছে, এটাকে অস্বীকার করে কিভাবে? কামরার তাপমাত্রা হঠাৎ এভাবে নেমে আসছে, এরই বা কি ব্যাখ্যা? সবুজ শিখাগুলো স্থির হয়ে আছে কেন? নিজের অজান্তে পিছিয়ে এল রানা, পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ছুটে গেল দৃষ্টি, ছায়ার ভেতর কি যেন খুঁজল, যেন অশরীরী উপস্থিতি শুধু অনুভব করতে চায় না, চামড়ার চোখে তাকে দেখতে পেতে চায়। দৃষ্টিটা ফিরে এল কামরার মাঝখানে।

নিষ্প্রাণ কাঠের মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে গেছে সিন্থিয়া, এখন আর দুলছে না সে, গলা থেকে কোন আওয়াজও বেরুচ্ছে না। তবে হাঁ করে আছে, যেন চিৎকার করছে। এখনও সিংহাসনের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সে। আগের মতই সিংহাসন থেকে দু'ফুট দূরে মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে প্রাচীন বর্শাটা, ঠিক যেখানে নামিয়ে রেখেছে সিন্থিয়া। রানার মনে হল, একটু একটু কাঁপছে ওটা, যেন ওটার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। কাঁপনটা যতটা না দেখতে পেল রানা তারচেয়ে বেশি অনুভব করল। মনের ভুল, ভাবল ও। স্রেফ কল্পনা।

বর্শাটা ওখান থেকে আনতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। ওটাকে ঘিরেই এত কিছু ঘটে গেল, এভাবে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না। আবার কার হাতে পড়ে ঠিক কি। তারচেয়ে নষ্ট করে ফেলাই ভাল।

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল একদল মেয়ে। চমকে উঠে চারদিকে তাকাল রানা। কই, কোথাও তো কেউ নেই! যেন ওকে চমকে উঠতে দেখেই হাসির মাত্রা বেড়ে গেল মেয়েগুলোর। সিন্থিয়ার দিকে তাকাল রানা, আবার দোল খেতে শুরু করেছে সে, চোখ ও মুখ বন্ধ। কামরার ভেতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নারীকণ্ঠের তীব্র ব্যঙ্গ। অসহ্য লাগল রানার, হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরল ও। চিৎকার করল, 'স্টপ ইট!'

যুক্তি দিয়ে একটা ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করল রানা। নিচের কামরাতেও তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ শুনেছিল ও। সম্ভবত গোপন লাউড-স্পীকার থেকে ভেসে আসছিল আওয়াজটা। এখানেও হয়ত সেরকম একটা কিছু ঘটছে।

হঠাৎ কামরার ভেতর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল রানা। প্রথমে ধরতে পারল না কোথায় কি বদলে গেছে, তারপর চোখে পড়ল ব্যাপারটা। সবুজ শিখাগুলো আবার কাঁপছে। কিন্তু আগে ওগুলো থেকে কোনও ধোঁয়া বেরোয়নি, এখন কালো ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে কামরা। কোথা থেকে যেন বাতাস ঢুকছে কামরার ভেতর, কালো ধোঁয়া বিভিন্ন আকৃতি পেয়ে যাচ্ছে, বাতাসে ভর করে ছুটে যাচ্ছে কামরার একদিক থেকে আরেক দিকে। আকৃতিগুলোকে ভৌতিক লাগল রানার, মনে হল ভেঙাচ্ছে ওকে। ঠাণ্ডা, তাজা বাতাস লাগল মুখে, দু'সারি দাঁত পরস্পরের সাথে বাড়ি খেল ঠক ঠক শব্দে। বাতাসের গতি এত তীব্র হয়ে উঠল, পতপত করে উড়ছে রানার ছেঁড়া শার্ট। ঝাপটা থেকে রক্ষার জন্যে চোখের সামনে হাত তুলতে হল ওকে। বাতাসের চাপে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল শরীর।

যেমন হঠাৎ করে বইতে শুরু করেছিল তেমনি হঠাৎ করেই আবার থেমে গেল বাতাস। থেমে গেল হাসির আওয়াজটাও। নিস্তব্ধ হয়ে গেল কামরা।

শুধু অদৃশ্য কারও উপস্থিতি আগের মতই অনুভব করছে রানা।

ভয় ভয় ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল ও। হাসির শব্দটা কৃত্রিম, ভাবল ও। বাতাসটাও অলৌকিক কোন ব্যাপার হতে পারে না। হয়ত একটা দরজা খোলা হয়েছিল, আবার সেটা বন্ধ করা হয়েছে–খুলেছে হয়ত সিন্থিয়াই, রিমোট কন্ট্রোল-এর সাহায্যে। আর অশরীরী উপস্থিতি, এটা সম্ভবত স্রেফ ওর কল্পনা।

দেয়াল থেকে পিঠ তুলে প্ল্যাটফর্মের কিনারার দিকে এগোল রানা। সিদ্ধান্ত নিল, কিছুই গ্রাহ্য করবে না সে। নিচে নেমে বর্শাটা হাতে নেবে, তারপর বেরিয়ে যাবে কামরা থেকে।

তবু কিনারা থেকে নামার সময় নিজের ভেতর আশ্চর্য একটা সতর্কতা অনুভব করল রানা, যেন ভয় লাগছে কেউ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ের ওপর, কিংবা হয়ত সিংহাসনে কাউকে বসে থাকতে দেখতে পাবে।

প্ল্যাটফর্মের নিচে, কামরার মেঝেতে নেমে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, ইতস্তত করছে। মিষ্টি গন্ধটা হঠাৎ চিনতে পারল ও, গাঁজার গন্ধ। তবে শুধুই গাঁজা নয়, আরও কি যেন মেশানো আছে। সেজন্যেই কি আচ্ছন্নবোধটা এত বেড়ে গেছে ওর? গন্ধ ও ধোঁয়া ফুসফুসে চলে যাচ্ছে, নেশা হবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে। নিজেকে অসম্ভব হালকা লাগছে ওর। সময়ের গতি কখনও মনে হল দ্রুত, কখনও মন্থর। কোন কারণ নেই, বোকার মত হাসি পাচ্ছে–গাঁজার নেশা করলে যেমন হয়। ধীর পায়ে এগোল ও, সামনে একটা পিলার দেখতে পেল। পিলারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, হেলান দিল ওটার গায়ে। চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সিংহাসনটাকে বাদ দিয়ে বারোটা চেয়ার। হঠাৎ রানা বুঝতে পারল কেন ওগুলো রাখা হয়েছে এখানে। থিউলিস্ট সোসাইটির নীতি-নির্ধারকদের সংখ্যা বারো, চেয়ারও বারোটা। সম্ভবত ওরা মারা যাবার পর চেয়ারগুলোয় ওদের ছাই এনে রাখা হবে। কথাটা কেন মনে হল বলতে পারবে না রানা। তবে ওর ধারণার উৎস যে সিংহাসনটা তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও ধরেই নিয়েছে, সিংহাসনটা রাখা হয়েছে হেনেরিক হিমলারের জন্যে। হয়ত তাঁর পোড়া দেহের ছাইও পড়ে আছে ওটায়।

পিলারটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। একবার সিন্থিয়ার দিকে তাকাল,

একবার বর্শার দিকে। ভাবল, বর্শাটার অলৌকিক ক্ষমতা থাকতেও পারে। পরমুহূর্তে তিরস্কার করল নিজেকে, এ-সব কি ভাবছি আমি!

তবে বোঝাই যাচ্ছে কামরাটা মৃতদের জন্যে সংরক্ষিত!

সিংহাসনটা কি খালি দেখবে ও? অবশ্যই, খালি নয় তো কি! কিন্তু যদি দেখা যায়…! দূর!

সিন্থিয়া আবার দুলছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে সরাসরি সিংহাসনের দিকে। কি দেখছে সে? কাকে দেখছে?

হঠাৎ বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করল রানার। ইচ্ছে হল মেঝেতে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। পড়েই যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে, ধীরে ধীরে বসে পড়ল মেঝের ওপর। বসতেই ইচ্ছে হল শুয়ে পড়ে। কি ব্যাপার, আমি এরকম করছি কেন? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। আমাকে কি গাঁজার নেশায় পেল?

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা। তাকিয়ে আছে বর্শাটার দিকে। ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে, বার বার মনে করিয়ে দিল নিজেকে। হঠাৎ লক্ষ্য করল, ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সিন্থিয়া। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সিধে হল সে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। চিৎকার করে বলল, 'খুন হও, মাসুদ রানা! হেনেরিক হিমলারের হাতে খুন হও তুমি! আমাকে অপমান করেছ, তার শাস্তি পাও! হের হিমলার খুন করুন ওকে!' রানার দিক থেকে সিংহাসনের দিকে তাকাল সিন্থিয়া, চোখে আগুন জ্বলছে। থরথর করে কাঁপছে সে, তার মুখটা ঝাপসা লাগল রানার চোখে।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা, তাকাল সিংহাসনের দিকে।

সিংহাসনটা খালি নয়।

মানুষ নয়, পচা একটা লাশ। রঙচটা নাৎসী ইউনিফর্ম পরে আছে, ডান বাহুতে স্বস্তিকাচিহ্ন। মাথায় পরে আছে রূপালি ফিতে লাগানো ক্যাপ, ক্যাপের গায়ে মানুষের খুলি আঁকা। মিহি ধুলো লেগে রয়েছে ইউনিফর্মে। অসম্ভব ঢিলে সেটা, যেন ইউনিফর্মের ভেতর মানুষটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

পিঠ এমন খাড়া করে বসে আছে সিংহাসনে, যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে লাশটাকে। জ্যাক-বুট থেকে ধীরে ধীরে ওপর দিকে দৃষ্টি বুলাল রানা। মাথাটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, প্রায় অন্ধকার কামরার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে একটা কংকাল।

অথচ পুরোপুরি কংকালও নয়। শুকিয়ে গেছে মুখের চামড়া, টান টান হয়ে আছে। চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে চোয়ালের হাড়। চামড়ার এখানে সেখানে অসংখ্য ফুটো, ওগুলো থেকে খুদে ও সাদা রঙের পোকা বেরিয়ে আসছে, কিলবিল করতে করতে আবার ঢুকে পড়ছে মুখের ভেতর। গলার হলুদ, শিথিল চামড়া শার্টের কলার ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে, ফাটা বেলুনের মত লাগল দেখতে। নিচের ঠোঁট খসে পড়েছে, ভেতরে শুধু মাড়ি দেখা গেল, দাঁতের কোন চিহ্ন নেই। ওপরের ঠোঁটে সাদা গোঁফ। মুখটার যেন কোন চিবক নেই, চোয়ালের হাড় যেন গলার

ভেতর ডেবে গেছে। একটা কান পুরোটাই নেই, অপর কানটা শুকনো মাংস মাত্র। ক্যাপের নিচে পাতলা চুল ঝুলে রয়েছে, ধবধবে সাদা।

অদ্ভুত ব্যাপার, ডাঁটিহীন চশমাটা নাকের গোড়ায় নিখুঁতভাবে আটকানো রয়েছে, যেন আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা চোখ, চশমার লেন্সে সেঁটে আছে সেটা। নাকের ডগা অদৃশ্য হয়েছে, তবে বাকিটা শুকনো ও বিবর্ণ হয়ে গেলেও অস্তিত্ব হারায়নি। কালো কি যেন একটা নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল, ঠোঁটের ওপর দিয়ে হেঁটে ঢুকে গেল হাঁ করা মুখের ভেতর।

গা গুলিয়ে উঠল রানার, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এল এক পা। কার লাশ মমি করে রাখা হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হল না ওর। নাৎসী ইউনিফর্ম, ডাঁটিহীন চশমা, গোঁফের অবশিষ্টাংশই বলে দিল সংরক্ষিত লাশটা ওদের রাইখসফুয়েরার হিমলারের। শয়তানগুলো এতগুলো বছর ধরে লাশটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছে।

গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগল রানার। থিউল সোসাইটির সদস্যরা শুধু যে হিমলারের আত্মা ও স্মৃতির পুজো করে তা নয়, তাঁর শরীরটারও পুজো করে। কিন্তু তাঁর লাশ এভাবে রেখে দেয়ার পিছনে উদ্দেশ্যটা কি? লোককে ভয় দেখানো একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না।

'কি, এবার বিশ্বাস হল?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল সিন্থিয়া। 'বিশ্বাস হল, হের হিমলার আমাদের সাথে, আমাদের মাঝখানে আছেন? ভাল করে দেখ, রানা। তাকিয়ে থাক। এবং অপেক্ষা কর! উনি সিংহাসন ছেড়ে এখুনি নেমে আসবেন। না, পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ওঁর হাত থেকে কোথাও তুমি পালাতে পারবে না। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন, তোমাকে নিজের হাতে খুন করবেন!'

সিন্থিয়ার কথায় মন নেই রানার, ভাল করে শুনল না। শুনলে হয়ত আরও সাবধান হত ও। কংকালের হাতগুলোর দিকে তাকাল, দেখল কোলের ওপর জড়ো করা হয়েছে ওগুলো। ওই হাত দিয়ে নির্দেশ লিখেছেন হেনেরিক হিমলার, তাঁর সেই নির্দেশে লাখ লাখ ইহুদি গ্যাস চেম্বারে মারা গেছে। একজন কেরানীর হাত খুনীর হাত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ খেয়াল করল রানা, হিমলারের হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো নড়ছে।

হাত তুলে চোখ রগড়াল রানা। ভাবল, দেখতে ভুল করেছে।

চোখ থেকে হাত সরিয়ে আবার তাকাল ও। না, আঙুলগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে। 'ইয়াল্লা!' পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল রানা। লাশের মাথাটা ধীরে ধীরে ঘুরছে ওর দিকে।

দশ

'জলদি! কোন্ দিকে…লঞ্চিং সাইটটা কোন্ দিকে?' হেলিকপ্টারের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল টমাসের চিৎকার।

'আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি, মি. টমাস,' চিৎকার করল সিলভিয়া। 'আর বিশ সেকেণ্ডও বাকি নেই!' ছোট্ট ককপিটে টমাসের পাশে বসে আছে ও, কি বলতে চায় বোঝাবার জন্যে টমাসের হাত ধরে টানছে।

'তুমি শুধু দেখিয়ে দাও,' নির্দেশ দিল টমাস হুক।

'পাহাড়ের মাথার কাছে...ওই, ওদিকে!' হাত তুলে দেখাল সিলভিয়া। 'চাঁদের আলো পড়েছে, দেখতে পাচ্ছেন? ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর...'

লিভারটা ওপর দিকে তুলল টমাস, আকাশের আরও ওপরে উঠে এল হেলিকপ্টার। ফুট পেডালে চাপ দিল সে, সিলভিয়ার নির্দেশিত পথে ঘুরিয়ে নিল মেশিনটাকে। ঝাঁকি খেতে খেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে ওরা। এঞ্জিন পাওয়ার বাড়াল টমাস, মন থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে গভীর একাগ্রতার সাথে শুধু টার্গেটের কথা ভাবল সে। সাইক্লিক কন্ট্রোল স্টিক অ্যাডজাস্ট করে পাহাড় প্রাচীরের দিকে তাকাল।

রাতের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা বেড়ে গেছে, মাঝে মধ্যেই ঢেকে ফেলছে চাঁদটাকে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে ঝোপ ঢাকা মাটি ও পাহাড়।

'হারিয়ে ফেলেছি!' চিৎকার করল সিলভিয়া। সামনের দিকে ঝুঁকল সে, বুদ্‌বুদের গায়ে ঠুকে গেল কপালটা। 'নিচে তো আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

'ভাল করে তাকাও! আশপাশেই কোথাও আছে! এদিকেই চক্কর দিই আমি।'

'কোন লাভ নেই, মি. টমাস! সাইটটা দেখতে পেলেই বা কি! কি করব আমরা? নিচে ওরা আড়াল নিয়ে আছে। খুদে একটা মেশিনগান দিয়ে আপনি ওদের ঠেকাতে পারবেন না।'

'হয়ত পারব,' নিচু গলায় বলল টমাস, এঞ্জিন ও রোটর ব্লেডের আওয়াজে তার গলা চাপা পড়ে গেল, শুনতে পেল না সিলভিয়া। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, নিচের ঘাস ঢাকা ঢাল আলোকিত হয়ে উঠল।

টমাসের কাঁধটা খামচে ধরল সিলভিয়া। 'ওই যে! ছোট বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি—আউট হাউস! ওটার কাছেই! হ্যাঁ, ওই তো, গাছপালা কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে...'

টমাসের চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব, আবেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। সিলভিয়ার লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাল সে। অপ্রাসঙ্গিক কিছু চিন্তা-ভাবনা আসা-যাওয়া করছে ওর মনে।—দুনিয়ার বুকে থারমল হেজের মত খারাপ লোক যেমন আছে, তেমনি আছে মাসুদ রানার মত ভাল লোক। থারমল হেজরা মানুষের ক্ষতি করার জন্যেই জন্মায়, আর মাসুদ রানারা জন্মায় ভাল করার জন্যে। পুলিস বিভাগে চাকরি করেছে সে, ভাল-মন্দ দু'ধরনের লোকই দেখেছে। যারা সত্যিকার ভাল তাদের দেশ-কাল-বর্ণ-গোত্র বা আলাদা কোন শ্রেণী নেই, তারা সর্বত্র এবং সবার জন্যেই ভাল। এদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম, নিজের জীবনে মাত্র একজনকেই দেখেছে টমাস। এরাও সাধারণ মানুষের মত দেখতে, কিন্তু গুণের বিচারে দেবতাদের সমতুল্য। এদের সান্নিধ্য লাভ করা ভাগ্যের কথা।

গর্বের হাসি ফুটল টমাসের ঠোঁটে। হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিল সামান্য, পাহাড়

প্রাচীরের দিকে যাচ্ছে। পিছন দিকে ঝাঁকি খেল সিলভিয়া, পিঠ সেঁটে গেল সীটে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শ্যাফটের কাছে পৌঁছে গেল হেলিকপ্টার। শ্যাফটের সামনে শূন্যে স্থির হল যান্ত্রিক ফড়িং।

'জাম্প!' নির্দেশ দিল টমাস, সিলভিয়ার দিকে তাকাল না।

তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া। 'হোয়াট?'

'লাফ দাও!' কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিল টমাস, সিলভিয়াকে এক হাতে ঠেলে দিল দরজার দিকে। 'জলদি!'

হঠাৎ টমাসের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারল সিলভিয়া। 'ওহ গড! ওহ গড!' বিড় বিড় করে বলল সে, জানে এটাই একমাত্র উপায়।

'বেরিয়ে যাও!' আবার সিলভিয়াকে ধাক্কা দিল টমাস।

দরজার হাতল ধরে ঘোরাল সিলভিয়া, থরথর করে কাঁপছে সে। আরেকটা ধাক্কা খেয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শূন্যে। আট ফুট নিচের নরম ঘাসে পড়ল। কোথাও লাগেনি, তবে মাথাটা ঘুরে গেছে, ফুসফুসে কোন বাতাস নেই। এক সেকেণ্ড পর মাথা তুলে তাকাল সিলভিয়া।

সরাসরি শ্যাফট-এর ওপর চলে গেছে হেলিকপ্টার। আবার স্থির হয়েছে সেটা। তারপর হঠাৎ নিচু হতে শুরু করল। হেলিকপ্টার নিয়ে শ্যাফটে নেমে যাচ্ছে টমাস। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া। এ-ধরনের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব আগে কখনও দেখেনি সে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে মেজর কালভিন, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হাতঘড়ির ডায়ালে। আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে যাবে সেকেণ্ডের কাঁটা, সেই সাথে ঘুরে যাবে ইতিহাসের চাকা। উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে মন, বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে রঙিন স্বপ্ন দেখছে সে। আজ এই যে শুরু হল, এরপর একের পর এক অপারেশন চালাবে ওরা, ধীরে ধীরে দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা ওদের হাতে চলে আসবে। সম্ভবত গোটা একটা মহাদেশের শাসনভার তুলে দেয়া হবে তার হাতে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের মত মানুষ তাকে ভয় করবে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মেজর কালভিন।

গভীর, গোলাকার শ্যাফটের গায়ে একটা চওড়া শেলফ রয়েছে, স্টাফদের সঙ্গে সেখানে পজিশন নিয়েছে মেজর। শেলফের মুখের কাছে ইস্পাতের একটা নিচু পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, মিসাইলের ব্যাক-ব্লাস্ট থেকে ওদেরকে রক্ষা করবে। শ্যাফট থেকে একটা আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে সৈকতের দিকে, সেদিক থেকে সাগরের গর্জন ভেসে আসছে।

ইস্পাতের নিচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে চট করে একবার সামনে তাকাল কালভিন, সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে। শ্যাফটের গায়ে বৃত্তাকার যে সিঁড়ি রয়েছে তাতে কাউকে থাকতে দেয়া হয়নি। লাল আলোয় যেন গোসল করছে মিসাইলটা, আকাশের দিকে তাক করা।

ওটা একটা সারফেস-টু এয়ার মিসাইল, মাত্র দশ ফুট লম্বা। সোভিয়েত গোয়া মিসাইলের সাথে মিল আছে ডিজাইনের, তবে তৈরি করা হয়েছে থারমল হেজের

নিজস্ব অস্ত্র কারখানায়।

'ব্রড ব্যাণ্ড জ্যামিং ইন অ্যাকশন?' কাঁধের ওপর দিয়ে জানতে চাইল সে।

কন্ট্রোল ইউনিটে বসে আছে একজন টেকনিশিয়ান, দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'ইয়েস, স্যার!'

ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল জুড়ে রাডার স্টেশনের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু মিসাইলটার ফ্লাইট-পাথ তারা ধরতে পারবে না। রাডারকে ফাঁকি দেয়ার যান্ত্রিক কৌশল জানা আছে ওদের।

'টার্গেট অন স্ক্রীন?'

'অন স্ক্রীন অ্যাণ্ড বীম লক্‌ড্ ইন।'

সন্তুষ্ট হয়ে হাসল মেজর কালভিন। চুম্বক যেমন লোহার একটা পেরেককে টেনে নেয়, মার্কিন বোয়িংটাও ঠিক তেমনি ভাবে টেনে নেবে মিসাইলটাকে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমাণ্ডার মেজর জেনারেল পিয়ারসনকে ধন্যবাদ, বোয়িংটার সঠিক ফ্লাইট-পাথ ও টাইম শিডিউল আগেই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ওদেরকে।

চোখ তুলে শ্যাফটের খোলা মুখের দিকে তাকাল মেজর। গোল রূপালি চাকতির মত দেখাল আকাশটাকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে কান পাতল সে। কিছু যেন শুনতে পাচ্ছে। কিসের শব্দ ওটা? রোটর ব্লেডের? ধ্যেত, সাগরের গর্জনে ভাল করে কিছু শোনার উপায় নেই। নাহ্, হেলিকপ্টার আসবে কোত্থেকে? শুনতে ভুল করেছে সে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল মেজর কালভিন। সময় হয়ে এসেছে। আর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড। মিসাইল ছুটে যাবে, বানচাল হয়ে যাবে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আলোচনা। মাঝ আকাশে ছাই হয়ে যাবে তিনজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সামনের দিকে ঝুঁকল মেজর। 'রাইট!'

সামনের ডায়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে টেকনিশিয়ান, নির্দিষ্ট একটা বোতামে আঙুল। সাথে তার নিজের একটা টাইমার রয়েছে, বোতামে চাপ দেয়ার জন্যে মেজরের নির্দেশ পাবার দরকার নেই।

টেকনিশিয়ানের পিছনে থারমল হেজের প্রাইভেট আর্মির দু'জন সদস্য দাঁড়িয়ে রয়েছে, নার্ভাস ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে তারা। মিসাইলের সাথে বদ্ধ একটা জায়গায় আটকে থাকতে ভাল লাগছে না তাদের, যদিও তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে বিপদের কোনই আশঙ্কা নেই।

'থ্রি। টু...,' মেজরের তর্জনী হাঁটুর ওপর টোকা দিচ্ছে, প্রতি সেকেণ্ডে একবার। '...ওয়ান। লেট হার গো!'

মেজরের কথা শেষ হল, সেই সাথে বোতামে চাপ দিল টেকনিশিয়ান। ইস্পাতের নিচু পাঁচিলের ওদিকে সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সগর্জনে জ্যান্ত হয়ে উঠল, গোড়া থেকে বিস্ফোরিত হল ধোঁয়া, লাল আগুনের শিখায় শ্যাফটের নিচের অংশ প্রায় ঢাকা পড়ে গেল।

মিসাইল আকাশের দিকে উঠতে শুরু করেছে, মুখ তুলে শ্যাফটের মাথার দিকে তাকাল মেজর কালভিন। বিস্মিত হবার এক সেকেণ্ড সময় পেল সে। ভাবল, রূপালি গোল চাকতিটাকে ঢেকে দিচ্ছে...কি ওটা? পরমুহূর্তে শ্যাফটের মাথা থেকে

হুড়মুড় করে নেমে এল হেলিকপ্টারটা, নিচে নামার আগেই ওটাকে আঘাত করল মিসাইল।

শ্যাফটের ভেতর লোকগুলো এমন কি চিৎকার করার সময়ও পেল না। গোটা শ্যাফট নিশ্ছিদ্র অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়লা হয়ে গেল লোকগুলো।

এগারো

অশ্লীল ও নোংরা লাগল জিনিসটাকে রানার। যদিও জানে, এর মধ্যে কোনও চাতুরি আছে, তবু পিঠ বেয়ে শিরশিরে একটা ঠাণ্ডা ভাব নেমে এল ওর, দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের পিছনে চুলগুলো। পিছু হটার চেষ্টা করল ও, শুকনো খটখটে লাশটার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়, কিন্তু শরীরে কোন শক্তি পেল না, পেশীগুলো যেন নরম কাদা হয়ে গেছে।

রানার পিছন থেকে সরে এসেছে সিন্থিয়া, ওর ডান পাশে দাঁড়িয়েছে সে, দশ-বারো ফুট দূরে। হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল মেয়েটা। 'পিছু হটছ কেন, অ্যাঁ? ভয় পাচ্ছ কেন? বলিনি, হের হিমলার বেঁচে আছেন? অপেক্ষা কর, রানা! এখুনি তোমাকে মারবেন না উনি। বুকে পবিত্র বর্শা গাঁথার আগে তোমার সমস্ত শক্তি শুষে নেবেন। আমি জানি, তুমি দুর্বল বোধ করছ, রানা। কাজটা হের হিমলার শুরু করেছেন। শক্তিশালী জলজ্যান্ত পুরুষ তুমি, হের হিমলারের উপাদেয় খোরাক!'

সত্যিই কি তাই, ওটা একটা জ্যান্ত লাশ? লাশ তা তো দেখাই যাচ্ছে, জ্যান্তও বটে, কারণ হাত ও মাথা নাড়ছে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, ওটা হেনেরিক হিমলারের জ্যান্ত লাশ, তবে যান্ত্রিক।

তাহলে নিজেকে যে দুর্বল লাগছে ওর, গাঁজা বা আর কোন ড্রাগের প্রভাব?

লাশের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকল, সাদা পোকা বেরিয়ে এল মুখের গর্ত থেকে, শিউরে উঠল রানা। হাড়সর্বস্ব একটা হাত নিচের দিকে লম্বা হল, আঙুল থেকে শুকনো মাংস ঝুলছে–ওই হাত ওকে ছুঁয়ে দিলে...ভাবতেই কেঁপে উঠল রানা। কঙ্কালের লম্বা করা হাতটা বর্শার দিকে এগোচ্ছে, বর্শাটা পড়ে আছে জ্যাক-বুট পরা পায়ের সামনে। বর্শাটা ধরবে, তারপর কি হবে? আলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে যাবে লাশটা? অস্ত্রটা কি আবার ওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা হবে?

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে লাফ দিল রানা, হাত বাড়াল বর্শার দিকে। কঙ্কাল আর ওর হাত একই সাথে আঁকড়ে ধরল বর্শাটাকে। টানাটানি করছে দু'জন, লাশের একটা আঙুল খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

বর্শাটা নিজের দিকে টেনে নিল রানা, শক্ত করে বুকের কাছে ধরল দু'হাতে। আশ্চর্য, হঠাৎ নতুন একটা শক্তি অনুভব করল ও। মনে হল, এখন লড়তে পারবে ও, প্রয়োজনে পালাতেও পারবে। প্রাচীন হলেও হাতে একটা অস্ত্র এসেছে, সেটাই কি কারণ? পিছিয়ে এল ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখল ওকে পিছাতে দেখে পিছু

হটল সিন্থিয়াও।

পিছু হটতে গিয়ে একটা চেয়ারের সাথে ধাক্কা খেল রানা, পড়ে যাচ্ছে, হাত থেকে খসে পড়ল বর্শাটা। হঠাৎ নিস্তেজ লাগল নিজেকে, আবার দুর্বল হয়ে পড়েছে। মেঝেতে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও। বর্শাটা শক্ত করে ধরল। মুখ তুলল রানা, দেখল সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে জ্যান্ত লাশ। লম্বা শরীর, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। সিংহাসন ছেড়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। একটা হাত সামনের দিকে লম্বা করা, মুখটা খোলা, যেন নিঃশব্দে আদেশ করছে, ফিরিয়ে দিতে বলছে বর্শাটা, আহ্বান জানাচ্ছে তার আলিঙ্গনের ভেতর ধরা দিতে।

আঁচড়ে খামচে উঠে দাঁড়াল রানা। কামরার উল্টোদিকে একটা দরজা আছে, জানে ও। পিছু হটে প্ল্যাটফর্মের পাশে চলে এল, ধাপ বেয়ে উঠে পড়ল উঁচু প্ল্যাটফর্মে। পর্দা সরিয়ে দরজার গায়ে হেলান দিল। এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে গেছে ও। খালি হাতটা দিয়ে হাতল খুঁজল। বুঝতে পারল, পিছু নিয়ে এগিয়ে আসছে লাশটা, ধাপ বেয়ে ওপরে উঠল, হাত বাড়াল ওর দিকে।

হাতলটা পেয়ে মোচড় দিল রানা, কিন্তু ঘুরল না। হতাশায় মুষড়ে পড়ল, হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে মেঝেতে। হঠাৎ কী হোল থেকে চাবিটাকে বেরিয়ে থাকতে দেখল ও। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে উঁচু করল নিজেকে, ঘোরাবার চেষ্টা করল চাবিটা। মরচে ধরা তালা, চাবি ঘুরছে না। ওর পাশে একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু পিছন দিকে তাকাল না ও, অশ্লীল জিনিসটাকে দেখতে চায় না। খিল খিল করে হেসে উঠল সিন্থিয়া, মনে হল লাশটার পিছু নিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসেছে সে। 'এবার কোথায় পালাবে, রানা? ধরা তো সেই দিতেই হল তোমাকে!'

উৎকট একটা গন্ধে বমি পেল রানার। পচা মাংসের, পচা লাশের গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে এল ওর। ইচ্ছে হল চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলে।

বর্শাটা ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে ধরে চাবিটা ঘোরাল রানা। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে ওর। তালার ভেতর ঘুরল চাবি। ধাক্কা দিয়ে কবাট দুটো খুলল ও। এই সময় লোহার মত শক্ত একটা হাত খামচে ধরল ওর কাঁধ। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিল রানা, বর্শাটা তুলে নিয়ে চৌকাঠের ওপারে গড়িয়ে দিল শরীরটা।

অন্ধকারে লাফ দিয়ে সিধে হল রানা। শুধু তাজা বাতাস পেল মুখে, আলোর কোন চিহ্ন নেই। প্যাসেজটা কত লম্বা বোঝা গেল না। এগোতে গিয়ে বাধা পেল ও, চোখে-মুখে জড়িয়ে গেল মাকড়সার জাল। হাত ঝাপটা দিয়ে মাকড়সাগুলোকে তাড়াল ও। মুখের ওপর ওগুলোর খুদে পা অনুভব করল, জ্যান্ত প্রাণীর মত কুঁকড়ে গেল গায়ের চামড়া। পায়ের নিচে মেঝেটা ভিজে, পা পিছলে পড়ে গেল ও। হাত বাড়াতে শ্যাওলা ধরা দেয়াল পেল আঙুলের ডগায়। দাঁড়াবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লাশটা। কালো একটা আকৃতি, ক্রমশ বড় হচ্ছে আকারে, তার মানে এগিয়ে আসছে। বাতাসের ঝাপটা লেগে বন্ধ হয়ে গেল কবাট দুটো। লাশটার পিছনে আরও একটা ছায়ামূর্তি দেখল রানা।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সামনে এগোবার চেষ্টা করল রানা। ভোঁতা একটা আওয়াজ ঢুকল কানে, ভেসে এল যেন অনেক দূর থেকে, বিস্ফোরণের মত

শোনাল। বিস্ফোরণ হলে খুব জোরালোই বলতে হবে, কারণ পায়ের নিচে পাথুরে মেঝে কেঁপে উঠল। পুরোপুরি উঠে দাঁড়াবার আগে আবার পা পিছলে পড়ে গেল ও, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ধাতব শব্দ তুলল বর্শাটা।

আবার দাঁড়াল রানা। এবার ছুটল। কোন্‌দিকে যাচ্ছে জানে না। অন্ধকারে দাঁড়াবার সময় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এমন হতে পারে সরাসরি লাশটার দিকেই ছুটছে ও। দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। দম আটকে কান পাতল।

জ্যাক-বুটের আওয়াজ পেল রানা। পিছন থেকে এল। আবার ছুটল ও।

কতক্ষণ ধরে ছুটছে বলতে পারবে না রানা। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইচ্ছে হল একটু বসে, বিশ্রাম দরকার। টলতে টলতে আরও কয়েক পা এগোল। মেঝেতে নয়, পা পড়ল আরেক দেয়ালে।

অন্ধকার হাতড়াল রানা, দেয়াল নয়, একটা সিঁড়ি। ধাপগুলো ওপর দিকে উঠে গেছে।

ওপরে ওঠার সময় পিছনে কোন শব্দ হয় কিনা খেয়াল করল রানা। গোটা পাতাল নিস্তব্ধ হয়ে আছে। জ্যাক-বুটের আওয়াজটা স্পষ্টই শুনতে পেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

হঠাৎ করেই সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেল রানা। আলো নেই, অথচ সামনে রূপালি একটা রেখা দেখতে পেল ও। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পারল, দরজার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকেছে সরু চাঁদের আলো। চাঁদের আলো নয়, রানার জন্যে ওটা আশার আলো। তাড়াতাড়ি এগোল ও, ধাক্কা খেল দরজার সাথে। কিন্তু এটাও তালা মারা। কী হোলে কোন চাবি নেই।

কামরা, নাকি করিডর, কোথায় রয়েছে জানে না রানা। চারদিকে তাকাল, তালাটা ভাঙার জন্যে একটা কিছু খুঁজছে। কিন্তু এই সময় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ, অদৃশ্য হল রূপালি রেখা। পায়ের আওয়াজ শুনে সিঁড়ির দিকে তাকাল একবার। দেখতে না পেলেও, অনুভব করতে পারল ও, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে আসছে লাশটা।

দরজার দিকে ফিরল রানা। বর্শা দিয়ে আঘাত করল কবাটে। বিদ্যুতচমকের মত মনে পড়ল, তালা ভাঙার অস্ত্র তো ওর হাতেই রয়েছে। দুই কবাটের ফাঁকে বর্শার ফলা ঢুকিয়ে চাপ দিল ও। ভয় হল, ফলাটা না ভেঙে যায়। বেশিক্ষণ চাপ দিতে হল না, চড় চড় শব্দে চিড় ধরল কাঠে। তারপর ভেঙে গেল কবাট। সবেগে ভেতর দিকে খুলে গেল ওগুলো। তীব্র বাতাস ও উজ্জ্বল লাল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল রানার চোখ। দোরগোড়া থেকে ডাইভ দিয়ে সামনে পড়ল ও। তিন দিকে অন্ধকার, কিন্তু সামনে আকাশ ছুঁয়েছে বিশাল আকৃতির আগুনের শিখা। মনে হল মাটির তলা থেকে উঠে আসছে।

বর্শাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা, আউটহাউসের দোরগোড়ায় হাজির হল লাশটা, পিছন থেকে উঁকি দিল সিন্থিয়া। লাশের কালো ইউনিফর্ম অগ্নিশিখার আভায় রক্ত-লাল দেখাল। রানা বুঝতে পারল, সিন্থিয়া শুধু যে ওর মৃত্যু কামনা করছে তা-ই নয়, বর্শাটাও পেতে চায় সে। সেজন্যেই ওর পিছু ছাড়েনি।

টলতে টলতে আগুনটার দিকে এগোল রানা। আগুনের বিশাল শিখা ওকে যেন টানছে। ও এগোচ্ছে, পিছু পিছু আসছে লাশটাও। লাশের ঠিক পিছনে নয়, এক পাশে সরে গেছে সিম্থিয়া, সে-ও এগোচ্ছে। তীব্র বাতাসে অনুসরণরত রাইখসফুয়েরারের চামড়া খসে পড়তে দেখল রানা, ভেতরে দেখা গেল সাদা হাড়।

পায়ের নিচে ঘাসগুলো নরম। আগুনের শিখা কাছে চলে এসেছে, প্রচণ্ড আঁচ অগ্রাহ্য করে আরও সামনে বাড়ছে রানা। অবশেষে গোল শ্যাফটের কিনারায় এসে থামল ও।

শ্যাফটটা জ্বলছে। কিনারায় দাঁড়াতেই চুল আর হাতের পশম পুড়তে শুরু করল। বিপজ্জনকভাবে টলছে রানা। আগুনের আঁচ লেগে জ্বালা করছে চামড়া। শ্যাফটের দিকে পিছন ফিরল ও, তাকাল লাশটার দিকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল হেনেরিক হিমলার। দশ-বারো গজ পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল সিম্থিয়াও।

শ্যাফটের ভেতর, আগুনে ফেলে দিতে হবে ওটাকে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। কাজটায় ঝুঁকি আছে, জানে ও। ধস্তাধস্তির সময় সে-ও নিচে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এছাড়া অন্য কোন বিকল্পও দেখতে পাচ্ছে না। যান্ত্রিক হেনেরিক হিমলারের কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা জানা নেই ওর, জানা নেই দানবটা কতটা শক্তিশালী। শুধু এই বর্শা দিয়ে ওটার সাথে লড়ে না-ও জিততে পারে। আগুনে ফেলে দেয়াই ভাল। পুড়ে অথবা গলে যাবে।

রানার সামনে দাঁড়িয়ে একচোখে তাকিয়ে আছে দানবটা। ডাঁটিহীন চশমাটা তীব্র বাতাসে কখন যেন খসে পড়েছে নাক থেকে। একটা চোখ লেন্সের গায়ে সেঁটে ছিল, লেন্স না থাকায় মাংসহীন গালের ওপর ঝুলছে সেটা। মুখটা খোলা, যেন রানার উদ্দেশ্যে বিরতিহীন চিৎকার করছে। ছেঁড়া ফাড়া মাংস শরীরের এখানে সেখানে ঝুলছে। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আরও এক পা এগোল কঙ্কালটা, রানাকে আলিঙ্গন করতে চায়। হঠাৎ করে, ভোজবাজির মত, বিস্ফারিত হল হেনেরিক হিমলারের মাথা। দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেল রানা।

মাথা নেই, কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে আছে লাশটা। হাত দুটো সামনে বাড়ানো, আবার এগিয়ে এল রানার দিকে। পিছিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা, শ্যাফটের কিনারায় টলছে। বর্শাটা দু'হাতে ধরে ফেলল দানবটা। রানার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার জন্যে টানাটানি করছে। চোখের কোণ দিয়ে মাথাটা দেখতে পেল রানা, ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে। মাত্র চার কি পাঁচ ফুট দূরে সিলভিয়াকেও দেখতে পেল ও, মাটিতে হাঁটু গেড়ে পিস্তল তাক করছে দানবটার দিকে। ওর নাম ধরে চিৎকার করছে সিলভিয়া, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ।

বর্শাটা রানা ছাড়ছে না। কঙ্কালের একটা হাত এগিয়ে এসে ওর গলাটা চেপে ধরতে চাইল। পিছু হটার উপায় নেই, কাঁধ দিয়ে লাশটার গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ও। দু'জনেই পড়ে গেল ঘাসের ওপর, বর্শাটা ছাড়েনি কেউ। পা চালাল রানা, যেন ইস্পাতে লেগে ফিরে এল সেটা, ব্যথায় মুখ কোঁচকাল ও। একটা ঝাঁকি খেয়ে গড়ান দিল লাশটা, হ্যাঁচকা টানে বর্শাটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। লাফ দিয়ে সিধে হল ও, মাটিতে পড়ে থাকা লাশের বুকে আমূল গেঁথে দিল বর্শাটা।

ঠকাস করে শব্দ হল, যেন শক্ত কিছুতে লেগে ফিরে এল বর্শার ফলা। একই জায়গায় বারবার বর্শা গাঁথার চেষ্টা করল রানা। দু'হাত উঁচু করে বাধা দিতে চাইছে ওর প্রতিপক্ষ। একবার বুকের ভেতর আটকে গেল বর্শার ফলা। এবার শ্যাফটের দিকে পিছু হটতে শুরু করল রানা, বর্শা গাঁথা লাশটাকে টেনে আনছে। অস্পষ্টভাবে সিলভিয়ার চিৎকার শুনতে পেল ও। ছোট একটা লাফ দিয়ে লাশটাকে টপকাল, ঘুরে দাঁড়াল শ্যাফটের দিকে মুখ করে। তারপর শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে বর্শাটা ওপরে তোলার চেষ্টা করল রানা।

শ্যাফটের কিনারা থেকে শূন্যে উঠল লাশ, বর্শার মাথায় গাঁথা। থরথর করে কাঁপছে রানার বাহু। শ্যাফটের মাঝখানে বর্শাটা ছুঁড়ে দিল ও। লেলিহান শিখাগুলো নাচতে নাচতে গ্রাস করল বর্শার ডগায় গাঁথা হেনেরিক হিমলারকে।

লাশটাকে ছুঁড়ে দেয়ার সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রানা, শ্যাফটের কিনারায় টলছে।

চিৎকার করছে সিলভিয়া। আরও একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল রানা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সিন্থিয়া, তাকে টপকে ওর দিকে ছুটে এল সিলভিয়া। ওকে শ্যাফটের কিনারায় টলতে দেখে আবার চেঁচিয়ে উঠল সে।

আগুনের আঁচে ঝলসে যাচ্ছে রানার চামড়া। শ্যাফটের নিচ থেকে বিস্ফোরণের একটা শব্দ উঠে এল। কেঁপে উঠল রানা। কিনারা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু শরীরে কোন শক্তি পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে এখানেই ঢলে পড়বে।

তারপর হঠাৎ, যেন অদৃশ্য কারও ইঙ্গিতে, ফণা নামাল শিখাগুলো। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে রানার একটা পা ধরে ফেলল সিলভিয়া, টান দিয়ে ফেলে দিল ওকে ঘাসের ওপর।

মাটিতে পড়েই জ্ঞান হারাল রানা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর চেতনা ফিরে পেল আবার। সিলভিয়ার দিকে তাকাল, ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড তাকে চিনতে পারল না ও।

তারপর হাসল রানা। দু'হাতে ধরে ওর মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিল সিলভিয়া। সারা শরীর জ্বালা করছে রানার, তবে বিরাট একটা স্বস্তিবোধ সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে থাকতে সাহায্য করল ওকে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা, চুমো খেতে দু'জনেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠল যে টেরও পেল না মেরিন কমাণ্ডোর সশস্ত্র সৈনিকরা কখন ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

(শেষ)